রত্নাকর

(শ্রীশ্রীনিতাইগৌররাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক পদাবলী ও বিবিধকাব্য গ্রন্থাবলী)

বসুয়াম্ব শ্রীকালীহরদাস ভক্তিসাগর-বিদ্যাবিনোদ
বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ
১৩৪২ সন।

বেণী মাধব প্রেসে—
প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার-পত্র।

বৃন্দাবনে গোপীনাথ, বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রিয়নাথ, যে লুকাল জগন্নাথ-অঙ্গে।
সেই শ্রীজগদ্বন্ধু, দয়ার দধিসিন্ধু, তথাপিহ খেলা করে বঙ্গে॥

শ্রীশ্রীহরিপুরুষাশ্রিত সততধূলিধূসরিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দভাবাবিষ্ট "জয়নিতাই"-ধ্বনি-প্রমত্ত শ্রীহরিনামোন্মত্ত মদগুরুদেব (জয়নিতাইপ্রভু) পুণ্যচরিত শ্রীশ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌড়েশ্বরগৌরভক্তরাজ-করকমলশিখরে এই "**রত্নাকর**"-তরঙ্গশীকর-শিখরিণী নৃত্য করুক্।

জনগণভৃত্যা দুরিতদুষ্ট-চিত্ত শমনশঙ্কিত পতিতাধম জয়শ্রীপুণ্যনৈপুণ্য-শূন্য অধন্য কলিহত **কালীহরের** মায়ামুগ্ধ-বিষয়বিষানলবিদগ্ধ-প্রাণোত্থিতা খিন্না নির্ব্বিণ্ণা প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দো জয়তি।

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

বসুরায় শ্রীকালীহরদাস
ভক্তিসাগর বিদ্যাবিনোদ
বিরচিত।

প্রকাশক—
শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী বি, এ, ও শ্রীমহেন্দ্রকুমার মজুমদার, নোয়াখালী।
 শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৩৪২ সন। [গ্রন্থভিক্ষা ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

"শ্রীচৈতন্য-চরিত," "অবধূত নিত্যানন্দ," "হৃদশ্রু," "মহাযজ্ঞ," "প্রেমতত্ত্ব সমন্বয়" "শ্রীশ্রীনিত্যলীলামঙ্গল" "ভজনতত্ত্ব দীপিকা," "ভক্তিসূত্র-দীপিকা" "গান্ধীমাহাত্ম্য" ও "মা-চণ্ডী" গ্রন্থ প্রণেতা ও যাবতীয় শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রেষ্ঠ লেখক ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবকবি শ্রীযুত কালীহর ভক্তিসাগর বিরচিত এই "রত্নাকর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন।

তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের জীবনীর কিয়দংশ "সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদে" ক্রমশঃ এবং "Gita and Bible" সম্পূর্ণ এবং "Sree Sree Rash Leela' প্রথমাংশ "Sree Sree Vishnupriya-Gouranga" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

১২৮৫ সন অবধি ১২৯৮ সন পর্য্যন্ত যে সকল কবিতাপদ ভক্তিসাগর মহাশয় রচনা করেন সে সকল এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহার রচিত অন্যান্য বহু কবিতা 'কবিতাকদম্বক' গ্রন্থের উপাদান। এই কবিতাগ্রন্থ সুবৃহৎ তাই অদ্যাপি অপ্রকাশিত। আগড়তলা, লাউতা এবং আড়কান্দা বাসকালে গ্রন্থকারজী এই সব কবিতা এবং "হৃদশ্রু" নামক পুস্তিকা লিখেন। অনুমান ১২৮৭ সন অবধি ১১ বৎসর মধ্যে তিনি লাউতার নির্জ্জন পাহাড়ে বসিয়া "বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা" "সুদর্শাকাব্য," "গৌরবিরহ" এবং "ব্রজলীলাকমল" লিখেন। তখন তিনি স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্যপর।

অনুমান ১৩০৪ সনে তিনি কলিকাতার ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে ডুবিয়া শ্রীগৌরলীলারসাত্মক পদাবলী লিপিবদ্ধ করেন। অপর সমুদয় লীলা কাব্য ও পদাবলী ভাগাকুলের পদ্মাকূলে বসিয়া এবং বিলণীয়ার পার্ব্বত্য শোভার অকূলে মজিয়া রচনা করেন। তন্মধ্যে "শ্রীযুগল মাধুরী" ভক্তপ্রাণের একটী বিশেষ আস্বাদনের বস্তু।

ভাগাকুল, বিলণীয়া, হলদিয়া ও হাসাড়া (জন্মভূমি) বাসকালে এই সব যাবতীয় বৈষ্ণব পত্রিকায়, ত্রিশতাধিক গদ্যনিবন্ধ ও সন্দর্ভ লিখেন। সমুদয়ই দার্শনিক সিদ্ধান্তগর্ভ। তাঁহার লিখিত "শ্রীপ্রেমাবতার" "কালীহরার নিবেদন" অভিধ্যায় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় ক্রমশঃ ছয় বৎসরে ও শেষ হয় নাই। তাঁহার ঐ গদ্যনিবন্ধ সকল যাবতীয় বৈষ্ণব পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভাগাকুলের প্রথম ১৪ বৎসর লইয়া তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়স অবধি ২৫ বৎসর অর্থাৎ ৬৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যৌবন ঐশ্বর্য্য ভোগ সহ আবরণভাবায় "পদামৃত" "বিষামৃত গৌরাপ্রেম" প্রভৃতি পদাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "পদামৃত" প্রথমতঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হন। "বিষামৃত গৌরাপ্রেম" 'আনন্দ বাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত হন।

"শ্রীযুগলমাধুরী," "কবিতামৃত" ও "পদপুষ্পাঞ্জলী" প্রভৃতি "নিবেদন", "ভক্তি," "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী" "শ্রীগৌরাঙ্গ" "পল্লীবাসী" ও "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত হন।

ভক্তিসাগরজী লিখিত "বিষামৃত গৌরা প্রেম" ও 'মহাযজ্ঞ" এই দুইই নদীয়া নাগরীর বিরহ দশার উন্মাদচিত্র— উঁহাদের ভাব ভাষা রস সবই এক নূতন সৃষ্টি।

ভক্তিসাগরের রচিত ইংরেজী কবিতা বৈষ্ণব কবি রসিক লাল দে সাদরে শ্রীকুণ্ডদর্পণে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একটী মধুময়ী ইংরেজী কবিতা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভক্তিসাগরের "হৃদশ্রু" শীকর এই "রত্নাকর" গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইল না।

"শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্রিকায় গ্রন্থকারের "মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী" শীর্ষক তাঁহার নিজ জীবনীর (autobiography) প্রথমার্দ্ধ প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতে কাব্যরসের ধারাময় প্রেমগাম্ভীর্য্য। তাঁহার লিখিত "সংক্ষিপ্ত রাজস্থান" মধুর অথচ বীররসের চারুচিত্র। ইহার প্রথমার্দ্ধ "সেবায়" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তিসাগরজী নিম্নলিখিত পত্রিকা সকলের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১। শ্রীহট্টসুহৃৎ ২। নিবেদন ৩। ভক্তি ৪। আনন্দবাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ৫। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী ৬। পল্লীবাসী ৭। ঢাকাপ্রকাশ ৮। শান্তিকণা ৯। শ্রীগৌরাঙ্গ ১০। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১১। শ্রীনিত্যানন্দ সেবক ১২। সেবা ১৩। সাধক ১৪। আনন্দ ১৫। প্রেমপুষ্প ১৬। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ (Bi-lingual) ১৭। মহা-উদ্ধারণ ১৮। আঙ্গিনা ১৯। রবি ২০। সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্।

গ্রন্থকার মহোদয়ের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ও শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রাবলী মধ্যে কয়েকখানির সংক্ষেপ নকল ভক্ত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। তদ্দ্বারাই তাঁহারা তাঁহার উচ্চ রসময়ী সাহিত্যিকতার সুন্দর পরিচয় পাইবেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলা-সমুদ্রে তিনি যে বিপুল এক অভিনব তরঙ্গের আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠকভক্তগণ স্বীকার করিবেন। তিনি নিদ্রিত বৈষ্ণব সমাজের চক্ষের ঘুম ভাঙ্গাইতে স্বলেখনীর খোচায় বেশ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নবীন লেখক নহেন।

আমাদের অনুরোধ ভক্তিসাগরোত্থ তরঙ্গরসে ডুবিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপদেশসাররত্নগুলি গ্রহণ করুন্। আনন্দ আনন্দ!

এই "রত্নাকর" তিন খণ্ড একত্র লইয়া প্রকাশিত হইলেন। ইহার চতুর্থ খণ্ড অমৃতের অমৃত স্বরূপ ব্রজরসচিত্র নব নব রসের ফোয়ারা লইয়া পৃথক্ প্রকাশিত হইবেন। গ্রন্থকারজী সারাজীবন চাক্ষুস বা পার্থিব দুঃখসাগরে ডুবিয়াও শুধু হরিপাদপদ্মরূপ উপাধান আশ্রয় করিয়া প্রকৃষ্টরূপে ভাসিয়া আছেন। অর্থাভাবে ৪র্থ খণ্ড সম্প্রতি গুপ্ত থাকিলেন। ৪র্থ খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ এক নূতন ধারার উজ্জ্বলরসে বিচিত্রিত। পূর্ব্ব মহাজনগণের কৃপায় ইহা পূর্ব্বরাগপরিশিষ্ট। শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদ ভক্তিসাগরের বক্ষ জুড়িয়া আছেন। তাই নূতন নূতন কুমুদকহ্লার সকল ফুটিয়াছেন।

পূজ্যপাদ অনরেবল জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জী মহোদয়ের, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসার রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুরের, কুচবিহার মহারাজ-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের, ভাগ্যকুলের জমিদার শ্রীযুক্ত ননীলাল রায় চৌধুরী এটর্নি মহোদয়ের এবং হাঁসাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভৌমিক মহোদয়ের প্রদত্ত কৃপাসাহায্যে এবং উৎসাহে এই "রত্নাকর" শ্রীগ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইল। গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র "রত্নাকর" ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত বাবু নক্ষত্রকুমার মজুমদার, মোক্তার (ফেণী) এই গ্রন্থখানির মুদ্রণব্যাপারে যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বহু সেবা করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইতি—

গ্রন্থকারের স্বয়ং প্রুফ দেখিবার সুবিধা না হওয়ায় গ্রন্থে বহু বর্ণাশুদ্ধি এবং প্রেস বিপর্য্যয়ে নিয়মিত ফাইনেল প্রুপ দেখিতে না পারায় কথেক বিশৃঙ্খলা রহিয়া গিয়াছে। পাঠক ভক্তগণ স্বগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

প্রকাশকদ্বয়।

(1) King-Emperor's Camp.
3rd. January, 1912.

Dear Sir,

I am commanded to thank you for the song, you have been good enough to send for His Imperial Majesty's acceptance.

Yours faithfully,
(Sd) Illegible
For Private Secretary.

To
Babu Kalihar Bosu.

(2) **Ashutosh Building, Calcutta**
Dec. 20, 34.

Babu Kalihor Bosu Vidyabenode, Bhaktisagar was a teacher all through his life .... He has written several books including "Mahajajna", a life of Sree-Chaitanya, a Philosophical exposition of 'Ras-Lila' in English, Prabhutrayam or lives of Sree-Chaitanya, Nityanada and Adwaitacharjya, in Sanskrit and Padabalis in Bengali. These being his own composition, I have been very favourably impressed, both by his Scholarship and by his poetic talent, Pundit Kalihar Bosu is a devout Vaishnaba and is burning with a desire to disseminate his best and his noblest elements in the Philosophy of Vaishnabism and in the teachings of the Vaishnab Saints. ....It is my considered opinion that he deserves every assistance and that his works, when printed, will certainly add to the stock of our knowlege in Vaishnaba Literature.

(Sd) Khagendranath Mitra Rai-Bahadur
Professor, Calcutta University.

(3) I have gone through about all the principal parts of the manuscripts, English and Bengali, written by Srimat Kalihor Das Bosu Bhaktisagar with intense delight. He is a veteran author of several works on Vaishabism as propounded by Sree Sree Krishna Chaitanya Mahaprobhu, the Avatar of Nadia.• His style is lucid, sweet and forceful. His method of deliberation is graphic, expressive and charmingly beautiful, all through. With rare genius of wit these works play a most important figure in our Vaishvaba Literature. These manuscripts, if published, are sure to attract the attention of the Vaishnaba public. They will, I think, appear to be interesting not only to the Vaishnava readers but even the general readers of our literature will be much delighted and benefitted by their perusal.

(Sd) Rasik Mohan Sharma, Vidyabhushan.

I fully agree with the Vidyabhushan Mahashoy.

(Sd) Mrinalkanti Ghosh.

(4) My dear Sir, I am happy to be able to say that the pains you have taken to bring out the truth in the different scriptures have been crowned with success. I have not the least doubt that your publications have opened the eyes of the sleepy. .... etc.

(Sd) Nandalal Pal.
Translator into English of "গীতগোবিন্দম্," Chinsura.

(5) My friend, & relative Babu Kalihor Bosu, Bhaktisagar, is a renowned writer of Vaishnaba Literature His "Premtatva Samanvaya" and his essays published in several journals prove his literary talent & knowledge............ etc.

(Sd) **Rajani K Mozumder**
Rai Bahadur

(6) পরমসিদ্ধ বৈষ্ণব জয়নিতাই শ্রীশ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী পূজ্যপাদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রীমান্ কালীহর দাসবসু বিরচিত "শ্রীব্রজলীলা" কাব্য পাঠ ও শ্রবণ করিলাম। আমি অধমের মতে এমন মধুর প্রেমাবেশের রচনা অতি বিরল এবং কৃপাশক্তিশালী শ্রী শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্তের রচনা হইতে কোন অংশে নীরস বলিয়া বোধ হয় না।"

(7) শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামিজী মহারাজ বলিয়াছেন— "কালীহর বাবু, আপনার "রত্নাকর" পাঠ করিলাম। উহা অতি চমৎকার! চমৎকার! ভাষামাধুর্য্য ও ভাবগাম্ভীর্য্য অতি চমৎকার!'

(8) ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত কালীহর বসু প্রণীত "পদামৃত" ও "শ্রীচৈতন্য চরিত" পাঠ করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। "পদামৃত" পাঠ করিতে করিতে মনে হয় কোন প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পদাবলী পাঠ করিতেছি। "শ্রীচৈতন্য চরিতে' কালীহরবাবু গভীর গবেষণা ও পর্য্যালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।"

(9) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিয়াছেন— "কালীহর বাবু, সাময়িক বৈষ্ণব পত্রিকায় আপনার মধুময়ী লেখনীর বীণাঝঙ্কার শুনিয়া কর্ণমন তৃপ্ত করিয়া থাকি। আপনাকে দেখিয়া অবধি আমার মন আপনাতে অনুরাগী হইয়াছে।"

(10) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনুলাহিড়ী-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র রায়বাহাদুর লিখিয়াছেন— "পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর রচিত 'রত্নাকর' (পদাবলী) নামক কবিতা পুস্তকের কিয়দংশ আমি পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি আমার ভাল লাগিয়াছে। কারণ প্রধানতঃ লেখকের উচ্চ ভক্তিভাব। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা হৃদয়কে আলোড়ন করিয়া স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করে।"

(11) কলিকাতা 'সুখতারা' হইতে শ্রীযুক্ত অজিত মোহন ভক্তিবাচস্পতি এম্, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন— "শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর মহাশয়ের প্রণীত "রত্নাকর" (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রসাত্মক পদসমূহ) গ্রন্থখানির পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম।"

(12) "Babu Kalihar Basu, a venerable old gentleman, is a highly cultured author of many voluminous works of vaishnabism, I have read them, spetally his "শ্রীপ্রেমাবতার'। তিনি একজন সিদ্ধ মহাত্মা, তাঁহার 'শ্রীপ্রেমাবতার" পাণ্ডুলিপি পাঠে চমৎকৃত হইয়াছি। তত্বজ্ঞ ভজনশীল মহানুভব ব্যক্তি এ গ্রন্থের তত্ত্ববিচার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ভক্তিসাগর মহাশয় প্রেমাবতার লিখিয়া "সিদ্ধান্তসাগর" আখ্যা পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী। 'রত্নাকর' গ্রন্থের পদাবলী সব আমি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি"।

(সাঃ) শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী রায়বাহাদুর জমিদার, শেরপুর।

(১৩) অশেষ সম্মান পুরঃসর নিবেদন— আপনার "ভক্তিসূত্রদীপিকার" ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। "শ্রীনিত্যলীলা-মঙ্গল," গ্রন্থের মধ্যে নদীয়া ও ব্রজলীলা সুষ্ঠু বর্ণিত হইয়াছে।——(স্বা) শ্রীভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ, Principal, Krishnanath College, Berhampur.

(১৪) সসম্মান নিবেদন—আপনার "শ্রীস্মরণমঙ্গল" অতি উপাদেয় ও আস্বাদ্য হইয়াছে। শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্ট।

(১৫) বিহিত সম্মান পূর্ব্বক সানন্দ নিবেদন— ——

"আপনার লিখিত বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপূর্ণ অনেক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছি। আপনার লেখায় একটী নতন ভাবধারা দেখা যায়।"——(স্বাঃ) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি, ভাগবত পাঠক, কাশিমবাজার রাজ।

(১৬) পরম ভক্তিভাজনেষু—আপনার "Gita & Bible" অংশ পড়িয়াছি। আপনার সকল প্রবন্ধই পাঠ করিতাম এবং সুখ পাইতাম। (স্বাঃ) শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম এ, Rtd Principal, Maharaj college, Coochbehar.

(১৭) শ্রীযুক্ত কালীচরবসু ভক্তিসাগর মহাশয় একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। সাময়িক পত্রাদিতেও তাঁহার প্রকাশিত সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। (স্বাঃ শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক রাজসাহী গবর্ণমেণ্ট কলেজ, এবং সম্পাদক 'রাজসাহীবৈষ্ণবসভা'।

(১৮) শ্রীকালীচর বসু ভক্তিসাগর প্রণীত "মহাযজ্ঞ"। ইহাতে ভক্তির সবই পাইবেন। এই গ্রন্থ সকলের কাছেই আদরণীয় হইবে। গ্রন্থকারের লেখায় এমন একটী ভক্তিরস সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পড়িলে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়।—"শঙ্খ"।

(১৯) তমলুক সামুলিয়া চাত্রাদাঁড় গোস্বামীপাড়া হইতে তত্রত্য শ্রীশ্রীহরিনামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচরণ ভক্তিরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ দেবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"ভক্তিসাগর মহাশয়, আপনার প্রেরিত "শ্রীশ্রীমহাযজ্ঞ" "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত" ও "শ্রীশ্রীপদামৃত" শ্রীগ্রন্থত্রয় পরমাগ্রহের সহিত অভিনিবেশে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া হৃদয়ে যে এক বিপুল আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলাম, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এই জগদ্বাসিদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিলেন। আপনার গ্রন্থাদিতে বিপুল সৎ-হিত-শিক্ষাময় ও ভাব-ভাষাদি-পারিপাট্য পরিপূর্ণ ... ... ইত্যাদি।"

(২০) "ভক্তিসাগর মহাশয়, আপনার প্রদত্ত উপহার—"মহাযজ্ঞ," "শ্রীচৈতন্য-চরিত" ও "পদামৃত" আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি।" --- —— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লাইবেরী, কুতুলপুর, বাঁকুড়া।

(২১) "শ্রীযুত কালীচর বাবুর বিরচিত "পদামৃত" প্রাচীন পদাবলীর ধরণে লিখিত। কবিতা সকলই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।"——— ঢাকা প্রকাশ।

(২২) "আনন্দ" পত্রিকায় সিংভূম হইতে শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহপাত্র ভক্তিতত্ত্ববিশারদ লিখিয়াছেন।— "শ্রীযুক্ত কালীচর বসু ভক্তিসাগর বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত সুলেখক। তিনি তাঁহার "মহাযজ্ঞ" গ্রন্থে নদীয়ানাগরের সংকীর্ত্তন রাসযজ্ঞের এক উৎকট প্রেমানন্দরসের ধারা বহাইয়াছেন। তিনি যেন প্রকৃতই নদীয়ানাগরী। তাঁহার গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আনন্দধারা ঝর্ ঝর্ ঝরিতেছে। .... ইত্যাদি।

(২৩) আগড়তলা উমাকান্ত এ্যাকাডেমীর হেডমাষ্টার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম, এ মহোদয় লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার গ্রন্থসকলের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া পরমপ্রীত হইলাম। এই সকলে আপনার ভক্তির গভীরতা ও যুক্তির সারবত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রশংসনীয়।"

(২৪) অনরেবল্ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয় লিখিয়াছেন—"আপনার 'শ্রীচৈতন্য-চরিত,' 'অবধূত নিত্যানন্দ' ও "প্রেমতত্ত্ব সমন্বয়" গ্রন্থত্রয় বিশেষ জ্ঞানপ্রদ ও অতিশয় পারিপাট্যের সহিত লিখিত।"

(২৫) "শ্রীকালীচরদাস বসু ভক্তিসাগর রচিত "মহাযজ্ঞ" যেরেলী ভাষাতে যদিও লিখিত হইয়াছে তথাপি বিষয়টি অতি উপাদেয় এবং গুরুগম্ভীর।" ——— শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক।

(২৬) বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় লিখিয়াছেন—
"বন্ধুবর, আপনার পুস্তক সকলের ভাব অতি উচ্চ, ভাষাও ভাবের অনুরূপ। আপনি বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক"।

(২৭) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ শাস্ত্রী বি, এল মহোদয় লিখিয়াছেন—"প্রিয় কালীচর বাবু, আপনি আমার বাল্যবন্ধু। আমি সম্প্রতি ষড়্‌দর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন লিখিতেছি। আমার আশা আছে আপনার পুস্তক আমার লিপিকার্য্যে বহু উপকারে আসিবে।

(২৮) একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন—কালীচর বাবু, অধুনাতন গ্রাম্য দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেরূপ অধঃপতন দৃষ্ট হয়, তাহাতে আপনার প্রণীত পুস্তকাদির ন্যায় পুস্তকসকল সাধারণে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২৯) উদাত্ত প্রাণের আবেগে ডাকিয়া বলিতেছি, বঙ্গবাসী বঙ্গভাষী বালক-যুবক বৃদ্ধ-বনিতা যে কেহ হও একবার ভক্তিসাগরের "মহাযজ্ঞ" পাঠ করিয়া ধন্য হও। উহার অক্ষরে অক্ষরে অনুরাগমাখা— গৌররূপের বিজরী ছটা, কত না নয়ন ধারা .... ইত্যাদি।" ——— গৌড়ভূমি

(৩০) নদীয়া নাগরীর মুখে প্রাণের আবেগময় উচ্ছ্বাস "মহাযজ্ঞ" গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তর্‌তর্ বেগে প্রবাহিত। ভক্তিসাগর মহাশয়ের "পদামৃত" পাঠে মহাজনী পদের রসাস্বাদ হয়। ——— "বাঁকুড়া দর্পণ"

(৩১) 'শ্রীযুক্ত কালীচর দাস বসু মহাশয় একজন প্রতিভাশালী লেখক।'—শ্রীত্রিদিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মুনসেফ্—শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী বন্দোপাধ্যায়, মুনসেফ্——— শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্।

(৩২) "সভ্য শ্রীযুক্ত কালীচর বসু মহাশয় স্বলেখনী দ্বারা বৈষ্ণবগণের আনন্দবিধান করিয়াছেন।" — শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা।

(৩৩) মহাশয়, আপনার "পদামৃত" পাঠে নিতান্ত প্রীত হইলাম। আপনি যে কয়টি শ্রীভগবল্লীলা বিষয় লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। ——— শ্রীহরিমোহনশিরোমণি প্রভু।

(৩৪) "ভক্তিসাগর শ্রীযুক্ত কালীচরের গ্রন্থে সর্ব্বত্রই ভাবের গাম্ভীর্য্য, রচনার সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধান্তের ঔদার্য্য, কাব্য-কল্পনার লাবণ্য লীলায় পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকায় "শ্রীগৌরগোবিন্দ" প্রবন্ধটি তিনি ভাবের উচ্ছ্বাসে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গুরুগবেষণায় মধুর অথচ গম্ভীর করিয়া ভক্তপাঠকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।"———
আনন্দ বাজার, ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

(৩৫) শ্রীকালীচরবসু প্রণীত "শ্রীচৈতন্য চরিত" অগাধ অনন্তমধুর শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের একটি মিনিয়েচার "miniature"। পুস্তক রচনা প্রণালী সুন্দর ও অভিনব। "পদামৃত"—তিনি পদাবলী রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই পদাবলী প্রাচীন পদাবলীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। 'অবধূত নিত্যানন্দ"—কি লীলা বর্ণন, কি তত্ত্ব-সংস্থান সকল অংশেই গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে" ——— পল্লীবাসী।

(৩৬) "শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীচর দাস বসু মহাশয়ের "মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী" পাঠে আমি এত দূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি তদবধি কালীচর বাবুকে দেখিবার জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।"— "শ্রীললিত মোহন বন্দোপাধ্যায়, প্রধান মন্ত্রী, কাশিমবাজার-রাজ।

(৩৭) 'ক্ষেমাম্পদ, অদ্য "পদামৃত" পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম।. অহো, আপনার জীবন ধন্য হইয়াছে। মনুষ্য জীবনের যথার্থ প্রাপ্য বস্তু আপনি পাইয়াছেন।'——শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন কাব্যতীর্থ "ভক্তি" সম্পাদক।

(38) "Sree Sree Rashalila is a learned article in English by Sreejut Kalihara Das Basu Vaktisagar published in 'Sree Sree Vishnu priya gouranga', a bilingual journala."
—"Amritabazar"

(৩৯) "রাধাকৃষ্ণের লীলা রসাত্মক "পদামৃত" আস্বাদনে আমরা বাস্তবপক্ষে মহাজনী পদাবলী পাঠের সুখোপলব্ধি করিলাম।" ——— —"শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী"

(৪০) শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা কথায় যাহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহাদের নিকট "পদামৃত" অমৃতকুণ্ড। ঐই পদগুলি পাঠ করিতে করিতে মহাজনী পদাবলী পাঠের সুখোপলব্ধি হয়। ———শ্রীগৌড়ভূমি।

(৪১) "দাদা! আপনার "বাঙ্গালী অবতার" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়" প্রকাশিত হইলে শ্রীপত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইত এবং সমাজও উপকৃত হইত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আপনার "বন্দনার" রসাস্বাদ করিলাম। "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনীতে" আপনার "শ্রীবংশী" ধ্বনিতে প্রাণ মোহিত হইয়াছে। আপনার "নিত্যানন্দ" আমাকে পরমানন্দ দান করিয়াছেন। বৈষ্ণবমাত্রেরই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনার "শ্রীআনন্দামৃত" পদাবলী গ্রন্থ প্রেমরসময়।'————বৈষ্ণবকবি শ্রীরসিকলাল দে, সোণামুখী।

(৪২) "আপনার "অবধূত নিত্যানন্দ' ঘরে ঘরে বিরাজ করিলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।'——ভক্তি।

(৪৩) কালীহর বাবু, আপনার "শ্রীব্রজলীলা" কাব্য চিত্রনৈপুণ্য ও কবিত্বপূর্ণ। কাব্যখানি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মসম্মত। এই কাব্য বালকগণের পাঠ্য পুস্তক মধ্যেও গণ্য হইতে পারে।—শ্রীশশিভূষণ গোস্বামী, ভাগবতরত্ন।

(৪৪) শ্রীমান্ কালীহর, আমার "ভ্রমণবৃত্তান্ত" রূপ গুরুতর ভার তোমার উপর চাপাইয়া তোমাকে কিছু কষ্টে ফেলিয়াছি। 'ভ্রমণবৃত্তান্ত' তোমার হাতে সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।—শ্রীধনঞ্জয় দেববর্ম্ম, প্রধান-মন্ত্রী, আগড়তলা, ত্রিপুরা ষ্টেট্।

(৪৫) দাদা, বহরমপুর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন, তাঁহারা আপনার "অবধূতনিত্যানন্দ" ও ত্রিসমন্বয়বনামৃতাদি" পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বাসনা আপনাকে সন্দর্শন করেন। তুমি যেন মনের মধ্যে ঢুকিয়া কথা কও। মহাপ্রভুর চরিত-রহস্যের অধিকারী তোমরাই। তোমার কৃপাপুস্তক "প্রেমতত্ত্বসমন্বয়" পাইয়াছি। গত আষাঢ়ের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীল শিশির বাবুর বক্তৃতা পাঠে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উপর কঠোর কশাঘাত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তাহার ঔষধ যথাসময় শ্রীভগবান্ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি ঈশ্বর জানিত অনুগৃহীত পুরুষ, তাই তোমার প্রতি আদেশ। তোমার পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তিকে নমস্কার। "ভক্তিসাগর" সঙ্গে সঙ্গে "সিদ্ধান্তসাগরও যুক্ত হওয়া উচিত। এমন গবেষণাপূর্ণ লেখা অতি বিরল।—— বৈষ্ণবসাহিত্যিক শ্রীরামাচরণ বসু, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাশিমবাজার-রাজ।

(৪৬) বৃন্দাবিপিনের তুমি শুক কি সারিকা, যুগল ভজন গীতি গাহিতে নিপুণ।
সুন্দরী নাগরী তুমি, গৌরাঙ্গ গীতিকা, গানে দূর কর তপ্ত মনের আগুন।

বৈষ্ণবকবি শ্রীরসিক লাল দে, বাঁকুড়া

(৪৭) "পদামৃত" বাস্তবিকই অমৃতপূর্ণ। এই সকল পদপুষ্প সময়ে পদকল্পতরুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে।—— বৈষ্ণবকবি শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য, ময়মনসিংহ।

(৪৮) হাঁসাড়া, ঢাকা, নিবাসী শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর প্রণীত 'প্রেমতত্ত্ব সমন্বয়'। গীতা প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রের ও বাইবেলের ধর্ম্মতত্ত্ব বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" গ্রন্থকার এই পুস্তকে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ এবং চেষ্টানুরূপ সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। ভক্তিসাগর মহাশয় একদিকে গভীর ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাসের অপরদিকে চিত্তের উদারতা ও উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মচিন্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। থাক্ সহস্র মতভেদ অন্তর্দৃষ্টিতে সর্ব্বধর্ম্মের বরণীয় নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি ইব।"——শান্তিকণা, ঢাকা

সূচীপত্র।

রত্নাকর –

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম খণ্ড—	বিষামৃত গোরাপ্রেম	১—১২
	শ্রীযুগল মাধুরী	১৩—২৬
	(অভিসার অবধি শ্রীযুগলের নিকুঞ্জমিলন)	
	পদপুষ্পমঞ্জরী	২৭—৫২
	পদামৃত (নন্দোৎসব, মাখনচোরলীলা, ওলাহনলীলা, চোখবুজানিলীলা, বংশীলীলা, ঝুলনলীলা, হোরীলীলা এবং রাসলীলা)	৫৩—৬২
	কবিতামৃত (পদ)	৬৩—৮৪
	ব্রজমণ্ডল (সখ্য মধুর, বাৎসল্য মধুর ও কান্ত মধুর, বিবিধপদ)	৮৫—৯৩
	জীবন বার্ত্তা ও উৎসব প্রসঙ্গ	৯৪—১২৬
২য় খণ্ড—	শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত (কাব্য)	
	আদ্য-লীলা	১—১৬
	মধ্য-লীলা	১৭—৫৬
	অন্ত্য লীলাদি	৫৭—৬৮
৩য় খণ্ড—	ব্রজলীলা কমল (আদ্যন্ত ব্রজলীলা কাব্য)	১—৩৮
	ব্রজে উদ্ধব (কাব্য)	৩৮—৪৬
	সৌরবিরহ (নাটক কাব্য)	৪৭—৫৮
	সুধন্বা কাব্য	৫৯—৮৮
	বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা	৮৯—১২১

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান—
"গ্রন্থকার"
গ্রাঃ ও পোঃ হাসাড়া,
জিঃ ঢাকা।

বিশ্বামৃত-গোরাপ্রেম

(বন্দনা)

ভৈরবী—একতালা

(১)

বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ ।

জ্ঞান-রেণু রঞ্জিত

ঝরি ভকতি মকরন্দ ।।

দলে দলে চাঁদ

তরঙ্গিত সুধানন্দ ।

তলে তলে অরুণ

রূপত অনুবন্ধ ।।

পাপতাপ শীতল

থাক অমৃত-সম্বন্ধ ।

বন্দে শ্রীগুরু পদারবিন্দ ।।

---

(২) ভৈরবী — একতালা ।

বন্দে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।
জীব লাগি কাঁদিয়া
আকুল পরবন্ধ ॥
কলি ধন্য কৈলা যে
ঘুচাইয়া দ্বন্দ্ব ।
দল-জল-হুঙ্কারে
আনিলা গৌরচন্দ্র ॥
গৌর আনা গোসাঞি
দয়াল সদানন্দ ।
বন্দে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥

---

(৩) ভৈরবী — একতালা

বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ।
প্রেম - কুমুদ - মুদ
উল্লসন - চন্দ্র ॥
ভকত মনোমাদন
আনন্দ কন্দ ।
রসনা-রস-কন্দর
নামামৃত - স্যন্দ ॥
গৌর প্রাণ ভরপুর
লাবণ মকরন্দ ।
বন্দে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ॥

(শ্রীগৌর - পাদপদ্মকমল) ॥

বিভাস —— ত্রিতালি ।

গলিত কাঞ্চনে নবনীত ছানি
কমলে প্রলেপ করি ।
তড়িত ধরিয়া তাহাতে জড়িয়া
বিধি সে রাখিল গড়ি ।
(কিবা) চরণযুগল কুমশতদল
অমল কোমল বর ।
অরুণ শীতলে আছে তলে তলে
দলে দলে সুধাকর ॥
(সেই) চাঁদে চাঁদে ঝরে সুধা মন্দাকিনী
চকোরিণী ঝাঁকে উড়ে ।
কমল কোটরে মকরন্দ সিন্ধু
বিন্দু লাগি অলি বেড়ে ॥
সে মধুসিন্ধুতে সুমৃদু তরঙ্গ
মরকত জ্যোতি মাখা ।
মধুসিন্ধুরঙ্গ প্রেমানন্দ-ছটা
কোটী কোটী চাঁদ রাখা ॥
তাহে দ্বিজরাজ কমল কুমুদ
একত্র বসতি করে ।
কি সম্পদ ওতে গোপত নিহিত
রক্ষে নাগনূপুর (১) বেড়ে ॥
গোরাপদ দ্যুতি কত সুশীতল
কিবা সে পরশ ওর ।
পরশ পরশ দাস কালীহেরা
মাগে নেত্র জল ভোর ॥

---

(১) নাগ যে নূপুর হইয়াছেন তাহা কোন প্রামানিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না ।

(শ্রীগৌরাঙ্গরূপ)।

বিভাস——ত্রিতালি।

"স্বর্ণরম্ভা" পরে কমলের ঝাড়
উলটি শোভিছে চারু।
ঊরুযুগমূল কটিতল কোপা
সে কটি পরম সরু॥
তদুপর শোভে সুন্দর উদর
সুধার তরঙ্গভরা।
তদুপর কিবা পরিসর উর
নাগরীর মনোহরা॥
আজানুলম্বিত দুদিক দুবাহু
সপদ্ম মৃণাল দুলে।
লাবণ্য সমুদ্রে ভাসমান কম্বু
তদুপর চাঁদ ঝলে॥
চাঁদের উপরে বেড়ি মেঘদল
কিবা অপরূপ শোভা!
চাঁদ মুখ সুধা স্মিতাধরধারা
মাখিয়া তড়িত প্রভা॥
মেঘের তড়িত সুধাংশুর সুধা
কিবা সে পিরিতি ভরা।
কি সুন্দর নাসা খগচঞ্চু বাঁকা
পিরিতে অমিয় ঝরা॥
খগচঞ্চু ভয়ে নাগনেত্র দুটি
শিখরির কুটিলে।
শারীশুক দংশি পলাইতে চায়
এই যে প্রবল বিলে॥—
সুমেরুর অঙ্গে গঙ্গা উপবীত
তরঙ্গিত সুধাময়।
অসিতের বেড়া লোহিত অম্বরে
চুম্বিত গঙ্গাময়॥
গলে মুক্তাহার মালতীর মালা
কপালে তিলক শোভা।
শ্রবণে কুণ্ডল— দুল, মণিময়
কপোলে মধুর প্রভা॥
সর্ব্ব তনুময় মধুর চুয়ানি
কমলে চন্দন ভাতি।
দরশ করিলে পরশ লাগিয়া
পরাণ ছুটিছে মাতি।
তনুতেজ প্রভা— কণিকা লোলুপ
ভাস্কর গগনে চরে
তনু-শৈত্যসুধা— ছটা নিয়া চাঁদ
নিজ তনু পুষ্ট করে॥
অঙ্গপূর্ণ শোভে গন্ধ বহ বয়
শীতল মধুর মৃদু
সুসোজ্জ্বল গোরা রস পারাবার
মাধুর্য্য সুধার বিধু॥—
রূপনিধি গোরা সৌন্দর্য্যের সার
পুরুষরতন ওই।
তড়িতের প্রায় নয়ন ঝলসি
হায়রে লুকাইল কই॥

(নদীয়ানাগরীর রূপানুরাগ)

(১)

ভূপালি——একতালা

কলসী ভরিতে নয়ন ভরিল
গোরারূপ কমলে।
ঘাট পথ বাটি হেরি গোরা ময়
আইনু ঘড়া ভেজে॥
নেত্রমণি-মেঘে বিদ্যুৎ লাগিয়া
চমকি চমকি উঠে।

চল, সখি, এগুয়াই, ভয় কেউ দেখে পাছে।
ছাদের উপরে যাই, এখনো নিকটে আছে॥
সখি, মিটেনা সাধ, তনুকম্প প্রতিকূল।
পা ফেলি শকতি নাই, মন বড় বিয়াকুল॥
সর্ সর্ সর্ সখি, এই যে গো রিয়া খাড়া।
ধর্ ধর্ ধর্ আঁটী, শাটা দিয়ে বাঁধ গোরা॥
ধরিতে সরিয়া যায়, ফাঁকি দিয়া ফিরে ধোয়।
ওর কিবা সুখ তাতে, নারী যদি প'ড়ে রোয়॥
পরশ পিয়াস সখি, বাড়ায় বাড়ায় শুধু।
পিপাসা ঘুচেনা কভু, স্বপনে পিইয়া মধু॥
দুখী কালিদাস ভনে, যায় স্বপনেও গোরা।
তার গোরা কত দূর, অন্তরে বাহিরে খাড়া॥

(৪)

ভৈরবী——একতালা

সিনান করিতে এনু, জাহ্নবীর ঘাটে।
সখি অই কি সেই?— থাক্ থাক্, বটে॥
ইন্দ্রনীল মেঘে অই সোনার তড়িত।
খেলে কিম্বা গঙ্গারকে প্রকট বিম্বিত॥
প্রফুল্ল কমল কিবা ভ্রমরা চুম্বিত।
অধর পলাশ বেয়ে মধু নিস্যন্দিত॥
গঙ্গার পীযূষ জলে মাখন খণ্ড কি?
কি ভাবিয়া ডুব দিল, আর উঠেনা, সখি॥
না—এই যে এদিকে থাই পেয়ে দাঁড়াল।
অই যে বামুনজী গায়ে বারি ছিঁকে মারল॥
ঠাকুরের রাগ দেখে ডুব দিয়ে বাঁচল।
কত রঙ্গ ভঙ্গী, মরি, মাধুরী উছল॥
কিবা সে কোমল কান্তি মনে বাসি ভয়।
আনন্দ অমৃত তনু জলে মিশে রয়॥
গগনে উদিলে চাদ কয় জনে চায়।
মুগ্ধ আঁখ লাখ লোক গোরারে তাকায়॥

কত সুধা ওর অঙ্গে অমেয় অনন্ত।
এত চকোরের মুখে তবু অফুরন্ত॥
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ মথি তুলেছে বুঝি বিধি।
রূপ-সুধা-সার গোরা লাবণ্য নীরধি॥
দেখিবার আর নাই যে দেখেছে গোরা।
ধরিবার আর নাই যে ধরেছে গোরা
যার পদে বিকাইনু সে কি সই তা জানে?
জানিলে অধীনী পানে চাহেনা কেন?
কালীহর দাস বলে খেদ না জুড়ায়।
দাসীর মরম জেনে পিপাসা পুরায়॥

(নয়নে নয়নে)

জীবন সাফল্য কি সে
না হলে গোরা চরণ দাসী!
ফুলের কুলেতে বাজ
দেব পূজায় না লাগে খসি॥
নারীর পরাণ বাটি
সখি, সেই গোরাচাঁদের গড়া।
দেখিলে এ গোরারূপ
কেবা না হয় আত্মহারা॥
গোরার সম্বন্ধ বিনা
নন্দনে নরক সম গণি।
সুখ মাগে সুখ ভিক্
পরশি গোরা-পদ-নখমণি॥
ব্রহ্মাণ্ড এক মৌচাক
মকরন্দ খণ্ড গোরাচাঁদ।
তিন লোক ভুলাইতে
কিবা অপরূপ রূপ ফাঁদ॥
স্বর্ণগিরি অবলম্বি
নেত্রামৃতাম্বুধারা বয়।

অই যে সুভগা ঘন্ত
লতা শীকর-সিঞ্চিতা হয় ॥
কণ্ঠভরা উৎকণ্ঠায়
লুকায়ে র'য়েছি দূরে সই।
কটাক্ষ অমৃত দিয়া
আমারে বা গোরা সিঞ্চে কই ?
সখি, এই মোর পানে—
হায়রে, আঁখি পড়ল লাজে।
দরশ স্বপ কুসুম
হানল চকিতে কিবা বাজে ॥
চাহিনা গোরা যে চায়
সে নয়ন বিঁধে মোর আঁখি।
রূপমধু স্বাদু স্বাদি
সাধ পূরা'ব গোপনে থাকি ॥
গোরা-অঙ্গে লো ঘন নয়
তরুণ তনুর লোমে ছায়।
অনঙ্গ-রাগের ছটা
ভেদে মোর কপোল দুলায় ॥
অই যে লো ফুলহার
হেলি দুলি জড়ে মোর-গলা।
অই বাহু মৃণাল মূল
স্কন্ধ বেড়ি মাঝে পদ্মে বালা ॥
এ কিগো স্বপন সুখ
কিবা হেন গৌরাঙ্গের অঙ্গ ?
জাগ্রতে বিরস করে
রূপান্ধকে যুক্তি সে গুণ ॥
পদ্মে পদ্মে পাড়া দিয়া
গজগতি গোরা যায় যায়।
মঞ্জীর পদুন বেড়ি
মধুর "রুণু রুণু" গায় ॥

নিজতাপ্য রাঙাইয়া
অই পদে লোটাইতে কয়।
কিবা ও চাচর কেশ
মন্দ মন্দ অনিলে দুলয় ॥
মেঘবিদ্যুৎ চাঁদে খেলি
মনভোলা মোহিনী ছড়ায়।
গোরা আঁখি নিয়া যায়—
যায় যায় — প্রাণ নিয়া যায় ॥
করপদ্ম বৃন্ত বেড়া
রত্নখচিত মণি বলয় ॥
মৃদুমন্দ দুলি কর
কিবা "আয় আয়" বলয় ॥
ভুজভুজঙ্গম কিবা
পত্রাঙ্ক ফণা নাড়ি নাড়ি।
ছড়ায় বিরহ বিষ
সইলো জাগিবারে নারি ॥
হা মোর পরাণ গোরা
দাসীরে ফেলি লুকা'লে কোথা ?
তুমি বিনে পরাণ নাথ
কে বুঝিবে অবলার ব্যথা ?
কাশীহর দাস ভনে
দরশে যে দেগেল দুখ।
এ দুখের দূত করি
পরশে দিবে সে পর সুখ ॥

(বিরহ)

(১)

রাগশ্রী—একতালা

থাকুক ও কথা সই
কও কিছু গোরার শুনি।
শ্রবণ পিয়াস সুধা
সেই গোরার কাহিনী ॥

গোরার প্রসঙ্গ বর্ণা
অশেষ গুণপণা দেশ।
অমিয়া প্রবাহ দিয়া
সিঞ্চে অঙ্গ অনঙ্গ দেশ॥
অনঙ্গ রচিত দুর্বর্ণ
গৌরগাথা শুধু ভোজ্য।
গৌর বিনু আন চর্চ্চা
নীরস নিকৃত ত্যাজ্য॥
অমিয়া নিন্দি মধুর
গোরামুখ-মৃদুবাণী।
আজু সে তরঙ্গে বহে
তরুণের তরঙ্গিনী॥
চুপ থাক, শুনিতে দে
সে গীতের রীতি প্রতিধ্বনি।
অমৃতের ধারা সার
বাণী সমাজের চূড়ামণি॥
মুনিমন মুগ্ধ হলে
থরে থরে ভ্রমরার বুলি।
এ নয় লো তা, সখি,
কাণের ভিতর বাসঙ্গী॥
তাই বলি, শুনিতে দে,
সে বাণী বীণা বাজনা।
যাতে রসরূপ স্বরূপ
গোরারূপ জাগরণা॥
শুনইতে সুধাবাণী
কণ্ঠরন্ধ্র অধর জাগে।
অধর জাগিতে সঙ্গে
বদন তাহে চাঁদ রাগে॥
বদনাবিধু ঝলকিতে
কাঁচাতনু কাঞ্চন ঝলক।
কিবা ভাবে মগ্নে ডুবি
ভুলিয়া দুনয়ন পলক॥
কিন্তু লো স্বপন এ যে
ক্ষণে ভেঙ্গে অকূলে ভাসে।
সত্যেবং সুখদ বটে
জাগরণে মিছা নাশে॥
আগুনে ইন্ধন যোগ
এই স্বপনেরে বলি।
জলে না জলে না আগে
উঠে ধপ করি জ্বলি॥
নদীয়া প্রদীপ গোরা
সবে হেন তারে কহে।
ঝম্প দিতে কাছে গিয়া
আধ দগধ অঙ্গ দহে॥
আগুনে পুড়িতে সাধ
কি সুধা অনলে আছে।
স্বাদু তপত মধু
পুরিত গোরারূপ মাঝে॥
ফিরায়ে আনিতে চিত
পার যদি কহ আন কথা।
মরমের সূত্রে সূত্রে
জড়িত সে গোরাগাথা॥
মরমে বসিয়া গেছে
গোরাদীপ পোড়া দাগ।
কুল কলঙ্কিনী নাম
রটাবে গোরা-অনুরাগ॥

(২)

বাগশ্রী—একতালা

"খা, খা" নিরবন্ধ হেন,
মরম না বুঝি তোর সাধা

বুকে পশি প'ড়ে যে
কিবা এ মোর অন্তরে গাঁথা॥
তব ধরি অরুচি অন্নে
উদাসিনী বসন ভূষণে।
জঠর অগিনি বুকে
উঠেছেলো হেন লয় মনে॥
তাই সে বুকের জ্বালা
জীর্ণ শীর্ণ ঝালা এতনু।
বিফল সে ধরা তা
সখি, গোরা সঙ্গ সুখ বিনু॥
গোরা— গীতানুশীলন
পান ভোজন মোর, সখি।
ইথে যদি রহে তনু
নতু যাহ'লে বা ক্ষতি কি?
অরপিত যারে তনু
সইলো রাখিবে রাখিবে সে।
চাতকী কেবল বাঁচে
নীরদের নীরধারা রসে॥
পানাশন তেজি পাখী
"মেঘ কর মেঘ কর" বলে।
চাতকী পাড়ে কি বারি,
বারিদ সদয় স্বয়ং গলে॥
গোরা সুধা সিন্ধু পানে
এ পরাণ তরঙ্গিনী ধায়।
কুলশীল শীল শিলা
হায়লো, তাহে বাধা পড়ি যায়॥
বিরহ বিয়াধি বিধ
আশীবিষ বিষ হেন জারে।
গোরা বিনা বটী কার
মাত্র এদারুন রোগ সারে॥
কুপথ্যের উপদেশ
কেনলো এত তোর শোক?
পথ্যসার নির্বিকার
সে রূপ-ঝিলিমিলি আলোক॥
রসনা-তালবৃন্তে
বাসন করে গোরা নাম।
তাপ শমিত হবে
কথঞ্চিৎ পাইব আরাম॥
দুরন্তাবৃত রূপ
গোরার হিয়ে মোর জাগে।
পানাশনে ক্ষুৎ পিপাসা
জড়িত 'ত্রাহি' আবেগে ভাগে॥

(৫)

ভৈরবী——একতালা

নাম সে পুরান এবে
রূপেতে আরাম পাই।
দরশ মিটে কি আশা
যে রূপে পরশ নাই?
স্বহিয়া তুমি সখি
কেন আর পরাইলে গলে?
গোরাপদ নখ চন্দ্র
গাঁথা-হারে হৃদে দোলে॥
মৃণাল নিন্দিত বাহু
অর্পে যদি গোরা কাঁধে।
ও বড় কঠিন হায়
কি জানি তনুতে বিঁধে॥
ও-ছার কঙ্কন যুগ
করে দিতে নাহি সাধ।
এ কর যুগল কবে
সেবিবে শ্রীগোরাপদ॥

পাদপদ্ম চুমী অলি
উড়িয়া পড়িবে করে।
রচিবে মণি কঙ্কণ
মদন ঝঙ্কার ক'রে ॥
কপোলে কুঙ্কুম রাগ
কোন সুখে সখি মাখ।
গোরাধর তাম্বূল রাগে
যদি না রাগয়ে থাক ॥
এ জীবন যামিনী
গোরা অকলঙ্ক শশী।
এ জীবন বন মাঝে
গোরা [illegible] হাসি ॥
সে গোরা [illegible]
[illegible] গ্রাস।
সুখসার-ঘন গোরা
আনন্দামৃত নির্যাস ॥
সে গোরা হারা'য়ে সখি
কোন্ সুখে বেঁচে রই।
কোন্ আশা মোহে ভুলে
নিরর্থক এ দেহ বই।

(৪)

ভৈরবী — একতালা

আমার করিতে গোরা যদি নারি সই।
বৃথা এ কপট মায়া
সাধনার সিদ্ধি কারে কই?
ভালবাসা নয় অকলা
যদি শুদ্ধ টলমল গঙ্গা।
সিন্ধু চেয়ে উন্মাদিনী
অনুরাগ-তরঙ্গ ভঙ্গা ॥

গোরা যদি মোরে চায়
হামারি লাগিয়া কাঁদে।
সেইসে পরশ সই
পেয়েছি মুক্তি গোরাচাঁদে ॥
গৌর সে পরম ধন
অমূল্য রতন সার।
বড় দুঃখে মিলে গোরা
সর্ব্বহারা ছারখার ॥
মিলন তাহারে কই
খেদাইলে না যায় সে।
প্রেমবশ্য গোরামণি
প্রেম মিলে কি হে'সে হে'সে?
প্রেমশূন্য বুকে কেন
ফলিবে সে আশালতা।
সর্ব্বত্যাগী না হইলে
পরিণাম বিফলতা ॥
ত্যাগের [illegible]
তাই গোরা চেয়ে আছে।
[illegible] দিলে
[illegible] ॥
অয়ে সখি ঘাটে যাই
ভাষায়ে দেই কুলমান।
পতিপুত্রে চায় কি সে
[illegible] যার গোরা প্রাণ ॥
যে অবধি গোরা'চাঁদ
ভরিয়াছে হৃদাকাশ।
একটী তারারও স্থান
নাহি, হয় পরকাশ ॥
অনুমানে (স্বরূপে) মজেনা সই
অনুরাগের পিপাসা।

দিন দিন দিন পাগলিনী পারা
রাধার কি দশা হল ।
পৌর্ণমাসীকল সফল হয়ল
আশাফুল ঝলমল ॥

(৪)

ললিত—একতালা

রাধাবিনোদিনী রমণীর মণি
ভাব আবেশিনী নব অনুরাগিণী ভামিনী রে ।
ধামবিলাসিনী শ্যামপিয়াসিনী
কুলকল্লোলিনী ফুলতনু মোহন মোহিনীরে ॥
মোতি চাঁদ লাবণী অমিয়া উগারিণী
কনক দামিনী উজল ঝলমল ভাতিনীরে ।
সিন্দুর বিন্দু মণি শোভিত ইন্দু বদনী
কম কমল খনি গদগদ মধুনির্ঝরিণীরে ।
ফুল ধনু ধনু জিনি ভ্রূযুগ ভঙ্গিনী
কুবলয় শ্রবণী খঞ্জনবি গঞ্জন নয়নীরে ।
চাঁদ গ্রাসিনী ফণিনী বেণী শোভিনী
... বিম্বাধর অরুণ রাগিণীরে ॥
মৃদু তরঙ্গী ভাব বিভাবিনী
অধর উছলনী লতা বিতান অবগুণ্ঠিনীরে ।
... রূপ অমিয় সতত পির পিয়
রাধার বদনে ধ্বনি স্ফুরত না বাণী তাপিনীরে ॥
... মুকুলিতা পুরটতনুলতা
... লাবণ্য তরঙ্গিণী অঙ্গিনীরে ।
... উল্লোরী তাতে ভাবমাধুরী
... মরি মরি রাধা রঙ্গিণীরে ॥
... বিদ্যুৎ করল নীরদ চ্যুত
... বিজলী জলদ বিহারিণীরে ।
নীরদ কোরে কিবে চপলা চমকিবে
দুহুঁ তনু মাখিবে মাতিবে শ্যাম সঙ্গিনীরে ॥

(৫)

বসন্ত বাহার—জৎ

ধেনু নিয়ে কানু বনে বিহরে ...
মুকুলিত তরু রুচি রুচির ... রে ॥
দুলিত ব্রততী মন্দ সমীরণ ভরে ।
ফুল্ল বন ফুল কুল আকুল থরে থরে ॥
মধু মুগ্ধ মধুপ গুন্ গুন্ গুঞ্জরে ।
কালপিক 'কুহু কুহু' মুহু মুহু ঝঙ্কারে ॥
কালিন্দী কলনাদ লহরে লহরে ।
মাতল মাধব প্রমোদ মদভরে ॥
ঘন ঘন মুরলী অধরে ফুকারে ।
চরাচর মথিত অমৃত উগারে ॥
চকিতে চুত এক অচ্যুত হেরে ।
মাধবী মাধুরী জড়া অপরূপরে ॥
জাগল রাধাস্মৃতি মাধব অন্তরে ।
আলোময় মাণিক ডুবল আঁধারে ॥
বিষবিন্দু জনু সুধাইন্দু জারে ।
ফলমুখে মধুধারা আর নাহি ঝরে ॥
অলিকুল গুঞ্জন শব্দ না করে ।
মুকুলে পিক মূক আর না কুহরে ॥
স্নিগ্ধ বায়ু আগুন পরিণত ঝড়ে ।
"রাধা রাধা" কান্দে কানু কাতর অন্তরে ॥
রাধা বিনে চারুবন মরুবৎ হেরে ।
সন্ধ্যা পূজাছলে রাধা এল বনান্তরে ॥
ললিতা বিশাখা আদি সখী সঙ্গে করে ।
যোগমায়া সঙ্গে ও মিলাওল শ্যামেরে ॥

(৬)

টোরী—একতালা

মুরলী কাকলী কল ছাইল রাধার কাণ ।
একে বৃন্দাবন মধু রসায়ন
সুধা উছলন ভরি রাধা প্রাণ ॥
রাধা সাধু সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু কোটি
চূর্ণ বিগলিত লাবণ্য নীরে ।
বংশী দণ্ড দিয়া মথিয়া মাধব
ভাব অমিয়া তুলিলা অচিরে ॥
অলস নাগের বিষ বিন্দু বিন্দু
আনন্দ উন্মাদ মদ ।

নবরাগে রাধা আধা চাপা লাজে
তরঙ্গ ভঙ্গ গদ গদ ॥
অন্তর উথেল সম্বর বাহির
ছল ছল কমল আঁখি।
বসন ফুটিয়া পুলক বের'তে
বসনে রাখয়ে ঢাকি ॥
বেপথু প্রবাহে রহে গুল্ম ধরি
মাধুরী টলমলরে।
মুরলীর পাকে ঘূর্ণিতা শ্রীরাধা
চিনলা সে মুরলীরে ॥
যার অধরম্বর সুধার লহরে
হেন মাধুর্য্য রসের ধারা।
কেমন সে নিধি বিধি কি দেখা'বে
ভাবি রাধা আত্মহারা ॥

(৭)

দেশ—ত্রিতালি

অকূলে চাকা আঁকা চিত্রপট
খুলল বিশাখা সখা।
চকিত তরঙ্গ চকিতে বাধল
থির প্রাণ মন আঁখি ॥
অঙ্গ অনুকূল আকুল থির
মুগধ রহল বসি।
অশ্রুক অঙ্গ বিন্দু দুএকটি
অভিষেক করিছে খসি।
প্রাণ যারে চায় পুরুষ রতন
পটে সে লম্পটে সুখে;
পেখে পেখে পেখে পিয়াস মিটেনা
পিয়াস পিয়াস বুকে ॥
সুন্দর সুঠাম শ্যাম নবঘন
চাঁদপর মাধুরীমাখা।
মার চুরমার কটাক্ষে যার
কিবা সে নয়ন বাঁকা ॥
সে কান্ত মুরতি আলিঙ্গিতে বুকে
পশল বুকের মাঝে।

আনন্দ উন্মাদ মুরছিত রাধা
পড়ল ধরণী দেহে ॥
হায় হায় করি ললিতা বিশাখা
সাপটি ধরল কোরে ॥
চিতে বিপরীত চিত্রিত এপটে
বিসর্জ্জন বুঝি রাধারে ॥

৮। ভূপালি—জৎ

ইন্দ্রমণি নীল নীল উতপল
তমাল জলদ কাঁতিরে।
লাবণ্য জড়িত দলিত সুধায়
কিবে মারকতী ভাতিরে ॥
হাবিদে বিজুরী পীতবাস হাসি
গলে বনমাল আদরে।
চন্দক গোপিত চারু চূড়া শিরে
তাহে বেড়া কুসুম মালরে ॥
অলক অলক চাঁদ মেঘজালে
[illegible]রে।
[illegible] ভুজে রাজে অঙ্গদ রঙ্গদ (১)
করে মণি কঙ্কণ চক্রণরে (২) ॥
তারাবলী হারা ধারা রাগবল্লী (৩)
নীল গগন বুক রেহারে।
কর রাতাপদ্মে পদ্মমীন আদি
আঙ্গুলে রোপা চাঁদের দেহারে।
রামরম্ভা উরু বা স্থলমৃণাল
পিন্ধ কটি তটিনী কিঙ্কিণীরে।
অরুণ কোমল চারু চরণ দুটি
কমলে লুটি নূপুর নাগিনীরে।
ননী সুকোমল পদ্ম দলাঙ্গুল
নখে মণি চাঁদের হাসিরে।
কোটি চাঁদ পদ্মে গড়া কৃষ্ণ চাঁদ
বান্ধুলী অধরে মুরলীরে ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদের নাম রঙ্গদ (২) কঙ্কণের নাম চক্রণ (৩) হারের নাম রাগবল্লী।

ফুলননা ছানা সুধেন্দু আননে
স্মিত স্বাদু সুনা উৎসবনে।
চিত্র পটে আঁকা বাকা সে ত্রিভঙ্গ
স্বয়ং মাধুর্য্য জনু মাধবে॥

৯। ভূপালি—একতালা

ওতেন বসিয়া যত সখীগণ
চেতন করা'তে রাইয়ে।
বাহিরের গতি অন্তরের দিকে
নিরিবিলি দেহে'ন্দ্রিয়ে॥
উঠিতে বসিয়া অধোমুখী এই
কিবা নখে লিখে ধরা।
কিবা মগ্ন চিতে অতন্দ্র স্বপন
খ'সে পড়ে যেন ভোবা॥
যা বুকে সহে কহে না তা মুখে
তাই সে বাধান তার।
গুরু চাপ ভরে সহসা ফুটল
আধস্বর ভঙ্গ তার॥
কি কহব সখি বু'ঝে নে তোরা।
কৃষ্ণ নাম ধ্বনি পুন মুরলী গীত
চিত্রপট পুন চিত্ত ভোড়া॥
কিবা রূপ ভঙ্গিমা অমিয়া সুধায়
চিত্তচোর সে রূপছায়।
রসের সাগর নাগর মুরতি
বাড়ব অগিনি তায়॥
মোঁহি পরবেশী মোয়ে পরাশিল
কি কব মাধুরী জ্বালা।
তাড়াইতে চাহি ভর্তার———
কি দায়ে————॥

১০। মুলতানি——আড়া।

লুণ্ঠসি রাধে বেতসী কুঞ্জে।
সাশ্রু অঞ্জন কাল রঞ্জন ধারা
উথলয়ে তরঙ্গ পুঞ্জে॥
খেনে প্রলপসি খেনে মৌন মোহ
ধাবসি খেনে কার লাগি।
শিশির বিস তনু জন উপত বিষে
নাসা সতত খসত নাসী॥
অঙ্গ দহনে অঙ্গদ বলয়
খসত বিগলিত প্রায়।
দারুণ সোয়াশে কেশ মেঘদাম
উদ্দাম উড়ি উড় ধায়॥
নভপ্রাস বাণী নভপানে চাহনী
উদাসিনী একচি বয়সে।
মেঘর ধরিলে পারবি উপশম
অতলে মানিক বসে॥
চকিতে নান্দীমুখী নিরখি রাধিকা
ঝটিকা সম্বর কৈল।
সুমৃদু তরঙ্গ অঙ্গ সিন্ধুময়
কম্পপুলক প্রকট রেল॥

১১। খাম্বাজ——ঠুংরি।

চতুরা নান্দী চিত আনন্দ
সামালি রাধাবে কয়।
একি পেখি রাধে কোন্ সাধে কাঁদ
কিবা দুঃখ ঘরে রয়॥
অনুকূল পতি সতীর পিয়ার
শাশড়ী ননদী মিঠে।
বধু বধু করি কত না যতন
রতন অঁাচর গাঁটে॥
সুখে পড়ে কেন ডেকে আন দুখ
অবুঝ অবলা তুহুঁ।
ঘরে নাহি রুচি এ রুচি বয়সে
যা কর সমঝি বহু॥
রূপে গোরী করি গড়িল কি বিধি
কপালে থুইয়া কাল।
নতু কেন মুখে অশ্রুধারা ঢাল
কাঁদিতে লাগে কি ভাল॥
কোন অলক্ষণ ফ'লে যদি যায়
কাঁদিয়া জনম যাবে।

কুডাক ডে'কোনা ঘর কন্না কর
কুল বধু ধরম রবে ॥
সুঁখহি থাকিতে কাঁধে চাপে ভূত
গুরুজনে কর হেলা।
তুমি যে এমন করিবে ভাবি নি
ভামিনি কুলের আলা ॥
ধরম ছাড়িয়া করম করা যে
সে বড় বুকের পাটা।
শাশড়ী ননদী পড়শী নীরসী
• সকলি সাজিবে নাটা ॥
কালীহর ভণে আশিষ করহ
ভর বে'সনা বিন্দু।
জীবের কপাল খুলিবে এ হ'তে
বাঁধিতে কে পারে সিন্ধু ॥

১২। সারঙ্গ——ঠুংরি

রোগ চিনি দেবী পুছিতে মুখরা
কহল মুখরা তারে।
কি রোগ, কেমনে কহব তা মুঞি
কেন বা এমন করে ॥
কি রোগ, রাধার আঁধার হেরত
ইতি উতি চাহে ধায়।
শিখি পুচ্ছ হেরি বেকত বেপথু,
কণ্টক ফুটয়ে গায় ॥
গুঞ্জার দরশে খসে অশ্রু ধারা
প্রলাপ উদ্গার মুখে।
দুষ্ট গ্রহ বুঝি রাধারে পাইল
কিবা শেলচাপা বুকে ॥
ননীর পুতুলী সোণার কমল
স্বভাব অমিয়ামাখা।
তার হেন দশা অসহন বড়
কিতার কপাল লেখা ॥
যদি কোন রোগ ভোগ কত কাল
ঔষধ নাই কি দেশে।
ভাল বৈদ্য আনি কর প্রতীকার
রাজার ঝিয়ারি সে ॥
কালীহর ভণে ঔষধ নিকটে
ঔষধে জন্মায় রোগ।
মরিলে এ রোগ সারে কি না সারে
কপাল গুণে এভোগ ॥

১৩। ঝিঝিট———একতালা।

জটিলারে ক'তে চলল মুখরা
না বুঝি কথার ভাণ।
দেবী মনে মনে ভাবি ভাল হ'ল
পাগলী করেছে কান ॥
অনুকূল হাসি রাগরাগে রঙ্গি
কহল প্রতিকূল বাণী।
শুনি রাধা বুক উছলি উঠল
ফুটল প্রলাপ ধ্বনি ॥
সে স্মৃতি ঘুচেনা স্মৃতিতে প্রকট
স্মৃতি চিত্রপট বুকে।
স্মৃতি টলমলে কমলের কেলি
মধুঢালা—বিঁধা কণ্টকে ॥
স্মৃতিরে ভুলিতে কত বা যতন
ধরম ভুলেনা সে।
স্মৃতি পেদাইতে তরজন করি
বধির সে মোর বাকে ॥
স্মৃতির কপাট রোধিবারে নারি
মুকত দুয়ার সদা।
স্মৃতিহি সে জন হয়েছে হামার
ভুলেও না যায় কদা ॥
পলাইতে চাহি পথ আটকায়
প্রতিকার কার সাধ্য।
আন জনে ডাকি, মুখ চাপি ধরে,
সে যে দারুণ অবাধ্য ॥
কালীহর ভণে রোধ নাহি কর
রাধার কি দোষ বল।

বিদ্ধ শেলে হেন　　কেন হান ঘা
সব যে তোমারি ছল ॥

১৪। খাম্বাজ——জৎ।

পৌর্ণমাসী বাণী　　শুনি অভিমানিনী
শিয়ামে সউবি কহে।
ধারার উপরে　　নয়নের ধারা
অবিরল বিরলে বহে ॥

শ্যাম হে !

ওরূপ উডুপে　　চারু পটাঙ্কিত
কুক্ষণে নয়ান দিনু।
স্বপনে জাগরে　　তুঁহারি রূপ
বিষামিয় ফাঁদ জনু ॥
না সমঝি নিজে　　সখীর কথায়
স্বকরে লাগানু গলে।
দূরের রাহির　　করইতে যো
সতত টানয়ে বলে ॥
জানিলে কে পরে দুঃখের ফাঁস।
শুনইতে কৃষ্ণ-　　নাম, বংশীধ্বনি
বাঁধিতাম কাণে ঘাস ॥
কালারূপ আলা　　এত জালাময়
জানিলে নয়ন ঢাকি।
ফেলিতাম ছিঁড়ে　　দুহু করে ধর্বি
বিপাশ যাহা দিল আঁকি ॥
দগধ চিত মম　　পবিহরি শুখি
স্থানান্তরে কর শ্রমা।
সে নবনীবদে　　নিভে না আগুন
তাপ ভয়ে করি মানা ॥
নীরদে বিজুরী　　অধর মাধুরী
আদরে মাখিনু বুকে।
মাখিতে বজর　　গুপত যা ছিল
বিঁধিয়া পাইনু দুখে ॥
সুখে থাক, থাকি　　নিজ নিজ ঠাই
বিদায় অভাগিনী জনে।

কালীহর ভণে　　আন নাই ঠাই
কিবা জীয়নে মরণে ॥

১৫। ভূপালি—একতালা।

যব শুনলু　　মুরলী ধ্বনি
তেজিনু বাহিরে যা
যব পেখনু　　রূপ মাধুরী
সঁপিনু অন্তরে যা ॥
মোর বলিতে　　রহল বা কি
শুধু দরশ তৃষ।
পিয়াস কোরে　　বসতি গুপ
ইক্ষু তপত তুশ ॥
সূত্ত লাগায়ে　　বড়শী বিঁধি
দূরহি রহি টানে।
হঠিতে ব্যথা　　বৃথা গো জন্মনা
বিলম্বে কয় মানে ॥
এ লেখ লয়ে　　যা সখি ত্বরা
যাহা বঁধুয়া রহে।
শ্যামসুন্দর　　দরশ লাগি
চিত দারুণ দহে ॥
হাম পাগলী　　আগলি যাক
আইবে গুণনিধি।
অনুরাগিণী　　ভবীনী লাগি
মোর মত গো যদি ॥
ভণতি হর　　না চিন্ত বাধে
তুঁহারি ফাঁদে কালা।
তুঁহারি মত　　কেঁদে কাঁদে না
তুবৈ বরণ কালা ॥

১৬। কানেড়া—ঠুংরি।

নীপ কুঞ্জে দশা হের শ্যামে।
বংশী বাধা রাধা গায়　　বিজুরীর বস্ত্র গায়
মধুর মধুর মেঘদামে ॥
কিবা ভাবে ভোর শ্যাম　　শুনই রাধার নাম
ভূমণ্ডল বৈঠল কাতরে।

বাম করে থাপি গণ্ড অরুণে করুণ চন্দ
পাণ্ডুর আনন চিন্তা জ্বরে ॥
কৃষ্ণ সুধাকর সুধা পিতে রাধামুখ সুধা
"কিমাশ্চর্য্যং" বলিহারি যাই।
কিবা সে দংশিল নাগে ফণা ধরি নাসা আগে
ঝিলিমিলি রূপের মেলাই ॥
রাধা নাম কাণে বাজে রাধারূপ নেত্রে রাজে
ঝাঁপর ঝামর শ্যামরায়ে।
কম্পিত বিবশ তনু হস্ত স্রস্ত হলো বেণু
কানু বেণু কানুরে মাতায়ে ॥
রাধা বিনে রাধাময় আধ আধ ভ্রান্তি হয়
লাজ দিয়া অশ্রু জল মুছে।
রাধার খবর কেহ যদি পার এনে দেহ
চরাচরে মনে মনে পুছে ॥
সখা সঙ্গে সদা মূক কিবা ভাবে অধোমুখ
বেয়াধি সমাধি কিবা শ্যামে।
রাধার রূপ গুণ ধ্যানে নিমগন অনুক্ষণে
সুধা শুঠ জনু হিমধামে ॥
শিলাতল্প সমাশ্রয় রাধা জল্প চিতে বয়
সুবলের বোলে নাহি রুচি।
দাস কালীহর ভণ মধুর লীলা প্রবন
শুনা বলা সব গিছে ঘুচি ॥

১৭। বাঁরোয়া—ঠুংরি।

নীরদ শাড়ী বেড়া সে বিজুরী
ঝলক লাগল দিঠে।
দংশিল মরমে সুবেণী নাগিনী
লম্বিত দুলিত পিঠে ॥
নেত্র নলদল রচিত ফুলশর
চকিতে হানিল প্রাণে।
গিরি শৃঙ্গ যুগ মেঘ আধ চুম্বিত
বিঁধিল মরম স্থানে ॥
শরদের চাঁদ আধ দেখা দিয়ে
ডুবল ঘুমটা মেঘে।
ফুটন্ত কমল আধ ভাসা ভাসা
ডুবল সলিল বেগে ॥
রূপ সুমাধুরী কিবা সে রাধার
তরঙ্গ লাগল আঁখে।
সো তরঙ্গ মগ্ন নেত্রযুগ আরি
খেলত হি অশ্রু মেখে ॥
আধ স্মিতাধর বিক্রমদ্যুতি
পশি রহলহি হিয়ে।
ভুলিতে না পারি সে স্বাদ মাধুরী
অবহুঁ উথলে ধেয়ে ॥
সুকঙ্কণ রুণ মধুর মধুর
প্রতিধ্বনি থু'ল কাণে।
কর নল নাল দলে দলে চাঁদ
হিয়ায় টানিয়া আনে ॥
রাধার কপোল চাঁদ মাজা মুকুর
মুখ চাপি কৈল মূক।
চুমই চুমই স্বপনক ঘোরে
জাগরে দারুণ দুখ ॥
অঙ্গুলি চম্পক চিকুর চৈলই
বদন দেখা'ল রাধা।
প্রাণ ছবি করি লুকাযে সে গেল
লাগায়ে গলায় ফাঁদা ॥
তব ধরি ঝুরি করি "রাধা রাধা"
রাধা সে জীবন মোর।
দুখের পিয়াস সলিলে মিঠাই
চম্পক কেতক ভোর ॥
পদকাব কহে কাঁদিও না শ্যাম
ভকতে দিও না দুখ।
শুভ যুগোদয়ে মিলিবে শ্রীরাধা
বাঁধিয়া রাখহ বুক ॥

১৮। পিলু—আড়া

রাধার চিকুর করেছি বরণ
রাধার বরণ বাস।

সিন্দূরে মাজা রাধা গণ্ড মণি
মোর অধর বিকাশ॥
রাধার মধুর স্মিতাধর দ্যুতি
হাম'রি নয়ন জোত॥
রাধার রূপের তড়িত ঝলক
হামারি হৃদয় সোত॥
রাধার নয়ান অপাঙ্গ দিঠি
হামারি বুকের দাহ।
"রাধা, রাধা, রাধা" বেণুতে ফুকারি
অই জপ মালা চিত মাহ॥
নীরদে জড়িত তড়িত লতিকা
কিবা সে মূরতি খানি।
চাঁদে চাঁদে চাঁদে কিবা সে গাঁথনী
কমলে কমলে ছানি॥
সুমৃদু তরঙ্গ অমিয়া সাগরে
চাঁদের জোসনা তায়॥
প্রবালে খচিত শুকতি ফাটিয়া
দশন মুকুতা ভায়॥
কণ্ঠকম্বুধ্বনি— পিক জিনি বাণী
এ কিবা অদ্ভুত বটে।
অমিয়া শিশির টুপ্ টুপ্ টুপ্
এখনো লালসা রটে॥
তড়িতে ইন্দ্রধনু কিবা গলহারা
সুমেরু পরশে দুলি।
পরাণে মাখিয়া রহল সে শোভা
লোভ উপজল বলী॥
আধ রূপখানি নয়নে পেখনু
নয়নে রহল ধাঁদা।
ভরম ঘুচিলে ইতি উতি চাই
অই কি আইল রাধা॥
কালীহর ভণে সবুরে সে মেওয়া
ফলিবে সত্য কানাই।
তোমারি লাগিয়া তোমারি মতন
হয়েছে মোদের রাই॥

১৯। ভৈরবী—একতালা

কানাই কেন ডাকিলে শুননা কাণে।
কেন বদন নলিন হেরি আজি বিমলিন
কান খেয়ে আছ কি ধেয়ানে॥
বনমাল নাহি গলে তাই খুজি অলিদলে
গুন্ গুনি কয়ল কি কালা?
না, নয়ন তারা দুটি থির উরধে উঠি
কিবা নাগিনী দংশল কালা!!
চূড়'পরে শিখি পুচ্ছ তারে কেন এত তুচ্ছ
ভুমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
অধরে ইক্ষুবং কানু চুষিতে সদা যে বেণু
তার মিষ্ট ফুরাল কি, হায়॥
রাধানেত্র ভ্রমর ভ্রমণ ভঙ্গিমপর
করল বিহ্বল হেন মান।
কি হবে নোঙালে মাথা বুঝেছি সকল কথা
রাধারূপে গরাসিল প্রাণ॥
কতহি সুন্দরী নারী রাজে বরজ উজারি
তাহে কেন চিত নাহি যায়।
কি মোহিনী জানে ছোড়ী তোমারে এমনি করি
করবেণু খোয়াল ধরায়॥
কালীহর দাসে কয় অনুরাগে সব লয়
রহে শুধু পিপাসার জ্বালা।
তবু যার যথা ভাব অবশেষ তথা লাভ
তাই বলি ঝুরিওনা কালা॥

২০। ঝিঝিট—একতালা

শুন মধুমঙ্গল শুন মোর বাণী।
রাধারূপচ্ছটা লাখ লাখ বাণ
তরঙ্গ কামকামানী॥
বিঁধই মরম জর জর করল
কিবা মুখ অমৃত ছানি।
তড়িত লতাহি চাঁদ কুসুম
অধরে ঝরে মধুখনি॥
রাধার মাধুরী সউরিতে চিতে
রসনা লালসে লেহে।

পেখিতে বদন মধুরিম চারু
মন্দ নেত্রধারা বহে ॥
রাধার অমিয় অধর বাণী
শুনি শুনি করণ খাড়া।
কোটীন্দু শীতল তনু নবনীত
পরশ আশে তনু জারা ॥
হামারি এদশা করে পরচার
রাধাগুণ পরিমাণ।
রাধিকার রূপ মাধুর্য্যের তুলা
আছে কি এ ব্রজধাম ॥
বুক ধুকধুকী "রাধা রাধা" বাজে
শোয়াসে উছলে "রাধা"।
কালীন্দর ভণে ভাল ফাঁদে পড়েছ
অমনি থাকহ বাঁধা ॥

২১। ঝিঝিট——এক তালা

রাধার প্রেরিতা ললিতা বিশাখা
শ্যামের উদ্দেশে ঘুরি।
শ্যাম সকাশে এসে উপনীত
সাদর সম্ভাষে হরি ॥
শ্যামে অরণ চাঁদ বেড়া করে
অর্পিলা ললিতা সখী।
পুষ্প গুচ্ছ সঙ্গে অনঙ্গ লেখ
রাধা যা দিছিল লিখি ॥
কর কম্প ভর স্বর গদ গদ
কি জানি কি চিতে গণি।
লিখন পঠনে বুঝি অনুকূল
আকুল গোকুল মণি ॥
প্রেম পরখিতে উপেখি রাধারে
কহিল নিঠুর ভাষ।
রাধিকা মিলন বুকের ধেয়ান
মুখে কৈলা পরিহাস ॥
তা শুনি ললিতা কুপিতা বিশাখা
ধিক্ মানি রাধার সাধা।

অন্তর কি দহে এ সন্দেহে পুনঃ
দেখাইলা মরযদা ॥
দেখ দেখ শ্যাম অনুপাম কিবা
মঞ্জুল গুঞ্জা মালা।
তব কণ্ঠ ভূষা যোগ্যতা প্রচার
কালায় করিবে আলা ॥
রাধাঙ্গ পরশী মালার পরশে
শ্যামের জুড়াল তাপ।
আনন্দ বিহ্বল ঢল ঢল আঁখি
অঙ্গে পুলক কাঁপ ॥
কপট করিয়া শ্যাম গুণমণি
রাধারে না চিনি ভাণে
পদকার কহে দুঃখে সখীগণ
চলল রাধিকা স্থানে ॥

২২। ঝিঝিট——এক তালা

আরে মধু মঙ্গল কিসে কি করিনু।
বিধি মিলায়ল যদি হারাইলাসো সাধা নিধি
সাধ করি গরল ভখিনু ॥
ডালা ভরি উপহার চাঁদ পদ্ম গাঁথা হার
আনি দিল গলায় পরায়ে।
দুরমতি পরবশে ছিঁড়িনু তা উপহাসে
না দেখিনু পরিণাম চেয়ে ॥
যার লাগি জীবন নয়নে ঝরে জীবন
নিলাজু আজ উপেখিনু তারে
মানিনীর অপমান মানী জনে অবিধান
ধরম খোয়ানু একবারে ॥
মোক পিরিতি বাঁধা পীড়িতা যদি রাধা
তেজিব প্রাণ অধন্য মানি।
এ মোর প্রত্যাখ্যান নিষ্ঠুর অপ্রণিধান
দুহু পক্ষে মরণ বা গ্লানি ॥
মরম না বুঝি কাজ অনুরাগে পড়ে বাজ
মুখে মুক্তি পরখে নাস্তি।

যেবা ঘটে প্রেমবন্ধ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মন্দ
সেহি পথে রসিকের গতি ॥
ললিতা বিশাখা সখী গালি দিতে নাই বাকী
পোড়া মুখ নীরস ভাবিয়া।
রাধার যে প্রেমাঙ্কুর হবে নিরমূল চুর
এহি মোর চরিত লাগিয়া ॥
মোরে রাধা বিসর্জ্জিবে নে'য়ে ধু'য়ে ঘরে যাবে
মোর নামে আবরিবে কাণ।
তখন কি হবে গতি বুঝিব জীবন্মৃতি
শূন্য হেরি বৃন্দাবন স্থান ॥
রাধিকা প্রবোধ পায় কর তার সদুপায়
চল যাই অই দিক্ মোরা।
পদকার কহে, যাও, মুখে না করিও রাও
বিঘ্ন থাকে অনুরাগ জোড়া ॥

২৩। বাঁরোরা——ঠুংরি

প্রাণবল্লভ বুঝি এলো অই!—কৈ?—
কেনগো বিশাখা একা ম্লান মুখী?—
বৈলনা, বুঝেছি সই!—
যাক লাগিয়া গো গুরু গঞ্জ গর্জ্জ
সহিনু পাতিয়া বুক।
যাক লাগিয়াগো কুলবতী কুল
তেয়াগি রাখিনি মুখ ॥
যাক লাগিয়াগো সতীত্ব ধরম
তৃণ হেন মনে গুণি।
যাক লাগিয়াগো কলঙ্কের ডালি
করিনু মাথার মণি ॥
যাক লাগিয়া গো বুক হি অনল
সুখেরে না মানি সুখ।
যাক লাগিয়া গো উদাসিনী বনে
পাওলি তোরাও দুখ ॥
সোহি শ্যাম যদি উপেখিল মোরে
কেমনে ধরই প্রাণ।
দেব প্রতি কূল অকূল সায়রে
ধরিতে নারই যান ॥
তু কাহে রোয়সি বিরসিত মুহ
বিপরীত লেহা ভালে।
এ তনু বর্জ্জন মজ্জন সলিলে
ইদানীং সমঝি ভালে ॥
এক উপরোধ ইহ বৃন্দাবনে
যব উপেখব দেহ।
কাল তমালে বাঁধই রাখবি
কৃষ্ণ নাম করি লেহ ॥
যব শ্যাম বন্ধু নয়ন অমৃতে
চাহিবে এ তনু পানে।
তবহি জানবি রাধা জীউ সফল
কালীহর প্রীত গানে ॥

২৪। ভূপালি——ধুন

নয়ন পঙ্কজ টল মল জলে
থর থর কাঁপয়ে দে।
সাঝের আঁধারে কমলিনী অনু
ঢলিয়া পড়ল তে ॥
আশার মূরতি বিশাখা যতনে
চেতন করল ধরি।
মধুর মধুর শ্যাম নাম খানি
আর সে মুরলী স্মরি ॥
পেখি পেখি কিবা বাকা রূপ ঠাম
আশার জোয়ারে ভরি।
বিরহিণী রাধা আধা বাচা মরা—
আবার বাঁচল মরি ॥
জলদের শিরে চাঁদ ঝলমলি
মালতী তারায় বেড়া।
লতার আঁড়ালে শ্যাম গুণমণি
কৌতুকে র'লে কি খাড়া ॥
বাজাও বাজাও পুন সো মুরলী
শুনিতে শুনিতে মরি।

দুরাশার এবে আদর বাড়ায়ে
বিফল জীবন ধরি ॥
সপিয়া সকল পিরিতি খেয়ালে
উপেখিত হইনু শেষে।
দড়াইনু সার মরণ মঙ্গল
কালিন্দী সলিলে প'শে ॥
তবে কি হবে না, ভাবনা ভক্তের,
মধুর বিলাস ব্রজে।
তাই বলি মরা অনুচিত তব
শ্যাম যে নকট সে'জে ॥

২৫। ভুপালি——ধুন

রাধা প্রেম-রত্নাকর তরঙ্গ তুঙ্গ প্রখর
শ্যাম চাঁদ ভঙ্গ ভঙ্গ তায়।
রাধাক প্রেমমহিমা শ্যামহ'না পায় সীমা
কিবা রূপ শ্যাম মোহ যায় ॥
রাধাপ্রেম সুনির্ম্মল দেখি কৃষ্ণ ঢল ঢল
টলমল আনন্দ উথাল।
অকপট রাধাপ্রেম লাখ বাণ জিনি হেম
অনুরাগ রঞ্জিত উজাল ॥
সখা হে! রাধা বৃন্দাবন সার।
আজিরে সে রাধাপ্রেমে বিকাইনু অনুপমে
যে লাগি জীবন মানে ছার ॥
মুঞি অপরাধী বড় নিঠুর কঠোর জড়
উপেখিয়া দিনু ঘোর দুখ।
রাধার বিলাপ বাণী পরাণ বিদরে শুনি
কেমনে বা দেখায়ব মুখ ॥
রাধাপ্রেম বাত্যায় পুলক পুরিত কায়
জানু ভঙ্গ অঙ্গ টলমল।
কিবা হেম ব্রততী অনুরাগ মূর্ত্তিমতী
দেখি প্রাণ থির বা চঞ্চল ॥
চিন্তু কি বসিয়া কানু, সফল সে ধরা বেণু
বিলম্বে বিড়ম্বনা সার।

ওরূপ মাধুরী দানে বাঁচাও রাধারে প্রাণে
এ মিনতি গাহে পদকার ॥

২৬। বেহাগ—আড়া

দেখ দেখ সখি! —— কৈ কৈ, সখি?
অইসে কালিয়া খাড়া।
চাঁদের ঝাড় কমল ভার
কিবা মেঘতনু জোড়া ॥
কুসুমে বেড়া মোহন চূড়া
ভ্রমর গুন্ গুন্ গায়।
সুধা অধরে মুরলী করে
"রুণু রুণু" নূপুর পায় ॥
ত্রিভঙ্গ অঙ্গ লাবণ ভঙ্গ
অমিয়া তরঙ্গ খেলা।
বক্ষ প্রসর কামের আসর
মালার মাধুরী মেলা ॥
কিবা পীতপট বিজরী লট পট
কিঙ্কিনী জড়িত শোহে।
নয়ন পাশ চাহন বিলাস
কোটি কাম জনু মোহে ॥
থির নয়নে নিরখি নব ঘনে
সুন্দরী আনন্দে ভোরা।
নয়নে নয়নে সরস মিলনে
হৃদয়ে হৃদয়ে জোড়া ॥
লজ্জা চমক দেয়ল ধমক
হেনই সুখের মাঝে।
অতৃপ্ত নয়ন দুহুক পতন
পদকার হৃদে বাজে ॥

২৭। বেহাগ——এক তালা

চাঁদে চাঁদে চাহত লেহ দেত সুধা
চকোরে চকোরে কোল।
উঠত পড়ত পিবত লসত
লাজ মাঝ মাঝ গোল ॥

এ হেন সময় আসিয়া জটিলা
ফুকরল "বধু বধু"
সুখ ভোর নিশি ভোর ভই গেল
শুকাল মিলন মধু ॥
জটিলা কহিছে এখানে ও ছোড়া
গোকুলের চোরা পুনি।
বধুরে লইয়া ঠেকেছি যে দায়,—
বিদায় হও কালমণি ॥
ভুবন মোহিনী হামার এ বধু
চটুল দিঠ তুহারি।
শ্যাম কহিছে শুনগো জটিলে
বধূ তব মানা হামারি ॥
জটিলা আদেশে চলে সখী সনে
চলে কি না চলে প্যারী।
হার ছিঁড়ি পথে কুড়ায়ে কুড়ায়ে
ছল করি হেরে হরি ॥
দীঘল হইত এই পথ খানি
দুহু চিতে বাঞ্ছা বড়ি।
চেয়ে চেয়ে দোহে দোহারে হারাল
পদকার রৈল পড়ি ॥

২৮। বেহাগ——কাওয়ালি

কানু অনুরাগিণী বিনোদিনী রাধা
বিরহ-বাড়ব বুকে।
বিশাখার গলা ধরই ভোরত
প্রলাপ বিলাপ মুখে ॥
ভাব উনমত শ্বসত ঘন ঘন
থর থর কাঁপ অঙ্গে।
দুরু দুরু হিয়া মুরু মুরু জালা
ঢল ঢল ঢল অনঙ্গে ॥
কদম্বের পানে চাহে বার বার
কিবা সে মনে মানে।
গগনে পশিয়া তমাল পরশে
তবু তাপ দ্বিগুণে ॥

সোয়াস্তি কারণে কহিছে ললিতা
কেনে হেন মত বাড়া।
শ্যামতো তুহারি তুহু লাগি ঘুরে
ইহ বনে দিশ হারা।
ক্ষুধিত, কহেনা, অন্তরে সে যাচে
ইঙ্গিতে পাতয়ে কর।
সখীর সান্ত্বনে সাহস বাঁধি বুকে
মিলিবে রাগের ভর ॥
বাঁধা করী ধরা কিবা সে কঠিন
প্রেমের নিগড়ে আঁটা।
চাঁদ বহু ঘুরি কুমুদিনী পেখে
স্বকার টানি ঘুমটা ॥
তুহু শ্যাম চিতে অবিরত জাগা
স্মরণ ধেয়ানে তুঁহু।
বিশ্বাস থাপহ হামার বচনে
তুহারি ভাগ্য বহু ॥
কৃষ্ণ আনইতে গিয়াছে বিশাখা
কি জানি বিরহে মরে।
নবা গাঙ্গে ধারা অমনি বহল
আশা পন্থ পদ কারে ॥

২৯। বেহাগ——

বৃকভান নন্দিনী কনকলতা।
তমাল বাউনী বঞ্চিতা লুণ্ঠিতা
কেমনে বাঁচিবে তা ॥
বাঁশরী ফুকারি বাউরী বানায়ে
যতেক কুলের ঝি।
কঠিন পরাণ, দয়া ধর্ম্ম শূন
বিরহে ঢালিছে বি ॥
পর বধু বধে সাধ বড় চিতে
নারীর মরণে রঙ্গ।
নারী আকর্ষিয়া ফির পাড়া পাড়া
কার হাতে ঠেকে ত্রিভঙ্গ ॥

এ স্বভাব তেজি ধর্ম্ম শিক্ষা লও
নচেৎ মুরলী ছাড়।
যদি চন্দ্রা ভয়ে উপেখ ধরম
তবে কি পুরুষকার॥
আজি রাধা কুঞ্জে যাবে কি না যাবে
খুলে বল গোকুলচন্দ্র।
তুহুঁ বিনে রাধা জীয়নে কি ফল
তহি মরণ অনুবন্ধ॥
যা কর সময়ে অসময়ে চুপ
কাঁদিতে যে হবে শেষে।
রাধা বেঁচে কিনা যাই ত্বরা বুঝি
কর যা উচিত বিশেষে॥
বিশাখার বাণী শুনি শ্যাম রায়
রাধিকা মিলিতে মতি।
সখী সঙ্গে সঙ্গে পদকার ধায়
কহইতে রাধা প্রতি॥

৩০। ভূপালি——ঠুংরি

আইবেন বনমালী শুনিয়া যতেক আলী
সযতনে রাধারে সাজায়॥
বাসিত যমুনা জলে মাজি তনু সুকোমলে
নিজাঞ্চলে সুমৃদু মুছায়॥
পরায়ে সুনীল শাড়ী গহনা পরায় ধরি
কনকাঙ্গে মণি রত্ন মালা।
বেণীন্যাস পরিপাটি ফণী যেন পড়ে লুটি
মুঠি মুঠি গুচ্ছ ফুল মালা॥
গলে গজমুক্তাহার করণে কুমুদ বাড়
দন্তকৌমুদী ঝলক ছানা।
চঞ্চল দৃগঞ্চল অভ্যাসিতে উতরোল
কামকামান কমলহানা॥
কুসুম কল্পিত তল্প দল কম্প বায়ে অল্প
রেণুরঞ্জিত ভ্রমরা বুলে।
পুরট সম্পুট পুর তাম্বুল পুর কর্পূর
মণি দীপ সধূম গুগ্‌গুলে॥

গাঁথা ফুলে চন্দ্রাতপ কুঞ্জ ঘেরি চন্দ্রাতপ
সুধা মধু করে একঠাম।
এই বুঝি এল বঁধু উদ্বেল উৎকণ্ঠা সিন্ধু
না, না,—চন্দ্রা ঘাটকিল শ্যাম॥
আশা ভোর নিশা ভোর নিরাশা ধেরজ ঘোর
অভিমানে ছিঁড়ে রাধা মালা।
বিসর্জ্জিবে সজ্জা জলে উপনীত হেনকালে
ভীত ভীত চিকণিয়া কালা॥
রতি চিহ্ন দেখি রাধে ছটা'লা মান পরমাদে
সাধে শ্যাম চূড় ফেলি পদে।
"মানময়ি ময়ি মানং মুঞ্চ সদয়মনিদানং
মদনানলো দহতি হৃদে॥"
তবু না রাধা মানে ঠেলি শ্যামে চায় মুখ তুলি
মান অস্তু মান পেল ভারী।
মান হারা বনমালী তেজল সে কুঞ্জস্থলী
রাধা কুণ্ডে গতি ধীরি ধীরি॥
রাধা যাক প্রাণারাম তপ জপ রাধা নাম
রাধা তায় উপেখিল মানে।
কি ফল রাখিয়া তনু চিন্তে চিন্তামণি কানু
ভয় হলো পদকার মনে॥

৩১। গৌরী——একতালা

এত করি পাড়িছ আকাশক চাঁদ।
তারে তু গোয়ারী তিলেকে দিলি ডারি
আজীবন ঝুরি কাঁদ॥
মানে রহ চলি মো'বা যাই চলি
করিলুঁ মোদের যা ঘটে।
তু রাজ কুয়ারী কাঙ্গালী ঘো নারী
সে জানে যতন বটে॥
অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি তুয়া পদে ঢালি
কত না মিনতি কৈল।
তুয়া অনুরাগী দয়া ভিখ্ মাগি
ভূমহি লুণ্ঠিত কৈল॥

তব তু নিঠুরী   নিঠুর, কঠোরী
হানিলি বজর মান।
কিবে ফিরি ফিরি   যদি তু ক্ষমসি
সো পোগ পেখি পয়াণ॥
শ্যামক সেঃ মুখ   স্মর ফাটে বুক
দে বিদায় চ'লে যাই।
বা বল মোদেরে   খুজে আনি তারে
বুঝিবা শ্যাম বেঁচে নাই॥
যদি মো ভাবয়   মাধবমানয়
পরাভব যেনে মানে।
যব রাধা কহল   বৃন্দা সে ধাওল
সুখী পদকার গানে॥

৩২। বাহার——একতালা

বৃন্দাবনে বনে   শ্যাম অন্বেষণে
যব রাধা কুণ্ড তীরে।
তমালের ডালে   চুড় বাঁশী বাঁধা
দেখি কর হানে শিরে॥

চুড় বাঁশী আছে   কাছে নাই শ্যাম
বুঝি রাধাকুণ্ডে মৈল।
বিরহিণী বৃন্দা   নিয়ে চুড় বাঁশী
রাধারে তা দিয়ে কৈল॥
লাগা সাঙ্গ করি   গিয়াছেন হরি
উপেখি জনম শোধ।
ভূম পাড় ধনী   "হাহা কৃষ্ণ" রোয়
পদকার কণ্ঠ রোধ॥

৩৩। ঝিঝিট——একতালা

বিদেশিনী বেশে   কুঞ্জ পরবেশে
শ্যামা সাজই হরি।
অঙ্গের পরশে   প্রেমরসোল্লাসে
বিরহে বাঁচল প্যারী॥
আজু কুঞ্জমে   মিলন রাধা শ্যাম
সখিয়ন দেয়ত হুলু।
ঢল ঢল শ্যামল   দুহু তনু মাখল
কালীহর কণ্ঠ কুলু কুলু॥

শ্রীযুগলমাধুরী সমাপ্ত।

১। বিভাস——একতালা।

মঝু প্রাণধন নিত্যানন্দ রায়।
সুধা সরোবর বরতনু অনু
তীরথির চাঁদ মন্দির মুখ ভায়॥
সজল দ্বিদল ইন্দীবর শোহে
ইন্দু'পর যুগল আঁখ।
অধরে কোকনদ সম্পাদিত মধু
মুগধ অলক অলি লাখ॥
তনু লাবণ সিন্ধু উদিত মুখ চাঁদ
সিন্ধু বারি স্বেদ বিন্দু যাদ।
অম্বু হৈতে কম্বু আধ লুটি চাঁদে
বাঁধল ধরি অনুরাগ॥
পুলক তরঙ্গ অঙ্গ সিন্ধু কেলি
ভাবক বাতাসে দুলে॥
সুধাকর ভোর ঢালত সুধা ধারা
নিরবধি অম্বুধি জলে॥
চল চল শশী সরসী টল মল
মৃণাল ভুবাহু ভায়।
পত্থম পঞ্চ দল গলদরুণ মধু
করুণ কিরণ ছায়॥
ভাবুক তরঙ্গহি কোটি কোটি ভানু
দৈন্য ফলিত ধন্য মান।
ধূলি ধূম্ররাশি আবরিত শোভে
খসায় ছাপে কি ভান॥
জলনিধি তলে মহাপদ্ম নিধি
শ্রীপদ পঙ্কজ ফুটি।
শশি শিশুদশ নখমণি কোলে
শীতল হইতে লুটি॥
সো পদ কমল শীতল সরস
পরশ পরশ মাগে।
দাস কালীহর পামর ঝামর
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মাগে॥

২। বিভাস——একতালা।

কিবা প্রসাদ বিলায়ে যায়।
কমল মণ্ডিত বদন বিধু
সুধা নিঝর হরিনাম॥
ঝুরে ছুনয়ান বয়ান বাহি
দ্বিরদমদ-নদক ধারা।
পদ পদ উনমত চাহত ইত উত
যাক পায়, করে গলার হারা॥
আলিঙ্গই ঘনে মিলাওই দেয়
প্রেমক তপত সুধা
দুহাত তুলই গাওয়াত "হরি হরি"
ভুলায়ে পরশে ক্ষুধা॥
নব অবধূত ভাবধূত তনু
পুলক ফুল দুল পরাগে।
ভূতনাথ জনু তনু ভস্ম সাথ
গন্দশ্রু দল লুব্ধ নাগে॥
"বোল বোল" হুঙ্কার "বোম বোম" গুঞ্জারে
"ঢুলু ঢুলু" কমল আঁখি।
মৃদু মৃদু হাসি রাশি রাশি সুধা
চৌদিতে জীব চকোর পাখী॥
খেনে গজগতি মতি খেয়ালে
খেনে গজঅরি গরজন॥
উল্লম্ফন ঝম্পন কম্পন কলি কলিজা
মাভৈ মাভৈ ভকতে ভণ॥
অরুণ নয়ন করুণা-অমিয়
পাথারে পাথর গলা।
গোলোক গোপত বেকত করাই
বিতরে হরের্নাম পাগলা॥
দয়াল নিতাই রসাল নামে
ভাসা'লা ভারত ঠাই।
ছোট বড় সম কি মাখানে প্রেম
ভুলকে না পায় থাই॥

গাওত "হরি হরি" নাচত লহরী
মরি মরি উচ্ছ্বাস ভরা।
আনন্দ উন্মাদ রসাস্বাদ কিবা
পাপ তাপহি তাপ হারা॥
ধন্য হইলু বলি কলি ক নচত
লুঠত নিতাই পদে।
কোটি চাঁদ শীতল রাতুল কমল
হাট মিলানি চাঁদে চাঁদে॥
গৌরাঙ্গ পিরিতি ঘটক নিতাই
ঘাটক রহিলু মুঞি।
বাঞ্ছা কালীহরে নিতাই সংহতি
শ্রীধাম যাত্রিক ভই॥

৩। বিভাস——একতালা।

ভাবের বাতাস ব'য়ে যায়।
দয়ার গলিত ধারাধর খানি
ভাসা'ল ধরা প্রেমবরিষায়॥
চাতক ডাকে না অযাচিত পায়
কে নিবি, নে, মেঘ ডে'কে যায়।
কে যায় কোথায় পাগল করিয়া
দয়াল নিত্যানন্দ রায়॥
পরম আনন্দ কারুণ্য নিধি।
চাঁদ বদনে অধর কমল
মধু ঢালা সুধা অম্বুধি॥
অমৃতের অমৃত নামামৃত রস
উদ্বেল তরঙ্গ তহি।
সুন্দর লাবণ্যে হরি নামামৃত
পুলক ছটায় বহি॥
অমৃত চাহনী অমৃত হসনী
নিস্যন্দিনী নাম অমিয়।
নাম কল্পলতা রসনার ঝরা
কল্প কুসুম মধু পেয়॥
পিয় পিয় পিয় তাধিয় তাধিয়
পদে পদে আনন্দ মেলা॥

নিত্যানন্দ লীলা কাঙ্গালের দেশে
চিন্ময় ধুলি খেলা।
কবে নিত্যানন্দ করুণা করিবে
বিকাব ও রাঙ্গা পদে॥
কালীহর সাধ—— বাদ বিসম্বাদ
নিতাই নিবে কি নদে!!

গোরা রূপ

৪। ভৈরবী——একতালা।

জয় গৌর নবদ্বীপ চন্দ।
কান্তি দীপত নিন্দি কলধৌত
হেম কমল কন্দ॥
আনন অম্বুজে অধর বিম্বফল
সুন্দর কমল আঁখি।
কুঞ্চিত চিকুর মুদির মাধুরী
পূরণ চাঁদ আধ ঢাকি॥
মালতী মালে জড়িত কুন্তল
তিলক তারা চাঁদহি রঙ্গা।
বক্ষ পরিসর বেড়া বনমালে
পৈছা সুমেরুহি গঙ্গা॥
কম্পিত অম্বর বর কনক ভূধর
আজানু মৃণাল বাহু।
অরুণ পঙ্কজ কর যুগ শোহে
মণি দরপণ নখহুঁ॥
কদলী নিন্দক স্থুল মৃণালক
বর উরু যুগ নাট।
হেমাজ্জ পদে কোকনদ মাথা
দলে দলে বিধুক হাট॥
রাতুল চরণ মঞ্জীর বিলাস
মঞ্জু রুণ রুণ রুণ।
নূপুর তুলই বাজই সো পদ
কম্ব কালীহর মন॥

৫। ললিত——আড়া

জয় জয় শচী দুলার।
ভকত মানস সরোজ সার॥
নব নাগরী চিত্তক চারু ফন্দ।
অভিনব সুন্দর প্রেমরস কন্দ॥
হেম বিজুরী তনুরুক রুচির।
লোল হিল্লোল লাবণী ক্ষীর॥
সুখ সুশীতল চন্দন চর্চ্চ।
কুসুম দামে সুর নর অর্চ্চ॥
নব নব ভাব পল্লব যুত।
অধর অমৃতে হরিনাম পূত॥
দীঘল নয়নে কোটি কাম জিত।
পুরুখ নারী প্রাণ-মন হৃত॥
নীরজ ইন্দু বিমণ্ডিত বপু।
মায়াছাদনী কালীহর রিপু॥

তত্ত্বকেলি

৬। বিভাস——একতালা

জয় জয় জগবন্দন গোরা।
বাল অরুণ নিন্দি কলেবর
মঞ্জু রঞ্জন ভাবভোরা॥
পূর্ণিমক শশী সুন্দর মুখ
সুখ সুধাসার স্যন্দ।
মন্থর দিঠে পীঠ অমিয় নয়
অনুকম্পা রসকন্দ॥
রূপ দ্যুতি দীপ লাবণী ছটা
কিবা তনুক ঠাম।
শ্রুতি যুগলে কুণ্ডল ঝলমল
আধ আবরি কুন্তল দাম॥
পরিসর ভাল তিলক মণি শোভ
সুভগ গণ্ডক ভাতি।
দ্বিজ কুন্দমণি দীপ দ্বিজরাজ
বিরাজিত গৌড় সমিতি॥

নিত্যানন্দ প্রেম চিন্তামণি সার
হ্লাদোল্লাস মাধুরী সদ্ম।
দীন দয়াল রসিক রসাল
ভকত মন অলি পদ্ম॥
অদ্বৈত দ্বৈত দৈবত বর
ঘটন মগন ইন্দু।
গদাধর কোর এলাইত তনু
চম্পক রুচি রস সিন্ধু॥
মুরারি তারী শ্রীনিবাস বাঞ্ছা
কলপ পাদপবর।
নাম অবতার তারক বরহম
গদাধরে করুণাপর॥
তাণ্ডব কুশল মঙ্গল মূরতি
বিদগধ কলানিধি
অনুপ গুণ পরম নিরগুণ
নিমজ্জিত রাধা অম্বুধি॥
বরজ রসঘন তরঙ্গ রটন
প্রেম ধরমক গুরু।
দেহি প্রভু দীন কালী হর মাগে
অধর প্রসাদ চারু॥

ভাব কেলি

৭। সারঙ্গ——ত্রিতালি

আরে মোর কিবা মোর গৌরাঙ্গ শশী।
পরাণ ভুলায়ে যায় হাসি হসি॥
ডুবু ডুবু নয়ান আনন্দ নীরে।
গদ গদ আধ বাণী ভাবক ভোরে॥
পুলক মুকুল সুদীপিত কাঁতি।
অমিয় স্বেদবিন্দু মুকুতা ভাতি॥
দর দর মধুঝরা লাবণী ভঙ্গে।
অলস অবশ অঙ্গ পিরিতি রঙ্গে॥
মন্থর মন্দ মন্দ দ্বিরদ গতি।
সোই চরণে রহুঁ কালীহর মতি॥

রূপের ফাঁদ

৮। খাম্বাজ——একতালা

নবচন্দ গোরা থোরা মুখ হাসি
ভকত চকোর নয়নানন্দ।
মোহনিয়া রূপ উড়ুপ নিন্দন
পরম সুখ অনুবন্ধ॥
তারুণ্য অমৃত মাধুর্য্য মুরতি
পিরিতি রসের কূপ।
আলস ঢর ঢর গড় গড় ভাবহি
কামিনী কলন যূপ॥
কাচা কাঞ্চন চিকণ বরণ
তড়িত ঝলমলি তহি।
হেরিতে চকিতে কালীহর চিতে
কি সুখ দেওল বহি॥

নৃত্য-কেলি

৯। বাহার——আড়া

রস শচীনন্দন নাচে কিবা ভোরা।
শ্রীবাস অঙ্গন রঙ্গক চুড়
ভকত দল দল কমল বেড়া॥
তারাদল মাহে পূর্ণিক চাঁদ
ভাব পুলক সুধাক ছটা।
চাঁদ সো কা কথা, তারকো তরুণ্য
কমল পলাশ পত্রক ঘটা॥
অরুণ গগন হি কনক মেঘ
তড়িত ঝিলি-মিলি অঙ্গে।
ভাবরায় অথির ইতি উতি ধাবত
নাচত প্রেমকেলি রঙ্গে॥
বাজত মৃদঙ্গ সঙ্গ হি করতাল
মণ্ডিত মুকুন্দ গীত।
সাগর আলোড় সুধারস নিধি
উদ্বেল ভেল তরঙ্গ প্রীত

ঊরধ বাহু রাতুক মান।
রাতা কমল মৃণালহি ধরা।
চাঁদ সরোবরে হিল্লোল লোল
নেত্র নীরজে নীরক ধারা॥
কুন্তল সহিত কুণ্ডল ঢুল
বনমালা চারু বিদ্যুতরঙ্গা।
নৃত্যতি নৃত্যতি দ্যুতি তরঙ্গে
পিঁধন পাট লোল তনু সঙ্গা॥
অধরে সুধাঝরা অরু কর ভাতি
কুন্দনিন্দ দন্তক জোত।
অমিয় রূপহি ভাব মধু যোগ
ঘাম বিন্দ বিন্দু নিন্দু মুকুত॥
কণ কণ কলয়তি কনক ভসা
রুণু রুণু নূপুর পদে।
চরণ রাতুল তালে তালে চঞ্চল
ঝিলি মিলি নখ চাঁদে চাঁদে॥
কমলে চাঁদ মেলা দরশহি আনন্দ
তহি পুন নর্ত্তন যোগ।
উনকো কৃপাসে দরশ মিলায়ে
সাধ ভেল কালীহর রোগ॥

১০। বেহাগ——একতালা

গলিত প্রেম হেম কমল
নৃত্যতি মধুর গোরা।
অপসর সর অঙ্গে লাগিবে
গৌরাঙ্গ ভাব ভোরা॥
দিও না সই, দিও না বাধা
ভাঙ্গবে গোরা সুখ।
দূরহি রহি অন্তরাল মাহে
নিরখ চাঁদ মুখ॥
কাঁহে লুণ্ঠিত ডরিয়া দাঁড়াহ
গোরাপদ ঠেকিবে অঙ্গে॥
সুকোমল গোরা প'ড়ে ব্যথা পাবে
আরো প্রেম সুখ ভঙ্গে।

দূর রহি রহি রসসিন্ধু ঢেউ
সুখে নিজ অঙ্গে লহ।
প্রভু সুখে সুখ, নিত্য সুখ তাই,
নৃত্য সুখে ডুবি রহ॥
প্রভু প্রেমনৃত্য স্ফুরতি যো চিতে
অতুলন ভাগ্য তাঁর॥
তাক পদরজঃ গরাস করিমু
শোক হরে বাঞ্ছা সার

নিদ্রা কেলি

৬১। বিভাস——আড়া

দিব্য পালঙ্কে গোরা শুয়ে নিদ্রা যায়,
না জাগাও সখি না কহিও বাণী
মৃদু ব্যজন কর বায়॥
নিঁদ সময় দরশহি সুখ
নিরখ বয়ান পরাণ ভরি॥
পিয় মুখ হেরি পিয় তা না জানে
সখিরে এ বড় সুখের চুরি॥
ভয়ে না মশকে দংশে ভ্রমরায়
খেদায়ে দাও আঁচর নাড়ি।
সোনার চাঁদ নবনীত খণ্ড
উনায়ে ঝরিছে সুধা বারি॥
মুদিত নয়ানে পরাণ কাড়িছে
চাহিলে হয় কি না জানি।
কালীহর ভণে ঘুম নয়, সন্ধান,
জোড়া বাণ হানিবে এখনি॥

স্নান কেলি

৬২। ভৈরবী——আড়া

গঙ্গোদকে নাহে গৌরমণি।
ধবল কিরণ সুধা ধারা নাহে
হিম কিরণ সুধা খনি॥
রজত ধারায় সোনার কমল
টল মল তাণ্ডব কেলি।
প্রেম মকরন্দ উছলল অতি
লাবণ ধারা ধারাহি গলি॥
গগনক চাঁদ কিবা বিম্বিত জলে
না—তা নয়—তা না সাজে।
ইন্দু নিন্দি ইন্দু গঙ্গাপয়ঃ খনি
যাক পদনখেন্দুহি রাজে॥
দিইতে সাঁতার মেঘে ছাঁদে শশী
রক্তোৎপল যুগল ফুটে।
তাক তাড়নে নীরশীকর রাঙা
মকরন্দ বিন্দু বিন্দু ছিটে॥
পরম পাবন দুএক ফোটা
চরণামৃত সুধাকণ।
উড়ি উড়ি বায়ে লাগিবে কি অঙ্গে
বাঞ্ছয়ে কালীহর মন॥

তরুমূলে গোরা।

৬৩। ভৈরবী——একতালা

তরুমূলে আসীন গোরা।
নয়নে নীর চঞ্চল চাহনা
বিপুল পুলক ভোরা॥
নিজ কর হেরি "হা হন্ত" বোলত
অধরে অমৃত ঝরা।
চকোর চকোরী উচি উচ হেরি
কর নাড়ি মৃদু তাড়া॥
শয়ন সুপ্রাত চাহত উত উত
সাধকো কছু বা হারা।
অপরূপ নব ভাব স্ফুরিত
"বারা" গদ্‌গদ কণ্ঠস্বরা॥
ফুৎকারিতে সাধ বাধ পড়ি গেল
যব মুরলী অধর ছাড়া।
কালীহর ভণে কাহে খুজ বাঁশী
রাধা তব তনু জোড়া॥

কেনে খুজ বাঁশী ?

১২। খাম্বাজ——ঠুংরি।

গোরা তুমি কেনে খুজ বাঁশী ?
শ্যামের দায়ে সব হারিয়েছ
ফিরে পাবে কি বসি বসি ?
কেঁদে কেঁদে ফির ঘর ঘর
প্রেম বিলাও রাশি রাশি।
তবে তোমায় মহাজন যে
দয়া ক'রে দিবে খালাসী ॥
পেলেও মুরলী কি হবে তবে
কোন্ করে ধরিবে বাঁশী ?
কর যে রাধার — বাঁধা কবে কর
রাধাতো সরব গ্রাসী ॥
রাধার ফাটকে ঘাটিক রয়েছ
আঁখি খিরকী দিয়া চাহসি ;
রাধার অধরে মুরলী বাজাবে
কেমনে সুখ প্রত্যাশী ॥
বৃন্দাবন বনে বাজায়েছ বাঁশী
আড়ে আড়ে মুরতি হাসি।
নদীয়া নগরে সে কাজ সাজে কি,
দাগ ধোবে কি গঙ্গায় পশি ॥
কাল হতে কাল কলঙ্ক ছাপিত
গঙ্গায় সে দাগ ফুটাবে হাসি।
"বাঁশী বাঁশী" আর না কহিও গোরা
অক্রূরে বড় ভয় বাসি ॥
আটকে যদি থাক চিরদিন
আনন্দে যেন সতত ভাসি।
অমনি লুকায়ে প্রাণটি থাক
কালীহর হৃদি সরসি ॥

রস চাতুরী (পিরিতি মহিমা)।

১৫। বাহার——আড়া।

গোরা হে তুমি ব্রজকানু।
বুঝি না কেমনে সোজা হ'য়ে গিছে
তোমার সে ত্রিভঙ্গ তনু ॥
রাধা প্রেম চাপে, থর থর কাঁপে,
বিরহ তাপে কিবা জনু।
রাধার শাসনে সোজা হয়ে চল
বশ করেছে এতহুঁ ॥
রাধা ভাব কুসুম কুঞ্জে আটক
না যাও চরাতে ধেনু।
রাধা প্রেম ভোরে নাচিতে গাহিতে
ভুলেছ বাদন বেণু ॥
স্বতন্ত্র হ'লেও প্রেমতন্ত্র বশ
এ মর্ম্ম মুক্তি বুঝিনু ॥
কালীহর শিরে অরূপ সরূপ
অই রাধা পদ রেণু ॥

১৬। বাহার——আড়া

গোরা তুমি কোন্ রসে ভোর।
পুরণ সুখের সাগর তুমি
রাধার সুখে না পাও ওর ॥
রাধার মর্ম্ম জান হে তুমি
চূড়া হারায়ে মাথা থোর।
গলার মালা, ছিন্ন ভিন্ন
সোনার তনু ধূলায় ঘোর ॥
আড় নয়ন, উরধে উঠা,
অবিরল ঝরে নয়ন লোর।
তড়িত কোটি, মেঘ বরিষণ,
ঘরম ঝরে দর দর ॥
ভাবাম্বুধি, ব্যাধি বুড়ি,
তনু কম্পে জর জর।
গৌর তনু, কম্পে কাল
ভাগ্যে কালায় গোরা কোর ॥
তবু তুমি, সুখ সিন্ধু হে
রাধার প্রেমে না পাও ওর।

রাধার গুণ, জিনেছে তোমা
কি বুঝিবে কালাহর ॥

অভেদ-পরতত্ত্ব। (লীলা নিগূঢ়তা)

১৭। পরজ——ঠুংরি।

নবদ্বীপে যবে গোরা হ'লে,
তখন ব্রজে কি, কৃষ্ণ, ছিলে না ?
শ্রীদাম শ্রীনিত্যানন্দ
ব্রজধামে তোমা পেল না॥
ব্রজ নদীয়ার নিত্য লীলা দুটী
কেমনে সম্ভব, তা বুঝি না।
কৃষ্ণ তুমি প্রকাশে বহু হয়েছ
রাধা তো কভু দুই হ'লো না ॥
সমকালে দু মধুর লীলা
গোকুলে চর, গৌড়ে চাখ না।
লীলা বুঝা ভার তোর
ঠাকুর ব'লে তোয় মানি না ॥
তোর রূপের ঠামে প্রাণ ভুলে যায়,
কে করে বসে এত ভাবনা।
তুই জানি কে মোর প্রিয়জন
তোর কান্না হেরি মর্ম্ম বেদনা ॥
কোন্ বা সিন্ধু তোর ভিতরে,
নয়ন বেয়ে তা ফুরায় না
কম্প পুলক তরঙ্গ ভরা,
কোন্ বাতাসে এ ঘটনা ॥
নিতাই চাঁদ সেচন করে,
এক বিন্দু তার কমে না।
তোর সুখের এ দুরদশা,
দেখে তো আশা মিটে না ॥
বিষামৃতের এক যোগ
ব্রহ্মাণ্ডে নাই তুই বিনা।
এ আগুণে পু'ড়ে মরি,
কালাহরের বড় বাসনা ॥

ইন্দ্রিয় সাফল্য।

১৮। বেহাগ——ঠুংরি।

কিবা সে গোরার রূপের মাধুরী
হেরি নয়ন সফল রে !
কিবা সে গোরার অমৃত বাণী,
শুনি শ্রবণ সফল রে !
কিবা সে গোরার শ্রীঅঙ্গ গন্ধ,
সম্বন্ধে নাসা সফল রে !
কিবা সে গোরার অধর সুধা
প্রসাদে রসনা সফল রে !
কিবা সে গোরার শীতল তনু,
পরশি তনু সফল রে !
ভকতের ভাগ্য ভাবিয়া দাস,
এ কালাহর লুবধরে।

গোরা মুখের হাসি।

১৯। পিলু——ঠুংরি।

গোরা মুখের রাঙ্গা হাসি।
অরুণ খুলিছে সুধার ঝরা
আনন্দে চাঁদে বসি ॥
কমল কর্ণিকা সুগন্ধিত পরাগ,
রঞ্জিত মধুর হাসি।
আনন্দ সারত প্রবাহ কেলি,
গৈরিক পদ্মে পাশি ॥
অমৃত কিরণে, অমৃত জোয়ার,
প্লাবিত করয়ে দিশি।
বিদ্যুৎ জড়িত, কনক মেঘ,
কিবা অমিয় বরষী ॥
দশন পাতি, চাঁদ মালায়
কৌমুদী ঝরয়ে খসি।
গণ্ড মুকুরে, তরুণ অরুণ,
রক্তিমাভা পেলে বসি ॥

মুদ্রেন্দীবর, বরনেত্র যুগ,
ছড়ায় করুণারশ্মি ।
কমল কিঞ্জল্ক, অরক ছানা,
অধর ধারে কত শশী ॥
পরাণে ঢালত, আনন্দের ধারা
গোরা বদন হাসি ।
কালীহর ভণে, সে বিজলী ঝরা
দেখিতে ভালবাসি ॥

মালতীর মালা ।

২০। ভূপালি——একতালা ।

গোরার মাথায়, মালতীর মালা,
অপরূপ শোভা মরিরে ।
মৃদু মন্দানিল, দুলিতালক দল,
আকুল ভ্রমরা ভ্রমরীরে ॥
চন্দ্রাতপ তলে, বদন চন্দ্রমা,
চুম্বিছে গণ্ড কুণ্ডল অমরীষে ।
সে শোভার প্রভা, পলকে হারায়,
মরি গুমরি গুমরিরে
সখি, মুক্ত ভ্রমরী, বুক ভরা সুখ,
চাঁদে উঠি মধুস্বাদনীরে ।
মালতীর মালা, টপ্ টপ্ ঝরা,
বাড়া চাঁদমুখ মাধুরীরে ॥
চারু বিরচিত, তিলক বিন্দু,
রুচির কচি চাঁদ মীলনীরে ।
মরুক্ মরুক্, দাস কালীহর,
নিয়া সে রূপ নিছনীরে ॥

রূপ বিভোরতা ।

২১। আলয়া——একতালা ।

কিবা পুরট সুন্দর গোরাতনুধামা !
মরু অনুরাগে, শোণ বসন,
কটি বেড়ি অনুপমা ॥
মরু রসনা, গোরাপদ মঞ্জীর,
রনু রনু গুণ গানা ।
মরু কর্ণযুগ, গোরা শ্রবণ কুণ্ডল,
গোরাধর বাণী শ্রবণা ॥
মরু নেত্রযুগ, গোরা কুণ্ডলে বসি,
মুখ মধু চুম্বন পরা ।
মরু নাসা গোরা, গল মাল কুসুম,
শ্বসত ঘ্রাণি তনুবরা ॥
মরু তনু গোরা— পদ দলিত ধূলি,
পদ্ম পরাগ আকারা ।
মরু মন তহি, কমলারুণ ভাতি,
কালীহর আনন্দ পারা ॥

ভাব-বৈচিত্র্য ।

২২। বিভাস——আড়া ।

নিজ ভুজ দিয়া, নিজ বর তনু,
জড়ায়ে ধরত গোরা ।
কারে জানি লভি, সুখে চিত ভাষ,
আঁখি যুগ জল ভরা ॥
কেন বা সে কাঁদে, চাঁদের নিছনি,
হাসিয়া বিহ্বল পুন ।
নিজ বুকে ছানি, কারে জানি মাখে,
ক্ষণে ভাষ ক্ষণে মৌন ॥
কিবা ভাব সিন্ধু, মথি ভুজনাগে,
শিঙ্গাড়ি লালস দণ্ডে ।
তুলিছে অমিয়া, পিতে প্রীত মনে,
আনন্দ প্রবাহ গণ্ডে ॥
অন্বেষিয়া বহু, আজ গোরাচাঁদ,
পাইল রাধারে বুকে ।
কালীহর ভণে, মথিত সুধা,
বিতরিবে জীবে সুখে ॥

শ্রীগৌরগদাধর।

২৩। বেহাগ———আড়া।

গৌর বামে গদাধর
দাঁড়ায়ল মন ভোলা
পেখি পেখি, কিবে পেখি,
একি তুরিত তড়িত ঝলা॥
হেম তনু, তেজি, খসি,
ঝাপয়ল গদাধরে।
পুন পেখি, কিবা রূপ,
রাধাশ্যাম যুগলরে॥
শ্যাম আভা, থলে জলে,
জাহ্নবী নয়, এ যমুনা।
তরু তরু, তমাল ভায়ে
নয়ন জলে কাল প্রতিমা॥
(তাই) যেদিক চাহি, কাল কাল,
ভাবি নব মেঘ উদিল কি ?
মধুর মধুর, মৃদু মৃদির,
নৃত্যতি চারু পরাণ শিখী॥
চাঁদে চাঁদ, মিলয়ে পুন
ফিরে সব সোনাল শুধু।
কালীহর, বিভোর তহি,
সুধা পিইক বিধু বিধু॥

ঊর্দ্ধ নয়ন গোরা।

২৪। জয়ন্তী———ঠুংরি।

উরধ নয়ন কেন গোরা ?
বাঁকা আঁখি দে'খে ধরে ফেলে কে
"এই যে সে ব্রজের চোরা॥"—
ভয়ে লুকোচুরি থোরি থোরি চাহনী
এ কেমন তুয়া রীত।
জটিলা কুটিলা বাদ পটীয়সী
না দেখি নদীয়া ভিত॥
শঙ্কা তেজি তাই ডঙ্কা মে'রে কর
প্রেমলীলা পরচার।
তোরে সমঝায়ি এ কেবল তোর
চতুরভঙ্গী লীলার॥
তোরেও সুধাই তা ভাবিয়া তোর
উপজয়ে সুধাসুখ।
তোর সুখে সুখ এ ভাবিয়া পুছি
সাহসে ফুলায়ে বুক॥
বরষি নয়ান- বাণ বড়শী
পরাণ কাড়িয়া লহ।
অমিয়া সাগর যদি কিছু থাকে
তা তুয়া পিরিতি দহ॥
ডাঙ্গার এ মীন অম্বার তু বিন
কেমনে পরাণ ধরে।
মনচোরা রূপ কূপহি ডারি
জীয়ায়ে রাখহ হরে॥

দরশ-পিয়াসা।

২৫। খাম্বাজ———পোস্ত।

কব গোরামণি নিরমলপ্রভ,
(হামার) হৃদয়-আকরে ভাতিবে।
কব গোরাশশী সুখ সুশীতল
(হামার) হৃদয় আকাশে উদিবে॥
কব গোরা কমল হেমপরাগময়
(হামার) হৃদয় সরসি ফুটিবে।
কব গোরাপ্রেম, অমিয়া অম্বুধি
(হামার) হৃদি মাঝে উথলিবে॥
রূপ কলানিধি দীধিতিঝলা দিয়া
কব মো নয়ান শীতলিবে।
কব মো কপোলে পুলক বিথারি
কর থাপি চুমইবে॥
কব মো আঁচর নিজ করে ধরে
ঘন জোরে টানইবে।

কব মো শ্রুতমূলে আমুল রসনা করা
সুধাবাণী সুধাইবে ॥
কব মো শিরসি নির্ম্মাল্য মালতী
বেণী সনে জড়াইবে।
কব মো হারে মণি বন্ধন হান
টুহু টুহু কণ বাদইবে ॥
শ্রীপদ পল্লবে নখমণি মণি হি
কব মোক মুখ ফলইবে।
কব ভ্রমরাবলী শ্রীপদ পরাগে মাখি
মো: কুচযুগে পুন লুটিবে ॥
কব নেত্র বারি মান লভইতে
গঙ্গা জনম পদে ধাইবে।
কব নাগরী কৃপায় শরণ সঁপই
কালীহর জিউ সফলিবে ॥

শ্রীপদাঙ্কানুগতি।

২৬। ঝিঁঝিট——পোস্ত।

তুয়া সনে কেমনে চলনুঁ।
ধীরে যদি নার চলইতে পথ—
বহি কন্থা কমণ্ডলু ॥
তুয়া পদ অঙ্ক পতাকাদি যুত
আগে আগে অই অই।
তা লঙ্ঘি কেমনে হাঁটিব মাটিতে
ভাগ্য মানি লুণ্ঠিত হই ॥
তাই পাছে পাছে এগুইতে নারি
ভূমহিঁ গড়ায়ে চলি;
শ্রীপদাঙ্করজ অঙ্গে মাখি মাখি
প্রেমানন্দে তালে দলি ॥
তাই সকাতরে দাসের মিনতি
ধীরে প্রভু কর গতি।
নহলে কি উপায় করব বা যুক্তি
পড়িয়া রহব পথি ॥

ডাকি প্রভু বলে শ্রীমুখে হাসিয়া
"আও ভৃত্য নৃত্য করি।
মোর সেবা লাগি পদাঙ্ক লঙ্ঘনে
অপরাধ নাহি ধরি ॥"
আশ্বাসে উচ্ছ্বাসে চলল সেবক
পদচিহ্ন পেখি পেখি।
কালীহর বাঞ্ছে সে দাসের দাস
দাসদাস হয়ে থাকি ॥

গোরা সর্ব্বস্ব।

২৭। জয়ন্তী——পোস্ত।

গোরা মো পরাণ, গোরা মো নয়ান,
গোরা মো হৃদয় রতন গো।
গোরা মো বসন, গোরা মো ভূষণ,
গোরা মো রূপের যৌবন গো ॥
গোরা মো জীবন, সরসী কমল,
গোরা মো আকাশের চাঁদ গো।
গোরা মো আঁধার, মাণিকের খনি
গোরা সুখের তারা গো ॥
গোরা মো বসন্ত, এ তনু কাননে,
ফুটন্ত পুলক ফুল গো।
গোরা মো নর্ত্তন, গোরা মো কীর্ত্তন,
গোরা মো অধর হাসি গো ॥
গোরা মো ভকতি, পীযুষ মাখন,
গোরা মো তিলক ভালে গো।
গোরা মো চেতন, গোরা মো স্বপন,
গোরা মো জলপ প্রলাপ গো ॥
গোরা মো সুখের, অমিয়া সাগর,
গোরা মো রসের তরঙ্গ গো।
সে সীধু তরঙ্গে, সদা ডুব থাকি,
কালীহরে বড় বাঞ্ছা গো ॥

কটু ভাষ মোর শ্রুতিমূল সেক
ভ্রূকুটি কাজর নেত্রে।
এত সহি তার, না পাইনু দেখা,
বুঝা ভার তাক চরিত্রে॥
নিঠুর সে গোরা, পোড়াইতে দঢ়,
কাঁদান কিবা সে রঙ্গ।
কেঁদে নিজ হারা, কালীহৈরা যবে,
(আশা) মিলিবে বা তাক সঙ্গ॥

চরণ-পাদুকা।

২৯। ভৈরবী ঠুংরি।

গোরা! তোর চরণের চটীজুতা।
যতনে আবরি সম্বরি রেখেছে,
ন'লে শ্রীপদে ঘটিত ব্যথা।
মাখন হ'লেও নদীয়ার মাটি,
বিঁধাইত যে পদে দুখ।
সে রাতুল পদ, অতুল কোমল,
চুমিছে চটী আটিয়ে মুখ॥
কেন বা না হনু, ও পদের জুত,
থাকিতাম শ্রীপদে লাগি।
কোন্ বা চামার, হেন ভাগ্যবন্ত,
পে'ল এ উত্তম সেবা মাগি॥
শ্রীপদের সুখ, সাধিল সে ভাল,
বনায়ে দিয়ে সুন্দর জুতা।
খুঁজে পে'লে তারে সে বিদ্যা শিখিয়া,
বেচিতাম তার পদে মাথা॥
হ'ল না হবে না, করি নাই তপ,
তুলি প্রভু সপদ জুতে।
পুরিবে সে সাধ, বাধ নাহি হয়,
ঠুকাও কপালে মোর গুত॥
প্রভু শুন শুন, আর এক কথা,
আর এক দুঃখ বলি।

পাদুকা গিলেছে, পদ পল্লবের,
হিমকর পুষ্পাবলী॥
না, না, বেশ করেছে, আত্মসুখী মুঞি
সুখ বাঞ্ছা তব সুখ ভঙ্গে।
পদের পাদুকা, আঙ্গিনায় থুয়ে
বসিবে যবে ভোজন রঙ্গে॥
কুকুরের মত, বাহির বসিয়া—,
নিরখব রাঙ্গা-পদতল।
পাদুকা ধরিয়া, কপালে ঠুকাব,
লেহিব দিয়া রসনা লোল॥
এক কালে হবে, উভ বাঞ্ছা পুর,
রাঙ্গা পা দরশ পরশ জুত।
আঁড় চোখে চেয়ে, মুচকি হাসিবে,
ভোজন মন্দিরে তুমি প্রীত॥
ভোজনান্তে প্রভু, বাম করে ঝাড়ি
ডান করে প্রসাদ মুষ্টি।
বাহিরি ডাকিবে, "আয়াতু, আয়াতু"
কালী হৈরার পরম দিষ্টি॥

পরশোত্তরীয়।

৩০। কানোড়া——আড়া।

রূপ সিন্ধু গোরা আনন্দ টল টল
তরঙ্গ তর তর বহে।
অধর প্রবাল কোরি চাঁদ কিরণ
মো পানে অপাঙ্গে চাহে॥
সুমেরুক অঙ্গে গঙ্গাধারা জনু
যজ্ঞ সূত মৃদু দুলে।
উত্তর কাঁধে উত্তরীয় চারু
রক্তিম মেঘ জনু ঝলে॥
দূরত পেখি রূপক মাধুরী
থোরি থোরি সঙ্গে চলি।
হেনই সময় মঝু ভাগ্যরূপ
বহল সমীর বলী॥

উত্তরীয় খানি আওল উড়িয়া
পড়ল হামারি মাথে।
অঙ্গ গন্ধ সঙ্গ নাসিকে পশল
প্রাণ মন গেল মেতে।
পরশ সংযোগে পুলকিত তনু
হইনু পাগল পারা।
গোরাচাঁদ হাসি শ্রীহস্ত বাড়ায়
দিব না দিব দিশে হারা॥
চাহি পলাইতে উত্তরীয় নিয়া
পরশ ধন কেন ছাড়ি।
কিবা ভঙ্গী করি মাগল শ্রীগোরা
চিত বিনোদন কারী॥
না দিয়া নারিনু মজিনু কত সুখে
শতগুণ সফল মানি।
কালী হৈরা ভণে অই গেল ছলি
দিয়া বিরহ আগুনি॥

কোথা প্রেম, কোথা কাম।

৩১। ভুপালি——একতালা।

শ্যামের পিরিতি, কামের আরতি,
কভু নয় এ দুই একরে।
কাম আঁধার, পিরিতি আলো,
দিবস রাতি ভেদ রে॥
কাম গরল, পিরিতি অমিয়া,
বজর বিজুরি প্রায় রে।
কাম মাকাল পিরিতি রসাল,
তিকত মধুর ভেদরে॥
কাম ভসম, পিরিতি চন্দন
মাণিক উপল প্রায় রে।
কাম কূপ, পিরিতি সিন্ধু,
আকাশ পাতাল ভেদ রে॥
কাম কাঁটা, পিরিতি কমল,
কঞ্চুলুক আর চাঁদ রে।
কাম সুরা পিরিতি হি গঙ্গা
নরক নন্দন ভেদ রে॥
কাম চনা, পিরিতি পীযূষ,
উষর উর্ব্বর তুল রে।
কাম ক্ষয়, পিরিতি সো জয়
শঙ্কিত চিত কালীহরে॥

কৃষ্ণ বদন।

৩২। ভৈরবী——ঠুংরি।

ইন্দীবর মাজা, ইন্দুবর চারু
কেশ কুঞ্চিত ঘন দাম রে।
বদন চাঁদ' পরে, গোরোচনা তিলক
চাঁদ রক্ষ রোহিণী ধামরে॥
গিদিনি আনন্দে, চাঁদে লুক্কায়িত,
শ্রবণ যুগ পরকাশ রে।
খগপতি তথি, নিঁদ সুধাধূপে,
নাসায় চঞ্চু পরকাশ রে॥
অধর মিলনী, দ্বিদল কোকনদ,
সুধা, মধুস্মিত নিঝর রে।
প্রেম সিন্ধু হ'তে, এ চাঁদ উত্থিত,
অম্বুবাসী কম্বু সহিত রে॥
কাম কামান, জিনি ভাঙ্গ ভঙ্গিমা,
কমল নয়ন কোণ বাণ রে।
পরাণ হানিতে, চাহনী কিবা সে
চুর মার মার মান রে॥
গণ্ড মুকুরে, করণ কুণ্ডল,
ফলিত দ্বিগুণিত ভাতি রে॥
চন্দ্রক উপরে, চূড় চন্দ্রক বেড়ি,
মালতী মুগধ ভ্রমর গীতি রে॥
নীরদে কুসুম, ভ্রমরার বাসা,
চকোরী উপরি উলটাবে।
বিপরীত রীত, শোভার বাড়ানি,
অন্ধ হয়ে বৃথা হাটারে।

যুগল-কিশোর।

৩৩। খাম্বাজ——একতালা।

রাধা মাধব উৎসব যুগল।
তনু যুগ রুচি, রুচির জড়িত,
মাধুর্য্য সাগরে প্রেমের ঢল ॥
শ্যাম গৌরী, যুগল মূরতি,
মরকত হেম ধামা।
নবনী লাবণ, মিলনে দুতনু,
কঠিনে কঠিন উপমা ॥
তমাল তনুতে, কনক লতিকা,
হয় কি উপমা তার?
তমালে কমল, চাঁদের গাঁথনি,
কে করে দেখেছে আর ॥
নব ঘন কোলে, বিদ্যুৎ চমক,
ক্ষণেকে লুকায়ে যায়।
থির বিজুরী, মাধুরী রাধার,
ঘনশ্যাম অমিয়ায় ॥
কদাচিৎ চাঁদ, মেঘে মেঘে থাকে,
দিবসে তা মুদিয়া।
পদ্ম মকরন্দ, পূর্ণেন্দুর সুধা,
অই মাধুরী বিন্দু দিয়া ॥
সুখের তরঙ্গ, আনন্দের ধারা,
যুগল রূপের ভাতি।
ছটায় ছটায়, সুধা পারাবার,
রসের আবর্ত্ত পাতি ॥
কিবা সুশীতল, যুগল সুতনু,
(কত) শীতলিতে শীতগু লোটে।
মলয় সমীর, ভরি ছয় ঋতু
ধনী হইবারে ছোটে ॥
রাধা কৃষ্ণ চন্দ্র, যুগল মাধুরী
স্ফুরিলে বারেক বুকে।
শত সুত শোক, উত্তাপ জুড়ায়
শিশির পরশ সুখে ॥

তারা বেড়া চাঁদে চাঁদে ঢলা ঢলি,
বন্ধু চাঁদে চাঁদ গিলে।
বিপরীত লীলা, রসোজ্জ্বল বাড়া,
হেন রাহু আর কি মিলে।
রাঙ্গা পাদুখানি, চাঁদ দল বাসা,
ভক্তদল বাঞ্ছা সার।
নিখিল আনন্দ, সুধারস খনি
মহারত্ন পারাবার ॥
সিদ্ধি শিরোমণি, সম্পদ পদ,
বেষ্টিত নূপুর নাগে।
বিষ ঢালে ওই, কহে কালীহর
রুণু রুণু অনুরাগে ॥

৩৪। খাম্বাজ——একতালা

সুনীল গগনে উষার কিরণ
যেমতি সোণায় মাখে।
নবীন মেঘের মধুর তনুতে
যেমতি বিজরী থাকে ॥
অম্বুধি তরঙ্গে অরুণের বিম্ব
যেমতি দুলিয়া খেলে।
মধুর চন্দ্রকে সোনালে প্রভাতি
যেমতি গলিয়া ঢলে ॥
তমালে জড়িত কনক লতিকা
যেমতি মাখিয়া থাকে।
মরকত সনে কাঞ্চনের যোগ
যে শোভা পরাণে আঁকে ॥
নয়ন হেররে অই
রসবৃন্দাবনে তেমতি শোভাবে
যুগল মাধুরী মই।
আনন্দ কিশোর সুগন্ধীর সর
রসেতে ঢলিয়া পড়ে।
কমল স্তবক মধুময়ী রাধা
গলিয়া গলিয়া জড়ে ॥

পরান জুড়ান ফুলে গড়া তনু
কিশোরী চন্দনে মাখে।
মুগ্ধা মধুকরী আনন্দে মগন
বেড়িয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে॥

তোরা দেখিবিতো আয়।
দোহাকার লাগি চাঁদের মিলন
আনন্দে জোয়ার ভার॥
করে কর দিয়া কমলে কমল
কিশোর কিশোরী নাচে।
পদে কত চাঁদ ধন্য মানিয়া
অরুণে লোটায়ে আছে॥
আয়গো সকলে ত্বরা।
ডালাভরা ফুল ছিটাগো সকলে
জয় হুলু দিয়া তোরা॥
মধুময় রস যুগল মিলন
সুখ নীলপীত সিন্ধু।
নাচেরে তরঙ্গে রঙ্গাইয়া রঙ্গে
ছুটিছে শীকর বিন্দু॥
রবি শশী তারা দ্যুলোক ভূলোক
সে ছিটা পরশ পেয়ে।
উল্লাসে গাহিছে জয়জয় কার
আনন্দে অনন্ত ছেয়ে॥
কৃষ্ণ মধুময় রাধা মধুময়ী
কিবা সে ভঙ্গিমা রে।
তনুর চালনে ঢেউয়ায়ে কারুণ্য
ডুবাল ডুবাল রে॥
আয়গো আয়গো বলি
তালে তালে পদ উড়াইছে রজঃ
লাগালো অঙ্গে সে ধূলি।
কিবা পদাঙ্কিত অই ব্রজরজে
দাও সবে গড়া গড়ি।
আর কি বাসনা থাকে কালীহরে
তাহ'লে বাঁচি বা মরি॥

ভজন।

৩৫। যথারাগ (১)

বন্দে শ্রীরাধা ব্রজইন্দু॥
গুণ গাণ যার অতীব অপার
বেদখের বুঝি বিন্দু॥
অনন্ত মহিমা অনন্ত না জানে
অগাধ প্রেমের সিন্ধু॥

৩৬ যথারাগ (২)

ভজ মন শ্রীরাধা গোপাল॥
গোল কপোল অধর বিম্বফল
লোচন পরম বিশাল॥
শুকনাসা শোহে বদন চাঁদে
তিলকে উজোর ভাল॥
মুকুট চন্দ্রকে শশীর ঝলক
ঘুঙ্গুরে কটি আল॥
রতন কুণ্ডল দুলিছে কর্ণে
গলে চারু মোতি মাল॥
রতন বলয়ে মরি কি শোভিত
করপদ্ম মৃণাল॥
মনি মঞ্জীর বাজত পদে
রুণু রুণু রসাল॥
মৃদুল মধুর সুমুখের বাণী
গতি মরালী মরাল॥
কুঞ্জ ভবনমে বৈঠে দুহু জনা
গাওত সুন্দর খ্যাল
কাঙ্গাল মাগয়ে যুগল সো ছবি
হোক নিয়ত নেহাল॥

শ্রীকৃষ্ণ-পদকমল।

৩৭। বাহার——একতালা (১)

কিবা মধু ভরা কিবা মধুঝরা
চরণ রাজীব রাজে।

মঞ্জীর আকার নাগ দোহাকার
গরজন ছলে বাজে ॥
অরুণ শীতলে আছে তলে তলে,
দলে দলে সুধাকর।
যা ব্রজ বধুরা, মাধুর্য্য মধুরা,
ভাবে অরপিতে কর ॥
নাহি যার সম, তাপ উপশম,
এ হেন কমল দুটি।
সৌরভে মগন, মধুকরীগণ
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে ছুটি ॥
শ্রীকালীহরের, বাসনা শ্রীব্রজে,
রাখে যদি রাধারাণী
ও কমল রজে, গড়া গড়ি দিয়া,
জনম সফল মানি ॥

৩৮। বাহার——————একতালা (২)

কি দেখিয়া কেবা, গড়াইল মরি
শ্রীকৃষ্ণ পদ কমল!
কার এ কল্পনা, কেমনে উদিল,
পূরবে ছিল কি বল ॥
শশধর ধরে, সুধা সরোবর
তাহে কি ফুটিল তারা।
কোন্ প্রাণে কেবা, ছিঁড়িয়া আনিল,
তপত মধুর ভরা ॥
সুধা সরোবরে, যে কমল হয়,
তার মধু কিবা মিঠা।
যার তুলনায়, জলজ কমল,
দেখিতে চাখিতে চিটা ॥
কিন্তু না সম্ভবে, চন্দ্র সূর্য্য নারে,
ফলাতে এ হেন পদ্ম।
নিঙ্গাড়িলে কোটি, হয় কি এ হেন,
শীতল মাধুর্য্য সদ্ম ॥

কোন্ বা ধামের, কোন্ বা মানসে,
ফুটেছিল মাত্র কটি।
ইন্দীবর তলে, রক্ত কোকনদ,
লেগে মরি দুটি দুটি ॥
চারু দলে দলে, অঙ্গুলি নির্ম্মিত,
কি শোভা তাদের পরে।
মুকুতার চাঁদ, মধুর লালসে,
কত যে চুমিছে প'ড়ে ॥
মাধুর্য্য মধুর, সুধামৃত মধু,
বাটিয়া ছাকিয়া পদ।
যে পদ কমল, গঠিত মরিরে,
পরাণে ঢালিছে মদ ॥
কোটি কোটি চাঁদ, মন্দার কুসুম,
বিবিধ কমল বাজী।
ক্ষীরোদের নীর, আর ক্ষীর ননী,
চুত মঞ্জরীর সাজি ॥
শিরীষ কুসুম শৈবাল কোমল,
আর মৃণালের মূল।
নীরদ দামিনি উপরি উপরি,
মৃগমদ গুগ্‌গুল ॥
এদের নির্য্যাসে, গঠিত শ্রীপদ
তুলনা নাহিক যার।
কিবা তার শোভা, কোমল অতুল,
কিবা তার গন্ধ সার ॥
তরল চরণ তত না যমুনা,
কিবা কমনীয় মরি।
তুলসী পড়িলে, হয় তরঙ্গিত,
তুলসী কতই ভারী ॥
পুষ্পে পদ দিলে, কেটে যেন যায়,
শ্রীপদে ব্যথার ভয়।
কালিন্দীর নীর, ধুইতে শ্রীপদ,
ধুইতে প্রাণে না সয় ॥

জলে গ'লে যায়, মধু ধুয়ে যায়,
পরাণে সতত ডর।
এ রাঙ্গা চরণ, ধুইতে কি আছে,
তরল কোমল তর ॥
সে পদ মাজিতে, কি আছে কোমল,
মাজিবে তা দিয়া সুখে।
সে পদ সেবিতে, সুকোমল কর,
মিলে কি জগত বুকে ॥
নয়নে রাখিব, নয়ন কঠিন,
হৃদয় পাষাণ অতি।
থল নাহি দেখি, শ্রীপদের পীঠ,
মাত্র থাকে যদি রতি ॥
যে রতির গুণে, গোপীকার স্তন,
সে পদের যোগ্যাসন।
রাঙ্গা ননী পদ, আনন্দের খনি,
প্রেমরস নিস্যন্দন ॥
জীবের সৌভাগ্য, সে পদের মধু,
আশ্রয় জীবের গতি।
যে পদ লাগিয়া, ভ্রমে লালায়িত,
ব্রহ্মা, রুদ্র, পশুপতি ॥
শ্রীকৃষ্ণ পদাব্জ, প্রাণের আরাম,
পরম পরশ মণি।
সুখ সার নিধি, সুধা পারাবার,
মধুর মধুর খনি ॥
কুবের ভাণ্ডার, রত্নাকর, ফণী,
কিবা সে মাণিক রাগে?
কৃষ্ণ পাদপদ্ম, দীপ্ত পদ্ম নিধি,
যে ধনে সকল থাকে ॥
নূপুরের ছলে, বেড়িয়াছে নাগ,
সে কমল পদ্ম নিধি।
বিষ জ্বালা যেন, জুড়াতে জ'ড়েছে,
পদ অমৃত উদধি ॥

শ্রীপদ কমলে, মধু মন্দাকিনী,
মধুর মধুর বহে।
অমর বাঞ্ছিত, অফুরন্ত ধন,
সুখ অমরত্ব বহে ॥
শ্রীরাধিকা রাণী, করুণা কটাক্ষে,
রাখিলে ব্রজের কোণে।
হেরিব নিয়ত, যুগল চরণ,
পরম সুখিত মনে ॥

বঁধুয়া লাগিয়া।

৩৯। ঝিঁঝিট —————— ঠুংরী।

বঁধুয়া লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
জীয়নে মরিয়া আছিগো।
লোকনিন্দ গঞ্জ, বঁধু লাগি সহি
বাঁধিয়া ধৈরজ কাছি গো ॥
মায়িক কুটুম্ব, চম্ব বা দংশন,
সকলি সমান মোর গো।
বিষ কি অমিয়া, নাহি মন্দামন্দ,
নির্দ্বন্দ্ব হামারি সব গো ॥
কিছু নাহি রুচে, ঘুচেনাক তাপ,
সাপ জনু দংশে বুকে গো।
কালার বিরহে, দহে সদা প্রাণ;
এ জ্বালা বিরাম নাহি গো ॥
মরিলে হি বাঁচা, সাচা বলে মানি,
মরিলে কি তারে পাব গো।
পিরিতি সরিতে, বিষ জল কেলি,
ঢোকে ঢোকে তা গিলিনু গো ॥
পিরিতের রথে, চড়িতে চাহিনু,
পড়িনু চাকার তলে গো।
পিরিতি সাগরে, ভাসিতে ভাসিতে,
ঠেকিনু বালুর চড়ে গো ॥

যাহা নাহি চাহি, তাতে ধায় মন,
পিরিতের এমতি টানা গো।
পিরিতি বাগানে, ফুল তুলইতে
কণ্টক জ্বালা বিষম গো॥

প্রেমের সাজা।

৪০। ভূপালি——————একতালা

ক্ষীরোদ সিন্ধু, মন্থন করিতে,
উঠল গরল ফেনা।
(সখি অমৃত ছাইয়া)
চন্দন খণ্ড, ঘসিতে ঘসিতে,
উঠল আগুন কণা॥
(আমার কপাল দোষে)
চাঁদ বাটিতে কলঙ্কের আঁঠা
পাটায় আটিল জ'ড়ে।
(হামারি হিয়ায় গো)
কমল ছানিতে মৃণালের কাঁটা,
বিঁধল দারুণ করে॥
(বিধির কলম গো)
মাণিক তুলিতে, খনিক ভিতর।
ছো যে মারিল সাপে।
(বিষের জ্বালা গো)
তারা গণিতে, গরতে পড়িনু।
পদে পদে প্রাণ কাঁপে॥
(পিরিতের সুখ গো)
কালিয়া পিরিতি, তপত ইক্ষু
তবু তো চিবাও রাধে।
(কভু তো ছাড়িতে নার)

কালী হৈরা ভণে রাখ মোর বাণী।
আর দিস না পা সে ফাঁদে॥
(শোন শোন রাধে)

শ্রীরাধা।

৪১। পিলু——————আড়া।

রাধা মোর বুদ্ধি, শুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি
রাধা মো পরাণ মণি।
রাধা মোর বিদ্যা আদ্যা সাধ্যারাধ্যা।
রাধা ধনে হাম ধনী॥
রাধা প্রেম ভোর না পাই তার ওর
সায়রে সাঁতার জনু।
রাধা মোর ধ্যান জ্ঞান মান স্নান।
শূন মন রাধা বিনু॥
রাধা আলো দিয়া, নয়নে নিরখি,
রাধা যষ্টি ভরে হাঁটি।
রাধা মোর জন রাধা মোর পণ।
রাধা মোর নন্দন বাটী॥
বাঁচি রাধা হ'লে মরি রাধা ন'লে
তন মন রাধা মাখা।
রাধা শিবচূড়া রাধা মালা বেড়া
দিশি দিশি রাধা আঁকা॥
রাধা অঙ্গ শোভা অধর হাসি বিভা
রাধা মো অঙ্গের গন্ধ।
রাধা মোর রূপ লাবণ্যের স্তূপ
রাধা স্তূপ মকরন্দ॥
রাধা মোর বংশী রাধা গুণ শংসী
সতত অধরে লেহি।
কালী হর ভণ, নিয়ে রাধা হেন,
দরশন দেরে দেহি॥

যুগল মাধুরী।

৪২। স্বথারাগ।

কিবে যুগল মাধুরী!

শ্যাম মেঘ নব মধুময়
রাধা সুধা বিস্তুরী॥

শ্যাম তমাল রাধা সোণালতা
নিরখি সুখে ঝুরি।

আধ হেম আধ মণি।
দ্বিদল নীল গৌরী॥

চুড়ে চুড়ে ঠেকা ঠেকি।
এক মৃণাল গড়ি।

হেম হেম নীল নীল
চারি করে ধরা বাঁশরী॥

রাধা গায় "কৃষ্ণ" কৃষ্ণ গায় "রাধা"
বাঁশী সাধা শিখে প্যারী।

চাঁদ জনু রাহু গ্রাসিতে।
রাধা কৃষ্ণ মধুহারী॥

বলে জনু রাধা সুন্দরী
বাঁশীটি লইবে কাড়ি।

যত অবলার জ্বালা ঘুচাইতে
ফন্দী করেছে কিশোরী॥

নারীর পাকে পড়িয়া শ্যাম
হাঁপ ছাড়িতে নারি।

কালীহর ভণে দায়ে পড়ি কালা।
কহে "শিখ শিখ প্যারী॥

কৃষ্ণ ভোগ।

৪৩। ভুপালী——ধুন্।

কৃষ্ণাধর যুগল, কমলদল কোমল,
লুচি কচুরী তাহে লাগে।

তব বাসি দিতেছ, কঠিন কঠিন যা,
বাছি দাও ননী মোহনভোগে॥

সন্দেশে ও আছে ভয়, যদি ছানা কম হয়,
সুঝির পায়স ভাল জানি।

তণ্ডুল গোবিন্দভোগ, তাতে যে মিষ্টান্ন ভোগ,
কোমলাধর যোগ্য মানি॥

ধরিতে খসিয়া পড়ে, হেন বরপী দাও অধরে,
নহিলে আননে পাবে ব্যথা।

খিচুরী না হয় লেই, কেমনে শ্রীমুখে দেই,
সাবধান ধর মোর কথা॥

ননী সুকোমল মুখে, ননী দেই মনো সুখে
অন্য ভোগ তুলে দিতে ডর।

তাই দিদি কৃষ্ণসেবা, অনধিকারিণী মো সবা
সুখ ভঙ্গ ভয়ে থর হর॥

পরবোধে কালীহর কেন মন এত ডর,
সখীর পাছে থাক কিছুদিন।

কৃষ্ণ সুনজরে পৈলে, সব হব কোমলে
কোমলে কোমলে না রবে ভিন॥

বেণীর অভিষেক

৪৪। খাম্বাজ——একতালা।

পদ্মবনে ফণী, বেণী রাধাশিরে,
ছত্র তাক শিখণ্ডি পুচ্ছ।

মধুকরবৃন্দ, বন্দী যত বেড়ি,
শ্যাম শির চিকুর গুচ্ছ॥

শ্যামাধরে বংশী, প্রশংসি বাদন,
তা শুনি ফণীর নৃত্য।

শ্যামচুড়মাল, মালতী কুসুম
ঝর ঝর অভিষেক কৃত্য॥

রত্নঘট হেলি স্মিতামৃতধারা,
ঢালত শ্যাম বামগণ্ডে।

তিলক দীধিতি দীপ উজ্জ্বল
ধূপ মৃগমদ গন্ধে॥

ভাগ্য বলিহারি, বলিহারি শোভা,
মরি মরি বেণীক লাস্ত।
টপ টপ অমিয়া, বেণী পুচ্ছে ঝরা,
হবে পিয়াস পাতই অন্ত॥

প্রেমসিন্ধু—মন্থন (অষ্ট সাত্ত্বিক)।

৪৫। খাম্বাজ——একতালা।

রাধা প্রেম সিন্ধু, অগাধ অতল,
বিমল পীযূষ বারি।
কর নাগ রজ্জু; জড়ি মুরলী দণ্ডে,
মথে নাগর মুরারি॥
মথন আলোড়, ঘোর তরঙ্গ তঁহি
জঙ্গম থাবর স্তম্ভ।
অধর ফুৎকারে মধুর মাদন,
স্বরভঙ্গ অঙ্গকম্প॥
ক্ষিপত শীকর, স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
উদ্বেগ বিথারি লোর।
তরঙ্গক শিরে, ভঙ্গ বীচিমালা,
পুলক কণ্টক ফোর॥
বিমল পিয়াসা, বাসা বিচ্ছেদের,
বৈবর্ণ্য ফেণার ঘটা।
উদ্দাম উদাস, ভাবিত তদ্ভাবে
প্রলয় আকার রটা॥
প্রেমামৃত বহ, বিরহ ধন্বন্তরি,
সুখ চন্দ্রমা উদয়।
কালী হর ভণে, প্রেমানন্দে সবে,
গাও রাধা কৃষ্ণ জয়॥

আশাপঙ্কে মীন।

৪৬। ভূপালি——একতালা।

শ্যামল সুন্দর রসিক নাগর,
দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে।
ঝিলি মিলি রূপ, মাধুরী ছটায়
পরাণ কাড়িয়া নিলে॥
(এ মোর কপাল দোষে)
চকিতে লুকাল সব আঁধার হল,
হইনু পাগল পারা।
তব কানু বিনু, জনু মীন থলে,
এ তনু শুষ্ক সারা॥
কব পুন সোহি, মধুর মুরতি
পেখিমু পরাণ ভ'রে।
হেন আশা পঙ্কে এখনো জীইয়া,
না মরে কালীহর ম'রে।

কুঙ্কুম।

৪৭। ঝিঁঝিট——পোস্ত।

তুয়া ভাগ্য মানিরে কুঙ্কুম!
ব্রজের বল্লবী সোণার বল্লরী
তায় কুচ যমজ কুসুম॥
যার রূপ লাগি মধুপ মাধব
সে ফুলে পরগে তুহুঁ।
পরশে পরশে উরসে মাখিয়া
শ্রম আরাম বহু॥
গোপিকার কুচ উচ গিরি।
যা নয় পাষাণে,————মাখনে গড়া,
সে গিরিক মাটি তোমা ধরি॥
রতি রাগাধিক জন মনোজ্ঞ বায়ে
কিবা সে সঙ্কেত বাণী।
শ্যাম আগমনী মঙ্গল ঘটে
আলিপনা চিত্রখানি॥

কাশ্মীর কুসুম পদ্মগান্ধ সার,
আরক্ত বরণ চারু।
সাধ করি গোপী রে'খে দিল বুকে
বনা'লরে কোন্ বা কারু॥
তুঁহু কৃষ্ণ কর পরশ পিয়াস
প্রকট উদাস প্রায়।
প্রেমের তরঙ্গ বুকে দুটি কুচ
তুঁহু সে উচ্ছ্বাস তায়॥
কৃষ্ণ করারুণ পরশ বেকত
তুহারি বরণে ভেল।
অব্যক্ত পীযূষ শীতল পরশে
হয়েছে শীতল ভাল॥
হায়রে অমিয়া নয় বিষ ছাড়া।
ভণে বিদ্যাপতি কুচ "শম্ভু" তাই
অমৃতে থাকি বিষ জারা॥
পোড়া না সহিলে স্বর্ণ কি?
প্রেম রত্ন হারে মধ্য মণি গণি।
অই সে বিরহটি॥
কি কব, তবু সে শীতল কত!
জুড়া'তে বিষ পদ অরবিন্দ
হলো তুয়া পরে অর্পিত॥
গোপী অরুপদে অলক্তক পোছ
কিবা সে রুচির শোভা!
কালীহর ভণে যাবক হলেও
পাবক হইত নিভ॥

নিত্যধাম।

৪৮। বিভাস——আড়া (১)

কেলি বৃন্দাবনে রাজিত কল্পতরু
উপবন ঘন ঘন;
চিন্তামণি ময়ী ভূমি সুদীপিত
চরীত কামধেনুগণ॥
নানামণি ফুল চিত্র সুচিত্রিত
লসত রাস রস থল।
যঁহি ঝল কত গোপীবৃত কানুক
অরুণ পদ কমল॥
বিলাস মন্দির মন্দার ছায়াযুত
রতন প্রাচীরে বেড়া।
রতন ছাদ তঁহি অনন্ত ফণা শোভী
ব্রহ্ম যাক দ্যুতিধারা॥
ক্রীড়া বিহঙ্গম বৃন্দা আজ্ঞাকারী
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে উড়ে।
হেনই বৈভব ধামক দরশ
কব্ মিলবে কালীহরে॥

৪৯। খাম্বাজ——একতালা

কিবে যোগপীঠ দিঠ ঝলসয়ে
অষ্টদল কোণ যুত।
করণিকা মাহে বিরাজিত বর
রতন আসন পুত॥
তঁহি ঝল কত মরকত হেম
রাধা কানু দুহু জন।
নীল পীত অম্বরে ঘন বিজরী কেলি
তারা বিধু মালা ভূষণ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ শ্যামাঙ্গ ললিত
লাবণ তরঙ্গ লোল।
সোণার তরঙ্গ তঁহি তঁহি রঙ্গিম
রস মাধুরী কল্লোল॥
অষ্ট দলে শোহে অষ্ট সিংহাসন
অষ্টালী আসীন তায়।
অষ্ট রত্ন দ্বীপে দ্বীপ মন্দির জনু
বাঁধে রসোর্ম্মি মালায়॥
উঁক প্রতি অঙ্গ পুলক অঙ্কিত
কানু মুখ পেখি পেখি।

রাধাঙ্গ বিভূতি ভাগ্যবতী সবে
গৌরবিনী রাধাক সখি ॥
পুরতঃ অগণ্যা গোপ কন্যা বধূ
কৃষ্ণ অরপিত চিত।
কব হাম হেরব শ্যাম সেবা নীত,
কালীহর অলপিত ॥

৫০। ভৈরবী——আড়া। (৩)

বৃন্দাবন অতি মনোহারী !
কল্প পাদপ অপরূপ শোহে
শাখ যোজন বিথারী ॥
সুরভি কুসুম ফুটন্ত থরে থরে
কোরে কোরে পল্লব রুচি।
মত্ত অলিবৃন্দ বীণা নিন্দি গুঞ্জত
চুম্বত মকরন্দ রুচি ॥
পরম আনন্দ রসক আশ্রয়
সোহি সুর তরুবর।
তাক তলহি সিদ্ধ কেশ পীঠ
অতি শ্রুতি অগোচর ॥
তঁহি বিরাজয়ে মণিময় মন্দির
যোগ পীঠ যাক মাহে।
বহু বরণক মাণিক মণ্ডিত
হেম সিংহাসন তাহে ॥
গোপ বধূ প্রিয় বল্লভ মাধব
হসি হসি রাজত তঁহি।
কালীহর আশ সো ব্রজ ভূমক
রজঃ রাজী নিত লেহি ॥

৫১। ভৈরবী——আড়া। (৪)

বৃন্দাবন কি শোভা বলিহারি যাই ?
সকল ঋতুক সকল কুসুম
সতত ফুটন্ত ঠাই ঠাই ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ভুঞ্জি ভুঞ্জি প্রসূন মধু।
কল কাকলী ললিত লহর
তুলি গায়ে পিক কোক বধূ ॥
কালিন্দীর নীর কল্লোল সিকতে
শীতল সমীর বহে।
ব্রততী বিতান জড়িত তরুকুঞ্জ
পদ্মবন সৌরভে মোহে ॥
চন্দ্রভানু সদা সমান উদিত
মণি কিরণামৃত ভায়।
কমল উতপল কহ্লার পরাগে
দিশি দিশি রঞ্জন তায় ॥
মকরন্দ ক্ষর শীকর বিন্দু বিন্দু
শিশির মুকুতা সম।
ফুলফল পল্লব বিহঙ্গক গায়ে
তরু অঙ্গে ধারা মনোরম ॥
মধুমাখা মণি তহিঁ চন্দ্রকর
কি মিঠে বৃন্দাবন ধাম।
কালীহর পিবে কব তা ফলিবে
যাক কণা অভিরাম ॥

ভক্তিমাধুরী।

৫২। জংলাট——ঠুংরি।

চলন নাচা কহন গানা
চাঁদের অমিয়া হাসি।
নেত্রাম্বুদে ঝরে অমৃতাম্বুধারা
মাখামাখি মেঘশশী ॥
তনুভঙ্গ জনু তরঙ্গে মৃণাল
ভাব লাবণে ঢুলে।
খেনে মিলানিধি খেনে যেন হারা
সুখখনি পরাণ মূলে ॥

ফুল্লানন্দ রসে আকুলের ঢেউ
ঢল ঢল রূপখানি।
দরশে পরাণ কে'ড়ে নিয়ে যায়
অইছে কালীহর বাণী॥

প্রয়োজন।

৫৩। পরজ——জৎ।

স্বভক্তি সম্পদ উন্নত উজল
রসের নিদান যা।
অরপিত নহি যুগ ভরি যা
বিলা'তে কলিতে তা॥
করুণাক নিধি করুণা করিয়া
ন'দে অবতীর্ণ হরি।
পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব
যাক্ মো হৃদয় ভরি॥

প্রাণের কথা।

৫৪। কালেংড়া——ঠুংরি।

কেবা কার বান্ধব প্রাণ ধব এক মাধব
যাক লাগি ঝুরয়ে নয়ান।
অন্তরঙ্গ সুখী দুখী আছে যত প্রাণ সখী
তারা জানে জীয়া'তে সন্ধান॥
আর যত ভালবাসে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে হাসে
না সমঝি মরম বেদন।
মনের মত তারা হ'ত আনন্দে জোয়ার ব'ত
নাচিতাম করিয়া ধারণ॥
তুলিতে মাধব কথা আনে পারে আন কথা
এ ব্যথার ব্যথী আছে বা নাই।
সমদুঃখী কালীহর, কেন এত দুঃখ কর,
সঙ্গের সঙ্গী যদি লাগ পাই॥

সঙ্কীর্ত্তন।

৫৫। বিভাস———একতালা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—নাম, নিত্যানন্দ-করতাল,
শ্রীঅদ্বৈত মুখর মৃদঙ্গ।
ভক্ত যত বেণু বীণা অনুকূল কল গাণা
জগভরি উথলিল রঙ্গ॥
আনন্দ ক্ষীরোদ সিন্ধু, উগারিল প্রেম ইন্দু
জগভরি সুধার তরঙ্গ।
ইন্দ্রিয়াদি সমুকুল, ফুটন্ত পরাণ ফুল
মধু ভরে কিবা অঙ্গ ভঙ্গ॥
নাম করতাল খোল, এ তিন মিবন রোল,
মন্ত্র তন্ত্র নাদে যন্ত্র সঙ্গ।
এক বিন্দু যার বটে, ডুবায় জগত তটে,
সঙ্গে ভক্ত অঙ্গ-উপ-অঙ্গ॥
সুমঙ্গল হরিনাম, থাবর জঙ্গম গ্রাম,
বেড়ি তুলে অতি রঙ্গে।
পেখি তার রস কেলি, ধুলে গড়ে বলী কলি
আকুলিত সে স্বয়ং অনঙ্গ॥
মান গর্ব্ব কত কাঁদে, প'ড়ে অনন্তের পদে
ধুলি হৈতে ভাগ্য প্রসঙ্গ।
বাঞ্ছা হরে সহজ, বৈষ্ণবের পদরজঃ
সংকীর্ত্তন অনুরাগি সঙ্গ॥

পদ্য-পুষ্পমঞ্জরী সমাপ্ত।

পদামৃত

নন্দোৎসব।

১। সোহিনী।

ঘর দেউরি উৎসবময় ।
সুন্দর সুত নন্দের
আজ চৌদিক বয় ॥
যশোমতী ভাগ্য কহিবার নয়
অঙ্কে চাঁদ উদয় ।
বৃদ্ধা বধূ এয়ো আসি যথাযোগ্য
কুলরীতি সমাধয় ॥
ধেনু মণিমুক্তা বসন ভোজনে
পরিতুষ্ট বিপ্রচয় ।
দুই হস্ত তুলি আশিষ করিয়া
গাহে নন্দনন্দন জয় ॥
হরিণ নয়নী যত গোপবালা
সাজি অঙ্গণ বৈঠয় ।
ধ্বজ পতাকায় তোরণ মালিকা
মাখি অপূর্ব্ব শোভয় ॥
নন্দব্রজে আজু কি আনন্দ মরি
আনন্দ নিধি উদয় ।
ধন্য ব্রজবাসী——নিরখি সে চাঁদ
কাঙ্গালে বাসনা হয় ॥

২। ধানশী।

আচরজ কিবা কে চরিত ।
যিনি জগপাল হর্ত্তাকর্ত্তা স্বামী
সে হ'লা নন্দের সুত ॥

৩। গান্ধার।

চরণ শ্রবণ নাসা কর দৃক্
নেতি নেতি শ্রুতি ভণিত ।
অঙ্গুলি চালায়ে সে প্রভু নাচায়ে
অঙ্গণে গাইয়া গীত ॥
অনন্ত অজন্ম অগোচর জ্যোতি
যে ব্রহ্ম বরণিত ।
সো শশিবদন সদন শোভাকো
রাণী মাখন খাওয়াত ॥
যাক নাম শুনি কৃতান্ত করাল
সদা ভয়ে বিকম্পিত ।
সো আজু ধাবিত অই যে পলাইতে
যশোদা তাড়ন ভীত ॥
যার সউরণে ভবৃবন্ধ ছুটে
সো অই উখলে ধৃত ॥
যো পূরণ কাম ক্ষীরসিন্ধু পতি
সো মাগে ননী ক্ষুধিত ॥
ভক্তাধীন সদা কহে কালীহর
প্রেমলীলা প্রকটিত ।
প্রকটনা হলে প্রেম বলি কারে
প্রেমেতে মানুষ প্রীত ॥

মাখন চোর লীলা।

১। কামোদ।

যমুনা সিনাইতে চলে ব্রজগোরী ।
শূন্যঘরে পশি সুন্দর কানাই
করিছে মাখন চুরি ॥
কিছু কিছু খায় কিছুবা বিথার
শিকার মটুকী ফোরি ।
যতেক নাগরী আইছে নাহিয়া
বুঝি সে পলাল দৌড়ি ॥

এক সখী ছিল সেওত শুইয়া
করিবারে রখোয়ারী।
দেখি গোরী ঘরে ভাঙ্গা সে মটুকী
জিজ্ঞাসে সখীরে ধরি॥
রেখে গেনু তোরে প্রহরী ঘরের
জানি মোর হিতকারী।
তাথে যে এমন কোন্ ভাবে ছিলি
খেলো সব লুট করি॥
কালীহর ভণে প্রেমে ভুলাইয়া
সরবস্ব লয় হরি।
হেন চোর ধরা সহজ ত নয়
ধরিলে ছাড়িতে নারি॥

২। তিরোতা।

কেমন ক'রে চোর আইল ঘরে।
শুনি নাই পদধ্বনি নূপুরের রুণুঝুনি
কোন্ পথে খেলে মটুকী ফুরে॥
দে'খে দেখি নাই তারে মাগন যে চুরি করে
মানি এ বাণী খাইল চোরে।
মনোদুখ কর ত্যাগ আবার পাইলে লাগ
রাখিব ধরি পাকরি করে॥
সখীর প্রাণের টানে কানাই কেওয়ার কোণে
দেখি সখি ঝাঁপটিয়া ধরে।
অঙ্গে ধরি শ্রীগোপাল সপকি ঝপকি ভাল
কহিছেন বহুত প্রকারে॥

৩। কেদার।

বহুত অনীত তোমার ব্রজে।
ফল পাবে তার রাখিব আটকি
হেট কেন মুখ লাজে॥
চঞ্চল চপল চৌর চূড়ামণি
কুচাল কি তব সাজে।
ছাড়িনু এবার আবার পাইলে
ব'লে দিব নন্দরাজে॥

ওলাহনলীলা।

১ সুহই।

অই যায় ধনী চন্দ্রাননে।
ভূমিতে তড়িত ত্বরিতে যায়রে
আনন্দে নন্দভবনে॥
শ্যামসুন্দরের বদন নিরখি
ফিরিলা মুদিত মনে।
সখীগণ সবে সমঝারে ঘেরি
হইসি [illegible] কেনে॥

২। সিন্ধুরা।

মন বুঝি সবে যায়িরে ধাই।
নব গোরীসনে নন্দের অঙ্গনে
ওলাহনছলে হেরিতে কানাই॥
কহে গোপীগণ কপট করিয়া
শুনগো যশোদা মাই।
তোমার পুতের দারুণ উৎপাতে
ইচ্ছা ব্রজ ছেড়ে যাই॥
পথ দিয়া যেতে কি দারুণ জ্বালা
রহে পথ আটকাই।
যমুনায় যেতে জল আনিবারে।
জলে ফেলে ঘড়া ছিনাই॥
খাড়া হয়ে ঘাটে নাহিতে সলিলে
পা টানে ছোরা ডুবাই।
ভরা কলসীটি মাথে ক'রে নিতে
ভিজায় সে ঝলকাই॥
দধির পসারে সাজিয়া সো দানী
মুখ মুছে দধি খাই।
ঘুমা'তে অঙ্গনে ফুকারি জাগায়
সঙ্গে লাগা সব ঠাই॥
বাতাস ভাটিতে হাটিতে সে থাকে
উড়ণী উড়য়ে বায়।

ছুত ধরি তবে টানে সা উড়াণী
যখন লাগয়ে গায়॥
তোমার ছাওয়ালে ছাওয়াল কে কয়
কহিতে সরম পাই।
কালীহর ভণে তাই না দেখিলে
পরাণে সোয়াস্তি নাই॥

৩ তিরোতা ধানশী।

নন্দদুলার হাসি লগায়ে।
আড় নেত্র পেতে যত গোয়ালিনী
চাঁদের সুধা পায়ে॥
রাণী যশোমতী অন্তরেতে প্রীত
বিনয়ে বাণী কহয়ে।
তরুণবয়সী পড়সী তোমরা
বালক মোর কানায়ে॥
তেরে ঘর লাল যায়নি কখনো
ঝুঁট ওলাহন লায়ে॥
মেরে মোহনকো এ চাঁদ বদন
তু অব দেখনে আয়ে॥
কভু তালে তালে সরল গোপালে
করতালে নাচাওয়ে।
কভু কিবা দোষে কোন্ বা সুখেরে
নাহক চোর বনাওয়ে॥
শোন বাছা লাল না কর কুচাল
বহুত সমঝায়ে।
রাজপুত্র হয়ে ফের ঘর ঘর
চোর চোর বোলায়ে॥
শুনি রাণী হাসি ভণয়ে গোপাল
কেন যাও পরতয়ে।
কাকী নিয়ে নিয়ে উরুতে বসায়ে
অধর মুখ চুমৃয়ে॥
আন জনা চোখে ধুলি দিইবারে
বলে খেয়ে গেল দয়ে।

কালীহর ভণে তবু নিতি নিতি
সয়মের মাথা খেয়ে॥

চোখবুজানিলীলা।

১ বিভাস।

গোবর্দ্ধনে চল দাদা বলাই।
আগে আগে ধেনু যাক্ নেচে নেচে
পাছে পাছে মোরা বেণু বাজাই॥
কদম্ব তমাল তালরাজী রাজে
নবশষ্পচয় তলে বিছাই।
পিক শুক সারি থাকি কোলে কোলে
বরষিছে সুধা মধুর গাই॥
পরম আনন্দে সবে মিলে তথা
বেণুর সঙ্কেতে ধেনু চরাই।
তরুণ কোমল সে শষ্প খাইয়া
দোনা ভরা দুধ দিইবে গাই॥
তরু তলে তলে আড়ালে আড়ালে
লুকায়ে চোখ বুজানি খেলাই।
চাঁদ মুখের সুধা ছড়াইয়া
মধুর ভাষে কহিলা কানাই॥

২ গান্ধার।

ভালই কহে ভাই কানাই লাল।
নিজ নিজ ধেনু নিয়ে চল সবে
যাহা কহত্তু গোপাল॥
শুনিয়া সে বাণী অতি হরষিত
চলে যত রাখোয়াল।
কৃষ্ণ গুণ গীত অধরে অধরে
তালে তালে তহুচাল॥

ধেনুদল গতি বঙ্কিম ভঙ্গিম
রঙ্গিম যত ছাওয়াল ।
কানাইর কাঁধে লম্ফ দিয়া কেহ
বাজায়ে করতাল ॥
গোয়ালের ছেলে মরযদা কি জানে
চিনে দুধ ছানা রসাল ।
কালীহর ভণে মরম জানিলে
ঘুচে মরযদা জাল ॥

৩ বরাড়ী ।

খেলেরে চোক বুজানি ।
গিরিবর কোলে কদম্বের মূলে
বসি কৃষ্ণ গুণমণি ॥
আর এক রাখাল পিছনে দাঁড়ায়ে
তাঁকে তাকে কর আনি ।
চাপে কৃষ্ণ আঁখি চাঁদের কলঙ্কে
কিবা কমল ঢাকনী ॥
লুকায় যতেক রাখাল সমাজ
তমাল তনু বাঁধনী ।
ইঙ্গিত পাইয়া সরাইছে কর
শুনিয়া কাকলী ধ্বনি ॥
সন্ধান পেয়েও আন দিক ধায়
চতুরের চূড়ামণি ।
সখার মণ্ডলে পড়ে গেল সাড়া
শ্যাম পরাভব গণি ॥
শ্যামের আইল পালাবার পালা
কি তার ভঙ্গী বাখানি ।
তমালে জড়িতে তমালে মিলল
চিন না মিলে সন্ধানি ॥
আকুল আইল সখাগণ চিতে
ভয়ে উড়িল পরাণি ।
ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে চিনিলেন রাম
গোপালের অঙ্গ খানি ॥

৪ শ্রীরাগ ।

রক্ত পদ্ম ছুটি ফুটেছে তমালে
পঞ্চ পঞ্চ চাঁদ রয়েছে ঘেরে ।
কর ধরি রাম টেনে নিল কৃষ্ণে
জয় জয় ধ্বনি আনন্দ ঘোরে ॥

৫ ভূপালী ।

খেলে আনন্দে ব্রজচন্দ কানু ॥
শষ্পদলে দলে পদাম্বের শোভা
বাজে নূপুরের রুণু রুণু ॥
মুখ পর রাজে শ্রমবারি বিন্দু
চাঁদ ক্ষরিত সুধা অণু ।
কণ্ঠের ঘুঙ্গুর মধুর বাজায়ে
চরিছে যতেক ধেনু ॥
শ্যাম প্রেমনিধি অঙ্গে লুণ্ঠি আজ
পুলকিত গিরিতনু ।
কালীহর দাসে বাঞ্ছে সদাকাল
হই সে কেলি রজরেণু ॥

৬ ধানশী ।

রুণু রুণু নাচিয়ে মুরলী বাজায়ে
গোপাল ঘরে যায় ।
যত গোপবালা উল্লাসে উতলা
তরুর আড়ালে চায় ॥
মাতা যশোমতী পরাণ পাইয়া
গোপাল আনিতে ধায় ।
কোলে করি কানু [illegible] চায় মুখ
সুখে ভরি চিত তায় ॥
ভানুতাপে কানুর শুকিয়েছে মুখ ।
মুখ ইন্দু পরে মুছি স্বেদবিন্দু
পাইলা রাণী পরাণে সুখ ॥

সুনীল মণির মুখ ননীনিভ
উনেছে সহিয়ে ভুক।
নব নবনীত সঞ্চিত ঘরে
মায়ের ফাটিল বুক ॥
কৃষ্ণের বদন মলিন নেহারি
যার লাগয়ে দুখ।
কালীহর ভনে ভাগ্য তার ভাল
সেইতো পরম সুখ ॥

৭ বেলোয়ার।

সুগন্ধি সলিলে মাজি দিব্য তনু
সাজা'লা গোপালে মা।
ধূপ দীপ জ্বালি হাসি ভরা মুখে
তুলে দিলা ননীছানা ॥
গোপ বালাগণ বেড়িয়া আনন্দে
গিলি কৃষ্ণ করেন হা।
মনের আনন্দে কহেন জননী
পেট ভরে বাছা খা ॥
চাঁদের অধরে কোমল মাখন
হাসির সুধায় মাখা।
কালীহর ভণে সে মুখের শোভা
কল্পনায় যায় কি আঁকা ॥

বংশীলীলা।

১ গান্ধার।

যমুনাকূলে কদম্বমূলে
পদের উপরে পদ।
নীল মৃণালে কিবা দুটি ঝলে
অধোমুখে কোকনদ ॥
নবঘন রঙ্গিম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম
তরঙ্গিম রূপ অমিয়া।
তেরছে চাহনী চূড়ার টালনী
খাড়া নাগর কালিয়া ॥
চাঁদ খচিত অঙ্গুলি জড়িত
করে মোহনিয়া বেণু।
মুখচন্দ্র কোলে রক্তাধর ফুলে
দিলা তা আনন্দে কানু ॥

২ বিভাস।

কদম্ব নিকুঞ্জ নিবিড় অম্বরে
উদিত ব্রজচন্দ।
লাবণ্য সুধা উথলিত তনু
তরঙ্গ অধরে মন্দ মন্দ ॥
দর মুকুলিত অধর চুম্বিত
মধুর মুরলীরে।
স্বর সুমাধুরী মধুর লহরী
দিগন্তে ঢাললরে ॥
কৃষ্ণাধর সুধা বংশীছিদ্রে পশি
সৃজল সঙ্গীত নদী।
গিরিরন্ধ্রে, জনু জলের ঝরণা
বারিদ বরষে যদি ॥
বদন চাঁদের আনন্দ সুধা
পড়ত চিবুক বেয়ে ॥
পানমত্ত যত চকোর চকোরী
উড়ত উর ছেয়ে ॥
পদাব্জ বে'ড়ে ভ্রমর ভ্রমরী
মঞ্জু মঞ্জু গুঞ্জরে।
নবঘন পেখি ময়ূর ময়ূরী
উল্লাসে নৃত্য করে ॥

৩ ললিত।

শ্যামের মুরলী বাজলরে।
বসন্ত তনুর নূতন ধরণে
যৌবন জোয়ার খুললরে ॥

মদনের করে শর বনাইতে
সাজী সাজী ফুল যোগালরে।
সারী শুকপিক দয়েল পাপিয়া
মধু পেয়ে কণ্ঠ খুললরে॥
শুনাইতে যদি পড়ে বাধা।
চন্দন সুগন্ধ ভার সমীর
ধীর ধীর বহলরে।
বল্লবী বল্লরী ফুল্ল তনুতে
অতনু ফুল ফুটলরে॥

৪ সুহিনী

শ্যামের বেণু খুলল স্বরজাল।
যেন শরজাল ঘটাল সরজাল
কুলসরসী বেড়ল জাল॥
লহরে লহরে লাহরে লাহরে
বিথার ভৈগেল জাল॥
ক্ষীণতনু ব্রজমীন কুলবধূ
ধরা-পড়ল ভেল বেহাল॥

৫ সারঙ্গ।

বাঁকা শ্যাম বাজালা বাঁশরী।
কুরঙ্গনয়নী গোপাঙ্গনা কুল
আকুল ধাওল গেহ ছাড়ি॥
হেরইতে শ্যাম বদনচাঁদে
পাগল প্রায় আপনা পাসরি।
কোই দেহ নিয়ে কোই দেহ থুয়ে
হেরল সো রূপ পরাণ ভরি॥
বংশীগীতামৃতে অগিনী ধরম।
তুষখোসা ফেটে নিরমল লাজ
ফুটে ধায় যেমতি গরম॥
প্রেম পরতাপে পাশ বাস ভাঙ্গি
বেড়ল ব্রজবধূ মরম।
প্রাণ বঁধুয়ার দরশন পেল
পণদিয়া সরম ভরম॥

৬ কেদার।

কে বলে শ্যামের বংশী।
বড়শী জনু পড়শী হিয়ে
বাজায়ে টানয়ে কসি॥
কে বলে কানু-বেণু-মাধুরী।
ওযে আশীবিষ [illegible] উগাড়ে বিষ
কাণ দিয়া দেয় মরমে পূরি॥
হরে ভণে শু'নে সব উজার।
দেহগেহবাস গলফাস জনু লাগে
বনবাস ভেল সার॥

ঝুলনলীলা।

১ বরাড়ী।

ব্রজমঞ্জু কুঞ্জে ঝুলত লাড়িলীলাল।
চারুনেত্র দলে দলে ঘুম ঝুমত হে'লে
হাসি অঙ্কুর অঙ্কিত অধর বিশাল॥
শ্যামললিতালক বেড়া চূড়শিখণ্ডক
চুমত শ্রীজীর চিকুরজাল।
ঘুমের মধুনিশাতে শ্যামবাম কাঁধেতে
ঝাঁপল ঝাপল গোরী দক্ষিণ গাল॥
মালতীর মালিকায় অলিদল বোলি ছায়
জাগায়ে রাখে কিশোরী কিশোরলাল।
দোলায় দোলায় আলী নৃত্যগীত করতালি
শোভায় মাধুর্য্যে লোল তরঙ্গের জাল॥
নীলঘনাম্বু বিঙ্গসে সুধানিধি বিম্বচ্ছলে
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ছাইছে ভাল।
দোলিতা চকিতা রাধা জনু শ্যামতনু আধা
বেড়ল সে তনু খুলি করমৃণাল॥
তমালে কনকলতিকা উজাল।
তাতে বাড়ল শ্যামমুখ হাসিতে প্লাবিত মুখ
নীলসিন্ধুতে উদয় দ্বীপ প্রবাল॥

২ যথারাগ ।

রতন দোলায় চড়ায়ে শ্যামগোরী ।
দোলায় আনন্দে বেড়ি সখীগণ
তালে তালে কঙ্কণ ঝঙ্কারি
নোয়াই নোয়াই দোলে তরুডাল
অনিল মন্দ মন্দ সঞ্চারি ।
শাখি শিরে পাখী লভই সো সাড়া
উড়ত পড়ত সঙ্গীত করি ॥
কৃষ্ণাঙ্গকস্তুরী রাধাপদ্মগন্ধ
কুঞ্জকুসুম গন্ধে জড়ি ।
মুগধ কয়ল গোপবধূ প্রাণ
উলু দেয় তারা উল্লাসে ভরি ॥
করপদ্মে ধরি ডালা ভরা ফুল
বরষিছে থরে যুগলতনু পরি ।
রস ডগমগ রসবতী রাধা
নিজকর পদ্মে ধরল বাঁশরী ॥
চারি পদ্মে জড়ি রাধাকানু বেণু
দোঁহে দিলা অধরে অধরে ধরি ।
বংশী ভাগ্য বাড়া দুহু চাঁদ আজু
পূরিয়া দিলা অধর সুধা মাধুরী ॥
কিবা সে আনন্দ যাই বলিহারি ।
রাধা গীত মধু কৃষ্ণ গীত মধু
বহল উছলি এক ধারা ধরি ॥

৩ বেলোয়ার ।

সখীগণ বেড়ি তানপুর সেতারে
তুলল মোহন গীত ।
লহরে লহরে প্রেমামৃত সুধা
ভরল দোহার চিত ॥
আনন্দে এলায়ে রাধা বিনোদিনী
বিভোর অবশ তনু ।
ঢলিয়া পড়িতে ঢল ঢল অঙ্গ
আঁটিয়া ধরল কানু ॥
সখীগণ চিতে বাড়ল হরষ
আরতি উচ্ছ্বাস ময় ।
ফুলহার দিয়া বাঁধল দোহারে
কপট কোপ উদয় ॥
লাবণ্যামৃতে না হই নাগর
ঝুলত পরম সুখে ।
চূড়ায় চঞ্চল [illegible]
বোলত অলি [illegible] ॥
ভালে কপোলে [illegible]
মোছে দোহা দোহারে ।
হাসি ঢল ঢল সখিয়ন [illegible]
বদন ঝাপে আঁচরে ॥
সে তরুয়া ভাগ্য তরুগণ চায়
যাতে লটকাই দোলে ।
থরে থরে ফুল [illegible] হ'তে
হরে বাঞ্ছা কুড়য়ে তোলে ॥

৪ কামোদ ।

আইল সুখ সাওন মাস ।
নবরঙ্গ ভরে নাগর নাগরী
ধাওল কদম্ব পাশ ॥
লটকাই পীঠ রেশমের ডোরে
বাঁধল কদম ডালে ।
গরজত ঘন চমকে চপলা
বায় শীতল সঞ্চরে ॥
থলে নানা ফুল জলে পদ্ম[illegible]
আরতি অলি গুঞ্জার ।
বিবিধ শিঙ্গার করি সখিয়ন
বজায়ে গায়ে মল্লার ॥
গগন বিতান বাবি[illegible]
বিন্দু বিন্দু বরিষণ ।
রূপ উজাগরি নাগরার [illegible]
সুখসিন্ধু উছলন ॥

বোলত খগ মৃগগণ ধাওত
সুন্দর বন মাধুরী ।
এহেন সময় বিপিন বিলাসে
কেলি মগন শ্যামগোরী ॥

৫ মল্লার ।

বৃকভানু নন্দিনী বৈঠল পীঠে
ঝুলায়ে কমল পদ ।
দশনদলে ঝলে মণিময় চাঁদ
অধরে অমৃত নদ ॥
সখীগণ বেড়ি দাঁড়াল আনন্দে
যৈছন চাঁদের মালা ।
রসিকেন্দ্র হরি নবভাবে ভোর
পিছনে ধরল দোলা ॥
প্রীতমে ঝুলায় সুন্দরীকে শ্যাম ।
কদম্ব কুঞ্জে ধীর সমীর হিল্লোল,
উজোর করল বনতনু ধাম ॥
ডালে ডালে বসি ময়ূর ময়ূরী,
সুখে অধোমুখে চায় ।
কোকিল কাকলী মধুর মধুর কিবা
গলিয়া গলিয়া ছায় ॥
ঘন মন্দ্র ধ্বনি গগনক কোরে,
কিবা দুন্দুভি বাজায় ।
বৃষ্টি বিন্দু বিন্দু বৃন্দারক বৃন্দ
সিঞ্চে চন্দন ফোটায় ॥
মেঘ ফোরি ফোরি সুন্দর চারু চাঁদ,
পেখি পেখি লুকায় লাজে ।
থেকে থেকে চমকে তড়িত দাম,
মনোচুখে পশে জলদ মাঝে ॥
কুঞ্জ গগনে দোলত বিজুরী ।
চঞ্চল শ্যামল নব নীরদ পাশে
কিবা বৃকভানুর দুলারী ॥

খল খল হাসি বদন চাঁদে ।
বিজুরী উগারে বিজুরী ফুল ।
আনন্দে ভাশুল সখিয়ন চিত,
কৃষ্ণ অলি উল্লাসে আকুল ॥
কোরে করই শ্যাম চুমল সো মুখ,
চড়ল মাধব পাশে ।
সখী সবে সুখে করে ধরি ডোরি,
টানে ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
রাধাকৃষ্ণ দোলে কদম্ব ডারে ।
যুগল মাধুরী বাঞ্ছে কালীহর
সো ডোরি ধরইতে পারে ।

হোরীলীলা ।

১ ইমন ।

পিয় পিয়ারী হোরী খেলত
যমুনা তরঙ্গিণী তীর ।
যূথ যূথ সখা সখী মিলি
আজুরে আনন্দ ভির ॥
গোপ গোপী উল্লাস বিভোর ।
চলত কুমকুমা রঙ্গ পিচকারী
হাসি হাসি বদন উজোর ॥
ঘন দামিনী দলে দলে ধাওত
কঙ্কণ রুণু রুণু বাজে ।
মুটক মুটকী রঙ্গগুলাল
রঙ্গ ভেল ব্রজ সমাজে ॥

২ বসন্ত ।

সখীগণ পকরে নন্দলাল ।
কোহুঁ টানই চূড়া কোহুঁ টান বাঁশী
কোহুঁ ঢালই অঙ্গে রঙ্গ গুলাল ॥

নর্ত্তন গীত ধাবন লাজ ডরি ভাগল
স্বেদ আবির জলে তিতল বেশ ॥
মৃদঙ্গ সেতার বীণ তাল তরঙ্গে
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত মধুর।
মুখরিত দিগঙ্গণ আনগোন দেবে
মুগধ মন গোপ বধুর ॥
আঁখে কুমকুম আন্ধুটী লাগিয়া
নয়ন মুদি কোই হাসে।
কোই বা মুছাই খোল দেত আঁখি
টানই আপন বাসে ॥
অক্রোধ পরমানন্দ অমিয়াক ধারা
পড়ইছে যমুনাক সোতে।
সমীরণ কোরে সো ধারা খেলত
উজোর বরজ হাসি জোতে ॥
পঙ্কিল কুমকুম বরজ ধুলি
গভীর অঙ্কিত চরণক ভরে
জনু কমলক দল পরি কেলি ॥

৪ ইমন কল্যাণী।

শ্যামক বামে দাঁড়ায়ল গোরী।
বেড়ি সখীগণ সুবাসিত রঙ্গে
মারত কুমকুম পিচকারী ॥
নন্দলাল আগু গুলাল লাল
পীত পাট লাল ভৈগেল।
কিশোরী গোরী লালবরণী
অভিনব শোভা মরি ভেল ॥
লাল চামর দোলিত দুধার।
তরুপত্র লাল লাল লতা গুলম
লাল যমুনার ধার ॥
অঙ্গদ বলয় লাল হার নূপুর
কেশ বেশ ভূষণ লাল।
আবির মেঘে আবরিত দিক্
সমীর গভীর লাল ॥

অনুরাগ সিন্ধু লাল সলিলে
না হল ব্রজক সং।
সুখ তরঙ্গ খেলত অপার
কোলাহল সঙ্গীত রব ॥
শিখিকুল নাচত পিঙ্খপট খুলি।
শাখামৃগ মৃগ খেলত রঙ্গে
খগকুল গাওত গুঞ্জয়ে অলি ॥
ফুল ফুটাই হসত তরু
দুলয়ে ললিত লতা।
মঞ্জু কুঞ্জ ভরা আনন্দ আরতি
মধুময় সরবথা ॥
যুগল তনু বেয়ে নব নব ধারা
অধরে অমিয়া খসে।
সে শোভা নিরখি বাসনা চিতে
নয়ন হবে কি বশে ॥
বাঞ্ছে কাঙ্গাল কালীহরে।
কুমকুমে আঁকা বাকা পদ চিন
তাহে গড়াগড়ি করে।

রাসলীলা।

১ কামোদ।

পূরণ চাঁদ মধুময়ী যামিনী
যমুনা চুম্বিত রসপুলকিত পুলিন
কেলিকদম্ব কুঞ্জ মঞ্জু শোভাখনি ॥
ফুল মধু মুগধ মধুপ গুঞ্জত পুঞ্জে ॥
পিক "কুহু" নির্ঝর কিশলয়কোলে।
মাধুরী মুগধ মাধব বাজালা বেণু
তড়িত মালা বেড়ল ঘন শ্যামলে ॥
মদন রঞ্জই রূপক তরঙ্গ রঙ্গে
নাচাওত নাগর নাগরী মণ্ডলে।

উথলল রস সুধা পারাবার
গোপীমন মগন রসকেলি জলে ॥

২ কেদার।

রাধা কানু কিবা উগারল রস।
পুরখ নারী যুগল যুগল
নীলপীত-মণিহারা সরস ॥
মালামণ্ডলে চারুনৃত্য বিভোরা
বালা কিঙ্কিণী নূপুর বোল।
ফুল মালে মালে মকরন্দ লুবধ
উড়ত অলি করত রোল।
নেত্র পদ্মে পদ্মে কত মধুধারা।
মুখ চাঁদে চাঁদে শীতল,স্মিত সুধা
দিগন্ত ছাওল সুখের ধারা ॥
দুহুঁক বন্ধন কর মৃণালে মৃণালে
কমলে কমলে মধু পরশ।
কুচ তরঙ্গিত দোলিত কচকবরী
কানু পরশে গোপিকা অবশ ॥
চন্দনচান্দ বহু শ্যামক তিলকালক
মাখল গোপবধূ অধরে।
কুচকুঙ্কুম লাগল শ্যামক উরে
নাচে রঙ্গিণী যত করে ধরে ॥
গাওত অধরে মধুর মধুর গীত
পিক পাপিয়া উনমত হয়
বৃন্দারক বৃন্দ ভরল বৃন্দাবন ভূম
বরষি বরষি মন্দারকচয় ॥

৩ কামোদ।

মাঝে বিরাজে নাগর বামে কিশোরী
মধুর মধুর ঢল ঢল রসে।
রচল মণ্ডলী বরজরমণীগণ
ঝুগল রাধা কান ছটা পীযুষে ॥

মদন জাগল মজল পিরিতি সুখে
অলস অবশ সবক তনু।
শ্যামক সরস কমলকর পরশে
গোপী কুলাকুল মধুময়ী জনু ॥
আনন্দ সিন্ধুকেলি তরঙ্গ উঠল।
চুম্বনালিঙ্গন অধরে তাম্বুলার্পণ
গণ্ডমুকুরে মুখবিম্ব পড়ল ॥
কবরীনীবি নিতম্বিনী অঙ্গে
হীরহারাবলী খসল টুটল।
নূপুর কঙ্কণ অনঙ্গ আরতি সনে
কণ কণ রুণ রুণ বাজল ॥
কপোল ভালে স্বেদ বারি বিন্দু
মুকুরে মুকুতা দোহে দলল।
নাচিতে নাচিতে কাল কালিন্দীনীরে
নাগর নাগরী নিয়ে ঝাঁপল ॥
থলে জলে গহনে শ্যামসুন্দর কুঞ্জর
করিণী যূথ সহিত খেলল।
পূরণকামা আজু গোপরামা যত
মাধুর্য্য সিন্ধু মাঝ ডুবল ॥
রাসমণ্ডলে রাধাকানু লীলা
মধুর মধুর মধুর রে।
সো কেলিরঙ্গ দুরলভ রজ
পরশ পরশ মাগে কালীহর ॥

পদামৃত সমাপ্ত।

কবিতামৃত।

১। (বন্দনা)

সুরট—— একতালা

বন্দে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ।
মন্দান্দোল সুখসিন্ধু
যাক নর্ত্তন ছন্দ ॥

মধুরস উজর — যাক পদারবিন্দ।
নৃত্যতি দলে দলে — করুণাকর চন্দ ॥
বরখে মন্দারক — বৃন্দারক বৃন্দ।
যাক শিরো'পর— — মেঘ চুম্বিত চন্দ ॥
ত্রিভুবন ভরল — ঢল ঢল আনন্দ।
বন্দে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ॥
দ্যুলোক ভূলোক — প্রেমালোক স্যন্দ।
মন্দভাগা মুঞি — কালীহইরা অন্ধ ॥

২। শ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ।

"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।"

গৌর নিত্যানন্দ — ভানু সঙ্গ ছন্দ
শোভা প্রভা অনুপম রে।
ভানু কিরণ — শীতলি সুধাংশু
সুধা করি করে বিতরণ রে ॥
ভানু কিরণ — চাঁদ পরশনে
সুধা হয়, কবি কথনরে।
রবিকর সিন্ধু — সিঞ্চি ঢাল চাঁদ
চাঁদের গৌরব কত নারে ॥

গৌর ভানু প্রেমকরে — তপ্ত বিষামৃত ধরে
উজ্জ্বল দহ বিরহময়।
নিত্যানন্দ সুধাকর — নিজাঙ্গে ধরি সে কর
বিতরে শীতলি সর্ব্বময় ॥
চন্দ্র অর্ক একত্তরে — ভাস'ল দেশ জোয়ারে
প্রেমবন্যায় ধরা টলমল।
অর্ক ইন্দু অমা সহ — তারে অমাবস্যা কহ
কহ এবে পূর্ণিমা উজ্জ্বল ॥
একদিকে রবি শশী — খুলিয়া পূর্ণিমা নিশি
"কিমাশ্চর্য্যং" চিত্রৌ কিবা আর।
অপূর্ব্ব অমৃত আলা — ঘুচা'ল কালির কালা
ভীম কলি কবল আঁধার ॥
বিষ্ণুপদে গঙ্গা হয় — ব্রহ্মা কমণ্ডলে লয়
শিবশিরে ঢালে অতঃপর।
তেমতি শ্রীনিত্যানন্দ — পাতিয়া অঞ্জলি বদ্ধ
ঢালি দিলা অদ্বৈত উপর ॥
ছড়ায়ে সে প্রেমধারা — সিঞ্চে জীব জগৎভরা
সুধা পেয়ে ক্ষুধা ভুল সবে।
তমোনুদৌ ভাই দুটি — দিবা সঙ্গে নিশা ফুটি
উজলিল তমোমণি দীপে ॥
নাম দিয়া প্রেম দিয়া — মাতাইল শ্রীনদীয়া
নদী বহে নয়নে সবার।
"হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই, করতালি 'তাই তাই'
আনন্দরোল নাম গোলক্ষার ॥
পাপী তাপী সুশীতল — নামে ঝাঁপি ছল ছল
পাষাণ গলিয়া হলো পঙ্ক।
ভকতি পঙ্কজ তায় — ফুটিয়া লুটিয়া জায়
মদগর্ব্ব পলায় সভয় ॥
জগামাধা পর্য্যন্ত — [illegible]সদে পাপান্ত
গৌরনিতাই সম শান্তো কে ?
"হরিবোল, হরিবোল"- সর্ব্বজীবে দেয় কোল
গৌরনিতাই সম শান্তো কে ?

৩। বৈষ্ণবের হা'র মানা।

বৈষ্ণবের হা'র মানা !—
গুণের সমাজে রাজা বলি এই—
অয়াশা ?—না—না—না ॥
বিচারে জিনিয়া কিনিব সুনাম
তোমারে করা'ব হেট ?
দয়ার উছলে ফে'টে যায় প্রাণ
নয়নে অশ্রুর ভেট ॥
জীবে দয়া যার হারাতে নারাজ
হারিয়ে আনন্দ তার।
পরাভব করা পরে পীড়া দান
নিঠুরের অহঙ্কার ॥
দীন যে কাঙ্গাল জিনিতে না চায়
নীরব বাঙ্গাল সম।
জয় বাঞ্ছে যেবা তারে দেয় জয়
এসে প্রেমের ধরম ॥
"হা গৌর" যে বলে ছলে বলে তারে
পরাভবি করে যে রঙ্গ।
কপট প্রেমের ভীষণ মানুষ
ছাড় তার পরসঙ্গ ॥
পরাভব দহে সহে যে শীতল
ধীর বীর বৈষ্ণব সে।
কহে কালীহর হারিতে হারিতে
জয় হয় হরিপাশে ॥

৪। বৈষ্ণব না মুক্তি ভণ্ড।

বৈষ্ণব হইতে মোর সাধ।
মুখে যেন বাচস্পতি কলমেও গণপতি
"তৃণাদপি" শ্লোকে পরমাদ ॥
নামে রুচি নাই গ্রাম্য কথা গাই
রসনা উদরে যোগ।
সর্ব্বজীবে দয়া স্বার্থে বড় মায়া
হায়রে, এ বড় রোগ ॥
সর্ব্বভূতে সম জ্ঞান অনুপম
যষ্টি করে অন্ন খাই।
সাধু গুরু ভক্ত সেবা অনুরক্ত
বেটা ছাড়া কথা নাই ॥
এ মুখ কমলে মধু নাহি গলে
বিধাতার কিবা সৃষ্টি।
প্রতিজ্ঞা সংকল্প এখনো অনল্প
যশে মানে লাগা দৃষ্টি ॥
সাহেবী বাবুনা ভঙ্গী ষোল আনা
"নিতাই গৌরাঙ্গ" মুখে।
আতর লাগাতে রুমাল বক্ষেতে
অশ্রু না মুছিতে দুখে ॥
তত্ত্বের যে গোড় পেট ভরা মোর
অন্যে সে অতত্ত্ব কয়।
পাণ্ডিত্যেরে ভুলি ভক্তি ভক্তি বলি
বিচার ভক্তি যে নয় ॥
"জ্ঞান" শব্দ পে'লে অঙ্গ যায় জ্বলে
জ্ঞানেই পচিয়া আছি।
'গৌরাঙ্গ দোহাই মুখে বলি তাই
কপট প্রেমের মাছি ॥
কামিনী কাঞ্চনে মনে ঝনুঝনে
পসাটি বুকের রক্ত।
বিষয়ই রোগ, বিষয়ের ভোগ
তিয়াগে বড়ই শক্ত ॥
ভাবুক ভকতে পাগল কহিতে
জিহ্বায় বাজেনা মাত্র।
প্রশংসা শুনিতে মধু শ্রবণেতে
নিন্দায় জ্বলয়ে গাত্র ॥
আমিত্বের দায়ে পরেরে বুঝায়ে
খাইনু নিজের মাথা।
প্রভু, আর কবে আমিত্ব ঘুচিবে
পরিব দীনতা কাঁথা ॥

বৈষ্ণব হইতে মোর সাধ।
বুক টানা মাথা খাড়া মুখে দণ্ডবৎ করা
"তৃণাদপি, শ্লোকে পরমাদ ॥
বৈষ্ণব কিঙ্কর লিখি।
দেখা শুনা চিনা হলে যাবে জানা
দেখিবে কহিবে সে 'এ-কি ?'
পরম বৈষ্ণব শুক কি উদ্ধব
লেখনী প্রবন্ধ ছন্দে।
মূলে বিষ্ঠাকৃমি দুষ্ট কালনেমি
পরাজয় মানে নিন্দে ॥
হায়রে কুষ্মাণ্ড অসাড় প্রচণ্ড
বৈষ্ণব বোলায়ে ফিরি।
হায় হায়, কবে করুণা হইবে
কুমতি ঘুচিবে, হরি ॥
হিংসা ঈর্ষ্যা দ্বেষ হইলে নিঃশেষ
বৈষ্ণব সেবায় রুচি।
দূর হয় কাম সরস শ্রীনাম
চিত্তের হয় যে শুচি ॥
প্রভু শুদ্ধ চিতে রাঙ্গাপদ দিতে
বাধ্য যে সতত শুনি।
কবে শুদ্ধ মন হইবে তেমন
হেরিব রসের খনি ॥

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।"
পাপ দেহে যেয়ে হরে ভাব দেহ হবে ॥

৫। পুষ্পময় গোরা।

শ্রীগোরাকো মুখ পদ্ম !
অধর দলে অরুণ ভাতি।
দন্তরাজী কুসুম কুন্দ ॥
তঁহি চঞ্চল নীলনীরজ।
নেত্রযুগ মনোহর।
নাসা তিলফুল গণ্ড গোলাপ
নাভী কমলবর ॥
করপদ পঙ্কজ চাঁদ অরুণ ভাত
সমৃণাল বিরাজে।
ভাবকুসুমচয় মুখ মণ্ডলে।
ফুটন্ত স্তবক সাজে ॥
রোম কূপে কূপে পুলক দল পুষ্প
থরে থরে তনু ছায়।
সো পুষ্পময় রূপ মধুপানে
অলি কালীদেরা ধায় ॥

৬। জাহ্নবী তীরে।

গোরিয়া খাড়া জাহ্নবী তীরে
গামছা দুলিত কাঁধে।
হলুদিয়া অঙ্গে সুগন্ধি তৈল
ঝলমল কিবা ছাঁদে ॥
ননীতনু ঝরা স্বেদ বিন্দু বিন্দু
তৈললিপত হরিদ্রে।
উনায়ে পড়িছ সুলাবণ সুধা
ডুফ'রে ডাকা'তে রৌদ্রে ॥
বিম্বচ্ছলে ভানু নাহি গঙ্গাজলে
না হ'ল শীতল কভু।
তাই গোরা অঙ্গ— লাবণে ঝাঁপল
উছলল স্বেদ-অম্বু ॥
কিম্বা পা পরশ লভিতে বাসনা
বিম্বচ্ছলে ডুবি জলে।
তনুদাহ দিয়া নামাইতে চাহে।
নিন্দিত কোটীন্দু কলে ॥—
কারে বলে গোরা কর-ফণা-নাড়ি।
"আয়, ডুবুডুবু খেলি" ॥
কারে কিবা বলে চাঁদ মুখ ঠারে
কে বুঝে সে ভাবকেলি ॥

ভাব তরঙ্গে রূপসুধাসিন্ধু
পরাণ কাড়িয়া নিল।
অবলায় বসিয়া গণ্ডূষে সে সুধা।
হৈয়া কণাও না পিল ॥

৭। অপূর্ব্ব চন্দ্র গ্রহণ

তড়িত গিলিল মেঘে।
সোহাগে গলিত তপত কাঞ্চন
কিবা মরকত রাগে ॥
রাধা কৃষ্ণচাঁদে পূরণ গ্রাসিল
বরণ ফিরিল চাঁদে।
এ চাঁদের গ্রাসে আঁধার না হয়
আলোক দ্বিগুণ ছাঁদে ॥
চিনার কি চিনু থু'স ?
ধরা যায় তারে নয়নে নিশানা
চিনিতে আর কি র'ল ?
চাচর চিকুর শোভা!
বর্ণকচোরা চাঁদে জড়িত জলদ
খুলিছে কতবা প্রভা !!
তা নয়, তা নয়, সুধু।—
অরুণ পদতলে বজর কুম্ভাদি
কমলদলাগ্রে বিধু ॥
চাঁদেরে ঢাকিয়া চাঁদের তরঙ্গ
ছড়াল ভাবের তনু।
রাধা অঙ্গ মাপি কৃষ্ণ গোরা হলো
কি কাজ ধরিয়া বেণু ॥
কালীহৈরা কহে থাক লাগি বাঁশী
সদা "রাধা রাধা" গায়।
তারে যদি মিলে আর কেন বাঁশী
সিদ্ধিতে সাধন যায় ॥

৮। গোরার মুড়ি ভক্ষণ।

মুড়ি খান গোরা পরম আনন্দে
বাম করে শোভে ডালা।
পদ্ম হস্ত দিয়া মুখে দেন মুড়ি
মুর মুর ধ্বনি রসালা ॥
চাঁদ হি অরুণ পদ্মক মিলন
থেকে থেকে কিবা শোভা।
অধর তরঙ্গে কুন্দ-দন্ত-ঝলা
ঢল ঢল সুধাক প্রভা ॥
"কা, কা" ডাকি কাকদল ঘেরি
তাকাইছে গোরামুখ।
"খা, খা" বলি মুড়ি দেন গোরা
মধুর সে রঙ্গসুখ ॥
ন খারতি কোহি মুখ পানে চাহত
"কাকা (খা খা) ভণয়তি ঘন।
পেখি শচী স্মিতা কহল "খা খা"
রাখ পাপিয়ন ভণ ॥—
কালীহর ভণে সেবাবাদী জাত
ভাল মন্দ কেন মাপি।
গোরা প্রেমসুখ বুঝে যে সে ধন্য
হোক্ সে পশু কিবা পাখী ॥

৯। প্রাণগৌর।

"প্রাণ-গৌর" কহই পরাণ ভায়ে।
চাঁদ ফুটই জোয়ার লগায়ে ॥
"প্রাণ গৌর" কহই তনু এলায়ে।
কো জনু তনু ধরি বদন চুমায়ে।
প্রাণ-গৌর কহই মন্দির উবরায়ে।
অনুপরূপনিধি নয়ন ছায়ে ॥

প্রাণ গৌর বুলি   ঝুলি অমিয়াক।
তনুমন ভারে রসে।
সরবস্ব হরে   এ বুলির ঝড়ে
দেহ বুদ্ধি যায় ধ'সে॥
"প্রাণগৌর" স্বণ   শুনি চরাচর
থর থর পুলকে কাঁপে।
ভয়ে ভব ভয়   জড় সড় বড়
রড়দি দিগন্তে ঝাঁপে॥
"প্রাণ গৌর" বলি   ওর নাহি সুখে
অউর যাহি ভুলি।
"প্রাণগৌর" বুলি   মথন রসসিন্ধু
ভেট অমৃত পুটলী॥
"প্রাণগৌর, বলিতে   কেঁদে দেয় প্রাণ
আকুল উৎকণ্ঠা বয়।
"প্রাণগৌব" বাণী   অস্তে কণ্ঠরোধ
বোধ বিচার পরাজয়॥
"প্রাণগৌর" কহই   জ্বালা কি মুরচ্ছা!
কব উপজবে মোর।
"প্রাণগৌর, গৌর" কব বা কহই
কালীহৈরা হবে ভোর॥

১০। কাঁহা নবদ্বীপ।

মা গঙ্গে, দেবি! ব'লেদে স্বতে।
কাঁহা নবদ্বীপ ভাসিত সোতে॥
ডুবায়ে রাখিলি, দেখা মা তু'লে।
কাঁহা নবদ্বীপ হাসিত ফু'লে॥
এই কি নবদ্বীপ দীপত ধাম?
চিনায়ে কর মা সফল কাম॥
এই কি মাসে শ্রীবাস অঙ্গন।
খোল করতাল ধ্বনিত সখন!
মঙ্গল কীর্ত্তন নামানুগীত।
কাঁহা পদতলে তাণ্ডব-আশ্রিত॥
কাঁহা মোর গোরা পরাণ-নাথ।
কাঁহা নিত্যানন্দ নিতাই সাথ॥
কাঁহা শ্রীঅদ্বৈত শান্তি পুরেশ্বর।
কাঁহা গৌরগত প্রাণ গদাধর॥
কাঁহা শ্রীনিবাস ভাগ্য মূর্ত্তিমান্।
কাঁহা ভকত যত গৌরাঙ্গ প্রাণ॥
কাঁহা পদরজ ধু'য়ে নিলি মা।
রজে মে'জে দে, প্রাণে দে ছুঁয়া॥
ডুব দে কালীহৈরা গঙ্গাজলে।
সে রজঃ লাগিবে সিনান ছলে॥

১১। গৌরাঙ্গ নামে শত শশী গলা।

চিত-পূরণিমা সুধা উছলা॥
গৌরাঙ্গ নামে কোটি পদ্ম ছাকা।
বরণে বরণে মকরন্দ মাখা॥
গৌরাঙ্গ নামে অমিয়া নিঝর।
কল মন্দাকিনী রস প্রসর॥
গৌরাঙ্গ নামে বঙ্গিণী গঙ্গা।
প্রেম কুতুহল তরঙ্গ ভঙ্গা॥
সিনান শীতল ত্রিতাপ মূর্ত্তি।
আনন্দ সান্দ্র উল্লাস পূর্ত্তি॥
গৌরাঙ্গ নামে নিখিল মঙ্গল।
বিশুদ্ধ সত্ত্ব সুখ সুবিমল।
গৌরাঙ্গ নামে চিনময় ধারা।
উজল রস জ্ঞানযোগ হারা॥
গৌরাঙ্গ নামে তপত মদিরা।
কণিকা পানে মত্ত মাতোয়ারা॥
গৌরাঙ্গ নামে কল্পলতা মূল।
সর্ব্বসিদ্ধি দা অকুলের কূল॥

গৌরাঙ্গ নামে সোণাল ছটা।
তঁহি অনুরাগ সিন্দুর ঘটা॥
গৌরাঙ্গ নামে ধাম বৃন্দাবন।
নবঘনদামিনী বর ঝলকন॥
গৌরাঙ্গ নামে নিষ্কাম সে কাম।
ভব রসায়ন প্রাণ আরাম॥
গৌরাঙ্গ নামে লহর মাধুরী॥
উষার ঝলক শিশির ভরি॥
গৌরাঙ্গ নামে ভ্রমরার গীত।
থাবর জঙ্গম পুলক-প্রীত॥
গৌরাঙ্গ নামে পিক শিক্ষা লয়।
মাধুর্য্য কল্লোল দিগন্তময়॥
গৌরাঙ্গ নামে মৃদঙ্গ বোলে।
প্রেম আনন্দে প্রাণ মন গলে।
গৌরাঙ্গ নামে নেত্রে বহে নীর।
তম্বুক পুলক কম্পাশিশির।
গৌরাঙ্গ নামে স্ফুরে গোরারূপ।
মাধুর্য্য মধুকেলি রসকূপ॥
গৌরাঙ্গ নামে কব হবে রুচি।
পামর হরে না হয়ল শুচি॥

১২। সঁপেছি প্রাণ।

প্রাণ স'পেছি প্রাণ কান্ত
লোটায়েছি তব পায়।
নয়ন জলে পাখালিছি
যুগলপদ ভাবনায়॥
ফুটবল করিয়ে মাথা—
ফে'লে দিছি তব পায়।
পদামৃত পরশে বা
সকল জ্বালা ঘু'চে যায়॥
প্রাণেরে চন্দন করি—
মেখে দিছি রা পায়।
লে'খে রহ এ বাসনা—
আশা নি পুরিয়ে যায়॥
মনেরে ভ্রমর করি
উড়ায়েছি তব পায়।
পাদ-পদ্ম মধু পিয়ে
ঘুচাবে সে পিপাসায়॥
আশা হেন গৌরহে
তব প্রেম বরিষায়।
ধর্ম্মেরে বিদায় করি
"আমি' টি ধুইয়া যায়॥

১৩। তুমি যদি হও আমার।

গৌর হে তোমা বলি আমি
তুমি যদি হও আমার।
জগৎ অসৎ উদয় হবে
যাবে সদসৎ বিচার॥
বিষয়, আশয়, সংশয় তবে
ভবে হবে সব অসাড়।
গৌরব সৌরভ প্রচার আচার
ধুয়ে হবে একাকার॥
স্মৃতি-শ্রুতি বিধি আদি—
সমাধিতে নিরাকার।
বিরোধ নিরোধ, ভাল মন্দ
দ্বন্দ্ব হবে ছারখার॥
ভূতের ওঝা ভগবান্
ঘুচে যাবে ভূত বিকার।
পঙ্কের মাথা পঙ্কে খাবে—
ক্লিন্নের পঙ্ক কেবা কার॥
ভক্তি-পদে ভুক্তি মুক্তি
দিবে আত্ম-উপহার।
স্বরূপের সুধাকূপে
হেরব মূর্ত্তি সুধাসার॥

১৪। প্রভু তুমি বিনে।

(ভাটের সুর)

প্রভু, তুমি বিনে, এ সংসারে
সকলি আগুন !—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে, প্রাণ জুড়ান।
আর কিবে ধন !— প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে, পরশ কিবে ?
সকলি উপল ! —প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু তুমি বিনে, অমিয়া কি ?
সকলি গরল,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু তুমি বিনে আনন্দ কি ?
নিরানন্দ ময়,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু তুমি বিনে, জীবন বা কি ?
সকলি মরণ,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে আলো কিসে ?
সকলি আঁধার,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে, কুসুম কিবে !
সকলি কণ্টক,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে, চাঁদ কিবে !
কেবলি সে ফাঁদ,—প্রভু তুমি বিনে।
প্রভু, তুমি বিনে, স্বর্গ বা কি ?
সকলি নরক—প্রভু তুমি বিনে।
ভু, তুমি বিনে, এ দাসের
দুর্গতি অপার,—প্রভু তুমি বিনে।

১৫। কাঙ্গালের গান।

একবার কাঙাল ব'লে দয়ে কর এ দাসেরে।
আত্মসুখের পানে না চাহিনু ফিরি,
কেবল সাধ মনে ওরূপ নেহারি।
ও তোর প্রেমের লাগি অনুরাগী,
কেঁদে আকুল ধুলায় প'ড়ে ॥

আশা বাসার দল দিয়েছি খেদায়ে,
আমিত্বে ঘর দিয়েছি ভাঙ্গিয়ে,
তবে তুই যদি, প্রাণ অনধিষ্ঠান,
তারা ধেয়ে আসবে ফিরে ॥
নামের প্রাচীরে ঘিরেছি মন্দির,
খুঁটি নাটি গুলার ভেঙ্গে দিছি শির,
তবে আর কেন নাথ থাকবে বল,
ছেড়ে একমন কুটীর ॥

১৬। নিত্যানন্দ।

কারুণ্য বারিধি নিধি—
নিত্যানন্দ এলরে অই।
প্রেম, রুচি-কচি-পাতায়
নামের হাতায়, বিলা'ল অই ॥
সুমেরুর শৃঙ্গ'পরে
সপ্তস্বর্গ বিরাজ করে।
কুণ্ডলিনী ধ'রে তারে
মূলশক্তি অনন্ত অই ॥
করষিয়া প্রকৃতিরে তুলে বসায় পুরুষ কোরে,
আনন্দ-মদন ভরে, সঙ্কর্ষণ বামরে অই ॥
দ্বিদলে শিবত্ব ঘটে, নঙ্গন মুঞ্জরী-পটে,
রূপ নেহার মঠে মঠে, মুঞ্জরীর গুরুরে অই ॥
শক্তিশেল শক্তি যার, ঘুষিল বিপুলাকার,
আরোগ্য বৈরাগ্য সার, সীতা শক্তি উদ্ধার অই ॥
যার শক্তি যোগমায়া, আচ্ছাদিয়া নিজকায়া,
রাধাকৃষ্ণ পট নিয়া, উড়াইলা সেই অই
যুগল ছেলে গড়ে অই, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লই,
"হরি হরি, হৈ হৈ"—ডাকিছে দয়াল অই ॥
জগৎপ্রাণ নিত্যানন্দ, পদ্মাপদ্ম মকরন্দ,
দাসবন্ধু সেবানন্দ, দাঁড়াল দাঁড়াল অই ॥

১৭। সখিভাবে নৃত্য।

সখা আমার গলে ধ'রে
নাচো, একবার দে'খে লই
সঙ্গে সঙ্গে নাচবো আমি
তাধিং তাধিং ধিয়া তই॥
তনু তনু ছানাছানি
রুণু রুণু নূপুরই।
তালে তালে তাণ্ডবের
রসে নে'য়ে শীতল হই॥
চিবুক লাগায়ে কর
মুখ তু'লে দে'খে লই।
স্মিতমাখা গীত শুনি
কাণ পে'তে পে'তে রই॥
ঘন ঘন দিয়ে কোল
ঘন হরিবোল অই।
ক্ষণে হে'লে পদ তু'লে,
ব্রহ্মরন্ধ্র দে'খে লই॥

১৮। ফটো।

গৌর তো'মারি ফটোখানি
তু'লে নিছি অন্তরে।
পলে পলে চেয়ে চেয়ে
ডু'বে যাই সুখ সাগরে॥
অমৃতের ধারা বয়
কি মধুর মূর্ত্তিরে।
চাঁদনিন্দি সুধাস্যন্দী
মুখে মাখা হাসিরে॥
তুমি আমার আমি তব
ভাবে ডগমগরে।
ছায়া দিয়া কায়া ধরা
কুটনী দিয়া হাতীরে॥
রাগের নিগড়ে বাঁধা
মজাইতে নারীরে।
যেতে চাও, যাও—নাও,
ফটো আছে অন্তরে॥

১৯। মৃদঙ্গ।

বাজিল মৃদঙ্গ অই রসের নদীয়া পুরে!—
জাগিল জগত জাগিল ভকত
জাগিল আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
জাগিল জগাই জাগিল মাধাই
ঠাই ঠাই জীব ধাইল দৌ'ড়ে।
বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
জগজীবকর্ণ অমিয়ায় পূর্ণ
অমৃতে পরাণ গেল জু'ড়ে;
সুধার নির্ঝর মৃদু মধুস্বর
অনন্ত দিগন্ত গেল ভ'রে।
বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
পাখিগণ উঠি শূন্যপথে লুটি
গেয়ে গেয়ে পিয়ে সুধাস্বরে
বধিরের কাণ অন্ধের নয়ান—
ফুটিল প্রসূন, রসের ভরে।
বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া ধামে!—
গঙ্গা কুলু কুলু বালাকুলহুলু
জগৎ ফেলিল অবশ ক'রে!
কোটি পাঞ্চজন্য,— কোটি কোটি সৈন্য,
মহারোল, গোল, মধুহরি নামে!
বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া পুরে!—
নাচিল নীরধি, নাচে হরবিধি
নাচি দেবকুল ফুলবৃষ্টি করে!
বাদ্যের মাধুরী প্রাণ কৈল চুরি
মজা'ল সকল আকুল ক'রে!

বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়াপুরে !—

কৃষ্ণের বাঁশরী ছদ্মবেশ ধরি

পলাইল ন'দে, স্বভাব কি ছাড়ে ?

স্বভাবের বশে ভাব রসে রসে

ঘন ঘন বাজে মাতোয়ারা ক'রে !

বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া পুরে !—

বাজে করতাল যেন চন্দ্রজাল

ঢালে সুধাধারা পিষ্ট পরস্পরে ;

মধ্যে শ্রীচৈতন্য নামের বদান্য

দৈন্য করে কত ভূমিতে প'ড়ে !

বাজিল মৃদঙ্গ অই রস নদীয়া নগরে !—

পাশে নিত্যানন্দ উন্মত্ত মাতঙ্গ

কাঁপায়ে মেদিনী তাণ্ডব করে ;

নাচে ভক্তদল তরঙ্গে কমল

নাচে শ্রীঅদ্বৈত হুঙ্কার ছে'ড়ে !

বাজিল মৃদঙ্গ অই নদীয়া অমিয়া ধামে !—

মুখে হরিনাম অশ্রু অবিরাম

জগত ভাসিয়া গেল হরিনামে !

ধরা টলমল পাষাণ কোমল

সকলি তরল নামে ও প্রেমে !

বাজিল মৃদঙ্গ অই রস নদীয়া নগরে !—

হরি হরি বোল বাবিধির রোল

উথেলি উদ্দাম গ্রাসিল সংসারে ;

স্বেদ, অশ্রু, কম্প কত লম্ফ ঝম্প,

দন্তে দলে যত পাষণ্ডীরে !

বাজিল মৃদঙ্গ অই অমিয়া নদীয়া ধামে !—

জয় জয় জয় গৌরাঙ্গ উদয়

বিকাইগে চরণে হরির নামে !!

২০। ধন্যরে নূপুর !

ধন্যরে নূপুর তুই !—

শ্রীগৌরাঙ্গ পদে পাইলি বাস !

পদের কিবা সে শোভা, অপরূপ মনোলোভা,

আর কিবে আছে তোর বাস !

ধন্যরে নূপুর তুই !—

শ্রীগৌরাঙ্গ পদে লভিলি স্থান !

কোকনদে মাখি তনু, সদা বোল "রুণু রুণু"

পদরেণু পরাগ মাখান !

ধন্যরে নূপুর তুই !—

শ্রীগৌরাঙ্গপদ বিভূষণ !

রতনের কান্ত কান্তি ভ্রমর মণ্ডল ভ্রান্তি

ভ্রান্তিহীন করিয়া গুঞ্জন !

ধন্যরে নূপুর তুই !—

শ্রীগৌরাঙ্গ-পদ-বিলুণ্ঠিত !

গৌর তোরে করি রূপে ঝুলান কোছার ঝোঁকে

মুছি তনু করে পরিষ্কৃত !

ধন্যরে নূপুর তুই !—

গৌরপদ পদ্মমধু পিয়া !

আনন্দে হইয়া মত্ত লভিয়া চরণ স্বত্ব,

নিত্য "রুণু রুণু" ঢালিস্ অমিয়া !

ধন্যরে নূপুর তুই—

এতভাগ্য হলো বা কি দিয়া !

দোহাই গৌরার লাগে, শুনি ধ্বনি কালা ভাগে

আর ন'লে কি ফল বাঁচিয়া !

২১। নাচে শচীনন্দন।

নাচে শচীনন্দন জয় জয় জয় !

মৃদঙ্গ বাদন সমুদ্র মন্থন

ঘন আলোড়নে অমৃত উদয়।

বাজে করতাল, যেন চন্দ্রজাল

যুগ্ম আলিঙ্গনে সুধাধারা বয় ;

নাচে শচীনন্দন জয় জয় জয় !

নাচে শচীনন্দন রসের মুরতি !

মৃগাঙ্ক বদন, পঙ্কজ নয়ন,
ভালে মৃগমদ তিলকের ভাতি ;
প্রেম অশ্রু শুধু সুধা কিম্বা মধু
স্বর্ণ তনু বে'য়ে তিতাইছে ক্ষিতি ;
রস শচীনন্দন রসের মুরতি !
নাচে শচীনন্দন কাঞ্চনের গিরি !
তালে তালে পদ দুটি কোকনদ
উঠি, লুটি, মৃদু কেলি করে ধীরি,
সে যুগলপদে ভকত সম্পদে,
বাজেরে নূপুর রুণু রুণু করি।
নাচে শচীনন্দন কাঞ্চনের গিরি।
নাচে শচীনন্দন নদীয়ার শশী।
কত রঙ্গভঙ্গ, গ'লে পড়ে অঙ্গ
ঝড়ে জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তি সুধা রাশি।
মঙ্গল নর্ত্তন, রসেতে মগন,
ভাবসিন্ধুনীরে স্নান করে পশি,
নাচে শচীনন্দন নদীয়ার শশী।

২২। কলি উদ্ধার।

চেয়ে দেখ গোরাপদে, রক্তপদে—কোকনদে,—
'দে সরসী সম্পদে, নামের তরঙ্গ নাদে,
ভয়াকুল পড়ি কাঁদে ভীম দুর্নিবার কলি।
কাঁদিছে ধরিয়া পদ, দুনয়নে বহে নদ,
শ্রীপদ পরাগে মাখি, পাদপদ্ম মধু চাখি,
লুটিছে যেমতি অলি।

ক্ষমা ভিক্ষা চাহে মুখে পদযুগ হেরে সুখে ;
লতি পদপরশন, কলির পবিত্র মন ;
দুষ্টের সুমতি হলো।
সত্ত্বের জন্মিল স্বত্ব, রজস্তমঃ মদমত্ত।
পলায়ে পলায়ে ফিরে, এই নাম যুগ তোরে,—
সত্যযুগ বুঝি এলো।

কলির উদ্ধার হলো, দুষ্ট কলি শিষ্ট হলো।
চেয়ে দেখ গোরাপদে, বিগলিত কেঁদে কেঁদে।
আকুল পরাণে লোটে, নাম মধুমাখা ঠোঁটে ;
ধন্য ধন্য কলি, গোরাপদ অলি।
জীবের মঙ্গল বটে !

২৩। দে'খে এনু।

দে'খে এনু সই
গঙ্গাজলে ভাস্‌তে এক অপরূপ চাঁদ ;
সে চাঁদে কলঙ্ক দুটি আঁখি।
পরাণে দেয়ল মাখি !
(লাগা) চকোর চকোরী পাখী।
সে ভাব কারে বা কই !
নয়ন তুলিয়া চা'নু গগনের পানে ;
না হেরিনু গগনেতে বিধু
এ নয় বিম্বিত বিধু !
বুঝিনু বুঝিনু সই,
জলে বুঝি ফোটে চাঁদ কমলের মত ;
মধু পায়ী মধুপের দল
বিধুর সুধাও পে'ল !
কেমনে বা সই
মনে হলো ঝাঁপ দিয়া ধরি সেই চাঁদে,
খেদায়ে দেই ভ্রমরের দল,
চাঁদেরে দংশিছে খল !
গঙ্গাজল দই,
ঘন সে নবনীচাঁদ তরঙ্গে চঞ্চল,
কে মথি তুলিল তারে বল !—
ক্ষীরোদ অবনীতল।
আমায় আমি যে নই,
বঙ্গে আসি গঙ্গা কিলো ছিল গর্ভবতী ?—
প্রসবিল মেঘমাখা শশী,
হৃদয়ে রহল পশি !

২৪। আমার ভয়।

আমার অন্তরে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা
নবনীত-ছানা কান্ত তনু খানা
গঙ্গায় মিশায়ে গেলে না লাগিবে যোড়া!
আমার অন্তরে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
কাঁচা সে কাঞ্চন তনুর বরণ
ধুঁয়া গেলে সে বরণ কোথা পাব মোরা!
আমার অন্তরে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
ডুব দিয়া হায়, দেশান্তরে যায়,
নদীয়ার ঘাটে মোরা হব পোড়া পোড়া!
তোরলো বৃথা সে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
যদি গঙ্গাজলে গৌর তনু গলে
এক ভেঙ্গে দুই তনু নেহারিব মোরা!
তোরলো বৃথা সে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
যদি গঙ্গা তোয়ে বর্ণ যায় ধুঁয়ে
ধরা প'ড়ে লজ্জা পাবে ব্রজের সে চোরা!
তোরলো বৃথা সে ভয়—
গঙ্গাজলে স্নান করে গোরা,
ডুব দিয়া এ'সে, ডুব দিয়া শেষে
যায় যাবে ক্ষতি নাই, ব্রজে ধড়া চূড়া!

২৫। সোণার গিরি।

গোরা সে সোণার গিরি! —
নয়ন নিঝর দুটি, প্রেমবারি বহে ছুটি,
যুগল সুবাহু দুটি কনকের চূড়া
কারে যেন ধর্ত্তে চায় ঊর্দ্ধ পানে খাড়া,
অধর পল্লব মাঝে রাঙাফুল জিভ রাজে
"কহু কহু কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গাহে জীয়ে মরা!
সে ভাবের আঁখি হেরি,
সে বিভোর দুটি আঁখি পান কৈল মোর আঁখি
পরাণে রহল আঁকি, ভুলিতে না পারি;
শুধুই নয়ন দুটি, রূপ নাহি হেরি;
খেদা'লেও নাহি যায়, প্রাণ নিয়া যেতে চায়,
রাখিতেও প্রাণে চায় বল গো কি করি?
গোরা কি পোড়া'তে এল ন'দে? —
নয়নে নয়ন প'ল অমনি তাহার ক'ল
দারুণ আগ্নেয় শৈল জ্বলিলরে হৃদে!
এদেশ ছাড়িবে সে অবলাকুল বধে।
সোনার সে তনুখানা, ভাবেবেরসামৃতে ছানা,
তথাপি বিষের বাণে পরাণে সে বিধে!
যায় যাবে পোড়া প্রাণ! —
গোরার তনুর রুচি পরম সুন্দর কচি
দুর্লভ অমিয়া শুচি, অগিনি সমান;
মাধুরীর এত জ্বালা, দিব তবু স্থান।
অন্তরে সেবিব তারে, চিত্তে আলিঙ্গিব ধ'রে
পরখিব এ জ্বালার আছে কি নির্ব্বাণ!

২৬। কারে জানি চায়।

কারে জানি প্রাণ মোর চায়!—
নয়নে সলিল ঝরে, প্রাণ জানি চায় কারে,
পিঞ্জিরার প্রাণপাখী উড়ে যে'তে চায়,
কে যেন দেখা দিয়ে তড়িতের প্রায়,
লুকাল'রে জাগরণ গায়!
স্বপন মায়ার কোলে নবীন ঊজার
চারু "ফটো" রূপ কিবা অপরূপ
জাগিয়া রহিল প্রাণে কায়াছায়া তার।
অগ্নিময়ী স্মৃতি নিভৃতে পোড়ায়,
কারে জানি প্রাণ মোর চায়!

চিনিয়া চিনিতে নারি, কিবা নাম কোথা বাড়ী,
ঝিকি মিকি দেখা দিয়ে চিনিতে না দিল ;
মায়ার অতীত বলি চৈতন্য উদিল
পরখিয়া ছায়
তারে যেন প্রাণ মোর চায় !
পটে চেয়ে রা পদ, টেনে লই কোকনদ,
হৃদয়ে ছোঁয়াই বলি প্রাণ নাহি যায় ;
নোচেৎ এদেহে আজ কে দেখিত তায় ?
শ্রীপদ পরশ লে'গে, আগুনে অমৃত যোগে
মোহ দেয় পরাণে ঢালিয়া,
বুঝিতে না পারি আছি বেঁচে কি মরিয়া !
শুন্যমাত্র আছে কায়, স্বরূপ জাগিয়া তায়
খুঁজে নিশিদিন প্রাণে মোর চায় ;
কে পারে করিতে চিন বিষ অমিয়ায় ?
হেন বস্তু হায় হায় ! —
তারে কেন প্রাণ মোর চায় ?

২৭। কদমতলে গোরা-শশী।

দে'খে এলেম কদমতলে ব'সে গোরাশশী ! —
ব'সে গোরাশশী, মুখে মৃদু হাসি,
চাঁদের গায়ে পুষ্পকলি অধর বিকাশি।
একাধারে সুধামধুরাশি !
কিন্তু সই মোর বলতে দুখে উঠে হাসি—
সুখ দুখ মাখা, মধু নয় ছাকা,
কদমতলে গোরাশশী, নিরজনে বসি,
অধরেও গলে সুধারাশি ;
কিন্তু লো সই, মধুর অধরে নাই বাঁশী !
সে সুধা বিফলে, ভূমে পড়ে গ'লে,
বাঁশী হ'লে মজাত অবলার কাণে পশি,—
কুলমান নাশি বাঁশী !
চূড়া নাই, ধড়া নাই, তবু ভালবাসি ;
কদম্বের মূলে গোরাশশী ঝলে
অধরে মুচকি হাসি, না ধরে সে বাঁশী,
ক্ষোভ গেল হৃদে পশি !
শুনলো সখি, অন্তর বুঝি গোরাশশী
ব্রজলীলা স্মরি দশাঙ্গুলে ঘুড়ি
অধরে ধরিয়া আহা, বাজাইল বাঁশী,
সখি, সুখে গেনু ভাসি !

২৮। গোরাচাঁদে দে'খে।

গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয় ?
ব্রজের এজন কে ? — ন'দে এল কি দুঃখে ?
কি অসুখে, কার দুঃখে, নেত্রে বারি বয় ? —
রস শচীনন্দন জয় জয় জয় !
গোরাচাঁদে দে'খে যেন ব্রজ মনে হয় ! —
ব্রজের কি ভাব নিয়ে, উপনীত এ নদীয়ে,
কিবা রোগে, কিবা শোকে, ধূলায় লোটায় ?
রস শচীনন্দন জয় জয় জয় !
গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয় ?—
ব্রজের মাধুর্য্য ভায়, কারে যেন পেতে চায়,
এই হাসে, এই কাঁদে—ভাবে মত্ত রয় !
রস শচীনন্দন জয় জয় জয়।
গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয় ?—
ব্রজের মঞ্জরী ভাবে,— মায়াতীত সে বৈভবে
উদাস ঢালিছে প্রাণে তপ্ত মধুময় !—
রস শচীনন্দন জয় জয় জয়।
গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ মনে হয় ?—
ব্রজের যুগলরূপ সদানন্দ রসকূপ
হৃদয়ে ফুটিয়া প্রেমে প্রাণ কাড়ি লয় !—
রস শচীনন্দন জয় জয় জয় !
গোরাচাঁদে দে'খে কেন ব্রজ ভাব হয় ?—
ব্রজের মাধুর্য্য সিন্ধু সারভূত সুধা ইন্দু

রাধাসীঁধু অঙ্গে মাখি হইলা উদয় !—
রস শচীনন্দন জয় জয় জয় ।

২৯। ভাব প্রকৃতি।

রাধাভাব অঙ্গে ভে'সে বর্ণ হয়েছে !—
সে যে পুরুষ-রতন গোরা নন্দের নন্দন
প্রকৃতির ভাব শুধু অঙ্গে মে'খেছে!
সখি ! দেখালো সে জন মোর পরাণ চেয়েছে ।
দে'খেছি দে'খেছি মনে জাগে যেন ক্ষণে ক্ষণে
সে যদি, এই হয়, ভাল সে'জেছে ।
তারে পেয়ে নদীয়া সে ব্রজে জিনেছে ।
ধন্ত মোরা ন'দে-নারী কৃষ্ণেরে রাধায় জাড়ি
দুহুতনু এক করি বিধি গ'ড়েছে ।
কালিন্দীর কাল হওয়া গৌরব গিয়েছে ;
তমালের কাল হ'য়ে সে গৌরব গিছে ধু'য়ে
কোকিল লুকায়ে ভক্তকণ্ঠে ব'সেছে ।
স্বর্ণ নীলমণির গৌরব লুটেছে ।

৩০। অষ্টদল।

মেঘ ভাজি গৌরভানু হৃদে উ'ঠেছে !—
অষ্টদল পদ্ম ফু'টেছে ।
ভেঙ্গেছে গুণ্ঠণ তার ছুটিছে মধুর ধার,
সখীরূপা জে'গে উ'ঠেছে ।
অপরূপ পদ্ম ফু'টেছে ।
ভ্রমরী হইয়া সখী পরাগেতে তনু মাখি
সুখে মধু পান করিছে ।
রক্তদল পদ্ম ফুটেছে ॥
পদ্মদীপ্তি গৌরদীপ্তি দুই মিলেছে,
রক্তপীতে মাখামাখি,
মধ্যে অলি থাকি থাকি
নৃত্যকেলি রসে চলেছে ।
হেলাপদ্ম সোনা হয়েছে ।
প্রাণ যেন কোন ফলে প্রাণ পেয়েছে ।
মেঘ ভাজি গৌর ভানু হৃদে উঠেছে ।
দীর্ঘ কে'লে কলি ফুটেছে ।
আলোক আনন্দময়, মনোস্পর্শ সুখময়,
শুধু মধুসুধামৃত মে'খেছে ।
মধুভরা পদ্ম ফুটেছে !
একি শশী সুধাসদ্ম— একি সরসীর পদ্ম !
তা নয় সে, ভুল হয়েছে,
হৃদিমধ্যে পদ্ম ফুটেছে ।
এ যে ক্ষীরোদ কমল, ভানু জিনি তার দল,
চন্দ্র বাটি তার মৃণাল হয়েছে ।
অমৃত ছাকিয়া মধু হয়েছে ।
গৌরভানু হৃদে উদেছে ।
অষ্টদল পদ্ম ফুটেছে ।
অষ্টসখী দলে খু'লেছে ।

৩১। রসরাজ মহাভাব।

ভাবিতে ভাবিতে গৌর উঠিল জাগিয়া ! —
দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি—অপরূপ গৌরচন্দ্রমূর্ত্তি,
হায় কি তামাসা গেল তা ফাটিয়া
ফাটিয়া রহিল কি ? —বাহিরিল কি ? —
একটি পুরাণ মূর্ত্তি—জলধর কাল মূর্ত্তি ;
অহো কি সকলি সে—শুধু বর্ণে ফাকী !
খোশার কি দশা হলো ? —খোশা রসময়ী ;
গলিয়া ধরল মূর্ত্তি—কনকবালার মূর্ত্তি—
নিজ কেলি স্মরি হাসিলা দুই ।
এমন যুগল রূপ ! —
চকিতে কনক মূর্ত্তি গিলিল সুনীল মূর্ত্তি
আবার নবীন সেই পুরুষ নিরখি !
স্বপন ভাঙ্গিতে গৌর থাকিল লুকিয়া ;
এমন স্বপন ভেঙ্গে কি ফল জাগিয়া ।

৩২। ভক্ত চূড়ামণি।

ভক্তচূড়ামণি হ'লা শিখি চূড়াধারী—
যিনি পূর্ণ ভগবান্!—
ভক্তি মে'খে গৌরতনু গোকুলের শ্যাম কানু
গোপী জন প্রাণ।
কালিন্দীর নীরে নে'য়ে কাল হ'য়ে ছিল;
গঙ্গানীরে ডুব দিয়ে গোরা হয়ে গেল।
আইয়া মোদের মাঝে অপরূপ ভক্ত সে'সাজে
নবভক্তি শিখাইলা নর্ত্তন কীর্ত্তন;
অশ্রুবারি ছলে দিলা ভক্তি রসধন।
নিজ কান্তি গালাইয়া রস নদে ভাসাইয়া
নিত্যানন্দ সনে ক'লা জীবের মঙ্গল;
মাতাইলা খু'লে অহো প্রেমের প'টল।
ঘনিষ্ট কুটুম্ব হ'য়ে আমার আমার কয়ে
নে'চে গেয়ে চিত্ত হরি লুকা'ল এখন!
কোথা গেলারে গোরা শচীর নন্দন!
কোথা প্রাণধন পদ্মার নন্দন!
হেন ধন ছে'ড়ে দিয়ে অন্ধকারে এ নদীয়ে
নয়ন মুদিয়ে কাঁদিয়ে মরে;
যে চাঁদ গিয়েছে সে কোল ছে'ড়ে!—
রে'খেছ হে লীলাচিহ্ন কবির অঙ্কিত;
তাইতো মঙ্গল নতু শোক না নিভিত।

৩৩। মাখিব পরাণ।

গোরা দিয়া মাখিব পরাণ!—
গোরাচাঁদ সুধা চন্দনের পঙ্কে
মাখিব তনু; মাখিব পরাণ!
প্রকৃতিরে বনাইব বিমল সরসী;
নেহালিব গোরাচাঁদে বিম্বিত সে অম্বুতে
লতায় লতায় পাতায় পাতায়;
ফুলে ফুলে দলে দলে রবি সুধাকর কোলে
ভূধর কন্দরে, সাগরের নীরে
দিবানিশি দিশি দিশি
তরঙ্গে তরঙ্গে,
দেখিব খেলিতে এক শ্রীগৌরাঙ্গ সখি
হেন দিন কবে হবে!—
নয়ন দর্পণে সতত ভাসিবে
গৌরাঙ্গ মুরতি বিদ্যুদ্রসদ্যুতি
শুধু নয় মুখে লোমকূপ কূপে
সুধামিয় ক্ষরে যার অপূর্ব্ব মুরতি তার
নেহালিব ভাগ্যে হেন দিন হবে!—
নতু কালীহইরা মরিয়া যাইবে।

৩৪। সখী প্রতি নদীয়া নাগরীর উক্তি।

মরম বুঝিয়া যা বলিলে সখী
তা বুঝি রসিকা (১) সখী।
"রাঙ্গা পা দুখানি" থাপিস মো বুকে
সুগন্ধি চন্দন মাখি॥
তুহু ধরি কাণে পুরে দিলি নাম
করিলি বিষের শুদ্ধি।
তোরা লো হামার বিপদ সম্বল
বিরহ ব্যাধির বৈদ্যি॥
তোদের হাতে সে বিহিত ঔষধ
জীয়া'তে পারিস্ মড়া।
তোদের রসনা রসচুর চুমি
সদা সুধানাম ঝরা॥
হউক শ্যাম নাম স্বতঃ স্বাদু মধুর
তব জীভ পরশ ধারা।
বেঁচে থাকি নামে সব বেঁচে যাহা
কি ফল যব গৌরহারা॥

(১) "রাঙ্গাপদ দুখানি" প্রণেতা শ্রীমান ভক্তকবি রসিকলালদে।

গৌর সুধানিধি যদি না মিলাও
কদিন রাখিবি জোরে।
বিরহ নিশার নিরাশা ভোরে
কমল কুমুদ ঝোরে॥

৩৫। নির্ব্বেদ।

অমিয়া ভাবিয়া সংসারে ঝাঁপিনু
সে যে শুধু বিষপারা গো।
যার লাগি কাঁদি, মো লাগি না কাঁদে
এ বিষে মরম পোড়া গো॥
অমিয়া গণ্ডুষে বিষবিন্দু যোগ
আপন জনার এ কায গো।
যহি মধু সুখ তঁহি সো নারাজ
আপন সুখের এ হাট গো॥
মরম সমঝি করম সাধিবে
হেন জন মিলা ভার গো।
হিত করি লাভ নিন্দা পরিবাদ,
পর আত্ম, আত্ম পর গো॥
এহি হেন মেলে তিষ্ঠা হল দায়
নির্ব্বেদ হিয়ে জাগলো গো।
দুনিয়া বাণিয়া বুঝিলাম সার
আপন বলিতে শুধু এক গো॥
মনে প্রাণে আন তেয়াগি এবার
সার করিনু গোরাপদ গো।
সংসার মাখালে আর না ভুলিব
ভখিব অমৃত ফল গো॥
স্বরগে না চাহি নরকে না ডরি
চাওয়া চাই কিছু নাই গো।
যা করেন গোরা যে ভাবে বা রাখে
তাই সে মোর মঙ্গল গো॥
তাঁর পদে প'ড়ে মরণহিভাল
সংসারে বাঁচন চেয়ে গো।

জীবন মরণ সমান ভেবেছি
আর কি এ পদ তেজি গো॥
নেত্রবারি দিয়া পাখালি চরণ
কহব মরম দুঃখ গো।
বুঝা সেহি জন নয়ন মুছাবে
শীতল হবে কালীহে'রা গো॥

৩৬। বাঞ্ছাসার।

এ মোর পরাণ ঘৃষিত চন্দন
ও পদে প্রলেপ মাখিব গো॥
এ মোর মনালি জপঝঙ্কারে
ও পদ পদ্মাসব পিয়িবে গো॥
এ মোর করযুগ, অঞ্জলি নাগচছত্র
শ্রীমস্তক'পরে রহিবে গো।
এ মোর কেশ পাশ, সুচারু চামর
শ্রীঅঙ্গ মৃদু মৃদু বাজিবে গো॥
এ মোর বাঁশ তনু ঙ্কা নোঙাইয়ে
শ্রীপদে নূপুর লাগিবে গো।
সখির এ দয়া সাগরে নিমজ্জি
কালীহর তারে সেবিবে গো॥

৩৭। শ্রীতুলসী।

বৃক্ষ বলে তোমা বক্ষঃ কাটে শুদ্ধি
পরতেক করি যা।
বৃক্ষ, তাও কল্প— কল্পে অনশ্বর
শাস্তরেও দেখি তা॥
যব চাহই ওই তুলসী পানে।
চিনময় চিন, কৃষ্ণ তনু ঝলক
পেখি কোমল লাবণে।
কতমা শীতল পরাণে বহে
সমুদ্র তরঙ্গ কেলি।

আনন্দে পুলক ফুল্লিত চিত্ত
"বৃক্ষ" এ ভুবি সে বেলি ॥
শ্রীতুলসী তনু শ্রীকৃষ্ণ নিকেত,
সঙ্কেতে প্রকট কহে।
তুলসী স্থাপন ভক্তিবীজসেক
শুচি রুচি বৈভব বহে ॥
মঞ্জরী শিখায়, জড়ি প্রাণ মন
ধরে উপহার ডালা।
কৃষ্ণপদ যুগে যোগ লভি রন্ত
হোক্ এ জীউ সফলা ॥
কৃষ্ণের ভোগান তুলসীর যোগে
বাসিত স্বাদু মাধুরী।
গোবিন্দে আনন্দ প্রসাদ মকরন্দ
ভোরা ভকত ভ্রমরী ॥
তুলসী সুগন্ধে গোবিন্দ প্রবেশ
ভক্ত নাসারন্ধ্র দিয়া।
পুলকাঙ্ক পঙ্ক ভূতেন্দ্রিয় প্রাণে
সুখহিঁ সাঁতারে হিয়া ॥
তুলসী কানন তরঙ্গ বৃন্দাবন
রাধাকান্ত লুকোকেলি।
লুকাই ধরয়ে মঞ্জরী জড়িত
কালীহর বাঞ্ছা ভেলি।

৩৮। শ্রীবংশী।

শ্যাম হে! আমি জানি বাঁশের বাঁশী
তাতো মিঠে নয়, হবে আথ-দণ্ড
গণ্ডে রসধারা রাশি ॥
তাই চুষি ভোর ছাড়িতে না পার,
মিঠার আঁঠায় লাগা।
অফুরন্ত রস— ভাণ্ড দণ্ডখানি
তোমা দিয়াছিল ক্যাগা?

নীলমণি চাঁদ অরুণ অধর,
একেতো সুধার কূপ।
তঁহি ইক্ষুযোগ সম্ভোগ সম্ভার,
অধর বেড়ি মধুপ ॥
এ রসের নাম, নাম "রাধা রাধা"
সাধ না পুরয় চাখি।
এ রস নামোৎস —————তব হিয়া খানি,
ভাসায় অধর আঁখি ॥
জয় শ্যামমুরলী রাধা রস আঁখু
রাধানাম পদ্ম মৃণালা।
শ্যাম বদন চাঁদ সরসী সঞ্জাত
সুধাসার মধু ঢালা ॥
বংশী 'দম' কল লাগায়ে মাধব
বিথারয়ে 'রাধা' মধু।
ব্রজ ঘর ঘর নিঝর সিনান
পাগলী ব্রজের বধু ॥
বংশীগুণ জানে রাধা।
বংশী বিনা ব্রজ লীলা অসম্ভব
রাধানুজ্ঞায় এ স্পরধা ॥
বনে বনে শ্যাম বাজান বাঁশরী
দুরহি অধর ধারা।
বাঞ্ছে কালীহর লেহি রেণু রেণু
ব্রজ পিপীলিকা কারা ॥

৩৯। শ্রীশ্রীরাধা—নবস্তোত্র।

দয়া কর গো—
জয় রাধে, জয় রাধে, জয় জয় রাধে,
জয় রাধে প্রেমসিন্ধু, যাতে কৃষ্ণ রস-ইন্দু
বিম্বিত তরঙ্গিত মনোসাধে ॥ ১
দয়া করগো—
জয় জয় জয় রাধে, তব প্রেমবৃক্ষে
কৃষ্ণচন্দ্রামৃত ফল ফ'লে করে ঝলমল
মন মুগ্ধ শিবব্রহ্ম দেবযক্ষে ॥ ২

দয়া করগো, জয় জয় রাধে !
তব প্রেমাকাশে ।
কৃষ্ণ পূর্ণ সুধাশশী রস কৌমুদীতে ভাসি
ভকত চকোর পানে করুণা প্রকাশে ॥ ৩

দয়া করগো, জয় রাধে !
তব প্রেম হেম কমলে,
মধুমত্ত কৃষ্ণ অলি রঙ্গে ভঙ্গে ঢলি ঢলি
গুন্ গুন্ গুঞ্জরে গুণ গীতিচ্ছলে ॥ ৪

দয়া করগো, জয় রাধে !
তব প্রেমামৃত মাখা 'রাধা' নামে
মজ্জিত শ্রীকৃষ্ণাধর অধরামৃত সঞ্চার
বংশীরন্ধ্রে, রন্ধ্রে, ঝরে অবিশ্রামে ॥ ৫

দয়া করগো, জয় রাধে
তব প্রেম হেম সুমেরু শৃঙ্গে !
কৃষ্ণ নীলকান্ত মণি অনন্ত প্রভার খনি
ঝলসিছে মাখি হেমদ্যুতি সঙ্গে ॥ ৬

দয়া করগো, জয় রাধে !
তব প্রেমহেম শশীর বক্ষে ।
সুধালুব্ধ কৃষ্ণ সতত সতৃষ্ণ
কলঙ্করূপে লাগি মাগিছে ভিক্ষে ॥ ৭

দয়া করগো, জয় জয় রাধে !
তব উপেক্ষিত যবে,
ভেঙ্গে শ্যাম রাসস্থলী বসে বনে সে কাঙ্গালী
প্রাণ দিতে গেল রাধাকুণ্ডে ডু'বে ॥ ৮

দয়াময়ি জয় রাধে !
তোমার শ্যাম তোমার হলো,—
চূড়াটি বেণীতে বাঁধা পীত নীলপট বাঁধা
রাধাকৃষ্ণ আধা আধা—রূপের আলো ॥ ৯

৪০। রে নয়ন !

"বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান"
কমল খচিত চন্দ্রখানি ।
চিকুর জলদ তলে অলকা তিলকা খেলে
অর্পিত চাঁদে বিজলী ছানি ॥

হাসির অমৃত জ্যোতিঃ মধুর মধুর অতি
সুমধুর মাখিয়া সে শশী ।
অকলঙ্ক সুবঙ্কিম মদনধনু ভঙ্গিম
আছে লাগি সে চাঁদে পশি ॥

হেন কৃষ্ণচন্দ্রানন দেখিলিনা রে নয়ন
কিবা ফল তোর এ জনমে ।
অন্ধ থাকা ছিল ভাল বেড়িতনা পাপজাল
আপনে ডুবি ডুবালি অধমে ॥

দেখিবার বস্তু যাহা দেখিলি না তুই তাহা
অমৃতের খনি যে বয়ান ।
মাটি চাড়া দে'খে রুচি ত্যজিলিনা জন্মাশুচি
মণি নয়, তোর মরুস্থান ॥

কি ফল স্বচ্ছতা দিয়া দিব্যতত্ত্বে না মাজিয়া
না ধরিয়া কৃষ্ণমুখবিম্ব ।
মুখবিম্ব সুধাজলে পুণ্যস্নান না করিলে
খ'সে যাক্ পাথরের ডিম্ব ॥

কোমল কমল মুখ ক্ষ'রে যায় সর্ব্বসুখ
আনন্দ, মধুর স্রাব সদা ।
সে সীধু পান না করি নিম্বরসে পেট ভরি
তুচ্ছ রসে হলি তুই ছাঁদা ॥

কবে যাবে এ স্বভাব হবে তোর জলস্রাব
শ্যামের বদন চাঁদ দেখি ।
পাখালিবি ধারা ঢালি তপত হৃদয় স্থলী
হইবে বড় শীতল সুখী ॥

কালীহর দাসে ভণে কাতর দোহাই মে'নে
দে'খে লও সে সুন্দর চাঁদ ।
যার সে আলোক সুধা, — পুরাইবে সর্ব্বক্ষুধা—
আকর্ষিতে অলৌকিক ফাঁদ ॥

৪১। রে শ্রবণ!

"কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী"—
চারু চন্দ্রানন-সুধাধারা।
পিকধ্বনি লাগে কিসে মেঘমন্দ্র গণি বিষে
গোপীজন প্রাণ মনোহরী॥
সুস্বর পীযুষ স্রোত বর্ণসর-অনুস্যূত
ভাবের শর্করা তাহে গুড়া।
সুমধুর শিখরিণী প্রাণ রসায়ন বাণী
বাণীর সমাজে যাহা চূড়া॥
বচন অমৃতধারা অধর অমৃতে বাড়া
পুন তায় হাসির মাধুরী।
রে শ্রবণ! হেন বাণী ত্রিগুণ অমৃত খনি
শুনিলি না, কি দুর্ভাগ্য মরি॥
বধির হইতে যদি, না জুটিত এত বাদী
ঝালাপালা করিত না বিষে।
যা শুনিতে জনমিলি না শুনি কেমন হলি
সার ছাড়ি অসারেতে দিশে॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী কারুণ্য অমৃতে ছানি
রসপূর প্রাণের আরাম।
প্রবাল অধর তটে তরঙ্গে যা নাচি উঠে
বিধুরও বাঞ্ছিত সুধাধাম॥
কুহর গহ্বর তোর অমৃত নির্ঝর ভোর
না হলো হইল খলিভরা।
শব্দের অদ্ভুত ব্যূহ জড়িত কুটিল দেহ
পাইলিনা সে সুধার সাড়া॥
তোর রে যে নৈপুণ্য সব হলো অধন্য
কৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধ বিনে।
রসে না হয়ে, হায় ডুবাল নীরসতায়
অধমও মজিল তোর সনে॥
কুরুচির দলে মিশে আচ্ছন্ন বিকারবিষে
কাব্যরসে হইলি বঞ্চিত।
কাব্যামৃত সারবাণী প্রেমামৃত সঞ্চারিণী
না হইলি সে রসে সিঞ্চিত॥
কালীহর দাসে বলে শ্রুতিদ্বয় গেল বিফলে
বুঝা'লে কাণেরে বুঝে না সে।
কৃষ্ণচন্দ্র দয়া বিনে বুঝালে বুঝিবে কেনে
ভাগ্যবানের সকলি বশে॥

৪২। রে নাসা!

"মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ তোর নাই সে সম্বন্ধ
নাসা তুই ভস্ত্রার সমান॥"—
কৃষ্ণতনু নীলপদ্ম পরম সুগন্ধ সদ্ম
পুন যায় মৃগমদযোগ।
তবু হয় কি তুলনা? জগতে তা মিলে না,
সে গন্ধের হলোনা সম্ভোগ॥
করপদ সুকোমল নেত্রযুগ নীলোৎপল
কমলে কমলে যা গড়া।
এত কমলের গন্ধ যে গন্ধের সম্বন্ধ
মুখচন্দ্র সুধাকর্পূরা॥
তাতে পুন বনমালা দন্তে দন্তে কুন্দমালা
সুগন্ধের অদ্ভুত মিলন।
মরি মরি তার সঙ্গে তুলসীর মালা রঙ্গে
যার গন্ধে সমীর মগন॥
হেন রসোজ্জ্বল গন্ধ লভিলি না হ'য়ে অন্ধ
বন্ধ সদা রহিলিরে কেঁদে।
সংসারের পূতিগন্ধে কুহক গোলাপ গন্ধে
মরিতে হইবে শেষে খেদে॥
দীর্ঘশ্বাসে দগ্ধ হলি তবুও না সার শিখিলি
শীতলিতে ইচ্ছা যদি থাকে।
কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লহ পরাণ কোটরে বহ
সুখী হব তোর সুখে সুখে॥

৪৩। রে রসনা !

" কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥ "
তাই বলি রসনারে গাও।
কৃষ্ণলীলা চরিত স্বাদুনাম সুধামৃত
অমৃতের তরঙ্গেতে ভাও॥
পরনিন্দা কুকথায় হারা'ওনা সে সুধায়
সংযমের পুণ্যব্রত ফলে।
চতুর্ব্বিধ রসাস্বাদে নিবৃত্ত গুরুপ্রসাদে
গাও জপ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে॥
কৃষ্ণনাম মন্দাকিনী প্রেমবারি প্রবাহিনী
পুলকাশ্রু স্বেদাদি তরঙ্গ।
কৃষ্ণলীলা চরিত পীযূষরস পূরিত
সিন্ধু যেন গুণরত্ন সঙ্গ॥
সে রসে বঞ্চিত হ'লে রসনা তোমা কে বলে ?
জপরে মধুর হরিনাম।
আত্মরস কৃষ্ণ রসে মিলায়ে প্রাণ আবেশে
গাও সদা হরেকৃষ্ণ রাম॥
ধন্য হওগো রসনা, পুরাও মোর বাসনা
কালীহৈরা দুষ্ট মাগে ভিক্ষা।
নামের মাহাত্ম্য বড়, কৃষ্ণ গুণ রসসার
নিতাইগৌর চাঁদের শিক্ষা॥

৪৪। রে অঙ্গ (স্পর্শেন্দ্রিয়) !

"কৃষ্ণকর পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।"
দূরে থাকি যার রশ্মি সর্ব্বাঙ্গ শীতল স্পর্শি
তারস্পর্শ কিবা সুখধনি॥
সে চন্দ্রের এক কোটি শীতল কি তত ফুটি
যতটুকু কৃষ্ণ করপদ।
মৃণালে চন্দন মাখি উষার অনিলে রাখি
তবু তার বহুদূরে পদ॥
তুলনায় বুঝাবার পরশ হইলে যার
সে সবে আগুন হেন মানি।
যার হেন, ধন্য তারে বিম্বিত গণ্ড মুকুরে
কৃষ্ণকর পদ্মদল মণি॥
এত বড় আশা করা বামনের চাঁদ ধরা
শুধু চাহি ওপদ পরশ॥
যে পদ মধুর পারা গুপ্ত প্রেমানন্দ ভরা
শ্রীগনিতে পরম পরশ॥
রে কর, কি কর বসি শীতল পদ পরশি
সফল (১) সেবি সে পদ।
মাজিয়া নয়ন জলে পাখালতা কুতূহলে
পিয় সজল রজঃ সম্পদ॥
রে মস্তক, কিবা কর রাঙ্গাপদে ফে'লে ধর
সর্ব্বঅঙ্গ হবে মধুময়।
রে বক্ষ, ধর শ্রীপদে অশ্রুস্বেদ গদ্ গদে
আর কি প্রাণের জ্বালা রয়॥
কালীহর দাসে ভণে কৃষ্ণের পরশ বিনে
বিরহ যে গণি ততক্ষণে।
শুনা চেয়ে দেখা বড় তা হৈতে পরশ বড়
পরশে রসের উদ্দীপন॥

৪৫। পরম প্রার্থনা।

আর কোন চাহিনা হে নাথ,
এ ভিক্ষা চরণে মাগি।
মোর প্রাণ চন্দন মন তুলসী
পাদপদ্মে রহুঁ লাগি॥

১। সফল হও।

মোর হৃদয় হোক কদমতলা
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াও হরি।
নয়ন ভ'রে দে'খে লই শ্যাম
তব ও রূপ মাধুরী॥
মোর অশ্রু হোক শ্রীযমুনা
পাখালি চরণ দুটি।
পুলক পুষ্পমালা উপহার
গাঁথি দেই পরিপাটি॥
মোর শ্রুতি হোক্ কুলবধূ
শুনে মজুক বংশীধ্বনি।
আকুল প্রাণে কুল তেজিয়া
"বেরমু" মুখের বাণী॥
মোর দেহ হোক্ ব্রজের ধূলি
পদাঙ্কে আঙ্কত থাকি॥
মোর মরম হোক্ রাসস্থলী
কেলি রঙ্গ সদা দেখি॥
মোর নয়ন হোক্ রূপ মঞ্জরী
ওরূপে মজিয়া রহি।
কাম হোক্ অনঙ্গমঞ্জরী—
কৃষ্ণ লাগি সদা দহি॥
মোর নাসা হোক্ কস্তুরিকা
মৃগমদ গন্ধে মাতা।
মোর কণ্ঠ হোক্ মঞ্জুনালী
গাহি কৃষ্ণগুণ গাথা॥
মোর রসনা হোক্ রসমঞ্জরী
আস্বাদিতে নামামিয়।
মোর মতি হোক্ রতিমঞ্জরী
মধুর পিরিতি প্রিয়॥

৪৬। শ্যাম পাখী।

শ্যাম পাখী!
তোরে কে শিখা'ল রাধানাম?
কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ি
গেয়ে গেয়ে কি তোর আরাম!
কে শিখা'ল তোরে হেন মন্ত্র বুলি
কণ্ঠযন্ত্রে দিল পুরি।
সুকণ্ঠ ক্ষীরোদে অমৃত সম্ভার
রসের তরঙ্গ জড়ি॥
কিবা কণ্ঠস্বরঃ ফুটন্ত কমলে
"রাধা রাধা" মধুধারা।
কিবা কণ্ঠস্বর অমিয় লহরী
মধু নির্ঝর ঝরা॥
কিবা কণ্ঠগুহা নন্দন ফুলমধু
বহি মন্দাকিনী ছুটে।
রাধা রাধা রাধা ধারা ধারা ধারা
প্রাণ কোলে কূলে লোটে॥
চাঁদ ফাঁদ পাতি অই সুধা দিয়া
নাম করে সুধাকর।
কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে পত্র ফুল ফলে
চুমে সমীর তস্কর॥
একে কণ্ঠস্বর স্মর জয় হয়
তাথে রাধানাম যোগ।
এ গীত শ্রবন তনু তব নব
নব অপূরব ভোগ॥
অইরে সঙ্গীত ধারার চুম্বনে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে ফুল।
অলি ঝুলী মত্ত মুখর প্রখর
ফুল ফুলে কুল্ কুল॥
পল্লব মঞ্জরী রসে ডগমগি
উঁকি মারে তরু কোলে।
হাটিতে বল্লবী শাটী আলু থালু
হিল্লোলে বল্লরী দোলে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি ধরি চারু ভঙ্গী
উছলিছে গাভী কুল।
রাধা নাম স্ফুটি পুষ্টি তুষ্টি কণাগ
সকল পুলকাকুল॥

রাধা নামামৃত প্রাণ বরজ জুড়ে
চিদানন্দ তরঙ্গ খেলে।
স্থাবর জঙ্গম শুক্তি দলে দলে
প্রেম মুক্তাফল ফলে॥
শ্যামপাখী. তোর পড়া রাধা নাম,—
সাধা সুধা রাধা নাম।
কে শিখা'ল তোরে কিবা সুখে পেয়ে
মাতোয়ারা অবিরাম॥
ওরে শ্যামপাখী! রাধা নাম সুধা
অক্ষয় উৎসটী তুই।
এত ঢালি ঢালি ফুরা অফুরন্ত
তাই সে তোরে পুছই॥
"রাধা" দু আখড়ে এত কি মহিমা,
এতই মাধুরী পারা।
কিবা শুধু তোর কণ্ঠগুণারোপ
কর তা ভণি প্রচারা॥
যদি কণ্ঠ গুণ তবে কেন তোরা
"রাধা রাধা" নাম গানা।
শ্যাম পাখী তুই কাল নীরদ জনু
"রাধা রাধা" গরজনা॥
রাধা নামামিয় পীযূষ বারি
বরষণ বরজ ভরি।
ডাক শ্যাম পাখী কোন কুঞ্জে কভু
এই-অই-গাই চরি॥
মুরলী সুচঞ্চু উদগারিত নাম
কল লহর বিথারি।
পরাণে মিশিয়া বিষামৃত জারা
জরয়ে পুরুখ নারী॥—
কিবা রাধা নাম অমিয়া মাধুরী
নিরমল রসায়ন।
তুমি শ্যাম পাখী গৌর হ'য়ে গেলে
রাধারস নিমগণ॥
ক্ব কথা আগে ওরে শ্যাম পাখী
জগত মাতা'নে নাম।
গাও "রাধা রাধা" পরাণ পিঞ্জরে,
কালীহের প্রানারাম॥

৪৭। দুঃখ বল কারে?

দুঃখ বল কারে,—আকাশের মেঘ
সুখের বিজলী কোলে থাকে।
দুঃখ বল কারে,—অগি'নির শিখা
সুখের জোছনা দিয়া মাখে॥
দুঃখ বল কারে,—সিন্ধুর তরঙ্গ
সুখের রতন রাজী কোলে।
দুঃখ বল কারে—গুহার তিমির
সুখের মাণিক কত জ্বলে।
দুঃখ বল কারে,—বনের কণ্টক
সুখের কুসুম দাম হাসে।
দুঃখ বল কারে—ব্যাল সমাজ
সুখচারু চন্দন নিবাসে॥
দুঃখ বল কারে,—আঁধার রজনী
সুখের তারকারাজী ফোটে।
দুঃখ বল কারে,—কঠোর তিয়াগ
সুখের বৈরাগ্য নিধি লোটে॥
দুঃখ শিরোমণি'—শ্যাম বিরহ—
আশীবিষ বিষবহ্নি যোগ।
সখীক কৃপায়,— দুঃখী কালীহরে
কবে উপজিবে হেন রোগ॥

৪৮। দুঃখের মহিমা।

দুঃখে মোরে বানায়েছে ঘোড়া।
নিরত সে পিঠে বেত্রাঘাতে পিট
সতত থাকয়ে চড়া॥
পিঠে এ যাতনা বুকেতে সান্ত্বনা
ভক্তগণ আলিঙ্গন।
তদুপর গৌর— চাঁদ-চাঁদ মুখ
চারু অধর চুম্বন॥
এই আনন্দের মধুর আলোকে
ভুলে যাই সব দুঃখ।
দুঃখ-মূলধনে বানিজ্য করিলে
অন্তে লাভ হয় সুখ॥
ইহা সার বুঝি নাচি কত রঙ্গে
ভক্তী ধরি মুক্তি ঘোড়া।
কদমে কদমে দমে দমে দমে
জপি গাহি নাম "গৌরা"॥

৪৯। দুঃখের রাজা।

এ দুঃখ, ও দুঃখ, কেউ নয় দুঃখ
এ দুঃখে কি করে সই।
দুঃখের যে রাজা তাঁর আশা পথে
সব দুঃখ সুখে সই॥
কৃষ্ণের বিরহে রহে যার প্রাণ
মরিয়া বাঁচিয়া থাকে।
"হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বুকে মুখে সদা
জ্বালায় জ্বলিয়া ডাকে॥
সে জানে দুঃখের প্রকৃত মরম
আগুনে অমৃত পায়।
দুঃখ যজ্ঞাগুনে বাসনা আহুতি
সুধা চরু উঠে তায়॥
সে চরু খাইলে গর্ভে পশে রাম
প্রেমানন্দ সুখ বল।
দুঃখ নাগবেড়া সুখ-পদ্ম নিধি
দুঃখ বৃক্ষে সুখ-ফল॥
দুঃখের সমাজে নিরংটি রাজা
নির্মল সুখের গোড়া।
সে দুঃখে ভজিব কালীহরে আশা
পুরাও আশা মো গৌরা॥

৫০। নিতাই ছাড়া দেশ।

যে দেশে নাই নিতাই সে দেশে পড়ুক ছাই
সে দেশ ছাড়িলে হয় ভাল।
যে দেশে উঠে চাঁদ আঁধ না রয় সে দেশে
সর্ব্বত্র ভরিয়া যায় আল॥
যে দেশে না বলে নিতাই সে দেশে থাকিতে নাই
মড়া গণি সে দেশের লোক।
যে দেশে নাই গৌর কথা ঘুচে না সে দেশে ব্যথা
লোক যারা পাঁশে হয়ে পোক॥
যে দেশে নাচে না গৌর নিতাই নিয়া সুখভোর
সে দেশের আঁধার ভূতের বাসা।
যে দেশে বাজে খোল করতাল, সেই দেশ ভাই লাগে ভাল,
গলাগলি নাচে বামনচাষা॥
যে দেশে নাই হরিনাম, রাজ্‌কা পে'য়ে মত্ত কাম,
রসাতলে যাউক সেই দেশ।
অই যে আমার নিতাই এল, ভক্ত সঙ্গে গৌর এল,
দগ্ধ কলির সোনার বেশ॥

ব্রজমণ্ডল।

(সখ্যমধুর)

(ক) মধুর শ্রীবৃন্দাবনে গোপসুতবৃন্দ সনে
বেণু করে ধেনু রাখে হরি।
চপল চঞ্চল মূর্ত্তি, সহজ কুটুম্ব স্ফূর্ত্তি,
আর্ত্তি ব্যাপ্তী আনন্দেতে ভরি॥
"তুই তুই" সম্বোধন, বুকমাথা আলিঙ্গন,
কাঁধে চড়া, পদে ধরা, খেলা।
উচ্ছিষ্টে পিরিতি ভারী সদা করে কাড়াকাড়ি
নৃত্য গীত হাসি কান্না মেলা॥
বনমালা বিনিময়, পুষ্পরত্ন অতঃময়,
সাজাইয়া সাজে প্রেমসুখে।
অনুপম সখ্যব্রত সমপ্রাণ সখা যত
এক বৃন্তে ফুলবৃন্দ থাকে॥

(খ) একদা মুকুন্দ ব্রজেন্দ্রে সুত
কমলজ আঁখি বনভোজ লাগি
উষা সমাগমে উঠে ত্বরিত॥

জাগায়ে ব্রজের বালকবৃন্দ
শিঙ্গা বাজাইয়া সঙ্গে বৎস নিয়া
সানন্দ অন্তরে চলে গোবিন্দ॥

সহস্র সহস্র বৎস সংহতি
করে শিঙ্গাবেণু অনুসরি কানু
সহস্র শিশু চলে দ্রুতগতি॥

কৃষ্ণ বেণু মুখে মিলায়ে ধেনু
রাখাল সকলে বাল্য কেলিচ্ছলে
করিছে বিহার বাজায়ে বেণু॥

মণি কাঞ্চন মুকুতা ভূষণ—
অলঙ্কৃতবপুঃ, বনফুল তবু
তুলি পরে যত গোপালগণ॥

ভৃঙ্গ সনে রঙ্গ করিছে কেহ,
ঝঙ্কারি মধুর, গুন্ গুন্ স্বর,
অধরে তুলি, পুলকিত দেহ॥

ভাবেতে বিভোর মধুপচয়—
গোবিন্দ-লোলুপ খেলে যত গোপ
নন্দসূনু সনে লভি অন্বয়॥

যে নন্দসুত জীবের নন্দন,
মায়িকের পক্ষে থাকিয়া অলক্ষ্যে
প্রতীত শুধু সামান্য সে জন॥

জিতাত্ম যোগী জনমে জনমে,
কায়-সুখে ঠেলি, যার পদধূলি
না লভি নীরবে জ্বলে মরমে॥

হেন ভগবান্ যাদের সহ
নিত্য কোলাকোলি নানা রঙ্গ কেলি
করেন ব্রজে সুখে অহরহ॥

তাদের সমান ভাগ্যবান্ কে
জনম-সুকৃত নির্ম্মল-চরিত
ভকত-অগ্রণী আছে ত্রিলোকে?

(গ) অর্জ্জুন, উদ্ধব কাল, পরশিয়া কৃষ্ণ কাল,
হায়রে কৃষ্ণ পরশ মণি!
উদ্ধবে দেখিয়া ব্রজে গোপ গোপী হর্ষে মজে
কৃষ্ণ জ্ঞানে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি॥
সাক্ষাৎ প্রেমেতে সখ্য, সরূপতা-ফল মুখ্য,
বাল্য ভাব সে প্রেমের প্রাণ।
লক্ষ্মণ বুঝেনা মর্ম্ম, চণ্ডালের হেন কর্ম্ম,
সখ্যে তার এত হলো মান!—

(ঘ) প্রকৃতি-সরসী-কোলে উষাপদ্ম ফুটি নালে
মুখে দীপ্তি অম্বর পূরিত।
মধু মত্ত অলি উড়ে পাখিকুল কলস্বরে
ঘরে ঘরে সুষমা বিম্বিত॥
ঊষা-কমলের দল পরশিল মিত্রদল
পলাই বলাই-নিদ্রা জাগি।
সজ্জা ক'রে শিঙ্গা-করে ডাকিল অধরে ধ'রে,
কিবা ক'ল তানে অনুরাগী॥
মধু চক্রে যেন হানা, কেবা কারে দেয় মানা
দলে মিশে গোপ শিশু দল।
"কৃষ্ণ" ধ্বনি, "হম্বারব" নাচিয়া উঠিল শব,
কলরব উঠে নভস্তল॥
ব্রজাকাশে গ্রহতারা, দীপ্তহাসি দীপ্তিহারা
যতক্ষণ না উদিল চাঁদ।
যূথপতি রাম ব্যথী, বাজা'লা তুমুল, মথি
শব্দার্ণব, কষিবারে ফাঁদ॥
শিঙ্গা কৈল প্রাণে কিবা ত্বরায় বিদায় দিবা"
আর কিবা ক'ল তাই শুনি।—

"প্রাণে ভালবাসি, তাই নিতি আসি
ডাকিতে ডাকিতে খুন।
তবু তুই ঘুমে বেলা হলো ক্রমে
এত কি খেয়েছি নুন?
তোর যেমন মা মোদেরও সে মা
সাজায়ে পাঠায় গোঠে।
তুই মাতৃকোলে সোহাগেতে গ'লে
এখনো ঘুমের মিঠে॥
তোরে ছেড়ে যে'তে নাহি লয় চিতে
তাতেই গুমান ভারী।
কি মোহিনী তোর প্রাণ মন ভোর
না দে'খে থাকিতে নারি॥
আইলে যামিনী বড় দুঃখ মানি
বন্ধনে থাকি সে ঘরে।
পোহাল কি নিশি, স্বপ্নে কাঁদি হাসি,
গোষ্ঠ আসে তন্দ্রা চিরে॥

এত সহি ভাই, তবু তোর ঠাঁই
না পাই দয়ার লেশ।
ক্ষণে বোধ কল্প ত্বরা তেজি তল্প,
আয়রে রচিয়া বেশ॥
চল গোদোহনে, বল, তোরে বিনে
কেমনে যাইব গোঠে!
তুই ধন, মান, রাখালের প্রাণ,
মোদের সর্ব্বস্ব বটে॥
নয়নের মণি ফেলিয়া কখনি
চলিতে পারেনা কেহ।
ছাড়িয়া জীবন কেহও কখন
রাখিতে পারে না দেহ॥
কেন ভালবাসি, বিচারে না আসি,
স্বভাব ছাড়িতে নারি।
ম্রিয়মান হ'য়ে তোর পথ চে'য়ে
অই ধেনু সারি সারি॥
না বাজিলে বেণু এই যত ধেনু
অধর চুম্বিত তোর।
না ফেলিবে পাও না চাটিবে গাও
দুঃখের রবেনা ওর॥
তুই বটে কায়া, মোরা তোর ছায়া,
সদা সুখী তোর সুখে।
অপরাধী যদি ক্ষম নিরবধি
সেতো অলঙ্কার লেখে॥
কত মারি, ধরি, কত কাঁদে চড়ি,
তুইতো তাতেই সুখী।
সেইতো সাহস, অঙ্গের পরশ,
অমৃত নিঙ্গাড়ি লই।
আর পদে পদে বিপদে বিপদে
রক্ষা করেছিলি তুই॥
রাখাল রতন!— সখা প্রাণ ধন!
কতই অন্তরে লয়!
তোরে পাছে ফে'লে পদ নাহি চলে
কি জানি, কি ঘটে, ভয়!—"

শুনিয়া সে ধ্বনি ব্রজশিশুমণি
উঠিয়া বসিল ত্বরা।
মাতা যশোমতী অগত্যা সম্প্রতি
পরাইলা ধড়া চূড়া॥

(বাৎসল্য মধুর)

(ক) চুরি ক'রে দই খাও বাঁধিব তোমারে ;—
শুনিয়া মাতার বাণী কহে কৃষ্ণ নীলমণি
বাঁধা দিয়া আছি যবে জন্ম নিছি ঘরে ;
আর সে বন্ধন যেই যবে ডাক "মা মা" ক'রে।
তোমাকে করেছি মা, এ বাঁধার কি সীমা !
আরো যদি বাঁধিবে গো যাব আমি দূরে।
তোমার বন্ধন কথা স্মরি জীব পাবে ব্যথা
বাৎসল্যে ডুবিয়া তারা হেরিবে আমারে।
যশোদা-নন্দন বাণী শুনিয়া যশোদা রাণী
চুম্বিয়া কপোল পুটে তু'লে নিলা ক্রোড়ে ;
কহিতে লাগিলা সুতে বাহুলতে জড়ে,—
এই হের মোর কানু, তোমার কোমল তনু
বাঁধিয়া রাখিনু কোলে নাহ দিব ছে'ড়ে,
কি কাজ যেয়েরে বাছা তোর ঘরে ঘরে !
নিজ ঘরে ননী আছে, যত ইচ্ছা খাও বে'ছে
নিতি নিতি চুরি কর কেন পরঘরে ?
চাঁদ মুখে তবে হাসি, কহে নন্দ-হৃদি শশী
পর বা আপন জ্ঞান না লাগে অন্তরে,
নিজবস্তু ননী খাই পাই যেই ঘরে।
শুনিয়া জ্ঞানের কথা বিস্মিতা হইলা মাতা
এত জ্ঞান কেবা কোথা কবে দিল এরে ;
ভাবিয়া জননী ভাসে আনন্দ সাগরে।
ধন্যা রাণী যশোমতী শ্রীনন্দ ঘরনী সতী
পুত্র পা'লা ভাগ্যবতী গোবিন্দ চাঁদেরে ;
কি আর সাধন সিদ্ধে লাগে দেহান্তরে !

গোপালের ধূলখেলা শুনিয়া যশোদা গেলা
(খ) "ষাট্ ষাট্ বাছা" বলি ঝারিয়া অঞ্চলে,
কপোলে চুম্বন করি তুলি নিলা কোলে।
হেমে বাঁধে নীললতা, নীলধনে হেমলতা,
পূর্ব্ব বন্ধন, অহো, কভু নাহি টলে ;
"কেন বাপু ধূল মাখ," মাতায় শুধালে ;—
কমল নয়নে চেয়ে মধুর আধ হাসিয়ে
বলে বলে কানু. কিন্তু কিছু নাহি বলে.
স্তন টানে বামকর পদ্মদলাঙ্গুলে।
স্তনেতে অধর মাখি রসালে কোকিল পাখী
পিয়ে পয়ঃ প্রিয়সুত আনন্দের সার,
সাগরের কাল জলে পশে গঙ্গাধার !
রসাল মুকুল পেয়ে, স্বরের মাধুর্য্য লয়ে
কহিলা মধুর কণ্ঠে ব্রজের কোকিল,
আধ আধ তরঙ্গিত সুবাণী ছুটিল ;—
"মাটি মাখি, মাটি খাই, মাখন যদি না পাই
কেন এত দুঃখ তাই কর গো জননি !"—
বাণী শুনি জননীর ফাটিল পরাণি।
"আয়, বাছা নীলমণি, যত ইচ্ছা দিব ননী,
কত তুমি খেতে পার দেখিব বসিয়া ;"
ঘরে নিয়া গেলা মাতা এতেক কহিয়া।
কৃষ্ণ শশী বসি বসি ননী খান হাসি হাসি
হাত ভরি রাশি রাশি যোগায় জননী ;
চারি দিক ঘেরে যত পাড়ার গৃহিনী।
গোবিন্দে আনন্দ বাড়ে, গোপীবৃন্দে মোহ ধরে,
কৃষ্ণের ভোজন হেরি বিস্ময় সবার,
ঘরে ঘরে মাগে মাতা ননী বার বার।
গোকুলে ফুরাল ননী, আকুল সে নন্দরাণী
হাত পাতি ডাকে কৃষ্ণ "ননীদে ননীদে" ;
উথলিল ভাবসিন্ধু যশোদার হৃদে।
দৌড়াদৌড়ি করে সবে আর ননী কোথা পাবে,
কাতরে সবাই কহে "ক্ষান্ত হও বাছা !"—
জননী বুঝিলা বাক্য তনয়ের সাচা।
তনয় মানুষ নয়, বু'ঝেও তা ভুল হয়,

গদ্‌গদচিত্তে সুতে তুলি নিলা কোলে,
স্তন দুগ্ধ মিশাইলা নয়নের জলে।
কোমল পরশে মাতা হ'লা অতি বিগলিতা
কেঁদে কেঁদে গোপীগণে কহিলা বচন,—
"চুরি ক'রে ননী খায় বুঝিলে এখন।"
বিশ্ব যার পেটে ধরে, সে পেট ভরিতে পারে,
এমন আছে কি কেহ ভাগ্যশালী জন?
ভক্তির কণিকা দিয়া তার সন্তর্পণ!

(গ) রতনের থালে, রতন পেয়ালে,
কালিন্দীর জলে বিধৌত যাহা।
মাতা যশোমতী সাধিলা আরতি
নানা দ্রব্য পাঁতি ভরিয়া তাহা॥
মনের আনন্দে বসা'য়া গোবিন্দে
নিয়ে গোপীবৃন্দে লাগালা ভোগ।
মধুর কদলী ক্ষীর ননী পুলী
রসের পুঁটলী তুলসী যোগ॥
বিধু সম পুরী সুধারস পূরী
সুগন্ধি খিচুরী কর্পূর রস।
কমলার মধু শর্করা সুস্বাদু।
ভরা যাতে সীধু আম্র পণস॥
দধি দুগ্ধ ছানা চিনি দিয়া ছানা
দিবা মিশ্রীপানা অম্বুর রসে।
সন্দেশ কোমল ছানায় তরল
লাড়ু লুচি দল পায়সে বসে॥—
হাসিয়া চাহিয়া নাচিয়া হেলিয়া
তাধিয়া তাধিয়া ভখেন হরি।

(কান্ত-মধুর)

(ক) যা শুনিনু, তা দেখনু কদম্বের তলে!
কি খেলা কিছু না বুঝি, হারায়ে আবার খুঁজি
মাঝে মাঝে কিবা শুনি কিবা বোল বোলে!

যা করিতে করেছ তা ব্রজের মাধব;
ব্রজের কোণায় পড়ে— নয়ন কেনই ঝোরে?
মিটেছে সকল সাধ।— এক সেবা তব!

দাসীরে দিবে কি হরি কুঞ্জরস সেবা?—
চামর ঢুলাব হাতে, চারু বেণী পুচ্ছ মাথে
সুন্দর ঢুলিবে তাতে,—অনুপম শোভা!

ঢুলিবে শ্রবণে চারু মণির কুণ্ডল;
শ্রীঅঙ্গের যুগ্মবাস, রাধা অঙ্গে নীলবাস
ঢুলিবে অনিল ভরে অতীব তরল।

মন্দানিলে নীলাঞ্চল ঈষৎ উড়িবে;
পড়িবে তোমার অঙ্গে আশঙ্কায় টেনে রঙ্গে
হাসায়ে শ্রীমতী হাসি আঁটিয়া রাখিবে।

ঈষৎ ঢুলিবে মালা গলে লম্বমান;
মালামধুমুগ্ধ অলি বনমাল সহ ঢুলি
ত্যক্ত হ'য়ে কোপভরে হবে কম্পমান।

মধুপের মুখমধু ঝরিয়া পড়িবে;
সোণার সে পীতধড়া চুষিয়া মধুর ধারা
নীলাঙ্গের নীল আভা সুন্দর মাখিবে।

দোহার বসনে হবে অপূর্ব্ব মিলন!—
তোমার সোণার ধটী, রাধার সুনীল শাটী
দু'য়ের হইবে বিয়ে, দেখিবে নয়ন!

(খ) দিন তো ফুরায়ে গেল তোমারে চাহিয়া!
ছায়া ছায়া কভু দেখি খু'লে ফেলি যেই আঁখি
ছায়ার (ও) ছায়াটি হায় যায় হে সরিয়া
শূন্য দেহ নিয়া থাকি হে বসিয়া।
জলে কোকনদ ফোটে, চক্রবাকী লয় লু'টে
ইচ্ছা হয় জলে ঝাঁপি ধরি তারে বুকে,
খেলাইয়া সেই ভাগ্যশালী কোকে!

ছাপি পুন থরথর, কোকনদে ভুচ্ছ কর

উদ্ধ বাহু লক্ষ দেই যেথেরে ধরিতে,

পোড়া তনু পরাণের দেয় না উঠিতে।

পুচ্ছ ছিঁড়ি আনিবারে ধেয়ে যাই ময়ূরেরে

ধরিতে না পেয়ে তাবে ভূঁয়েতে লোটাই,

কোন্ কুঞ্জে বহে শ্যাম কোকিলে পুছাই।

তোমার শিখান পাখী, কথাটি অন্তরে রাখি,

শুনে শুনে ব্যঙ্গ করে "কুঁহু কুঁহু কুঁহু." -

জ্বাল জাতে পবাণেতে দেয় "উহু উহু"।

মুখ দিতে চাহ পিকে, তবু সে তোমার দিকে,

কিবা মন্ত্রে কোকিলারে বশ বনা'য়েছে ?

বাজায়ে বিষের তানে আগুন ঢালিছ।

মূক হোক্ পিক্ জাত, জ্বালাইল দিন রাত,

অকস্মাৎ কোই থেকে "কুঁহু" করি উঠে।

আগুন লাগিয়া যাক্ ও পোড়ার ঠোঁটে!—

অন্তিম সময় এলো দেখা দাও হরি,

কোথা এ সময় নাথ, দাসীরে পাসরি ?

নয়নে দেখিব

(গ) নয়নে দেখিব, প্রাণ, নয়নে দেখিব।—

হেন দিন কবে হবে, নয়নে দেখিব!

পদের উপরে পদ, চারু যুগ কোকনদ

নূপুর রণিত পদ, নয়নে হেরিব!

করের কঙ্কণ দিয়ে, নূপুরে ঝঙ্কার গেঁথে

যমুনার জল দিয়ে চরণ মাজিব!

ননীনিভ সুকোমল রাতুল পদ যুগল

ধরি নিজ বস্ত্রাঞ্চল সুযত্নে মুছিব।

গুন্ গুন্ গুন্ রবে, রাঙাপদ-মধুলোভে—

ভ্রমর আইবে যবে, খেদাইয়া দিব!

চরণ অমৃত লয়ে মুখে শিরে বুকে দিয়ে,

পরম শীতল হয়ে গদগদে কাঁদিব।

তুমি নাথ নিজ করে, দাসীর চিবুকে ধরে,

[illegible] পীতাম্বরে নয়ন মুছিবে।

মধুর প্রবোধ দিয়ে, অমিয়া সাগরে ভেসে

আহ্লাদের ঢেউয়ে নেচে পরাণ ভাসিবে।

দাসীর চাপল্য হেরি, ফুকি হাসিয়া ফেরি,

ওষ্ঠমুকুর ধরি অধর চুমিবে!

প্রেমের অতুলধাম মুহূর্তে লভিব,

হেন দিন কবে হবে, নয়নে দেখিব ?

নবীন কুঞ্জে।

(ঘ) দাসীর নবীন কুঞ্জে কর আগমন!—

গড়িয়াছি শ্রীমন্দির লতাকুঞ্জ সুরুচির,

মন্দিরে ঘেরিয়া করে শীতল চুম্বন!

র'চেছি তোরণদ্বারে, কুঞ্জলতা তারে জ'ড়ে,

নানা ফুল ফুটাইয়া হাসিছে কেমন!

দাসীর নবীন কুঞ্জে কর আগমন।

পথে পথে সুকোমল বিছা'য়েছি ফুলদল

কি জানি ব্যথিত হয় কোমল চরণ।

ফুলে ফুলে দিয়া পদ— মধুভরা কোকনদ—

নূপুরে ভ্রমরে করি একত্রে বাদন,

দাসীর নবীনকুঞ্জে কর আগমন।

অধরে না দিও বাঁশী রত্নমণি দীপ্তহাসি

খু'লে ধর আলোকিয়া কুঞ্জের ভবন।

গলাব মালিকা হেরি তোরণ থাকুক মরি

বাঁচায়ে চূড়ার পুচ্ছ আনত বদন,

অধীনী-নবীনকুঞ্জে কর পদার্পণ।

বেত্র গুল্ম দুই ধারে, ছু'তে চায় পীতাম্বরে

করে এঁটে এসো নাথ, বাঁচিবে বসন।

কোন্ শত্রু লাগে পাছে কাটি নাই বেত্রশীষে

বঙ্কুল বঙ্কিম পথে না পাবে দর্শন,

দাসীর নবীনকুঞ্জে কর আগমন।

তাম্বুল কর্পূর দিয়া রেখেছি হে সাজাইয়া

শুধু নয় পান খে'য়ে করহ গমন।

রক্তাধরে পান রাগ, কেহ না পাইবে লাগ,

নির্ভয় সদয় হরি কর আগমন;

পূর্ণ হবে মনোরথ হে দাসী-আকিঞ্চন!

তব নিমন্ত্রণ।

(ঙ) আজি তব নিমন্ত্রণ, কৃষ্ণ হে, এ দাসীর ঘরে।—
তোমারে খাওয়াবে যে সর্ব্বব্যস্ত হবে সে
জে'নে শু'নে তাই খাওয়াইতে চাই
কণিকাও যেন না থাকে পাতে,
মাথা খাও, ধরি তব হাতে।
চাহিনা প্রসাদ, ফাকী, পরিতুষ্ট হও দেখি,
করিলে যে অফুরাণ্ড এ দাসীর গোলাভাণ্ড,
এ দুঃখ,—ক'মে না কমে ;
বাস্ত করে বসি যমে!
বাসনা দাসীর—
সব খাদ্য খেয়ে, অচল হইয়ে
শয়ন করিবে হরি,
কেমনে হাটিবে যাইতে নারিবে
সেবিব চরণ যুগ ধরি।
সে পদকমলে যে মধু বিগলে
ভকতি যাহার নাম,
রাখিব লুটিয়া ধরি সাপটিয়া
হব তবে পূর্ণ কাম!
তাই, হরি হে!—
আজ তব নিমন্ত্রণ এ দাসীর ঘরে;
রন্ধনে চলিনু সিনান ক'রে।

মুকুট হেলাও।

শ্যাম হে,
(চ) মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে!—
চূড়ার ময়ূর পাখা চন্দ্রকে বিচিত্র আঁকা
মাথুক্ শোভায় শোভা জড়ায়ে বেণীরে।
ময়ূরের পুচ্ছ দেখি, বেণী রহে অধোমুখী
কি জানি ময়ূর বুঝি খুজিছে ফণীরে,
পরশে পরশে তার ভয় যাবে দূরে।

শ্যাম হে,
মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে!—
মুকুটে ডরায়ে বেণী, সতত বিষাদে মৌনী,
ভয়ের কুটীরে কভু প্রেম নাহি ভিরে।
দুকথা বুঝায়ে শ্যাম বলহে বেণীরে।
চূড়ায় বেণীতে যদি শত্রুবোধ নিরবধি
বজ্রাঘাত নিদারুণ ভক্তদল শিরে!
চূড়া শোভে শিরে খাড়া, বেণী দুলে পিঠযোড়া
জড়ায়ে বেণীরে তোল পিচ্ছ শোভী চূড়ে;
মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতীর শিরে!

শ্যাম হে,
তা নয়, আর এক কথা, ঘু'চে যাবে বেণী ব্যাথা,
ফেলে দাও খু'লে পাখা কালিন্দীর নীরে,
আনন্দে দুলিবে বেণী শ্রীপ্যারীর শিরে;
বেণী চূড়ে মাখামাখি, পরস্পর হবে সখী,
ফেলে দাও খু'লে পাখা কালিন্দীর নীরে;
মুকুট হেলায়ে ধর শ্রীমতী চিকুরে!

সুখের দিন।

(ছ) আজ বড় সুখের দিন শ্যাম মোরে হাসে!
নয়ন কমলে চায়, কৃপার অমৃত ভায়
সিনান করিয়া তায়, তাপ গেল ভে'সে
আজ বড় সুখের দিন শ্যাম মোরে হাসে!
অধরে মুচ্কি হাসি, মণি খসে রাশি রাশি
দ্বিদল সে বাতাপদ্ম ফাটে মধু বশে;
আজ বড় সুখের দিন শ্যাম মোরে হাসে!

বামেতে হেলায়ে মাথা শ্রীরাধারে বলে কথা,
"নূতন দাসীটি ঐই মোরে ভাল বাসে,
দাঁড়ায়ে আঁড়ালে চায় মঞ্জরীর পাশে।"
আজ বড় সুখের দিন, শ্যাম মোরে হাসে!

শ্যামের ভাবটি বুঝি, রাধা কহে রসে মজি
"ভাল ভাল, পতিবাস, পুর তার বাসে।"
আজ বড় সুখে দিন শ্যাম মোরে হাসে!
শ্রীমতীর হেরি দয়া, কহে কৃষ্ণ ছল পা'য়া,
"তবে কেন মান এত গেলে চন্দ্রাবাসে?"
আজ বড় সুখের দিন শ্যাম মোরে হাসে!

"মোর বস্ত্র দেও আনে, জিজ্ঞাসা না কর কেনে ?
কে দিয়াছে এত বস্ত্র ?"—রাধা রাণী ভাবে।
আজ বড় সুখের দিন শ্যাম মোরে হাসে !
শ্রীরাধার কৃপা হল, রাধানাথ চেনে নিল,
সুখরসসিন্ধুস্নাত নীলইন্দু বেশে,
আজ বড় শুভদিন শ্যাম মোরে হাসে !

রাস কারিকা।

(১)

কহেন শ্রীপতি শুনগো শ্রীমতি
"কালা কালা" যদি ভণ।
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া কূপেতে ডুবিবা
নিচয় তেজিব প্রাণ॥
সর্ব্বত্র স্বরূপ কোথা পাবে কূপ
কহেন শ্রীরাধা তবে।
শুনিয়া সে বাণী কহিলেন পুনি
মাধব মধুর রবে।—
"এস, চন্দ্রমুখি, নিকটেতে থাকি
সে কূপ দেখিতে পাবে।"—
এতেক কহিয়া বিবলে লইয়া
আলিঙ্গন দিল যবে॥
রাধারস—কূয়ে গোবিন্দ ডুবিয়ে
বাবার রূপেতে মাখি।
হলদি-বরণ বিভোর নয়ন
মরে বাঁচে থাকি থাকি॥
কৃষ্ণের চাতুরী বুঝিয়া কিশোরী
"কালা"ই কহিতে রুচি।
ঘন ঘন ঘনে "কালা কালা" ভণে
কালার চরিত্র বুঝি॥

(২)

একদা শ্রীমতী বিরহে আকুল
কাঁদিয়া বিন্দারে কয়।—
যা যা দূতী যথা মোর পতি
পরাণে আর না সয়॥
আনলো সত্বরে, বিনয়ে বা ধ'রে,
নতুবা তেজিব প্রাণ।"—
বৃন্দা কহে শুনি চতুরা রমণী—
'ঘরেই তোমার কান॥
রয়েছে লুকায়ে, উঘারের ছায়ে,
কালার ঢাকিতে কত ?
সহজেই ঢাকে, সহজে কে দেখে,
ভালাসে হও গো রত॥"—
সে কথা বিশ্বাসি বহুত অন্বেষি
না পায় সন্ধান প্যারী।
হেসে চলে দূতী, কোপিতা শ্রীমতী,
রঙ্গ নিরখিয়া ভারী॥
দূতী তবে কয় কথা মিথ্যা নয়
ঘরেই লুকায়ে আছে।
নয়ন বুজিয়া চাওগো খুঁজিয়া
মিলিবে সে শ্যাম কাছে॥
নয়ন মুদিয়া প্রাণেশে পাইয়া
হাসিয়া শ্রীমতী কয়।—
তুমি যুক্তি দিয়া রেখেছ ছাপিয়া
বাহিরে আনিতে হয়॥

---

(৩)

গোপী ঘরে পশি গোকুলের শশী
চুরি ক'রে খায় ননী।
মুখে দিতে আসি জনৈক রূপসী
কসিয়া ধরিল পানি॥
আধ ননী করে অর্দ্ধেক অধরে
লাজের সফেদ্ চিন।
লজ্জা পেয়ে হরি মুছিতে না পারি
ঠেকিয়া হইলা দীন॥
দৈন্য কেন হরি, নিতি কর চুরি
টাটকা ধরিনু আজ।

দণ্ড দির খলে দেখাব সকলে
মুখের অপূর্ব্ব সাজ ॥
কালা মুখে ননী কালি চুন পানি
আর না খাবেরে ননী।
খেলে ননী লাগি অন্নকালে দাগি
গোয়ালা কহিলা বাণী ॥
যতেক পড়শী, কি কি বলি, হাসি,
আইয়া হেরিলা যেই।
কিসে বা কি রটে, অদৃষ্টের পটে,
ভাবিয়া নাহিক থাই ॥
মুখেতে মাখন না হেরে তখন
সিন্দুরের পোছ শুধু।
করেতে কুমকুম পাইয়া সরম
অধোমুখী গোপবধূ ॥
চিমটি কাটিয়া কথাটি কহিয়া
ঠারাঠারি করে সবে।
সে কালার লীলা সে নারী বুঝিলা
গ্রেপ্তার করিলা সবে ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চিন্তামণি-ধাম।

(১)

অনন্ত মৃণাল-নাগে কমলের ফণা,
ক্ষীরোদপীযূষনিধি নিরমিলা সুখে বিধি
থাপিলা মনের সাধে তাহে মণি-দানা ;
কিবা মধু তার গর্ভে, ক্ষীরছানা ছানা ॥

(২)

সে কালমাণিকচাঁদ, ক্ষীরোদনির্যাস,
শ্রীবিষ্ণু, কমলাপতি, সুকোমল কান্তদ্যুতি,
শ্রীপদ পল্লবে যার চন্দ্রসুধাহাস ;
সে সুধাধারার যোগে গঙ্গার উদ্ভাস ॥

(৩)

গঙ্গাদুগ্ধধারা-বন ঘন-আলোড়নে,
নব নবনীর চাকা, চন্দ্রকলা যেন ছাকা,
উঠিতে উঠিতে ভাসি ঠেকিল যখনে,
বঙ্গবাসী সুখে তারে "নবদ্বীপ" ভণে ॥

(৪)

গঙ্গা দুগ্ধ, ননী চড়, বিশুদ্ধ কোমল,
মরি কিবা নবদ্বীপ, চন্দ্রবিম্ব লক্ষ দীপ
সতত দোদুল্যমান করে টলমল ;
শুদ্ধ ভক্তহৃদে খেলে যেমতি কমল ॥

(৫)

স্রোতে খসে ননী-রেণু বিচিত্র সুষমা,
জন্মি নব নব বিন্দু অনু অনু যেন ইন্দু
গড়ি দ্বীপপুঞ্জ পুনঃ বাড়ায় মহিমা,
যোগযোগলীলাচ্ছলে গরিমা লঘিমা ॥

(৬)

ফেননিভ ভাসে অই জাহ্নবীর বুকে ;
চাঁদি-রজত-চাদরে স্বর্ণচাদের রেখারে
চাহিতেই আঁখি দুটি গ্রাস ক'রে রাখে,
মন অনুগামী ভোলা, পড়ে তার পাকে ॥

(৭)

কল্পতরু বীজ, কল্প লতিকার মূল,
বাঞ্ছা করি ভে'সে ভে'সে, লাগিল সে ধামে এ'সে
নবোদ্যান নবকুঞ্জ রচিত অতুল,
সুসজ্জিত ফুলে ফলে মঞ্জরী মঞ্জুল ॥

(৮)

বাণীদেবী-বীণা প্রতি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে,
প্রসরিয়া অলিদল, পাঠা'লা সে নবস্থল,
ভেটিবারে লুটি সেই ফুলের ভাণ্ডারে,
শিখায়ে গুঞ্জরধ্বনি অপূর্ব্বপ্রকারে ॥

(৯)

নবকল্পমঞ্জরীর কিবা ইন্দ্রজাল !—
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত হলো পিকে পরিণত
পাখা লভি কলকণ্ঠে মেঘমূর্ত্তি কাল,
বহি ধারা ছাইল সে কল্প বৃক্ষ ডাল ॥

(১০)

মণিদীপ্ত ননীফুলে মধু-নাম-সুধা ;
মঞ্জরীর কোলে কোলে, উৎস উৎস মধু গলে,
পানমত্ত অলিপিক, তবু বাড়ে ক্ষুধা !
গণ্ড বে'য়ে ধারা ঝরে সঙ্গীতের সুধা ॥

(১১)

রস প্রীতি দম্পতীর গার্হস্থ্য অদ্ভুত ।
আত্মা জ্যোতিঃ তনুসদ্মে হর্ষ মধু মনঃপদ্ম,
তপোদানদয়া আদি ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত ;
গললগ্ন শিশু আনন্দনামে সুত ॥

(১২)

ধনধান্য দাত্রী দেবী কমলা অঞ্চলে,
কৃপা-হলে চষে তথা, অন্ন ফলে গোলাভরা
সরস্বতী সিদ্ধপীঠে কল্পতরুতলে,
বেদ অধ্যাপনা-রতা নিজে কৃপাচ্ছলে ॥

(১৩)

পরাণ প্রীণনী স্নিগ্ধা জাহ্নবীর প্রেমে,
ছাড়িয়া শ্রীকাশীপুরী, অনুকূল স্রোতে পড়ি
যোগমায়া সঙ্গে এ'লা শিব নবধামে,
রচিলা শ্রীযোগপীঠ কল্পপুষ্পদামে ॥

(১৪)

অক্ষয়বটের মূলে সিদ্ধেশ্বরী মাতা,
বিতরি পীযূষ দৃষ্টি, পোষ্টারূপে পালে সৃষ্টি,
জাহ্নবীমাহাত্ম্য সুধা দ্বিগুণ বর্দ্ধিতা ;
মুগ্ধ অতি ভোলানাথ সর্ব্বসিদ্ধি দাতা ॥

(১৫)

পূর্ণানন্দ লুব্ধ শিব যোগানন্দ ভবে
যোগমায়াশক্তিবশে স্কন্দ ক'লা অনন্তে সে,
মাধুর্য্যের সিন্ধু হ'তে কৃষ্ণ-সুধাকরে,
তুলিলেন প্রেমসুধা কৌমুদীতে জ'ড়ে ॥

(১৬)

বিম্বিত শ্রীব্রজধাম জাহ্নবীদর্পণে !
সখা, সখী, শ্রীমঞ্জরী, শ্রীরসকর্ণিকা বেরি,
কমলের দলবৎ মত্ত আলাপনে ;
প্রেমের অনিল ভরে দুলে ঘনে ঘনে ॥

(১৭)

নদীয়া মানসে, জীবসৌভাগ্য-মৃণালে,
ফুটন্ত চারুকমল, পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চদল
ভক্ত ভৃঙ্গরাজী রঙ্গে প্রিয়ে কুতূহলে,
প্রেমানন্দরসমধু ভবচক্র ভু'লে ॥

(১৮)

কি সাধ্য বলি শ্রীনবদ্বীপের মহিমা !
মুক্ত-জীব জন্মে তথা, কণ্ঠে শুদ্ধ লীলা গাথা
কোটিজন্মপুণ্যে বাস, কিবা মধুরিমা !
বারেক যে দেখে, কি তার সৌভাগ্য-সীমা !

(১৯)

মায়াতীত মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম !
বাঞ্ছা প্রভু নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র
বক্ষঃতে লোটায়ে সদা গাহি হরিনাম,
"জয়নিতাই চৈতন্য হরেকৃষ্ণ রাম" ।

দুকূল নষ্ট ।

গৌরীয়া গৌরীয়া ডাকিয়া ডাকিয়া
হইনু এ-তনু-সারা ।
সুখেরে না সুখ দুখেরে না দুখ
হইনু ঐহিক হারা ॥
যত লোক নিন্দে তিকত নিসিন্দে
গণিনু তা কত মিঠে ।
বেপারে ঘুরিনু লাভ না হইল
দুঃখ-বোঝা নিয়ে পিঠে ।
আশা যষ্টি ভরে দুঃখেতে বহিনু
দুঃখই হইল সার ।
দুঃখের সাগরে দেহতরী বেয়ে
না পা'নু কূলকিনার ॥
কটুভাষ মোর শ্রাতমূলসেক
ভ্রূকুটী কাজর নেত্রে ।
এত সহি তার না পাইনু দেখা
বুঝা ভার তাক চরিত্রে ॥
নিঠুর সে গোরা পোড়াইতে দঢ়
কাঁদান কিবা সে রঙ্গ !
কেঁদে নিজ হারা কালীহৈরা যবে
(আশা) মিলিবে বা তাক সঙ্গ ॥

জীবন-বার্ত্তা

মঙ্গলাধিবাস গান

(১)

আনন্দে গৌরাঙ্গ রায়, মুখে হাসি লহু লহু
আজ্ঞা ক'লা মঙ্গল কীর্ত্তন।
কালি হবে সঙ্কীর্ত্তন কর তবে আয়োজন,
নিমন্ত্রিয়া আন বৈষ্ণবগণ॥
অদ্য তার অধিবাস, মাঙ্গলিক মাল্য বাস
কর গর বরেক সম্ভার।
মল্যচন্দনাদি দিয়া বৈষ্ণবগণে সাজাইয়া
পূজ যথা ভক্তির আচার॥
নিশান্তে তাদেরে নিয়া, আনন্দে বিভোর হৈয়া
কর কৃষ্ণ লীলা সঙ্কীর্ত্তন।
বিষয় ভুলিয়া গাহ, প্রেমামৃতে অবগাহ
হয় কলি-যজ্ঞের বিধান॥
আজ্ঞা পাএগ শ্রীঅদ্বৈত সঙ্গে নিয়া অবধূত
মহোৎসাহে কৈলা আয়োজন।
সঙ্কীর্ত্তনের উঠল ঢেউ, গৃহে না রহিল কেউ,
শান্তিপুর যেন বৃন্দাবন॥

আবার ইনি কে?

(২)

ব্রজ পীতাম্বর সারাংশ নবনী
ব্রজগোপমণি কানু।
তার সারভূত পীত-বন মৃত
গোরাচাঁদ সুধাতনু॥
নীলাচল ধামে প্রেমোন্মাদ মত্ত
সঙ্কীর্ত্তনে লুকোচুরি।
লীলা সংগোপনে শ্রীজগবন্ধুর
প্রভু বাড়া'লা মাধুরী॥
সেই জগদ্বন্ধু জীবের লাগিয়া
আবির্ভূত বুঝি পুনি।
ফরিদপুরের গোচম্পট গ্রামে
চম্পটের শিরোমণি॥

ভকতি জগতে নব যুগ আনি
হরি নাম সুধারসে।
তপত প্রাণীর প্রাণ জুড়াইলা,
ভক্ত সে হরি-পুরুষে॥
লীলা সমাধানে পরম সমাধি
উৎসব--সঙ্কীর্ত্তনে।
সতত বহিছে তরঙ্গ তুলিয়া
দেখ গিয়া শ্রীঅঙ্গনে॥
ভকতি সাগরে সন্তরণ করি
তুলিয়াছে মহা ঢেউ।
চিনি চিনি লাগে চিনিতেও নারি
এমোর হবেন কেউ॥

হরিনাম শিব

(৩)

কাশী যাও কেনরে ভাই
কাশী যাও কেন?
কাশী যাই, কাশী যাই,
মলে, পাই যেন।
কাশী মলে শিব হয়,
শাস্ত্রের বচন।
এক কাল বাকী আছে
কাশীতে গমন॥
কাশীর শ্মশানে পুড়ে
দেহ হবে ছাই।
মুক্ত হ'য়ে হব শিব
আর ল্যাঠা নাই॥
হাহা! এই ভাবি মনে,
তাই বটে বটে।
দুঃখের শ্মশানানলে
সুখ-শিব উঠে!
কত মণি কর্ণিকা-
আশার তরঙ্গ
কাশীহৈরা পোড়া চিতে
করিতেছে রঙ্গ॥

এই না সেই গঙ্গা !

(৪)

শ্রীবাস অঙ্গনে রাস রঙ্গ করি
গৌর নিত্যানন্দ ভোরা।
এই না গঙ্গায় ভক্ত নিয়া কর্ত্ত
জলকেলি মাতোয়ারা॥
শ্রীপদ প্রভাবে সলিলশীকর
বরষিত জীবে কৃপা।
কোকনদ হেরি ফুটন্ত সলিলে
বেড়িত গাহি মধুপা॥
চন্দ্রমার মেলা নৌকায় চড়িয়া
বাহিত গাহিত সারি।
তকূলে দাঁড়ায়ে তারকার মালা
নিরখিত সারি সারি॥
জাহ্নবির পর, আনন্দবন্দর
"তীর্থ", হরি হরি।
হাটের পত্তন রস-বিকি-কিনি
জয় কলু দিক্ ভ'র॥
ধামমেলাতীর্থ ধুমধাম সদা
কেবল আনন্দ ধারা।
পদরজঃ স্পর্শে গঙ্গার ভঙ্গিমা
তরঙ্গ কত না বাড়া।
এই না সেই গঙ্গা যার ঘাটে বসি
লক্ষ্মী আদি বালিকারা।
ব্রত ক'রেছিল, সাফল্য দিচ্ছিল,
ভঙ্গীচ্ছলে হাসি গোরা॥
এই গঙ্গা ঘাটে লোকের সহিতে
ডুব দিয়া গোরামণি।
কুমীর হইয়া পা ধরি টানিত
চুবায়ে খাওয়া'ত পানি॥
নদীয়ার মাটি গোরা পদ রেণু
নিজাঙ্গে মাখিয়া গঙ্গা।
অনুরাগ ভরে গৈরিক ধারিণী
কিবা সুখে লালরঙ্গা।

প্রেমিক পণ্ডিত ধন্য করিবারে
সে রেণু বহিয়া নিত।
হরি নাম ধ্বনি "কুলু কুলু" সনে
মরি, কত না মিশিত॥
একে সেতো গঙ্গা পবিত্র করিতে
তাথে হরিনাম যোগ।
এমন সুযোগ সুতীর্থ কি আর
খণ্ডাইতে ভবরোগ॥
বার ঘাটে বার জাতি লক্ষ লোক
সিনান করিত দণ্ডে।
স্তোত্র সঙ্কীর্ত্তন কমলস্তবক
ঝরিত তরঙ্গ মুণ্ডে॥
গঙ্গা কল কলে মৃদঙ্গের ধ্বনি
কর্ণানন্দ সুমধুর।
নানা জাতি ফুল তরঙ্গে নাচিত
গুণ গৌরাঙ্গ-বিধুর॥
এখন তার কি আছে বল বল?
সকলি গিয়েছে চলি।
পূরব উল্লাস প্রাণের প্রদীপ
নিভিয়া গিয়েছে চলি॥
শোকের সঙ্গীত বহিছে এখন
যেন সে সলিল ধারে।
আছে সে গগন নাই গ্রহ তারা
দেখিনা সেই চাঁদেরে॥
কেন, কিনা আছে? সকলিতো আছে
নদীয়ার মাটি সেই!
অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা
রায়, শাস্ত্র সত্য এই॥
শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীগৌরনিতাই
সাক্ষাৎ কেবা না দেখে?
ভাগবত বত বিরাজেন অই
ভক্তরূপ প্রভু লেখে॥
কীর্ত্তন আনন্দ উথলে সতত
পূর্ব্বের কিবা না আছে?
সেই ভাব প্রেম অষ্টসাত্ত্বিকাদি

এখনতো খেলিতেছে ?

নদীয়া পশিতে কে যেন কি ভাবে
মজাইয়া ফেলে চিত।
কি অমৃত রসে প্রাণ ভরপুর
কালাচৈরা কি বঞ্চিত ?

দুঃখের সাগরে

(৩)

দুঃখের সাগরে এ জীবন তরী
হরি হরি, পারি না পাই।
কেবল চুবানি ঢোকে ঢোকে পানি
জীয়ে আছি (ও) চরণ চাই॥
লবণ পানির অঙ্গ কুটকুটি।
বান্ধবের কটু বিষ।
সে বিষ উপর দ্বেষ বাড়বাগ্নি
জ্বালাইছে অহর্নিশ॥
ক্রোধের ফেনিল তরঙ্গ বিপুল
আছাড়ে বিমানে তুলি।
প্রাণ, যায় যায় প্রায় মর মর
হরি নাম তবু না ভুলি॥
অইটির ক্রোড়ে মরি মরি বাঁচি
ভিজা পোড়া এক মত।
তাতে স্বার্থগ্রাহে গ্রাসিবারে আসে
ভ্রুকুটী কচ্ছপ শত॥
আতঙ্কের কম্প সঙ্কট বিষম
নিস্তার প্রভু হে মোরে।
দহে দহে দহে সহেনা সহেনা
রক্ষ হে এ বিপদ্ ঘোরে॥
এ দুঃখতিমিরে উদয় করহে
শ্রীপদ-অরুণ ছটা।
পথ দে'খে দে'খে পারি দিয়ে যাক্
এ কালাচৈরা ল্যাংটা॥

বান্ধবহারা জনের উক্তি

(৬)

হরনাথ হরনাথ
"পাগল" তোমার নাম।
ভালবে'সে এত ভুল!—
"হরে কৃষ্ণ হরে রাম'॥
ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্র—
গেলেন সে মথুরায়।
ভুলিবার কথা বটে,
হরনাথে শোভা পায়॥
শ্রীললিত দাদা মোর
বড় মহাশয় মন্ত্রী!
শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনী
জীবনসঙ্গীত-যন্ত্রী॥
করি যজ্ঞ আয়োজন
আগুনে না দিতে ঘি।
কোথায় চলি গেলারে,
সে আগুনে প'ড়ি কি॥
শ্রীরাম প্রসন্ন ভায়া
— লেখনী সুধা সরিত।
মুরশিদাবাদ-মণি॥
ঘোষকুল সুপ্রদীপ
ব্রজরসতত্ত্ব-খনি॥
"বিদগ্ধ গোপাল",
"শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়"।
"ললিত গোপাল" আর
প্রতিভার পরিচয়॥
বৈষ্ণব সাহিত্য জগৎ
উজ্জ্বল করি যারে।
আরো কত আশা ছিল
হায়! অকালে ত্যজিলারে॥
রসিকলাল দে ভায়া
সোণামুখী-মুখ্যমণি।
কবিত্ব ভাবুকতার
গভীর উজ্জ্বল খনি॥

"কানন", "রাঙ্গা পাদুখানি"
যাহার কৃতিত্ব চিন।
সে তুমি আর আমি
পরাণে না ছিল ভিন ॥
মরম-বুঝা আর কে
ছিল তোমার মতন।
হারা হয়ে মুঞি
আর নাই গো তেমন ॥
বল বল কবে পাব
পুন তব মধু-সঙ্গ।
বসিবরে তব পাশে
করিব কৌতুক রঙ্গ ॥
অনুরাগের মিলন,
এর বিচ্ছেদ কি আছে?
গিয়েছ গিয়েছ ভাল,
আসিতেছি তব পাছে ॥
মঙ্গলাপ্রসাদ দাদা
গুরুপাত্র কবিবর।
বৈষ্ণব বিনয়খনি
সিংভূম চৈবাছা ঘর ॥
"হরি-বোল" "ধর্ম্মামৃত"
অপূর্ব্ব গ্রন্থদ্বয়।
সতত সুধা উগারি
গাহিছে যাহার জয় ॥
শোকে ডারি একে একে
চলে গেলি তোরা ভাই।
শূন্য প্রাণে এ সংসারে
কালীহৈরার সুখ নাই ॥
বামা, জলধর, তারা
জিজ্ঞাসেনা চিনি ব'লে।
বিজয়, মহেশ আদি
ভাবি কবে যায় চ'লে ॥
রসিকমোহন আর
হরিদাস দ্বু-আচার্য্য।
বৈষ্ণবসাহিত্য শাস্ত্রের
সুপ্রচারক-বর্য্য;— ॥
তাঁরাও যে ভালবাসে
এ অমৃতে আছি বাঁচি।
নচেৎ নির্ব্বেদে মুঞি
গলে দিতাম কাছি ॥
"বাবা বাবা" বলে কোথা গেলা চলি
মহারাষ্ট্রী ভক্তমণি।
নরোত্তম যেটা পীযূষ আওটা
গৌর-ভক্তি-রস-খনি ॥

মা রাক্ষসী

[১৩২৮।১০ চৈত্র হলদিয়া স্কুল গৃহ পোড়ায় আমার শ্রীগ্রন্থ সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল।]

কীর্ত্তন আনন্দে আলিঙ্গন দিনু
মা তোর ভকতে ধরি।
মদ-গন্ধ মুখ ——— এই না সন্দেহে
উপেখিনু ঘৃণা করি ॥
কোপনা মা তুই ভক্ত প্রাণা অতি
করিলি তাই অসম্ভব।
আমারে রুষিয়া থালি জগৎ পতি
এ কথা কারে বা কব ॥
কোপে কোপে কোপে হইলি আগুন
তার তিন ঘণ্টা পর।
পুড়িলি পূজার শ্রীগ্রন্থ যতেক
যাবা কৃষ্ণকলেবর ॥
পতি বুকে পদ ছড়াইয়া হাস
তাথে নাহি লজ্জা ভয়।
পতি পুড়ে ভে'জে খাইবি বেশী কি
তবু মা তোরির জয় ॥

মদ খেল ভক্ত তারে বাড়াইতে
"চৈতন্য চরিত" খালি।
এ তোর কেমন রাক্ষসীর লীলা
শাস্ত্র মর্ম্ম ক'লি ছাল॥
ভক্তের মর্য্যাদা বুঝাইলি ভাল
মোরে দিলি দণ্ড ভয়।
মদ খাইলেও সে তোমার প্রিয়
ভক্তির সতত জয়॥

অরঙ্গাবাদে মা-মূর্ত্তি

নেত্রকোণার কতক পশ্চিমে
অরঙ্গাবাদ গ্রাম।
প্রেমিক এক বৈষ্ণবের আখড়া
বাবা রামানন্দ নাম॥
বিজয়, গোবিন্দ, শ্যামের সঙ্গে
গেনু তাঁর নিমন্ত্রণে।
অতি বৃদ্ধ বাবা সুস্থ অনলস
নিরত হরিচিন্তনে॥
বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী কুটুম্ব তাঁহার
সেবিল মোদের অতি।
যত্ন পরিচর্য্যা পরিপাটি বহু
র'নু এক দিনরাতি॥
মন্দিরে বিগ্রহ সেবা'তের সেবা
শুচি রুচি ভাল বটে।
মন্দিরে বাহিরে নানা শিলা মূর্ত্তি
তুলসীর দল ঘটে ঘটে॥
পবিত্র দর্শন যেন তপোবন
দর্শনে উল্লাস বহু।
শাস্ত্র কথা চর্চ্চা শুনিতে উৎসুক
সমবেত নারী নর॥
কণ্টকিত পদ্মে স্বাদু মধু যথা
ব্যথার আরাম বটী।

দেখিলাম এক কুৎসিতা রমণী
প্রৌঢ়া দীনা স্থূল-কটি॥
দরশে অবজ্ঞা এ পাপীর মনে
অকস্মাৎ হলো কেন?
জহরী না মুক্তি মাণিক চিনিব
বাহ্যবেশে মোহ হেন।
এ রমণী নয় পরকীয়া নারী
গৃহিণী সে বাবাজীর।
সে মাণিকের জ্যোতি ক্রমে সে খুলিল
মগন কূপের নীর॥
এ বৈষ্ণবী নয় সামান্যা মানবী
স্নেহ দয়ার আধার।
কিবা মধু বোলে গলে চাহনীতে
কত না সুধার ধার॥
কত বা ধীরতা মমতা অশেষ
এ দেবী সাক্ষাৎ মাতা।
মা যে মধুর সে সাক্ষাৎ ইনি
এ বুঝিবা জগন্মাতা॥
মাতৃ ভক্তি চিতে সহজে উদিল
গদ গদ হলো প্রাণ।
সে কুৎসিত মুখে কত বা সৌন্দর্য্য
মা বস্তুর হলো জ্ঞান॥
সে বস্তু খানির ব্যাখ্যা নাহি হয়
ধন্য হনু তারে দেখি।
পল্লীর ভিতর কুৎসিত দেহে
স্বর্গদেবী আছে ঢাকি॥
মায়ের চিত্র উজ্জ্বল সজীব
যা থাকে প্রচ্ছন্ন মায়ে।
তার মুক্ত মূর্ত্তি মৌলিক মধুর
দেখিনু ইঁহার কায়ে॥
এখনো স্মৃতির মন্দির মাঝারে
সে দেবীর পূজা হয়।
আখড়ায় যেয়ে পরখ করুন
কালাচাঁদ সত্য কয়॥

নূতন শিক্ষার যে চালচলন
বিবিয়ানা ফুর্‌ফুরি।
ভাগ্যে তার নাই আরণ্য সে নারী
নাহি শাঁখা শাড়ী চুরি॥
যুগীর বসন অঙ্গআবরণ,
ছাল কি সোডার খোপ।
অসভোর মেয়ে মোটা ভাত খায়
নাহি পায় তেল সোপ (সাবান)॥
লক্ষ্মী গন্ধকে সাঁঝে বাতি জ্বলে
ধূপ দেয় ভক্তি ভরে।
অভাবে বিলাসে যত দুখ সুখ
কিছু না পরশে তাঁরে॥
চরিত্র চন্দ্রমা সুধা ভাসে হাসে
বদন আকাশে তাঁর।
অতি অজ্ঞ, তবু বিনয় সুশীলা
মূরতি সরলতার॥
নাহি জানে কিছু সুধু ভালবাসে
বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা।
আদর্শ এ মেয়ে জগতের মাতা
অতিথির সেবানিষ্ঠা॥
স্বভাবের হাতে যা কিছু শিক্ষা
না প'ড়ে মানুষীতত্ত্ব।
যাও নরনারী গরব তেজিয়া
করগে তাঁহার যত্ন॥
শিক্ষা ফল যত তাঁর মত হওয়া
দরশেই মাতৃভাব।
এমনই এক দিবা দ্রব্য খেলে
পবিত্র পীযূষস্রাব॥
জনমিয়া, হেন জানি নাইক মা
তৃপত হইনু আজি।
ভক্তগণ সঙ্গে পুনর্যাত্রা ক'নু
নিয়ে বস্ত্র পুঁথি পাঁজি॥

দীক্ষাগুরু

বিদ্যাকুলে বড় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ
চট্টউপাধ্যায় খ্যাতি।
নদীয়া নগরে চাঁদের মতন
ফিরে সদা ইতি উতি॥
"জয় নিতাই" ধ্বনি সতত বদনে
কত না অমিয়া ঝরে।
তা শুনি উল্লাসে নদীয়ার লোক
অতুল আনন্দ ভরে॥
একতানে তাঁনে উচ্চ কণ্ঠে গায়
"জয় নিতাই জয় নিতাই"।
এহ'তে তাঁন নাম হলো "জয় নিতাই"
সবে ডাকে জয় নিতাই॥
ভকত মণ্ডলে "জয় নিতাই" শুনি
কে না পুলকিত হয়।
দরশনে তাঁর কে না ধন্য হয়
শত কণ্ঠে জয় জয়॥
কি ক'ব তাঁর রূপেরকথা!—
চন্দ্র পাদপের প্রতি মূলে ডালে
এক এক কমল গাঁথা॥
কাঁচা কাঞ্চন শ্রীঅঙ্গের দ্যুতি
তাথে সিন্দুরের আভা।
সিন্দুরের পোছ কপোলে কপালে
কি কব বদনপ্রভা॥
হাটিতে নৃত্য শ্রীঅঙ্গ উনায়
ভূমিতে মিশি [illegible] যায়।
মূর্তিমান্ দৈন্য [illegible]
কাঁদ [illegible]॥
সোনার [illegible] [illegible]
মারে দেখি দণ্ডবৎ।
অভিমান শূন্য নিতাই ছবিটি
যেথা সেথা ভিখারীবৎ॥
কি কব তাঁর গুণের কথা!—

নিত্যানন্দ বিনে   না জানে আন
গৌর-গুণ কণ্ঠে গাথা ॥
গৌর—তত্ত্ব-রস   প'টলী সুজন
ভক্তসঙ্গসমাবেশ ।
যৌবন জোয়ারে   গৃহত্যাগী হয়ে
মাতা'লা দেশবিদেশ ॥
উচ্চপদ ছাড়ি   ভিখারী সাজিয়া
ভাবের বৈরাগীবেশ ।
শিশুর মতন   আধ আধ বাণী ।
সুন্দর মুণ্ডিত কেশ ॥
নিদ্রাহার শূন্য   তেজোময় বপুঃ
নীরোগ দীর্ঘায়ুঃ যতী ।
সদাচার বিধি   না করে লঙ্ঘন
থাকিতেও বাগবাতি ॥
পরসেবা লাগি   সদা ভিক্ষা ধার
না বুঝেন আত্মসুখ ।
"নিতাই নিতাই'   ডাকে না লোকে
এই মাত্র তাঁর দুখ ॥—
জয় নিতাই মোর   দীক্ষা গুরু হন
কৃপায় দিছিল শক্তি ।
কাক মুখে আম্র   বুবুলের মধু
না হইল অনুরক্তি ॥
লক্ষনিধি হায়   দুরলভ অতি
খোয়া'নু কোন বা শাপে ।
এ কালীহৈয়া   দুরভাগা মন্দ
পুড়িতেছে অনুতাপে ॥

দীক্ষামন্ত্র-কথা ।

চারিশত সাত   চৈতন্য অবদে
আষাঢ়ের রথযাত্রা ।
ঢাকা দক্ষিণের   মহাপ্রভু বাটী
আনন্দের নাহি মাত্রা ॥
এখনো, পরাণ   আষাঢ় আইলে
উড়ে যায় তথা রথে ।
পর্ব্বত মালায়   সুবেষ্টিত ধাম
কত শোভা পথে পথে ॥
সুন্দর দেশের   সুন্দর পাহাড়ে
সুন্দর মন্দির বটে ।
পূরব ক্ষেত্রের   পৈত্রিক ভিটায়
বিরাজেন সেই মঠে ॥
মোদের সে প্রভু   রস শ্রীবিগ্রহ
স্বয়ং শচীর দুলাল ।
মিলিয়াছে মেলা   পথে হাট ঘাট
ভক্ত মিলনে উত্তাল ॥
ভক্তগণ মাঝে   অই নে'চে যায়
পূর্ণিমার চাঁদ খানি ।
সুধা গল গল   সুখ ঢল ঢল
গলিত সোণাল ননী ॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে   তালের তরঙ্গে
কিবা সে মধুর নৃত্য ।
প্রাণ কে'ড়ে নিল   নিল নিল নিল
হইগে উহা'র ভৃত্য ॥
যৌবন জোয়ারে   আর এক বন্যা
নূতন দেশের ভাব ।
শুধু টল মল   নব রাগ ভরে
ইচ্ছা সেই দেশে যাব ॥
এ মহা পুরুষ   কোন্ দেশের চাঁদ
কেইবা আনিল হেথা ।
পিছে পিছে হাটি   শুধু দেখি দেখি
না দেখিলে বড় ব্যথা ॥
সে দিনের দেখা   সন্ধ্যায় ডুবিল
আইল সঙ্গে নাচনা ।
দিব্য নবভাবে   তদবধি নাচি
সাধু সঙ্গের মহিমা ॥
পঞ্চ খণ্ড এক   পরগণা তথা
আছে বাসুদেববাটী ।

উল্টা রথোৎসবে   পাইনু চরণ
মর্ম্মালাপ ঘটি ছটি ॥
ইনি জয় নিতাই   শ্রীদেবেন্দ্র নাথ
সাক্ষাৎ যেন নিতাইটি।
কৃষ্ণলীলা কথা   তাঁর কৃপাফলে
কলমে উঠিল ফুটি ॥
চারিশত যোল   চৈতন্য অব্দে
গেলাম শ্রীনবদ্বীপে।
কৃষ্ণগড় হ'তে   স্বরূপগঞ্জ পথে,
হাইনু গৌর চিদ্রূপে ॥
আনন্দ-সুধায়   হলো গঙ্গাস্নান
গৌর ঝিলি মিলি শুধু।
অমিও অমৃত   সে দেশ অমৃত
চিদাকাশে গৌরবিধু ॥
মধুর মধুর   কেবল মধুর
মধুর তরঙ্গে ভাসি।
গঙ্গা পুলিনে   বালুকার শোভা
কেন এত ভালবাসি ॥
পুলকিত ভক্ত   করিছে কীর্তন
গোষ্ঠী সুখে দলে দলে।
গৌরাঙ্গ সোণার   বিগলিত আভা
পুলিনে পুলিনে খেলে ॥
গঙ্গা তীরে আসি   দেখি নবদ্বীপ
নবভাবে মুঞি ভোরা।
সে নয় মাটির,   দ্বীপ দাঁড়াইয়া
পর পারে স্বয়ং গোরা ॥
এই পারে মুঞি   ওপারে গোরা
নয়নে নয়নে চাহা।
আকুল করিল   পরাণ মোর
ভাবের না যায় কহা ॥
খেয়া নৌকা চড়ি   গঙ্গা মাঝে নিয়া
চলিলাম ধীরে ধীরে।
নৌকার নাচনা   বুকের নাচনা
বাজনা বাজিছে তীরে ॥

লাগিলরে তরী   নদীয়ার ঘাটে
কি মধুর নদীয়া মাটি।
চিরকাল ধরে   মহাপ্রভু ধরে
তাই সে পড়িনু লুটি ॥
ভক্ত পদরেণু   আর গঙ্গাজল
কিবা সে অমৃত যোগ।
এমন এক স্নান   জীবনে করিনি
ঘু'চে গেল ভবরোগ ॥
গরিমা গরব   চূর্ণ হ'য়ে গেল
মাটিতে পড়িয়া সোণা।
পশিনু নগরে   শুধু রসে মাখা
যথা যথা আনাগোনা ॥
নিত্যানন্দ পাড়া   দাদা দ্বারকা নাথ
যিনি পূরবের চিনা।
অতিথি হইনু   তার ঘরে গিয়া
যতনে করিল কিনা ॥
বহু খুঁজে পানু   জয় নিতায়েরে—
বাতুল চরণ দুটি।
জনম জনম তাপ   সদ্য জুড়াইল
শ্রীপদপরশ জুটি ॥
দয়াময় প্রভু   তু'লি দিলা কোল
ধন্যরে ধন্যরে মুঞি।
পরামৃত সুধা   ঢেউ উথলিল
অন্তর্বহি মোরে ছুঁই ॥
সুধার আকাশে   উড়িতে লাগিনু
কি এক মুকত পাখী।
"গৌর গৌর গৌর   নিতাই নিতাই"
ডাক, নবফল চাখি ॥
কুশল পুছেন   অমিয় ভাষায়
প্রেমভরে গদ গদ।
সোণার পুতল   রসরসায়ন
যেন সে মূর্ত্ত আনন্দ ॥
প্রভু জগবন্ধু   সেবকে সভক্ত
ছিলেন তাঁর আরাধ।

গোপন্ত থাকিয়া লইতেন সেবা
বহু সাধু সঙ্গ তথি ॥
বিমল আনন্দে সতত ডুবিয়া
মাগিনাম-মধু-ভিক্ষা।
দয়াময় সেই প্রভু জয়নিতাই
কর্ণে দিলা মন্ত্রদীক্ষা।
ধরি দিলা কোল নিতাই যেমন
আত্মসাৎ কৈলা মোরে।
নব বলে বলী প্রেমানন্দে কাঁদি
আইনু ফিরিয়া ঘরে ॥
কহিলেন গুরু তোর দেহ দিয়া
হইবে অনেক কাজ।
তাই কালীহর, আলিঙ্গন ছলে
শক্তি দিয়া দিনু আজ ॥

শিক্ষাগুরু

ব্রজবাসী এক বৈষ্ণব প্রধান
কেশীঘাটে সদাবাস।
মৈথিলা ব্রাহ্মণ পূরব আশ্রমে
চিরকুমার কৃষ্ণদাস ॥
রাধাকৃষ্ণ গৌর লীলা সঙ্কীর্ত্তনে
তপত নয়ন ধারা।
গোপীভাব সাধা যেন রাধাসখী
নারীযোগ্য ভঙ্গীপারা ॥
কৃপা করি দিলা কোলে বসাইয়া
তিনটি চাপড় পিঠে।
ব্রজকুঞ্জমেলা সুন্দর বুলিল
অন্তর নয়ন দিঠে ॥
বালিকা হইয়া নাচিতে থাকিনু
অপূর্ব্ব রাসরসে।
শিক্ষাগুরু বলি অনুগতা হনু
শ্রীরূপমঞ্জরীকৃপা সে ॥
শ্রীঅঙ্গে নিরখি মাখা শ্যামদ্যুতি
কৌস্তভ মণির ছায়।
কালিহর মাগে মঞ্জরীর ভাবে
যুগলসেবা যেন পায় ॥

উপাধি লাভ

(২০শে ফাল্গুন ৪১৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ)

নবদ্বীপ ধাম— প্রচারিণী সভা
মায়াপুরের মন্দিরে।
ত্রিপুরাধিপতি সভাপতি, কেনা
স্মরে শ্রীরাধাকিশোরে ॥
স্যার বঙ্গেশ্বর দিনাজপুরেশ
নসীপুরমহারাজ।
রায়বাহাদুর শ্রীরাধাবল্লভ
চৌধুরী ভকতরাজ ॥
বঙ্গের সুপুত্র সহস্র সহস্র
এই সভার স্বজন।
ভক্তিবিনোদ মূল প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীবাস ঠাকুর যেন ॥
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলবিগ্রহ
বিরাট মন্দিরে সেবা।
বিলুপ্ত তীর্থ উদ্ধার হইল
শচীমা-মন্দির যেবা ॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার
এসভার কৃতিত্ব বটে।
সভামুখ পত্র পত্র "নিবেদন"
মাণিকতলা হৈতে রটে ॥
সুকবি ও লেখক এই পত্রিকায়
পরিচয় নয় অল্প।

পুরস্কার লোভে তুষার সভায়
গেনু লিখিয়া প্রবন্ধ ॥
জয় নিতাই পদাম্বু প্রথম গমন
গুরুশিষ্যের বক্তৃতা।
বহু শ্রীপত্রিকা প্রবন্ধ লেখক
সম্মিলনী আহ্লাদিতা ॥
লেখনী সেবায় তুষ্ট সভাজন
পাপিয়াও মুক্তি ধন্য।
বৈষ্ণবের চূড়া কণ্ঠ দিল ঢালি
কৃপাকুসুম অগণ্য ॥
দিলেন উপাধি "শ্রীভক্তি সাগর"
মস্তকে আশিষ-ফুল।
বহু বৈষ্ণবের ধূলি মাথে নিয়া
গেলাম গঙ্গার কূল ॥
দুই মাসীমাতা স্নেহবতী সঙ্গে
আইনু শ্রীনবদ্বীপে।
জয় নিতাইর পদধূলি নিয়া
জুড়াইনু রৌদ্রতাপে ॥

বৈচিত্র

দেহ মোর নিমতলা
বুকভরা চিতা
সুখ মড়া পোড়া দুঃখে—
কহিতে বা কি তা?
সীতাকুণ্ডে যথা অগ্নি
ধর্ম্ম-অগ্নি নাম।
জ্বলে নিভে পুন জ্বলে
ধক্ ধক্ অবিরাম ॥
হরিনাম অশ্রু এক
বিন্দু যবে পড়ে।
নিভে সে দারুণ বহ্নি
সুখ বাঁচে ম'রে ॥
আবার আগুন উঠে
সুখেরে পুড়িতে।
সুখ দুঃখে ঘোর যুদ্ধ
শান্তি সে অশ্রুতে ॥
সুখের পরখ দুখে
না পুড়িল সীতা।
সুখের পরাণ সোণা
পুড়ি সমাদৃতা ॥
সুখ নয় দুঃখদায়
দুঃখ হৈতে সুখ।
দুঃখেরে ধ'রলে অগ্নি
সুখটি আলোক ॥
দুঃখ এক যন্ত্র বহ্নি
সুখ তার চক্র।
পেয়ে বজ্রগর্ভা সে
যরি গর্ভ মরু ॥
শ্মশান অনলে যথা
শিবের বসতি।
দুঃখহুতাশনে তথা সুখ-অবস্থিতি ॥
এইতো বিচিত্র অতি অনলে অমৃত।
দুঃখ ফণী তাব মাথে সুখ মণি ধৃত ॥
বসুধা বাসুকি-ফণে দুঃখে সুখস্থিতি।
প্রাণঘাতী বজ্র রহে বৈদ্যুতিক বাতি ॥
পাষাণ কুটিয়া যথা পুণ্য গঙ্গাবারি।
মধুচক্রে রক্ষে যথা মক্ষিকারা বেড়ি ॥
সুখ দুঃখ দুটি দল এক কমলের।
সুখ দুঃখ দুই তনু এক পরাণের ॥
বিরহ দুঃখের রাজা, প্রেমসুখমণি।
দুঃখের সর্ব্বাংশ সুখ অনুরাগে গণি ॥
"হরি হরি" বলিতেই নেত্রে বহে নীর।
সুখ দুঃখ এক সম, সে অনুরাগীর ॥
সুখ দুঃখ ফুলদল দিয়া কৃষ্ণ পদে।
কালীচৈরা ব'সে থাক্ আনন্দ সম্পদে ॥

শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধির মধুময়ী কবিতা লিপির

উত্তর—

শোন্ দিদি শোন্ ভাই নও বোন্
তবেই মিলনে মাথে।।
যে সুখের কথা গেয়েছিস্ তুই
মরম বুঝাব কাকে ?
তোর যেই রস কবিত্ব সরস—
ছেড়ে দেও "গুরু গুরু"।
রসভঙ্গভয় এ শবদ শুনি
প্রাণ কাঁপে দুরু দুরু॥
সমানে সমান রসের প্রমাণ
শিক্ষা চলে পরস্পর।
"তুমি কোন্ বড়" এই কর দড়
তবে সাম্য সুখকর॥
সখ্যটি রাখিও স্মৃতি-জলে জীও
বিরহে করিবে কি ?
বিরহ—এওতো পরম বাঞ্ছিত
প্রেমানন্দে ঢালে ঘি॥
বিষের উপর মণির বসতি
আনন্দ আলোক তার।
তপত তৈলে কি সুধন্বা জীয়ে নি ?
বিরহতো অলঙ্কার॥
তোদেরি বিরহে মড়া মুঞি বাঁচা
মুঞি কি তোদেরে ছাড়ি॥
এই যে দুহাত বাস্থা হোক্ পাখা
উড়ে যেতে যেন পারি॥
মোর সুখ লাগি যখন কহবি
"না—না—না"॥
তোর সুখ লাগি যাইব উড়িয়া
মানিব না "না—না"॥
*প্রেম ভক্তি গুণ যে যতন জানে
সে শুধু তোবির শিক্ষা॥

চোখে চোখে নীর যমুনার ধারা
এ শুধু তোরির দীক্ষা॥
আচার্য্য-সুতার পিতা-গুরু তুই
উদ্ধার ক'রলি কত।
পদ সেবা দিয়া পতিত তারিলি
নিজে হলি রগ্ন হত।
আর না কাকেও পদধূলি দিবি
আবার সঞ্চয় কর।
বিধি কিম্বা রাগে সদাচার লাগে
অবজ্ঞাটি দোষাকর॥
ভাগবতরত্ন শ্যাম শ্যামাপ্রিয়া
সুযোগ্য দোসর তব।
তারেও করি এই অনুরোধ
সদাচারে "সুসৌষ্ঠব"॥
গোপীর ভজন শুদ্ধ সদাচার
ভাবিও অন্তরে সদা।
তিলক রচন তুলসী স্বপন
ভুলো না দিদিয়া কদা॥
রাধাদাসীদাসী ভালবাসি বড়
এ দীনার সে ভাগ্য কৈ ?
তোদের সঙ্গ-গুণে সেজে বসি নারী
সঙ্গীতের মহিমা সৈ॥
রোগ শোকে জড়া আছ বাঁচা মড়া
নামমালা কর জপ।
শীতল হইবে তপত পরাণ
মধুময় জপতপ॥
খুলে দিবে মালা বুক মাঝে আলা
কালাচাঁদের কিরণ।
চিন্তা কিবা, চিত্ত চিতে চিন্তামণি
সুখে হবে নিমগন॥
গোবিৎসঙ্গী-সঙ্গ করে প্রেম ভঙ্গ
গৌরাঙ্গ রঙ্গ না ভায়।
এ পুরুষ আর এই বটে নারী
এ ভেদে যোষিৎ জড়ায়॥

---

* তিনটী ভক্তা—প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী ও গুণবতী।

নিত্যানন্দ চাঁদ ব্রহ্মচর্য্যাগুরু
নিতাই করুণা হ'লে।
পুং স্ত্রী ভেদ ভুলি "হরি হরি" বলি
যাও ব্রজধামে চ'লে ॥
বহিরঙ্গ জন নিয়া সঙ্কীর্ত্তন
মায়ার কপট খেলা।
নৌকায় নিবিড় আনন্দ পেয়েছ
স্থলে কীর্ত্তন সঙ্ মেলা ॥
করি গোঁসা রাগ তবু ভায় রাগ
পরাণে পরাণে বাঁধে।
তোদের লাগিয়া মুখ না ফুটায়ে
নীরবে পরাণ কাঁদে ॥
এ পর্য্যন্ত অন্ত— সন্তঃ সদা প্রীত—
পিরিতি পুরাণ নয়।
তাইসে কমলে বিরতিটি তবু
প্রাণে কি তা মানয় ?

নূতন দিদিরা

(৩১২ গীতিতন্ত্রা)

দাদা ছিলে দিদি হ'লে
আবার কেন "দাদা"।
ভাবের মাথায় ভুল করিয়া
মেরেছিস্ গো দাদা ॥
দাদা থাকেন মাঠে গোঠে
দিদি ব'সে কুঞ্জে।
যেখানে সে নাগর অলি
বংশীস্বরে গুঞ্জে ॥
পুরুষ হৈয়া নারী হৈলে
এমনি গৌরলীলা।
ভক্তির কি শক্তি বোন্
লোহায় সোণা কৈলা ॥

তুমি আমার সোণা দিদি
ব্রজের কোণে বাসা।
আমারে যে দিদি বলিস্
বেড়ে গেল আশা ॥
এত দিনের বিজয় দাদা
ডাকব "সোণা দিদি"।
দুই দিদির একই গদী
ভক্তি, ভক্তিনিধি ॥
মেয়ে রাজ্যের মহিমাটি
শোন্ দিদি শোন্।
পিতা মাতা ছেলে মেয়ে
সব দিদি বোন্ ॥
প্রেম মুলুকের মাধুরী কি !—
মেয়ে তার রাজা।
তুই মুই দিদি বোন্
সবে তাঁর প্রজা ॥
তোরা সবে রাধা রাণীর
দাসীর দাসীর দাসী।
তাই তাদের প্রাণের চেয়ে
বেশী ভালবাসী ॥
তোদের মত ভাল বাসিতে
তবু নাহি জানি।
কৃষ্ণ নিয়া রাধার আধা
করিস টানাটানি ॥
প্রেম, ভক্তি দু সখী করে
ঘরে পাতা জুই।
তালের পিঠা খাবে যেয়ে
তোদের প্রাণ সই ॥
শ্যাম ঠাকুরের বেটারে তুই
কোরেছিস্ উদ্ধার।
পরাইতে হবে তারে
ভক্তি রত্ন-হার ॥
ভাদ্র মাসে মিলব দিদি
পুকুরিয়া গ্রামে।

দিদি বোন্ সব তারার মালা
বেড় বো রাধাশ্যামে ॥
চাটগাঁ আর নোয়াখালী
খণ্ডলের মাঝে।
বহু বহু ভক্ত বৃন্দ
তথায় বিরাজে ॥
প্রেমডোরীতে টানে তাঁরা
থাকিতে না পারি।
এবার আবার যে'তে হবে
আশ্বিনমাস ছাড়ি ॥
বিপিনা সে ভক্তিরত্ন
তাদের পরধান।
অশ্রু-বারি দিয়া লিখে
পাঠায় আহ্বান ॥
(তাই) ভাদর মাসে দোর এটে করবো
রসের নাচানাচি।
সুখে থাক্ তোরা সবে
এই ভিক্ষা যাচি ॥
তোরাইতো বান্ধব মোর
তোদেয় নিয়া সুখী।
তোদের ছে'ড়ে অন্য সব
কেবল মায়ার ফাঁকী ॥
তোদের পিরিতে একবারে
ম'জে গিছি সই।
তোদের সে ডাকাডাকি
কেমনে ঘরে রই ॥
তোরা আমার বুকের মাঝে
মিলায়েছিস্ হাট।
কত বৎসর বেচা কিনা
কচ্ছে রঙ্গ নাট ॥
কত মিঠা লাগে মোর
বাঙ্গালার পথ।
কত মিঠা লাগে মোর
তোর ভাঙ্গা রথ ॥
কত মিঠা লাগে মোর
সহিল পুরের পানি।
কত মিঠা লাগে মোর
স্বামীর ঘর খানি ॥
গৌর নিতাইর চরণ তলে
তোরা যত ফুল।
তোদের সে মধু গন্ধে
হ'য়েছি আকুল ॥
প্রেমময়ী বৈষ্ণবীর
কত কব গুণ।
শুধিতে না পারবো কভু
খেয়েছি তার নুণ ॥
গোরার প্রেমে মাতোয়ারী
আত্ম সুখে ডালি।
যতন জানে মাণিক চিনে—
কি লাগে কলম কালি ॥
তোর ঘরের ভক্তি ময়ী
স্নেহ দৈন্যে গলা।
বাৎসল্যের রসে মাখা
দেবী যার তুলা ॥
যতন করি এ অধমারে
কত খাওয়াইল।
আসিবার কালে পথে
কেঁদে কাঁদাইল ॥
তোদের সে প্রেমপরাগে
মে'খে দিছিস্ গা।
কালী হৈয়া দীনা, তুই
আর কিবা চা ॥

———•———

উৎসব-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী
(কাসিমবাজার সৈদাবাদ রাজবাটী)

পূর্ব্ববঙ্গ হৈতে ঘোষ যোগেন্দ্রমোহন।
চন্দ্রনাথ, সেবানন্দ আর ভক্তগণ।
তেরশ ষোল সন চৈত্রের প্রথম।
সৈদাবাদ কুঞ্জঘাটা করিলা গমন॥
শ্রীমনীন্দ্র মহারাজ কাশিমবাজারে।
যাহার ইঙ্গিতে খাটে হাজার হাজার॥
বড় বিজ্ঞ তাঁর মন্ত্রি ললিতমোহন।
চন্দ্ররাজা বুধমন্ত্রী সৌভাগ্যে মিলন॥
দুই বিদ্যাবান সাধু দুইই ধার্ম্মিক।
এক সূত্রে গাথা যেন যুগলমাণিক॥
শ্রীপত্রিকা সুলেখক সুপ্রেণ্ডেণ্ট তাঁর।
শ্রীবামাচরণবসু জানি নাম যাঁর॥
বন্দ্য মন্ত্রী ললিতের যেন ছোট ভাই।
পাণ্ডিত্যসিদ্ধান্তে যার বলি হার যাই॥
অতি পূর্ব্বে একদা শ্রীমন্ত একজন।
দানের আশ্রমগৃহে কৈলা পদার্পণ।
ছদ্মবেশে সবিনয় দৈন্য করি অতি।
দীনেরে বঞ্চিত করি কৈলা পুন গতি॥
"দাদা দাদা" মধু ডাকে পত্র এল ডাকে।
সেই সে বামাচরণ চিনিলাম তাঁকে॥
যোগেন্দ্র মোহনের প্রস্তাবসূত্র ধ'রে।
মহাপুণ্য ফাল্গুনীর পূর্ণিমা বাসরে॥
শুভ গৌর জন্মতীর্থ ভক্ত-সম্মিলনী।
বাংলার কেন্দ্র হৈতে আনন্দের ধ্বনি॥
ললিতদা বামাভাই কৈ'লা অনুরোধ।
"এস ভাই, এস, লঙিঘ শত বাধা রোধ॥
নবদ্বীপ হৈ'তে আন জয়নিতায়েরে।
সফল সবল হব যাঁর পদ ধ'রে"॥
আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি চলিনু শ্রীধাম।
এ যাত্রায় হব একবারে পূর্ণকাম॥
জয় নিতাইর আনন্দ পাইয়া দাসেরে।
দাসতনু অলঙ্কৃত তাঁর ধূলি প'রে॥
হেন কালে উপনীত শ্রীমান্ অনন্ত।
বামা ভায়া অনুগত অতি বড় শান্ত॥
একাদশমূর্ত্তি ভক্ত, সৈদাবাদে গতি।
শত শত মহাভক্ত সমবেত তথি॥
যূথসেনাপতি মহাবীর মহারথী।
মণ্ডলীর কেন্দ্রমণি জয়নিতাই যতী॥
সর্ব্ব ভক্ত নাচে গায় তাঁর আজ্ঞাবহ।
আর এক মহারথী শিরোমণি সেহ॥
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পার্ষদ-সন্তান।
এ হরিমোহন ভক্তিসিদ্ধান্তনিদান॥
মধ্যে দুঁহু নাচে যেন গৌরনিতাই।
যত ভক্ততারাগণ বেড়ি দুই ভাই॥
সুধার সমুদ্রে উঠিল তরঙ্গ কত।
নামামৃতস্নানকেলি তিন দিন রাত॥
প্রহরে প্রহরে বিরাম প্রসাদ লাগি।
যত ভক্ত সমাগত সব অনুরাগী॥
পরাণে পরাণে মিশ নাহি ছিল ফাঁক।
পিককণ্ঠ সুগায়ক ছিল ঝাঁকে ঝাঁক॥
শ্রোতা ছিল শ্রোতা সবে মহাকীর্ত্তনীয়া।
প্রেমানন্দ রসার্ণবে গিছিল ডুবিয়া।
কেহ গাহে কেহ নাহে কেহ নাচে রঙ্গে।
কে আনিল এই সুখ কোথা হৈতে বঙ্গে॥
রাজ সুখ বর্ষে বর্ষে মহাযজ্ঞ হেন।
আর পরে হয় নাই, মনে লয় যেন॥
এরে কহি গৌরনিত্যানন্দ আগমন।
যা হছিল, কৈ কৈ, আর হলো না তেমন॥
সভা না হইল বটে তেমন বিরাট।
যাতে না কি লোকারণ্য ভরি হাট ঘাট॥
শিরোমণি আর মুঞি আদি প্রস্তাবক।
কেহ নহি মোরা মহারাজের স্তাবক॥

শ্রীগৌড় রাজর্ষি যোগ্য উপাধি প্রদান।
সে সভায় হয়েছিল মুখ্য অনুষ্ঠান॥
গুরু গম্ভীর সুভাষী ললিতমোহন।
শ্রীললিতা দিদি যাঁরে মোর সম্ভাষণ॥
গোরার মহিমাবাণী শ্রীজয়নিতাই।
কহিতে পাগলপারা না পাইয়া থাই॥
সেবানন্দ, বসু, ঘোষ যোগেন্দ্র মোহন।
চন্দ্রনাথ আদি দাস বৈষ্ণব চরণ॥
অনঙ্গমোহনবসু রজনী যামিনী।
আর কত নাম কব ভক্তশিরোমণি॥
কি মিলন কি বিরহ তপ্তমধুপান।
কোন মতে দেহ এল, থে'কে গেল প্রাণ॥
বৈষ্ণবের পদ রজঃ রসকেলি স্নান।
সঙ্গে এল ব্যাকুলতা যমুনা উজান॥

খণ্ডলে হরিনাম

(১) ত্রিপুরা ঈশ্বর বীরেন্দ্রকিশোর
তাঁহার স্বাধীন রাজ্যে।
বিলনীয়া এক ডিভিশান বড়
তেমন নয় ঐশ্বর্য্যে॥
তথা সুশাসক অতীব চতুর
কমলাপ্রসাদ দত্ত।
আছে তথা এক হাই ইং ফ্রি স্কুল
উঃ ক্যাডেমী-ব্রাঞ্চ সত্য॥
প্রধান শিক্ষক হয়ে সেই স্কুলে
গেনু ভাগ্যকুল ছাড়ি।
তেরশ আঠার আগহণ মাসে
কেন বা বুঝিতে নারি।
নাম যশঃ বড় প্রতিপত্তি লাভ
প্রচুর সম্মান-সুখ।
কিন্তু সঙ্গহীন নীরস ডাঙ্গায়
সব গৌর-বহির্ম্মুখ॥
আশুতোষ প্রাণ নিতাই বা মোরে
কেনই আনিলা হেথা"।
আনন্দের ধাম তেজিয়া আইনু
বাড়িল দারুণ ব্যথা॥
গৌরাঙ্গের রঙ্গ অসাধ্য বুঝন
মরুভূমে নদী বয়।
বসু মনোমোহন আর অবিনাশ
দুভাই শিক্ষকদ্বয়॥
সুশীল গাথক হরিনামে রুচি
শুনায় আমারে নাম।
অধমের বাসা সঙ্কীর্ত্তন কেন্দ্র
হইল আনন্দধাম॥
মরুতে এ উৎস প্লাবিল চৌদিক
জুটিল ভকত বহু।
ভেবেছিনু মুঞি যাদেরে পাষণ্ড
নাচে তারা তুলি বাহু॥
কি হল কদিনে যে গাঁয়ে যাই
"নিতাই গৌরাঙ্গ" রব।
অপরাধী মুঞি ভ্রম ঘুচে গেল।
শুধু নামের উৎসব॥
শচী নাথদেব পণ্ডিত গোপাল
এ দীনের বাহু দুটি।
বহু স্নেহসেবা কৈল তারা মোর
হরিনাম সঙ্গী জুটি॥
যাইল দক্ষিণে দুবলাচাঁদ গ্রাম
ন্যায়রত্নের ঘরে।
সরস্বতী বসে ভাই কটী রত্ন
গৌরাঙ্গ ছুঁইল তারে॥
গৌরাঙ্গ-করঙ্গে অশ্রু ভিক্ষা দিয়া
মানুষ সাজিল যত।
"হরেকৃষ্ণ হরেরাম নিতাইগৌর রাধেশ্যাম"
গাহে তারা অবিরত॥

সুবলচাঁদ-চাঁদ   বিপিনবিহারী

ভক্তিরত্ন উপাধিক ।

বালক-পণ্ডিত   অতি বিচক্ষণ

সুপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিক ॥

মূরতি চরিতি   সকল সুন্দর

হৃদয় সরল সাদা ।

তিলক-তুলসী   মণ্ডিত বৈষ্ণব

সম্বোধন মোরে 'দাদা ॥

পরস্পর পে'য়ে   সুখের তরঙ্গ

নাচানাচি আলিঙ্গন ।

নিজজন লভি   পিরিতি রসাল

প্রাণে প্রাণে সম্মিলন ॥

———o———

(২) ধর্ম্মপুর গ্রাম   আর মণিপুর

ব্রাহ্মণ সমাজ বড় ।

শ্রীরাম কানাই   চক্রবর্ত্তী তথা

সস্ত্রীক ভকতিদৃঢ় ॥

মুচী মালী নিয়া   সঙ্কীর্ত্তন করে

নীচ সঙ্গে নাচে গায় ।

হা গৌরাঙ্গ বলি   পাগল সদায়

ধূলি তুলি মাথে গায় ॥

গলায় তুলসী   লোক করে হাসি—

"গৌর গৌর" কেন কয় ?

গৌর নিতাই   কবে বা ঈশ্বর

নীচের ধূলি কেন বা লয় ?

ব্রহ্মকুলে জন্মি   কহে "গৌর গৌর"

যার তার পদে গড়ে ।

মুচী মালী সঙ্গে   অন্নপরশন

জন্মিয়া কেন না মরে ॥

জাত মান গেল   এই বামুনার

সমাজে আটক প'ল ।

বড় পুত্র কৃষ্ণ   বন্ধ তার বিয়া

বড়ই মুস্কিল হ'ল ॥

রাম কানু হেন   দেখিবারে সাধ

লাঞ্ছিত যে গোরা ভজি ।

ভক্তিরত্ন, মুক্তি   মহেন্দ্রকে সঙ্গে

চলিনু আনন্দে মজি ॥

আ'নু কানু-ঘর   নানা ভঙ্গীরব

ভাবের বিকারে তার ।

কিবা সে বা করে, কিবা সে না করে

বহু ক'ল শোরসার ॥

প্রেম আলিঙ্গনে   পরম যতনে

দিলা কীর্ত্তন-প্রসাদ ।

মুষ্টি ঘরে নাই   যারে তারে ডাকে

"খা খা"—কত না আহ্লাদ ।

এক জন খে'তে   দশ জনে খায়

হৈ চৈ আনন্দটি লাগা ।

কৃষ্ণ কথা তার   [illegible]

অনুরাগ [illegible] ॥

বহু ভাষী সে   [illegible]

থামিলে শুকায় মুখ ।

পাগলের কথা   এলোমেলো গাথা

হাসি ভরা চাঁদমুখ ॥

সদা আশীর্ব্বাদ   করে সে সবারে

করমালা দিয়া বেড়ি ।

বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণে   বহিরঙ্গ হাসে

মাঝে মাঝে তেড়িবেড়ি ॥

সমাজের কুট   আশীবিষবিষে

জর্জ্জরিত বৃদ্ধকালে ।

"তবু না ছাড়িমু   এই হরিনাম

দিলে শূলে কিবা ঝুলে" ॥

"হরি পূজা কর   দক্ষিণা লইয়া

হরিনাম কেন গাও ?"

"আর নি গাইবে" ? "গামু গামু গামু"—

"তবে রসাতলে যাও" ।

"শ্রীরামকানাই, চিন্তা কিরে, ভাই!
তুই ধন্য হরি দাস"!
গৌর কিরে কাণা ভক্তে দেয় হানা
তোর অঙ্গে সদা বাস॥
আমাগো গৌরাঙ্গ আমাগো নিতাই
খণ্ডলে করিবে খেলা।
পরম দয়াল অবতার তারা
খুলিবে কীর্ত্তন মেলা॥
তোর দুখে দুখী ভক্তবৃন্দ সবে
গৌরাঙ্গ করিবে দয়া।
বদন উজ্জল করিবেন তোর
দুঃখটি সুখের ছায়া॥

---

(৩) শ্রীকান্ত মুন্সী সেন বিশ্বনাথ
প্রধান কায়স্থ গ্রামে।
অন্তরস্থ হরি অতি প্রতিপন্ন
মাতিলা গৌরাঙ্গ নামে॥
আবাল-বনিতা গৌরাঙ্গে ভজিলা
অপরে লাগিল ধন্দ।
গৌরাঙ্গের গোষ্ঠী বর্দ্ধিষ্ণু নিরখি
আলোচনা মন্দ মন্দ॥
ভক্ত জগবন্ধু ওষ্ঠে পৃষ্ঠে লাগা
গৌরনাম পরচারে।
মহাসঙ্কীর্ত্তন আয়োজন কৈল
মুন্সীদের দুয়ারে॥
বংশী জগবন্ধু দুই সহোদর
জাফর নগর ঘর।
গায়ন বাদনে আর সঙ্কীর্ত্তনে
দুই অধিকারী বড়॥
খণ্ডলের বহু বহু মান্য জন
ভক্ত কীর্ত্তনীয়া যত।
খোল কর তাল নিয়ে দলে দলে
কীর্ত্তনাঙ্গনে সমবেত॥
পূর্ব্বরাত্রে কৈল বংশী অধিবাস
উদয়াস্ত গীত কয়।
প্রত্যুষে উঠিল মৃদঙ্গের রব
নামের তুমুল জয়॥
"ভজ-নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম"।
তাণ্ডব-লহরে সুমধুর নাম
পাড়িল গোলোকধাম॥
অমৃতে ভরিল গৃহ-জল-স্থল
বহিল প্রেমের বন্যা।
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁস আর হুলুধ্বনি
করত নাচে পুত্রকন্যা॥
শুধু দশা—দশা, আর আলিঙ্গন
সমান হইল সব।
নিন্দুক ব্রাহ্মণ মুগ্ধ চমকিত
লম্ফে ঝম্ফে করে রব॥
কীর্ত্তন এরূপ জানিত না তারা
ঘুচিল তাদের ভ্রম।
অঙ্গ ঢে'লে দিল কীর্ত্তন সাগরে
ধর্ম্মপুরে ন'ল যম॥
যারা সে পাষণ্ড তার পুত্রে দশা
স্বপ্নে দেখে বিভীষিকা।
কীর্ত্তনের নিন্দা আর না করিমু
রক্ষা কর গো কালিকা॥
উদয়াস্ত দিয়া ভকতে পূজিব
দয়া কর গৌরনিতাই॥
প্রতি গ্রামে ঘরে উদয়াস্ত নাম
হরিনামে মত্ত সবাই॥
সমাজে ব্রাহ্মণ পরধান যারা
ভক্তে দিল নিমন্ত্রণ।
বিরাট উৎসব সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ
দশাগ্রস্ত কত ব্রাহ্মণ॥

গৌর হে তোমার কি মহিমা রঙ্গ
এ যে ব্রাহ্মণেরা নাচে।
ধূলা গায়ে মাখি "হা গৌরাঙ্গ" বলি
কিবা রে রঙ্গিম ছাচে।
রাম কানায়েরে তুষিবারে তারা
পাত পাতে তার ঘরে।
কানাইর মুখ উজ্জল হইল
সম্প্রীতি সমাজ ভ'রে॥
গৌর নিতাইর মাহাত্ম্য মহিমা
ব্যাপিল খণ্ডল ভরি।
পাহাড় পর্ব্বত সরিৎ অরণ্যে
প্রতিধ্বনি "হরি হরি"॥
ভৈরব দে এক ভকত প্রধান
ভকতে যতন বহু।
অহরহ হয় উদয়াস্ত নাম
অধিষ্ঠান যেন প্রভু॥

---

(৪) উত্তালতরঙ্গ তাল বাড়িযায়
ব্রাহ্মণ সমাজ বড়।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত জয়চন্দ্র নাম
উপাধি তালুকদার॥
ঘোর সে শাকত অর্থসমর্থ
মান্য প্রবীন সুজন।
সুকৃতির ফলে গোরার সুদৃষ্টি
বৈষ্ণবোচিত ভূষণ॥
শুদ্ধ শিষ্ট সোজা গৌর নামে মত্ত
সঙ্কীর্ত্তন রসে ভোর।
তাঁর অন্তরঙ্গ ব্রহ্মণ্য দেবতা
নাচে বহু নেত্রে লোরে॥
ষষ্ঠী ঠাকুর সুদীন কাঙ্গাল
নিরজনে ভজে গোরা।
এসবার প্রীতি অমিয়া-মাখান
বিস্ময়ে হইনু মরা॥
পুন সে দেশের ধূলায় লোটাব
সে সব বান্ধব ধরি।
নাচিব গাইব উল্লম্ফন সহ
প্রেমদৈন্যে "হরি হরি"॥

---

(৫) ব্রাহ্মণ সমাজে উঠিলেক প্রশ্ন—
আগে বুঝা না দাও।
তোমাদের এই গৌরনিত্যানন্দ
ঈশ্বর কোন্ শাস্ত্রে পাও॥
একে একে বহু বিরাট সভায়
ভক্ত যুক্ত উ[illegible] শুনি।
ভক্তের কীর্ত্তন প্রেমদৈন্য দেখি
উঠে "বলিহারি" ধ্বনি॥
ভক্তবৃন্দ জুটি ব্রাহ্মণের পদে
পদ ধরি টানি আনে।
আনন্দ গদ্ গদ সুমানুষ তাঁরা
কত না নাচে কীর্ত্তনে॥
গৌরনিত্যানন্দ জয়জয়কার
মহিমার পরচার।
জাতির বিচার মান অভিমান
মধুরেতে একাকার॥
চাহিল মারিতে যারা, স্নেহ ক'রে
কোলে তু'লে লয় এবে।
গৌরাঙ্গের এই আচরয লীলা
সুখে সবে [illegible]লা ডু'বে॥
রাখাল, বালক, ছাওয়াল কোলে
আর কিছু [illegible]হি কয়।
"নিতাইগৌর রাধে[illegible]ম হরেকৃষ্ণ হরেরাম"
সতত বদনে লয়॥

যে দিকে যাও এই নাম ধ্বনি
গৌর যেন আড়ে আড়ে।
খণ্ডলে বাদল আব বরিষণ
ভাসে প্রেম-বন্যাধারে ॥

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শ্রীবৈষ্ণসম্মিলনী

চারিশ সাতাশ শ্রীগৌর পূর্ণিমা
উৎসব দিবস ষোল।
বিলনীয়া হ'তে পার্ব্বতীয় পথে
মহেন্দ্রাদি সঙ্গী হ'ল ॥
নবদ্বীপ শাহা উৎসব প্রাঙ্গণে
আইনু আনন্দে সুখে।
বড় অভাজন পাইনু জীবন
ভক্ত ধূলি অঙ্গে মে'খে ॥
এই বল, ভাগ্য এই বা সুকৃতি
আর কি ভজন জানি।
শ্রীবৈষ্ণবগণ কৃপারজঃ দিলা
দেখি অধম অজ্ঞানী ॥
নয়ন পালটি চাহিতেই দেখি
আমার যোগেন ভায়া।
"কালীহর দাদা" সম্বোধন সহ
ধরিলা আমারে ধা'য়া ॥
"শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্র সম্পাদক ঘোষ
"ভক্তিবিনোদ" উপাধি ॥
আবার যে দেখি মোদের শিরোমণি
গোস্বামিকুলের নিধি ॥
শ্রীহরিমোহন আমাদের প্রাণ
বঙ্গ-বৈষ্ণব-গৌরব।

আবার এবা কে ? বাবু রাজকুমার
যার প্রেমের সৌরভ ॥
পুঁটী জুরী হ'তে এ দেশ ছেয়েছে
সদানন্দ সদা হাসি।
নৈষ্ঠীক ভক্ত এ বাবু রামবল্লভ
খ্যাতে মাছুলিয়া বাসী ॥
এ বিধুভূষণ সরকার দাদা
নাগরী ভাবের ভারী।
যাঁর অধ্যক্ষতা কৃতিত্বে উৎসব
অতীব মধুর ছবি ॥
"গৌরাঙ্গ" বলিতে পুলক শরীর
নয়নে বহয়ে নীর।
অই দাদা বন্ধু রজনী উকিল
উদার ভকত ধীর ॥
প্রিয় চন্দ্রনাথ মজুন্দার ভক্ত
বিনয়ের খনি খানি।
নওয়াখালী ভক্ত বহু সমাগত
অই মাষ্টার রজনী ॥
দয়া কর মোরে বৈষ্ণবেরগণ
কত নাম কব আর।
বৈকালি কীর্ত্তন আনন্দ মধুর
যত ভক্ত কুমিল্লার ॥
তারক মাষ্টার চন্দ্রকান্ত ঘোষ
নাচিছে পরমানন্দে।
দর্শন বিভোর হইনু পাপিয়া
কত বা ভকত কান্দে ॥
হেনই সময় দেখ এক মূর্ত্তি
পাছে নাচে হাসি হাসি।
আনন্দ মাধুরী সতত বদনে
উৎফুল্ল প্রমোদরাশি।
"দাদা" বোল বলি ধরিলা অধমে
প্রেমেতে অবশ দোঁহে।
ইনি আমাদের দাদা শ্রীবসন্ত
আগে চিনি নাই মোহে ॥

বহু দিন শুনি বসন্ত বসন্ত
সাক্ষাৎ পেলমু অদ্য।
যেমন মুরতি তেমন সুরতি
আনন্দই যেন সদ্য॥
দেখিমু শ্রীমারে বুঝি নাই তত্ত্ব
অধম অজ্ঞান মুঞি।
কে না ভক্তি করে? মনে যাহা লয়
কহিবার যোগ্য নই॥
তাঁহাদের এক শিষ্য "হরিদাস"
বালহারি তার ভাগ্য।
মালাধারী ভক্ত, দীন, আগে ছিল
মুসলমান অযোগ্য॥
আপ্‌তাপুদ্দিন করিল কীর্ত্তন
বিরাট্ সভার মধ্য।
একা, এক যন্ত্র কৃষ্ণলীলা গানে
ক'ল সভা প্রেমমুগ্ধ॥
গায়কের অশ্রু প্রেম বিভোরতা
দর্শনে সকল ভোর।
আনন্দআন্দোল নদীর কল্লোল
নহিল সুখের ওর॥
আনন্দকীর্ত্তনে নাহিক বিরাম
সেবানন্দ মাতাই'ল।
নানাদেশী ভক্ত সুখের হিল্লোল
কত রঙ্গ উথলিল॥
শ্রীমা বসন্ত বিধু আর গণ
না ধারে বিধির ধার।
বালভোগে হয় জলযোগ ভাল
মহিমা সে বুঝা ভার॥—
অতিথি বৈষ্ণব— সেবা না হইতে
নিজে নিজে কেন খায়!
সদা ভেট ভরা মুখে পান গুয়া
হাসি সুন্দর দেখায়॥
ভোগের ভজন ত্যাগের ভজন—
দুর্দ্দশে লাগিল বাদ।

শ্রীহরিমোহন— গোস্বামী সগণ
দুঃখে ভাবে পরমাদ॥
অস্তব্যাটিকায় শ্রীমা ও বসন্ত
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া-পট।
অন্তরঙ্গ নিয়া করিলা স্থাপন
নব ভাবেতে উদ্ভট॥
বাদ্যভাণ্ড দিয়া মহাসমারোহ
প্রতিষ্ঠা করিলা মূর্ত্তি।
কুললক্ষ্মীগণ হুলু জয়কারে
করে বিগ্রহ-আরতি॥
বিধু শিখায়েছে বালিকা বৃন্দেরে
মধুর আরতি গীতি।
এ বড় সুন্দর মধুর মধুর
লভিমু পরম প্রীতি॥
শেষের দিবস রসজলকেলি
প্রভু নারীবেশ ধ'র।
কাঁখেতে কলসী রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গী
অঙ্গনে ধূলোট করি॥
চলিলেন গাঙ্গে সঙ্গে শত শত
মুঞি নিনু এক ঘড়া।
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে সঙ্গে নাচি নাচি
আইনু নদীর চড়া॥
যমুনা সলিলে নানা কেলি কৌতুক
আনন্দের নাহি ওর।
কারে কে চুবায় পাকড়ে কে কারে
সবে প্রেমানন্দ ভোর॥
হলো মহোৎসব প্রসাদসেবন
লীলা ভঙ্গ পরদিন।
বসন্তের সঙ্গে গেনু আগাউরা
তথায় বাবু গোবিন্॥
তাঁহার অঙ্গনে আনন্দ উৎসব
অতি সুমানুষ ইনি॥
আগড়ভলা দিয়া গতি বিলনীয়া
এ জীবন ধন্য মানি॥

———•———

নওগাঁ মোয়াটীর মহামহোৎসব

(বাং ১৩২১ সাল পৌষ মাস)

জনম হাঁসাড়া বাসা ভাগ্যকুল
সস্ত্রীক বসতি মোর।
বাংলা হইতে বিজয় লিখিলা
আসিতেই হবে তোর॥
তোর লাগি মোরা খাড়া রনু পথে
আয় আয় আয়, দাদা।
দিগ্ দেশ হ'তে বহু সমাগম
অশ্রু দিয়া হবে কাঁদা॥
মউয়াটির মাটি হাটি ভক্তগণ
করিবেন ধন্য আশা।
মহেশ বিপিন আর তোরে নিয়া
খেল্‌ব খেলা যমনাশা॥
বিপিন মাধব জগবন্ধু সঙ্গে
মিলিলা মো ভাগ্যকূলে।
গৌরগুণ স্মরি চারি জন গেনু
আনন্দে কংসের কূলে॥
বাংলা হ'তে লোক ক্রোশেক মৌয়াটি
ধাইয়া সংবাদ দিল।
সঙ্কীর্ত্তন মধু ধারা এগুইল
নিশা ঘোর বেশী ছিল॥
আমাদের প্রাণে ঢেউ উথলিল
ঘেরিল সম্প্রদা আসি।
কত বা আদরে নাচিয়া গাহিয়া
বৃষ্টি করি মধুরাশী॥
নিল রূপগঞ্জ লোকনদীপুঞ্জ
সর্ব্বত্র উৎসবময়।
উৎসব ময় লোক সিন্ধু হ'তে
"গৌরনিত্যানন্দজয়"।
বিজয়ের সনে সুখ আলিঙ্গন
অমৃতে ভাসিনু সবে।
মণ্ডপে আঁটে না ভক্তভক্তা বহু
কীর্ত্তন গর্জ্জিল রবে॥

মধ্যে শ্রীসারদা মৈত্র ভাবময়
আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু।
চাঁদের মতন স্মিতসুধামাখা
গাহে নাম কুলু কুলু॥
সে চাঁদমুখের মধুর কীর্ত্তনে
অবস হইল মন।
তা'পর প্রসাদ স্বাদু তারানাথ
দিলা ভকত ব্রাহ্মণ॥
অল্প নিদ্রা পরে রাত্রি প্রায় শেষ
শুনিনু অপূর্ব্ব ধ্বনি।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যেন দিব্যলোকে
খুলিয়াছে মধু খনি॥
বহু বামা-কণ্ঠে কৃষ্ণ-গুণ-গান
অমৃত ফোয়ার রয়।
তালে তালে নৃত্য যেন রাসকেলি
কে আর ঘুমায়ে রয়॥
অপরূপ দৃশ্য মেয়েদের দশা
কাঁদে গায় মত্ত সবে।
ধাইয়া লোটানু তাদের চরণে
আকুল যারা গোপীভাবে॥
চরণ পরশে হইলাম মেয়ে
রাস অস্বাদিনু মিলি।
কোন্ দেশে গেনু কহিতে গো নারি
এই অই কৃষ্ণ কেলি॥
এই রস কূপ সঙ্কীর্ত্তনলীলা
হলো সমুদ্র আকার।
ভিতর অঙ্গনে ভাবের বিভোরে
একি লীলা চমৎকার॥
এক সের দুধে এক ডালা খই
সারদা লাগাবেভোগ।
যেবা আসে ভক্ত খায় বা খাওয়ায়
মহোৎসব বাল ভোগ॥
কি হ'তে কি হলো মনে মনে দুখ
আগল আগলখই

যত গ্রামবাসী কিবা কুল বধু
শিশু বৃদ্ধ থই থই ॥
শতবার চায় শতবার পায়
পাগল হইল দেশ।
খই প্রসাদের লাগি ছুটাছুটি
মউয়াটি নদীয়াবেশ ॥
কার হাতের কে নিয়া দেয় মুখে
কার মুখের কেবা খায়।
প্রেম দাতা সাজি কেউ বা বিলায়
মুখে দেয় যারে পায় ॥
সাক্ষাৎ নিতাই বিলাইছে প্রেম
না র'ল বিচার জাতে।
"হা গৌর নিতাই" বোল রোল মুখে
যে লীলা শ্রীক্ষেত্রেতে ॥
কৃত অর্থ ধন্য দেশবাসী সবে
দ্বারে এলো গৌরনিতাই।
মুঞি অভাগিয়া ভাগ্যবান্ আছি
হেন লীলা পদ গাই ॥
কৃষ্ণ কথা রস বক্তৃতা বিস্তর
মাঝে মাঝে সঙ্গীত মধু।
(বটতলীর) প্রভু বৃন্দাবন বড় প্রেমময়
যেন সে আনন্দবন ॥
বিজয় আর শ্যাম ভাবুকের চূড়া
গাহিল রসের পদ।
নাচিল বিপিন ভাবের দশায়
তরঙ্গিত সুধানদ ॥
কোন্ সমুদ্রের সুখের আবর্ত্তে
ডুবিয়া উঠিতে নারি।
গোরার এ দেশ বিশেষ বুঝিনু
সবেই আমরা নারী ॥
দুই শত ধনী শাহাকুল তথা
সবেই মাতিল প্রেমে।
সবারি নয়নে দরদর অশ্রু
দৈন্য মাখে কৃষ্ণ নামে ॥

সনাতন নিধু বিগলিত ভক্ত
দীনতায় বলিহারি।
তা'দের সে ছবি ভুলিতে না পারি
গৌরকৃপা অধিকারী ॥
তৃতীয় দিবসে বহু সম্প্রদায়ে
নগর কীর্ত্তন কিবা।
প্রেমসিন্ধুর বিন্দুর প্রবাহে
নামি এলো দেবীদেবা ॥
পাড়ায় পাড়ায় নিতাই আমার
বিলাল গোলোকধন।
বধুটী ঝিয়ারী ঘরের বাহির
করিছে ধূলিতে স্নান ॥
প্রেমের বন্যায় ক'লনা ব'লনা
ভাঙ্গিল ভবের খেলা।
কলির প্রভাব গেল গেল গেল
বিমল আনন্দ মেলা ॥
চাঁদে চাঁদে মাখা সুধা হরিনাম
সুধাক্ত প্রেমের স্রোতে।
হরিনাম ধ্বনি তার প্রতিধ্বনি
ছড়াইল আকাশেতে ॥
প্রেমবন্যা এলো মিস্ত্রী পাড়ায়
গণেশমিস্ত্রীর বধু।
ধরাস্ করিয়া পড়িল বাহির
কেইবা করিল যাদু ॥
সাত্ত্বিক মূর্চ্ছায় লোটা'ল অঙ্গন
চারিদণ্ড বাহ্যহারা ॥
কোথা বা বসন কোথা বা ভূষণ
লজ্জা জ্ঞান গেল মারা ॥
দেখি তার পতি ভক্তি বিভাবিত
গলবস্ত্র হয়ে কাঁদে।
তাঁর পদধূলি তুলি অঙ্গে মাখি
তনু গলিত গদ্‌গদে ॥
বিকালে ভাঙ্গিল আনন্দবাজার
বিরহের কাঁদাকাটি।

মিস্তরী জাতির ভক্তির বাঁধনে
পথে সেই রাত্রি কাটি ॥
প্রভু সঙ্গে মোরা বহু নিজজন
আইনু ঠাকুরাকোণা।
বহু ভক্তাহ্বানে বাজারে উৎসব
বহু জন আনাগোণা ॥
জগন্নাথদ্বারে প্রসাদ পাইতে
অসীম আনন্দসুখ।
প্রেমের ধ্বনিতে বাজার ভরিল
নামে সব ফুল্লমুখ ॥
নিশার সভায় পাঠ বক্তৃতাদি
আর সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গ।
দিব্যানন্দ রসে চিত্ত ভরপুর
লভি বহু ভক্ত সঙ্গ ॥
বিজয়, গোবিন্দ, শান্তি, নিবারণ,
ঠাকুরাকোণার প্রাণ।
আর প্রেমময়ী প্রেম সেবাপরা
তথা দেবী অধিষ্ঠান ॥
প্রভু বৃন্দাবন আনন্দের খনি
শ্যামাদি ভকতচূড়া
ছাড়িবারে নারি ছাড়িবারে নারে
ভাবিতেও প্রাণহারা ॥
প্রভাতে বিদায় বিষাদের সিন্ধু
প্রাণ ছিঁড়ে ফেলিতে পা।
অহৈতুক প্রেম কোন্ জন্মের কে
হায়রে যায়না যাওয়া ॥
ইচ্ছা এই সুখে থাকি চিরদিন
ভাঙ্গিতে মনে না লয়।
ভক্তিরত্ন সঙ্গে অগত্যা চলিনু
মুখে গৌরনিতাই জয় ॥
পথ ভাসাইল তারা অশ্রুজলে
পাছে পাছে করে গতি।
ফিরিয়া চাহিতে "হায় হায়" করে
অসহ্য বিরহ অতি ॥

কোন্ নিরানন্দ দেশে যেন যাই
ছাড়িয়া আনন্দধাম।
হরিনামে মাত্র শান্তি শান্তি শান্তি
কালীহরিদার গান ॥

দেওলা (বাহাদুরপুর)

বাং ১৩২১— শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯
শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা।

ময়মনসিং সহর উত্তরে
দেওলা পঞ্চ ক্রোশ।
গৌর জন্মতিথি মহোৎসব যোগে
সবারি সুখ সন্তোষ ॥
চৈতন্য আশ্রমে আহ্বান পাইনু
নিরবন্ধ দৈন্য বহু।
অতি যত্নে মোরে সহর হইতে
ভেটিল সভার কেউ ॥
গিরিশ সর্কার সবার প্রধার
গেলাম তাহার ঘর।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
আশ্রমে উল্লাসপর ॥
রমণীয় স্থান মুক্ত বায়ু বহে
পরিচ্ছন্ন নদীতীর।
সজ্জা আড়ম্বর ধুমধাম বহু
কিবা সুন্দর মন্দির ॥
গৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ তথি
নিত্য সেবারাগ যার।
তিন দিন রাত আনন্দ কীর্ত্তন
বিরাম নাহিক তার ॥
মহাসঙ্কীর্ত্তনে সবেই পাগল
সুখে নাই পারকূল।
প্রেম বিস্ফারিত সবারি বদন
সর্ব্ব ভক্ত প্রেমাকুল ॥
সরকারগণ ভক্তভক্ত যারা
নিজ হস্তে করে সেবা।

সেবা পরিপাটি অতীব উত্তম
মধুর চরিত্র সবা ॥
প্রাণটী সুন্দর সবারি দেখিনু
আদতে বৈষ্ণব নয় ।
গিরি সরকার ভকত ক্ষিপত
সতত আনন্দময় ॥
এমন কীর্ত্তন সতত না হয়
মৌয়াটি মানিল হার ।
ঘন আওটা প্রেমের প্রবাহে
সব যেন মহাপার ॥
আসত্বার ভক্ত ঠাকুর নবদ্বীপ
অতিরম্য সুচতুর ।
শত শিষ্য তার সঙ্গীত নিপুণ
অনুগত সে গুরুর ॥
নবদ্বীপ হ'তে মষ্টী গুণধর
"ভক্তি সাগর দা" ডাকে ।
উথলী গোসাঞি শ্রীবনবিহারী
বাৎসল্য করি তাকে ॥
বালক বলিয়া ডাকি তারে ভাই
সেও ডাকে "বুড়া দাদা" ।
আর এক প্রভু নিতাই সন্তান
তিনের ক'ত মর্য্যাদা ॥
আনন্দও বহু বিসংবাদ বহু
গিরিশ লাগাল গোল ।
নবদ্বীপ এক নব প্রবর্ত্তক
বিভিন্ন পদ্ধতি বোল ॥
বিজয়ের শিষ্য ত্যাগ করি তাকে
বট পত্রে ভাসায়ে মন্ত্র ।
গুরুগিরি ধরি গোসাঞি সাজিয়া
গিরিশেরে কৈল যন্ত্র ॥
শ্রীহরিমন্দির পাদপদ্মাবৎ
সে মতে কেননা চল ।
বন বিহারীর তিলক মুছিতে
গিরিশ করিল বল ॥
চট্টলা গোসাঞি "আরে নরাধম
অদ্বৈত সন্তান আমি ।
আমারে শিখাস তিলকের রীতি
এতই পাষণ্ডী তুমি ॥"
গোসাঞির সনে মোর বড় প্রীতি
বিজয়ের সনে তথা ।
নবদ্বীপ মোরে মর্য্যাদা করিত
পরিণামে মনোব্যথা ॥
নিশীথ সময়ে সভাধিবেশন
এলো বহু মান্য জ্ঞান ।
অধমের কথা প্রমাণাদি শুনি
তারা গৌরাচিত-মন ॥
বিজয়ের বন্ধু পুন লোকপ্রীতি
নবদ্বীপ হলা দুখী ।
নিজ দলবলে যুক্তি করি মোরে
উপহাস করি সুখী ॥
অন্তে নবদ্বীপ মাগিলেন ক্ষমা
গোসাঞির কোপ দেখি ।
সে কীর্ত্তনামৃত গরলে মাখিল
সঙ্গদোষে হইল কি ।
মষ্ঠী প্রভু মুঞি গজ পৃষ্ঠে গতি
অতঃপর এনু দেশে ।
শ্রীবনবিহারী শিষ্যে কৃপা করি
দিগন্তর গেলা শেষে ॥

শাখুয়াইর সুখ-সম্মিলন ।

শাখুয়াই গ্রাম সৌন্দর্য্যের ধাম
ময়মনসিংহ জিলে ।
বহু মান্য গন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
বসতি নদীর কূলে ॥
ব্রাহ্মণ পূজ্য উপাধি আচার্য্য
ভট্ট সাক্ষে গুরু বংশ ।
মহেশ সুকৃত পণ্ডিত
সে বংশের অবতংস ॥

কেহ ডাকে তাঁরে ন্যায়রতন
কবিভূষণ কহি মোরা।
যাহার প্রাসাদ "আনন্দ কুটীরে"
নিয়ত নাচেন গোরা॥
যাহার লেখনী নূপুর ঝঞ্জীর
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পদে।
যাহার ভবনে "আনন্দ" মাসিক
ব'হাল নাগরী-নদে॥—
বাংলার বিজয় বৈষ্ণব সুকবি
শ্যামু প্রেমু ভক্ত তার।
এসবের সনে আনন্দবিভোর
ছাড়ি পুকুরিয়া পার॥
মহেশ মন্দিরে আনন্দ কুটীরে
কিবা সে গীতি-উল্লাস।
চারিশ বত্রিশ চৈতন্য অবদ
আম কাটালিয়া মাস॥
বিজয় আর শ্যাম রবিসুধাকর
জোয়ার বহা'ল গেয়ে।
মহেশ অঙ্গনে প্রেমের বনিয়া
অগণ্য সুধন্য নে'য়ে॥
কত নাচে গায় লোটায় ধরণী
বুক ঠাণ্ডা অশ্রুধারে।
যত অনুরক্ত ভক্ত মহেশের
বেড়ি গায় মহেশেরে॥
বেহালা বাজায়ে বেহাল ভুলিয়ে
মহেশ আমার দাদা।
নাগরীর ভাবে ডগমগ গাহে
চিত্তটি বড়ই সাদা॥
"সখিরে মরমের খাইয়াছি মাথা"
নিজ মরমের গাথা।
গাহিতে গাহিতে তন্ময় চিত
গৌর-আলাপন-কথা॥
সে গীতে পাগল করিয়া ছাড়িল
মুক্তি হেন পাপীয়ারে।

মহেশ-বিজয় সঙ্গীতপণ্ডিত
মণ্ডিত রস জোয়ারে॥
থাকিতে কি পারে গোরা দূরে দূরে
সবার পরাণ ভরি।
বাহিরিয়া নাচে অঙ্গনের মাঝে
ভক্তবৃন্দ-ভঙ্গী ধরি॥
দশার মরা কত পড়া ধরাশায়ী
গড়াগড়ি কোলাকোলি।
দেবের দুর্লভ অমৃত সলিলে
হইতেছে মহাকেলি॥
পণ্ডিত-মণ্ডলী বিরাট সভায়
গৌরকথা-আলাপন।
কালীচৈরা শিরে আশিসকুসুম
সুপ্রচুর বরিষণ॥
রসসাগরের তীর্থাবগাহনে
চ'লে গেল ছটি দিন।
বিরহ বুইয়া বিরহ লইয়া
এনু দগধ মলিন॥
চাঁদ বাজারের অমিয়ার বিসে
মরম পুড়িছে সদা।
মহেশ বিজয় শ্যামু প্রেমু পুন
কাঁদিয়া দেখিবে কদা!

পুকুরিয়ার সুখ-সম্মিলন

(৪৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দ।)

ময়মনসিংহে পুকুরিয়া গ্রাম
শ্যাম ঠাকুরের বাড়ী।
বিজয়-ভগিনী দিদি গুণমণি
ভাগ্যবতী গিরি তারি॥
বিজয় প্রমুখ বাংলার ভক্ত
নিয়া গেল মোরে তথা।
কিবা সে ভকতি কিবা সে যতন
সেবার কি কব কথা॥

পুরুষবনিতা সবার শ্রীঅঙ্গে
মালা তিলকের শোভা।
কৃষ্ণ সেবা বিনে আন নাহি জানে
বদনে ভকতি-প্রভা॥
কি বিনয় দৈন্য ধন্য ধন্য সবে
সতত প্রসন্ন মুখে।
কি বধূ কি বা ঝি হরিনামে রুচি
আমি যেন তাঁদের কে॥
মূর্ত্তি যেন দেবা কত হীন সেবা
বাঁধিল প্রেমের ফাঁদে।
হেন পরিবার পবিত্র মধুর
সেবকেরা গণগণে॥
একটী কোথাও দেখিনা এ বঙ্গে
নয়নে পড়িছে যত।
শ্যাম সুদর্শন আর দুর্গানাথ
গৌর-কৃষ্ণ অনুগত॥
তাদের গৃহিণী যেন তিন ভগ্নী
ত্রিধা লক্ষ্মী গৃহকর্ম্মে
গৌরকৃষ্ণ নামে বিহ্বলা সতত
অনুরাগ জাগে মর্ম্মে॥
গৌরাঙ্গ বলিতে দু'নয়ন ঝরে
এ কেন শ্যামরমণি।
তিনটী দম্পতির রাগময় গীতে
কেনা ঝঙ্ক গানে শুনি॥
সুদর্শন যবে একতারা নিয়া
বিরহ সঙ্গীত গায়।
তার গান শুনে ভাব ভাব দেখে
সভা গড়াগড়ি যায়॥
শ্যাম-সুদর্শন কন্যা দুটি ধন্যা
গৌরগুণ গায়, ঝোরে।
যত দিন ছিনু যেন নদীয়ায়
প্রেমধন্যা আট প্রহরে॥
যে আনন্দ কেলি সাত বার হলো
মো গলে বাঁধিল ডোরী।

পিরিতির কথা কহন না যায়
সে টানে যাই ঘুরি ঘুরি॥
আর সে গোবিন্দ পুকুরিয়াবাসী
সস্ত্রীক তাদের সঙ্গী।
জাতিতে কায়স্থ কৃষ্ণ অন্তরঙ্গ
কৃষ্ণভক্তসেবারঙ্গী॥
কৃষ্ণের উৎসব লাগা তার ঘর
কৃষ্ণ ভোগ পরিপাটি।
গোবিন্দ গৃহিণী সারদা নিপুণা
নাহি জানে কুটিনাটি॥
শ্যামের ভবন গোবিন্দ-ভবন
গতাগতি সদা হয়।
যেন দুটি ধাম ন'দে শান্তিপুর
প্রেমগঙ্গা ধারা বয়॥
বিজয় তাদের পিরিতির গুরু
বঙ্গ-সুবিদিত করি।
প্রেমভক্তিদানে ধন্য কৈল জীব
ত্যাগদৈন্যভাবচ্ছবি॥
তাঁর ভাই ঈশ্বর নৈষ্ঠিক ভকত
বৈষ্ণবের চূড়ামণি।
বিজয়ের গানে যাঁর মৃদঙ্গ দিত
গোলোক বৈভব আনি।
ঠাকুর কোণার বিজয় ঠাকুর
পুকুরে ঠাকুর শ্যাম।
ঘুরায়ে ধরায়ে সাত ঘাটে খাওয়াল
সুধাবারি অনুপাম॥
সঙ্গে গঙ্গারাম বড় ভক্তিমান
বন্ধু সাধু যার ভাই।
বড় সেবা কৈল অমর ভকত
তার ঋণ দিতে নাই॥
গণণার মুখে গলদশ্রু সদা
তবু তো মহেশ নাই।
যারে মিতা বলি মহেশ ডাকিত
"নয়ন ঝরা" যারে গাই॥

এ চাঁদের হাট সন্ততই চিতে
কেবলে কাঁদায় মোরে।
বিজ্ঞ ভক্ত শান্তি বাবা শ্রীগোবিন্দ
আসে যায় হাট কিনাবে ॥
এ আনন্দ ওধাবি চাঁদ বৃন্দাবন
গোস্বামী মোদের প্রাণ।
যার মুখচন্দ্র— স্মিত জোসনায়
বহয়ে রসের বাণ ॥ (বন্যা)
বটতলা বর মহাপ্রেমময়
যেন ভোলা সদাশিব।
তাঁরব কৃপায় সে চাঁদ বাজার
আশা পুঞ্জ মিলাইব ॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে পদ্মপুষ্পাসনে
বসায়ে সেবিব পদ।
ভক্তগণ ধরি ছত্র চামর
গাহিবে মধুর পদ ॥
পুকুরে অঙ্গনে কবে লোটাইব
ও পদ ধরিয়া বুকে।
মধু বৃন্দাবন— ধূলি তুলি তুলি
মাখিব প্রেম পুলকে ॥
বুক ভাঙ্গি মাখি বুকে বুকে বুক
আলিঙ্গন সুখ ভোর।
অমৃতে ভাসিয়া গৌর গুণ গাব
সাতার না পাব ওর ॥
জয় জয় জয় গৌর কৃষ্ণ জয়
নিতাই নিতাই নিতাই হে।
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গিরাজ ভকত দেহে ॥

ঠাকুরাকোণা মহোৎসব।

(৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ)

তেরশ পঁচশ পৌষের সংক্রান্তি
শুভদিনে সঙ্কীর্তন।
বিজয়-সহায় যজ্ঞকর্তা এক
ভক্ত— নাথ নিবারণ ॥
আদরের ডাকে গেলাম অধম
উৎসবের পূর্ব্বদিন।
শাখুয়াই, হ'তে মহেশ, ভট্টাজ
কবি গৌরভক্ত দীন ॥
বহু যন্ত্র যন্ত্রী সঙ্গে করি গেলা
সুগায়ক আরো সঙ্গে।
আরো কত ভক্ত বিজয়ের প্রিয়
আইলা কৌতুকরঙ্গে ॥
উনত্রিশে বৈকালে গোষ্ঠীসাম্মিলন
আনন্দে নাহক ওর।
বটতলী হ'তে পদার্পণ ক'লা
প্রভু বৃন্দাবন ভোর ॥
রাত্রে অধিবাস— কোল ভক্তগণ
নিশান্তে কীর্ত্তন ধরে।—
"রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন
রাম নারায়ণ হরে" ॥—
কানাই বলাই মন্দির মণ্ডপ
চন্দ্রাতপ সুবিশাল।
বেড়ি বেড়ি নাচ গায় ভক্তগণ
বাজে খোল করতাল ॥
নিতাই আমারে বড় কৃপা কবে
নাচা'বা সারাটি দিন।
আনন্দ সরিতে সাঁতারিয়াছিনু
যেমন শফরী মীন ॥
নাচে নন্দরাণী ভক্তা প্রেমময়ী
বৈষ্ণবীর চূটি চূড়া।
আথড়ে আথড়ে ক্ষরে গঙ্গা যার
পাথালি নয়নতারা ॥
গোবিন্দ, গগন, অমর, রসিক
অশ্রুজলে করে স্নান।
প্রেম সমুদ্রের যোড়ল তরঙ্গে
কমল কুটিল প্রাণ ॥

ভোঁহাদের দোঁহাগ্রাসী। সপুত্রক-উক্ত
নাচে দত্ত শ্রীপ্রসন্ন।
ভাবময় যার মূরতি সুন্দর
গীতবাদ্য প্রতিপন্ন॥
"খা দা দে" মুখর আচার্য্য বিজয়
আসি কাঁদে চাঁদে চিম।
দ্বিতীয় নিশান্তে কীর্ত্তন তুমুল
মূর্চ্ছে এ দেহে অসীম॥
নগর কীর্ত্তন সংক্ষেপে যা হল
আনন্দ না হল নিভা।
জনসমাগম হইল বহুল
বসিল বিরাট সভা॥
ঘোর মুখবন্ধে প্রভুর বক্তৃতা
মহেশের মুখে বন্যা।
প্রসন্নের পর শ্যাম পদ গেয়ে
সভাবে করিল ধন্যা॥
বেহালা চার্ম্মণী মণি যোগ করি
বেহাল মহেশ দাদা।
স্ব-রচিত পদ নাগরী-বিরহ
সবারি প্রাণের গাথা॥
পরাণ উথারি উথারিয়া ঢেউ
গাহিলা আনন্দে ডুবি।
পাষাণ গলিল কাঁদিল পাষণ্ড
সর্ব্বত্র প্রেমের ছবি॥
গোরার বিরহে আত্মহারা সবে
নদে চলো কি দেশ।
নারী বেশ দুটি বালক সমুখে
তাদের বেশ আবেশ॥
মহেশের সব নূতন নূতন—
নব নব ভাব, পদ।
নূতন উচ্ছ্বাস নব নেশা. সুর
সকলি সে মনোহর॥
সহজ কথায় পরাণের ব্যথা
লিখেছিল এমন কে?
গৌরাঙ্গের কৃপা এমন আর কারে—?
পূর্ব্বজন্মের কেহ সে।
শ্রোতা কিবা গাতা সবেই ডুবিল
অনুরাগ-সিন্ধু-নীরে।
ধন্যরে মহেশ "বাঃবা বাহবা"
উঠিল ধ্বনি দিগ ভরে॥
কীর্ত্তন উন্মাদে দিবা ভাটি দিল
ভোগের বিলম্ব অতি।
আনন্দের মেলা ভাঙ্গিল তখন
কংস-জলে স্নান-গতি॥
শ্রান্ত ও ক্ষুধিত অন্নপানি খেয়ে
কহিলা মহেশ "যাই"।
শিরে বজ্র হানি বস হানি করি
সভাই চলিলা ধাই॥
আনন্দ দিইয়া নিরানন্দে ডারি
সগণ পয়াণ ক'ল।
মড়ার মতন রহিনু মো সবা
সহসা এ কিবা হল॥
"আসির" বদনে "যাহ যাই" ভিতা
আগুনের শিখা লাগে।
আর না এমন করিওরে দাদা
ভাবিও যাত্রার আগে॥
আচার্য্য কুলের আচার্য্য বিজয়
বৈষ্ণব সুকবি সিদ্ধ।
শ্রীমহাপ্রসাদ দিল সন্ধ্যা-পরে
যত ভক্ত দীন বৃদ্ধ॥
নন্দরাণী ক'লা পর দিন উঠি
বৈষ্ণবসেবোৎসব।
এত দিন গেল ভাল ভাল ভাল
প্রান্তে কান্না-রোল রব॥
"আসিগে" বিদায় শ্যাম সঙ্গে চলে
প্রভুরে প্রণতি করি।
প্রভু ও বিজয় আর যত ভক্ত
কাঁদিতে লাগিল ধরি॥

কাটোয়া আনন্দমঠের উৎসব।

(বাং ১৩২৬ ১লা অগ্রহায়ণ)

ফরিদপুরে বাড়ী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী
শ্রীঅভয়ানন্দ নাম।
কোলের ছেলে ফেলে মায়ের মাতৃ কোলে
বাহিরিলা গুণধাম॥
পরি কোপীন ধটী আইলেন পর্য্যটি
আমতলাপুর গ্রাম।
নিজ প্রীতি-গুণে আনি ভক্তগণে
কৈলা যোগাশ্রম ধাম॥
দৈবের নিয়তি তথায় পিরিতি
"রসময় দাদা" বোল।
পুন কুমিরচাটে পাধানের পাটে
উঠিল আনন্দ রোল॥ (চট্টগ্রাম)
আনন্দ তরঙ্গে কত ভেসেছিনু
গুরু জন গলাগলি
সে হাট ভাঙ্গিয়া সস্ত্রীক হইয়া
নবদ্বীপ গেলা চলি॥

ছিলে মহাযোগী হইলে বৈরাগী
পুন কাটোয়া নগরে।
জাহ্নবীসলিলা মাধাইতলা
বিরাজ সৌধকুটীরে॥
এই যে অরণ্য করিতেছ ধন্য
হরিনাম পরচারি।
নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ আসি
গাহিছে মণ্ডলী করি।
চব্বিশ প্রহর সঙ্কীর্ত্তন ঝড়
করে প্রেমধারা বন্যা।
ঘেরিয়া মণ্ডলী প্রেমরসে গলি
হুলু দেয় যত কন্যা॥
শিব জটাধারী নারীমনোহারী
নাচেরে অভয়ানন্দ।
যত ভক্ত ভূত ঘেরি ভূতনাথ
পিছে কিংবা মুকবন্দ॥
"হরে কৃষ্ণ" আদি নাম উনমাদী
গাহে তারা অনুরাগী।
মোর নাই ঠাই লম্বা কাছা ছাই,
সাজি মর্কট বৈরাগী॥
গোরা-প্রেম-সিন্ধু শীকর এক বিন্দু
নয়নে নাহিক ঝরে।
তাই দুঃখে মরি হায় হায়, হরি,
অপরাধ কালীহরে॥
ডুবা'লা না গোরা দিয়া নেত্রধারা
চব্বিশ প্রহর নাম।
রাধাভাবরতি সুগভীর অতি
শুদ্ধ বিমল নিষ্কাম॥
ভারাটিয়া গানে ভকত পরাণে
হয় নাক প্রেমোদয়।
নিজ জন নিয়া শুদ্ধ চিত হ'য়া
গাও গৌরাঙ্গবিজয়॥
কীর্ত্তন বলি তারে অঙ্গণ ভাসে লোরে
নর্ত্তনে কম্পিতা ধরা।
গঙ্গা গুরু গোরা তিন লুকোচোরা
দিয়াও দেয় না ধরা॥
তেসরা আগণ ছাব্বিশের সন
কৃষ্ণ ভজ কবি ভোরে।
কীর্ত্তন কাহিনী উত্তর বাহিনী
গেল প্রভুর মন্দিরে॥

কাটোয়া লীলাস্থলী।

কাঞ্চন পুরুষ পলাইয়া এলো
এই কাঞ্চন নগরে।
কই কই কই ও-মা সে নাগর
রয়েছে সে কোন্ ঘরে?

সঙ্কীর্ত্তন রথ　　এই যে নামিল
　　সম্মুখে এ সিংহদ্বার।
নামি দেখি এ কি ?— একি মধুপুরী
　　করিব সন্ধান তাঁর॥
ভিতর পশিতে　　চিত্ত বিয়াকুল
　　বুক ফাটি গঙ্গা ধারা।
বামে বেদী এক,— এখানে কি বল ?
　　কহে নাগরিক যারা॥—
"এইবট মূলে　　মুড়াইলা মাথা
　　নিমাই মধুরে ডাকি।
নিত্যানন্দ ক্লান্ত　　বসেছিল দুখে
　　এই পাটে পদ রাখি"॥
কই কই কই　　নিমাই নিতাই
　　এখন র'য়েছে কই ?
নিতাই-নেত্রের　　অশ্রু ধারাটি
　　এখনো শুকায় নি সই॥
এই সে পাষাণে　　মাথা কুটিতেই
　　ধ'রে রাখিস্ কেন বা লো ?
পাষাণ— এ ভুল—　　হিমপ্রেমবারি
　　এ যে সুধার কল্লোল॥
গোরা চাঁদ এতে　　ডুবিয়া রয়েছে
　　পিছে ঝাঁপ দিল নিতাই।
কেশ মুড়াইল,　　সে কেশ কেমন,
　　সমাধি মন্দিরে চাই॥
কেশের কি দোষ　　তারে ফেলে গেল
　　চায়রে নিমাই চাঁদে।
পশ্চিম দুয়ারে　　লোকে কি গো চায়
　　আর লোটাইয়া কাঁদে ?
নে— নে— ধ'রে　　অই খানে যাই
　　ওখানে কি বিরাজে সে ?
মাথা মুড়াইয়া　　কি রাজা হয়েছে
　　নদীয়ার নাগর যে ?
নদীয়ার নাম　　করিতে শুনিয়া
　　চাহিছেনা মোর পানে ?
এই যে আসনে　　ব'সেছিল প্রভু
　　ভারতী-আসন বামে॥
পাষাণে অঙ্কিত　　রাতুল চরণ
　　পাষাণ গিছিল গলে।
এই বুঝি কই ?　　ধর ধর ধর
　　কেন পলাইয়া যলে ?
এ যে মোর নেত্রে　　নেত্র লাগাইয়া!
　　ন'লে এত কাঁদি কেনে ?
এ জলেই তবে　　ভাসাইয়া দাও
　　কালীহৈয়া অজ্ঞানে॥

সেরপুর টাউন

বাং ১৩২৮ (বহুবার গতাগতি)

বছর অবধি　　স্নেহের সে ডাক
　　রহিতে নারিনু ঘরে।
জ্যৈষ্ঠের ষোলই　　গেনু ব্রহ্মনদ-
　　পার, জামালপুরে॥
ভীষণ সে পারি,　　মরি কি বা বাঁচি
　　উতরি সুন্দর দেশ।
ঘোর গাড়ী চড়ি,　　চিত্ত গড় গড়
　　বৈষ্ণব চরনোদ্দেশ॥
প্রাণের ভিতর　　কে কহিয়া দিল
　　"এই এই এই"— ব'লে।
সে প্রাসাদপুরী　　মা যোগ-ঈশ্বরী
　　টানিয়া তুলিলা কোলে॥
ফটক ছাড়িয়া　　দ্বিতীয় ফটক
　　প্রবেশি দেখিনু ঠিক্।
ঠাকুর অঙ্গণ!—　　অঙ্গ পুলকিত
　　চাহিনু মন্দির দিক্॥
দেখি বৃদ্ধ এক　　পুরুষ কি দণ্ডী
　　ঠাকুর প্রণামে রত।

পরস্পর দৃষ্টি মিষ্টি উথলিল
চিনাটি চিনাব মত ॥
এ নয় নূতন যেন পুরাতন
পিরিতি দুদিকে কৈল।
চিনেছি চিনেছি" – "চিনেছি চিনেছি"
কি আনন্দ উথলিল ॥
সুবর্ণ শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের রঙ্গ
মাধুরী চুয়ায় মুখে।
সুধা সুকোমল সুধীর শীতল
একি দেখি সুধাংশুকে ?
এই না সেই— এত ভালবাসে
দেখিতে পিয়াসা যাবে ?
বিনয়ের খনি জানি লেখনিতে
বৈষ্ণবমণি এ নারে।
কাশিমবাজার বৈষ্ণবমিলনী
কুমিল্লায় ব'সেছিল।
তার প্রতিবাদ "সেবা" "প্রেমপুষ্পে"
কালীহৈয়া লিখেছিল ॥
তা পড়ি আনন্দে চরচা লাগিয়া
কীটেরে ডাকিয়া নিলা।
এই ভক্তবীর শাস্ত্র অনুরাগী
মহত্ত্বের এই লীলা ॥
ইনি কে, শুনুন শুনিলেও পুণ্য
ধন্য মান্য জমিদার।
শেরপুর টোন্ বড় ম্যাজিষ্ট্রেট
রাজপ্রজা পূজে যার ॥
কহে ভাগবতে আর বাইবেলে
ঈশ্বর পায় না ধনী।
কিন্তু দীন ধনী কৃষ্ণ-কৃপা-ধনী
প্রতাপেরে সাক্ষী গণি ॥
রাজা বীরচন্দ্র ভক্ত-কুল-চন্দ্র
আর এই যারে গাহি।
শ্রীরাধাবল্লভ রায় বাহাদুর
যাঁর নামে সুখে নাহি ॥

নবদ্বীপধাম — প্রচারি। সভা
ইনি তার সম্পাদক।
ভক্তগণ কয় ভক্তিভূষণ
মুঞি কহি ধর্ম্মপতাক ॥
যারে তারে আগে দেন 'দণ্ডবৎ"
ভূমিতে লোটায়ে শির।
"দণ্ডবৎ" উক্তি মধুমুক্তাশুক্তি
শুনি নেত্রে বহে নীর ॥
কথাটি কহিতে কহে "আজ্ঞা করুন্"
কি বিনয়, বলিহারি।
এমন যে বড় ছোট হ'তে পারে
এই যে 'আদর্শ তার ॥
আমার সুখের যত বন্দোবস্ত
করিলা তখনি নিজে।
বিরাট মন্দির— সমুখের গৃহে
শান্তিময় বাসাটি যে ॥
চট্টল ভূমির বারমাসি যার
ভক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী।
হইলা দোসর সভায় বান্ধব
নিত্য সঙ্গী তিনি আমি ॥
যুগল বিগ্রহ শ্রীপ্যারীমোহন
রাঙ্গাপায় ভঙ্গী মরি!
শ্রীপদ উপর শ্রীপদ থুইয়া
কি ঠাটে দাঁড়ান হরি ॥
কি সুন্দর মুখ হাসিসুধাস্যন্দ
অঙ্গভঙ্গীচ্ছটাছন্দ।
যেন সখীবৃন্দে হাসাবে পচ্ছন্দে
ডিলিক দিয়া পা বন্ধ ॥
রাধাঙ্গে সুধার মকরন্দ ধার
অষ্ট সখী আছে বেড়ি।
ললিতা বিশাখা দুধারে দুরাণী
(অষ্ট) সখীদল দলোপরি ॥
বসনভূষণ সুন্দর আসন
সুন্দর সুন্দর শুধু।

আকারে বালক বালিকা সঙ্গীত
তাতেও শোভার সীধু ॥
রসিক ভক্তের সেবা পরিপাটি
নব নব ভাবে গড়া ।
আরাত্রিক অতি চমৎকার ঢঙ্গে
হয় ভাবানুরূপ করা ॥
উত্তম গায়ক উত্তম বাদক
সবেতন সেবক তারা ।
শ্রীরাধাবল্লভ স্বয়ং গাহেন
মধুর আনন্দভোরা ।
তখন তাঁহার বদন মাধুরী
চাহিয়া চাহিয়া পিয়ি ।
এই সঙ্গ-সুখে দশদিন গেল
সব দিক আনন্দময়ী ॥
ইষ্টক বাঁধান বিশাল অঙ্গন
তাহে কুঞ্জবন শোভা ।
অশ্বত্থ তমাল কেলিকদম্বাদি
বেদীবাঁধা মনোলোভা ॥
ফটক পূর্বের উত্তর দক্ষিণে
মাধবীলতার ঝাড় ।
স্মৃতি শিলাপট আর শ্রীতুলসী
নিয়া বেদী এক সার ।
গোবর্দ্ধনশিলা লীলস্থলীধূল
এক বেদী-গর্ত্তে শিরে ।
এই পুণ্য তীর্থ যেন ব্রজকুঞ্জ
কহি এ অঙ্গণটিরে ॥
মন্দির ভিতরে শ্রীপ্যারীমোহন
অলিন্দে রাধাবল্লভ ।
এ দুই দর্শনে গদ গদ হই
আনন্দে ভরে দিঙ্নভঃ ॥
নয়নে উনির অনুরাগ চিন
ভকতি-সিদ্ধান্ত-খনি
সিদ্ধান্ত আলাপ সংলাপ মধুর
চলেছিল সে কাহিনী ॥
অযোগ্যের "দাদা" শুনি তাই তাঁরে
ডাকি "দাদা মহারাজ" ।

শ্রীহরিনামের উৎপত্তি কাহিনী
তা তাঁর সিদ্ধেশ্বরাজ ॥
গ্রন্থ উপহার বিনিময় হলো
ভালবাসা হলো গাঢ় ।
"শ্রীচৈতন্যচরিত" "মহা বজ্র" দিয়া
পাঁচু দুই রত্ন সার ॥
দাক "শ্রীনিকুঞ্জ" রহস্য গীতি
শ্রী "দীনার রত্ন লাভ" ।
শেষের সে বড় নিগূঢ় কথাটী
উপজাত সখী-ভাব ॥
সিদ্ধান্ত ভূষণ শ্রীগোপেন্দ্র শাস্ত্রী
উখলী প্রভুগোস্বামী ।
শ্রীরাধা বল্লভ দাস কালীহৈরা
আর পূর্ণানন্দস্বামী ॥
এই চারি মূর্ত্তি কৃষ্ণ কথালাপে
গেল দশদিন সুখে ।
অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী সঙ্গে কৃষ্ণকথা
আনন্দ প্রবাহ বুকে ॥
বিদায় সময় জগাই পূজারি
রাধা বল্লভ ইঙ্গিতে ।
বস্ত্র, তঙ্কা বুলি থালী ভরী আনি
দিলেন প্রসাদী মাথে ॥
অঙ্গ পুলকিত বিগলিত অশ্রু
বিরহ লইয়া বুকে ।
বৈষ্ণব চরিত পিরিতি স্মরিয়া
ফিরিনু গৃহের দিকে ॥
টেলি বা পত্রের আহ্বান পাইয়া
(১২) বার বার তাঁর সঙ্গ
মাসেক মাসেক সে মধুমিলন
বিদায় দিতে করে রঙ্গ ॥
কোথা গেলারে শ্রীরাধা বল্লভ
সদা সখাডোরে বাঁধা ।
তোমার স্মরণে প্রাণ ফেটে যায়
হেরি স্বপনের বাঁধা
তোমার অভাবে আমিও তো নাই
দিন যাপি মড়ার মত ।

শেরপুর ছেঁ'ড়ে হেরি অন্ধকার
বুক ভরা অশ্রুস্রোত ॥
তব গুণ পণা কীর্ত্তন করিয়া
পিরিতির প্রতিদান।
পরাণে সান্ত্বনা যদিও সামান্য—
ধাম থেকে কর গ্রহণ ॥

শ্রীহট্ট শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী।

(ঢাকা দক্ষিণ মহাপ্রভুবাটী)

শ্রী দোলপূর্ণিমা ১০ চৈত্র, ১৩২৮।

শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণেতে
উপেন্দ্রমিশ্রের বংশ।
সে বংশ-উদ্ভব শ্রীইন্দ্রকুমার
বক মধ্যে যেন হংস ॥
শ্রীসম্মিলনীর ইনি সম্পাদক
চতুর বৈষ্ণব প্রাজ্ঞ।
গেলা ভাগ্যকুল কাঙ্গাল আশ্রমে
বৈষ্ণব-সেবা-অযোগ্য ॥
রাজা শ্রীশ্রী নাথ সুবদান্য ধন্য
দুজনে ভেটিনু তাঁরে।
নব শ্রীমন্দির নিরমান ব্যয়
দিলা সে দুশ মিশ্রেরে ॥
স্বধাম যাইয়া মিশ্র সুপণ্ডিত
উৎসবে ডাকিলা মোরে।
সপুত্রক এনু জিলা নোয়াখালী
গ্রাম এক বাবুপুরে ॥
তথা দুই ভক্ত সুধী সুপণ্ডিত
মম অতি অনুগত।
তারিনী মোহন নক্ষত্র কুমার
মজুমদার খিয়াত ॥
তারিনী মোহন মনসা চরণ
দুশ্রীমান সঙ্গে করি।
পরম আনন্দ— উৎফুল্লচিত্তে
এনু আগড়তলা পুরী ॥
সেন শ্রীনরেন্দ্র একনিষ্ঠ ভক্ত
অতিথি হইনু তার।
শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী জীবন
সাধু পরম উদার ॥

আর শ্রীমহেন্দ্র মজুমদার খ্যাতি
মম প্রিয়তম দুই।
মো সঙ্গে চলিলা এতিন ভকত
মহাপ্রভু-নাম লই ॥
কোলাউড়া নামি দেখি শিরোমণি
সভার পাঠক যিনি।
আর কীর্ত্তনীয়া বাবাজী অমৃত
সভার গায়ক তিনি ॥
সবে মিলি গেনু প্রভুজীর বাড়ী
পরম সুন্দর ধাম।
পুরান মন্দিরে ঠাকুর দেখিয়া
গেনু হরি-সভাশ্রম ॥
শ্রীমহাপ্রভুর জনম উৎসবে
মিলে গেল মহামেলা।
অমৃতলালের কীর্ত্তন দুদিন
পরম আনন্দ দিলা ॥
পুরান বাটীর মিশ্রসেবকেরা
বহু স্নেহ কৈল মোরে।
প্রভুর সন্ন্যাসে- মুরতি-প্রতিষ্ঠা
ইন্দ্রের নব মন্দিরে ॥
দুদলে বিরোধ স্বার্থ লাভ নিয়া
মো-মন পুরাণে ভোব।
ইন্দ্রমিশ্র বলেন এই সেই ভিটা
পৈত্রিক মহা প্রভুর ॥
পুরাণ মন্দিরে মহা প্রভু মোরে
ভুলায়েছিল মাধুর্য্য দিয়া।
নূতনের লক্ষ্য পসার প্রসার
এ রঙ্গ্ দূরে গিয়া ॥
ভকতের সেবা হয় পরিপাটি
যে দিকের দিকে দৃষ্টি।
এক সুখ-যত মনিপুর মাই
কীর্ত্তনে কৈল প্রেম বৃষ্টি ॥
পাঠ, গীত, সভা- সকলি হইল
বৈকুণ্ঠাগমন কম।
ইন্দ্রকুমারের অধ্যবসায়টি
সফল ও মনোরম ॥
ইন্দ্র কর্ম্মী জ্ঞানী, প্রভুর সন্ন্যাসে
ক'ল এত অভিমান ?
"যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"
গৌর মাধুর্য্য নিদান ॥

(সম্পূর্ণ)

২য় খণ্ড

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত।

আদ্য লীলা।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

জীব-কুবলয় বিষাদ-ম্লান।
কিবা শুভনিশি পূর্ণ প্রেম-শশী
অনন্তমণ্ডলে উদীয়মান। (১)

যার-নাম-সুধা কণিকা চাঁদে
ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাহুতে চন্দ্রমা।
সে চাঁদ পড়িল অদ্বৈত ফাঁদে! (২)

শচী-গর্ভ-সিন্ধু উদ্ভব শশী
শচী অঙ্কাকাশে আনন্দ বিকাশে
কিরণ-ফুল্ল সে কুমুদ রাশি। (৩)

অগ্রে প্রেরিত অনন্ত রাম
গৌরাঙ্গ দোসর সেই শিঙ্গাধর
শ্রীনিত্যানন্দ একচক্রাগ্রাম। (৪)

ব্রজে নাহি গণ শ্রীরাধাকান্ত
শুক সারী ভাল হ'ল করতাল
মৃদঙ্গরূপে জনমিলা বেণু (৫)

যমুনার তবে দশা কি হ'ল?—
গৌরা সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হয়ে রঙ্গে
গঙ্গায় মিশায়ে লুকায়ে র'ল! (৬)

যখন জন্মিলা শ্রীগোরা শশী,
কিভাব-উছল, জগত ব্যাপিল?—
রোদনের চোখে যেমতি হাসি! (৭)

অথবা জগত কেমন হ'ল
যথা কাঁচা ফল সহসা রসাল
বা পুষ্প কলিকা ফুটি আকুল! (৮)

ইন্দুযোগে যদি সিন্ধু উথলে,
রোগী যদি ভাগ্যে লভয়ে আরোগ্যে
ব্রহ্মচারীর সিদ্ধি যদি ফলে ! (৯)

দুগ্ধ কুণ্ডে উঠে যেমতি ননী,
তেমতি সৃষ্টির নির্য্যাস মিষ্টির
নবনীত খণ্ড গৌরাঙ্গ মণি ! (১০)

প্রতি পদে পূর্ণ পুরট বিধু
পুরন্দর পুরে দিনে দিনে বাড়ে
বলয় নূপুর ভাঙ্গায়ে শুধু !—(১১)

অবতীর্ণ যেন আনন্দ স্বয়ম্,
শচী জগন্নাথে আনন্দ না আঁটে,
উথলি ছায় সে সুখ পরম ! (১২)

নদিয়া ভাঙ্গি ছাইল জগৎ
গিরি দরী নদী ছাইল উদধি
গগন প্রাঙ্গণ চন্দ্রচন্দ্রৎ । (১৩)

চতুর্যুগের বৃদ্ধচন্দ্র কিরে
রাহুমুখে ম'রে পুনর্জন্ম ধ'রে
নবসুধাপূর্ণ, নব হাসিরে ! (১৪)

কুসুমের মধু হইল বাড়া ;
উধঃ দুগ্ধ ভারে গাভী নাহি নড়ে
প্রকৃতি কোমল মাধুর্য্য পারা !—(১৫)

চাতুরী করিয়া কাঁদেন শিশু ;
কিছুতে না থামে, শুধু হরি নামে
কাঁদ মুখে ফুটে আনন্দ-অংশু । (১৬)

অপরূপ শিশু, বস্তু চিনে কে ?
নারীর মণ্ডলে রোদনের ছলে
শ্রীনাম "হরি" লওয়ায় মুখে । (১৭)

শুভদিনে হলো নামকরণ,
নারীগণ সুখে নিমাঞি নাম [illegible]
"বিশ্বম্ভর" রাখে পণ্ডিত জন, (১৮)

নারায়ণ চিহ্ন হেরিল যারা,
অঙ্কুশ পতাকা ধ্বজবজ্র আঁকা ;—
জনমিতে মঙ্গল বিশ্বভরা । (১৯)

দেবসিদ্ধগণ বিজলী প্রায়
জগন্নাথ ঘরে যাতায়াত করে,
তাদের কে যেন এ শিশু, হায় ! (২০)

ক্ষণে ক্ষণে কাণে নূপুরধ্বনি ।
মৃগ মদ গন্ধ পুরে নাসারন্ধ্র
স্বপ্ন আশ্চর্য্য দেখে শচীরাণী । (২১)

ব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্য যা আছে দৈবী
হলো এক ঠাই শচী গৃহে যাই
খেলিতে লাগিল শিশুরে সেবি । (২২)

কিবা ভাগ্যরে শচী জগন্নাথে !—
শচীরে বলে মা, জগন্নাথেরে বা
কোটি জন্মের পুণ্য ফলেতে । (২৩)

গোরামুখে "মা" সুধার পারা,
যার মুখখানি সুধামৃত খনি
"মা" ধ্বনি শুনি শচী আত্মহারা । (২৪)

বাল্য চাপল্য যথা ব্রজলীলা,
নাহিক গোয়ালী; ব্রাহ্মণ মণ্ডলী,
না পেয়ে ননী বুঝিবা ক্ষেপিলা । (২৫)

পূর্ণানন্দ মূর্ত্তি রসের গোরা !—
মিলে নদে নারী মুখে "হরি হরি"
করে তায় ধরি নাচায় ভোরা । (২৬)

হাঁটিতে শিখিলা চাঁদ গোরা সে,
ঘরে ঘরে যায় চুরি ক'রে খায়
ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন কৌতুকবশে। (২৭)

মন্দ বলিতে না পারে কেউ,
কি আছে নিভৃতে সে গোরা রূপেতে,
প্রাণে লেগে যায় স্নেহের ঢেউ! (২৮)

স্বয়ং সৌন্দর্য্য ধরিয়া মূর্ত্তি,
করে নর লীলা, গলে যায় শিলা
তাতেও আবার ভুবণ স্ফূর্ত্তি। (২৯)

কংসচাণুরাদি দৈত্য অসুর
জন্মেছে এ জন্মে লীলাগুণ কর্ম্মে
মায়াবাদী যত পাষণ্ডী ক্রূর। (৩০)

অবতীর্ণ কলিতে সুদর্শন
নাম মূর্ত্তি ধ'রে তাদের উদ্ধারে
কিবা মধুর লীলা প্রকটন! (৩১)

সশরীরে তারা যাব বৈকুণ্ঠে,
নাহি দেহত্যাগ, নাহি যোগযাগ
যেমনি নামমন্ত্র ফুটয়ে কণ্ঠে। (৩২)

একদা চোর আভরণ লোভে
বিশ্বম্ভরে হরি বহে ঘুরি ঘুরি
পড়িল গোরার মায়ার ক্ষোভে। (৩৩)

তৃণাবর্ত্ত যেন আবর্ত্তে পড়ি
জগন্নাথ দ্বারে আইলেক ফিরে
ভাবশুদ্ধি যোগে গেল সে তরি। (৩৪)

গোরার পদে ছিলনা নূপুর,
তবুও একদা শুনে পিতা মাতা
গৃহে রুনু রুনু ধ্বনি মধুর। (৩৫)

বিস্ময়ে মা বাপ হইলা স্তব্ধ,
অধুনা, পতাকা, বজ্র আদি আঁকা
পদচিহ্ন গৃহে দেখিয়া মুগ্ধ। (৩৬)

পুলকে আপ্লুত হইলা দোঁহে;
পূজি শালগ্রাম, গায় হরিনাম,
জাগ্রত দেবতা ভাবিয়া গৃহে। (৩৭)

জগৎ-পিতা যে হয়েছে পুত্র!
মায়ায় ভাণ্ডায়, চিনিতে না পায়
প্রত্যক্ষ তাজি অনুমান সূত্র। (৩৮)

একদা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ
ব্রহ্মণ্য তেজস্বী মুখে ভক্তি-রশ্মি
উপনীত হ'লা মিশ্র-ভবন। (৩৯)

সপত্নীক মিশ্র সৌভাগ্য মানি
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ভক্তিতে পূজিয়া
রন্ধনের দিলা সামগ্রী আনি। (৪০)

রন্ধনান্তে বিপ্র সাজায়ে থালী,
ক'লা নিবেদন, মুদিত নয়ন,
অন্তর্যামী গৌর অঙ্গেতে ধূলি! (৪১)

দিগম্বর বেশে, কিবা সে ভাগ্য,
হাসি হাসি মুখে গ্রাস দিলা মুখে
উৎকণ্ঠিত বিপ্র না মানি শ্লাঘ্য! (৪২)

তৃতীয় বিপ্রের সাফল্য হেন। —
বিপ্র কি চিনেছ? —ধাঁধায় পড়েছ,
যাবে তুমি দাও খাবেনা কেন?—(৪৩)

কৃষ্ণ গোপাল যে গৌর হয়েছে!
ধ্যানে যারে ডাক; সেই এই এক,
জগৎ তারিতে জনম নিয়েছে! (৪৪)

মারিতে পিতা যষ্টি-করে ধায়,
মরাল গৌরাঙ্গ ধরা দিলা অঙ্গ
উৎকণ্ঠা দেখিয়া ধরিতে তায়। (৪৫)

আঁটকি রাখিতে হইল যুক্তি,
ঘরের ভিতরে খিল দে'বে দ্বারে
রজ্জুতে যথা বাঁধে যশোমতী। (৪৬)

আবার ঠাকুর লাগা'লা ভোগ;
সকলি নিদ্রায় যোগেশ-মায়ায়
ব্রাহ্মণের পুন সৌভাগ্য যোগ। (৪৭)

অন্ন নিবেদন অন্তর্যামী
জানি উপনীত, ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত,
বিপ্রেরে ভণিলা ভবের স্বামী,—(৪৮)

"মন্ত্র জপি ডাক কেমনে থাকি?
হবিয়া প্রত্যক্ষ কেন বা উপেক্ষ?
বাঞ্ছা পূর্ণ আজি, আর চাও কি"? (৪৯)

মুগ্ধ হেরি সে মূর্ত্তি অষ্টভুজ;
নবগুঞ্জাবেড়া শিখিপিঞ্ছচূড়া
মুখ জিনিয়া কোটী দ্বিজরাজ। (৫০)

গলে বৈজয়ন্তী, কুণ্ডল কর্ণে,
নখমণিচন্দ্র মেঘে করি বন্ধ
বিদ্যুৎ মাখা মেঘ যেন বর্ণে। (৫১)

মেঘে ফুটি ভানু কৌস্তুভ বক্ষে,
আর সে শ্রীবৎস, খেলে গাবী বৎস,
ছায়া করি আছে কদম্ববৃক্ষে। (৫২)

তরু বেষ্টি গোষ্ঠী গোপগোপিকা,
ময়ুর ময়ূরী, পিক, শুক, সারী,
উ'ড়ে, গায়, দোলে মঞ্জু লতিকা। (৫৩)

আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলা বিপ্র;
করুণার সিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-ইন্দু
পরশ অমৃতে তুলিলা ক্ষিপ্র। (৫৪)

সাত্ত্বিক তরঙ্গে ছাইল অঙ্গ;
হেরি সুধাম্বুধি, নেত্রে বহে নদী,
যে পায় সে বুঝে ভগবৎ সঙ্গ। (৫৫)

পূর্ব্ববৎ শিশু শুইলা যবে,
ভাব সম্বরিয়া, কৃতার্থ মানিয়া
সুখে খা'লা বিপ্র উদর ভরে। (৫৬)

শুভদিনে হলো হাতেতে খড়ি;
যে বর্ণটী দেখে, দেখামাত্র শিখে,
তিনদিনে ফলা বানানে পাড়ি। (৫৭)

লিখিয়া গাঁথে হরিনাম মালা,
পড়ে পড়ে পড়ে, নামমালা পরে।—
বেদগোপ্য এই বাল্যের লীলা। (৫৮)

পাঠান্তে শ্রীগৌর উদ্দাম ধায়,
নিয়ে সমপাঠি এঁটে বেঁধে কটি
জলকেলিকল্পে গঙ্গায় যায়। (৫৯)

ঘাটে নাহে লক্ষ উদাসী, গৃহী,
গোরার ব্যভার অন্তে তিষ্ঠা ভার
মাতঙ্গের কেলি তরঙ্গারোহী। (৬০)

ধ্যান ভাঙ্গে কারো, কারো টানে পা,
কারো লুঠে কূল, কারো বা দুকূল
কি সব লীলা,—এও কি যমুনা? (৬১)

বিরক্ত বিপ্র, আর ব্রত বালা,
কহে যেয়ে দ্রুতে শচীজগন্নাথে
ভুলাতে শ্রীগৌর পাতিলা ছলা। (৬২)

দণ্ডিতে স্থতে ধায় পিতা যেই,
স্নানচিহ্নহীন মসীতে মলিন
যেতে পথে পুত্রে দেখিলা তেই। (৬৩)

বিস্মিত সে মিশ্র, বিস্মিতা মাতা,
অস্নাত নিমাই দেখিবারে পাই,
কেমনে বা মিথ্যা লোকের কথা!" (৬৪)

"তবে কি নিমাই মনুষ্য নয়?"—
ভাবিয়া দুজনা আনন্দিত মনা
গোরাচাঁদে তুলি কোলেতে লয়। (৬৫)

শুভদিনে গোরা আনন্দনিধি
পরে যজ্ঞসূত্র বামন চরিত্র
দণ্ড ঝুলি নিয়া যেমতি বিধি। (৬৬)

মাগে ঘরে ঘরে কাড়িয়া প্রাণ,
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী ছদ্মবেশিনী
সফলা হ'লা ভিক্ষা করি দান। (৬৭)

টোলের পড়ুয়া হইলা গোরা;
শিখিতে শিখায়, আগে চলে যায়,
ভালই বিদ্যা হলো গুরুমারা। (৬৮)

নদীয়া সে কালে সরস্বতী ধাম
বুঝি বৃহস্পতি নিয়ে পূর্ব্বস্মৃতি
জন্মিলা ধরি বিশ্বাম্ভর নাম। (৬৯)

কিম্বা হেন চাঁদ পাড়িল কে?
অদ্বৈত হুঙ্কারি বেঁধে ভক্তিডোরী
পাড়িল চাঁদ, ছিল ব্রজাকাশে; (৭০)

বালক নিমাঞি হারা'লা পিতা।
শোকে অভিভূতা হ'লা শচীমাতা
প্রবোধিলা দিয়ে মধুর কথা। (৭১)

মায়ের সেবায় সতত রত
হইলেন গোরা, মাও পুত্র ছাড়া
তিলেক থাকিতে জীবন্মৃত। (৭২)

ঔদ্ধত্য লীলা এখনো বিশেষ;
পিতৃপ্রেতযাগ, মাতৃ-অনুরাগ,—
কিছুতে হলোনা ঔদ্ধত্য শেষ। (৭৩)

একদা গৌরাঙ্গ গঙ্গা পূজিতে
চাহিলেন মালা, মাতা উত্তরিলা—
"অপেক্ষ, আনিগে মালা ত্বরিতে।—" (৭৪)

শুনি বাণী গোরা হইলা রুদ্র;
হাতে ঠ্যাঙ্গা নিয়া মারি দোহাতিয়া
ভাঙ্গে হাঁড়ী ঘট যেন অভদ্র। (৭৫)

গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী যত
ক'লা চুরমার তৈল ঘৃতভার
চাল, দাল নিয়া বহিল স্রোত। (৭৬)

কিছু না রহিল তুলিতে মুখে;
শিকা ছিড়ে টানি, বস্ত্র খানি খানি,
আর না পাইয়া মনের দুখে। (৭৭)

ঘর দ্বার ভাঙ্গি বৃক্ষেতে মারে;
তবু নাহি ক্ষমা, নিস্তব্ধ র'ল মা,
শেষে মারে ঘা পৃথিবী উপরে। (৭৮)

তবে গড়াগড়ি মাটিতে পড়ি,
তবে হয়ে স্থির, নিদ্রায় গভীর
নিদ্রিত হইলা ধূলায় জড়ি। (৭৯)

অনন্ত শয়ন বৈকুণ্ঠ পতি
ধূলায় শায়িত, হায়রে অদ্ভুত!
না বুলেন উক্তি মায়ের প্রতি। (৮০)

ধীরে দিলা মাতা শ্রীঅঙ্গে হস্ত ;
ধূল ঝেঁড়ে কোলে তু'লে তারে বলে,
"লও মালা, বাপ পূজগে ত্রস্ত।" (৮১)

"যাক্ যত ভেঙ্গেছ বালাই নিয়া।"—
লজ্জা ম্রিয়মান ঢাকি মুখখান
গঙ্গায় নিমাই গেলা উঠিয়া। (৮২)

স্নান অন্তে আসি পূজিয়া বিষ্ণু
স্থাপিলা তুলসী, মুখে মৃদু হাসি ;
রন্ধনে লিপ্তা মাতা সে সহিষ্ণু। (৮৩)

ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরহরি ;
খাওয়ান মাতা, মুখে মিঠা কথা,
বুঝালো বিশেষ যতন করি।— (৮৪)

"কি সম্বল ঘরে, কি খাবে কালি"— ?
মাতৃবাক্যে হাসি, কহে গোবাশশী,
"কৃষ্ণ পোষ্টা নিত্য যোগাবে ডালি"। (৮৫)

এ নির্ভর যার অঘট্য কি থাকে ?
"জীব শিক্ষাইতে" এভাব গোরাতে,
ঐশ্বর্য্য সে ছাড়ে, ঐশ্বর্য্যে না তাকে। (৮৬)

গ্রন্থ-করে প্রভু পড়িতে গেলা ;
বিদ্যারসে ভোর পাঠান্তে শ্রীগৌর
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরেতে আ'লা। (৮৭)

গঙ্গা দেখি প্রভু নিজ মন্দিরে
আইয়া আনন্দে জননীরে বন্দে
স্বর্ণ মুদ্রা দুই দিয়া শ্রীকরে। (৮৮)

মাতা ভীতা হ'লা প্রমাদ গণি,
সুপরীক্ষা বিনা না ভাঙ্গায় সোণা
সর্ব্বৈশ্বর্য্য নিধি গৌরে না চিনি। (৮৯)

দেখিয়া প্রভুর বিদ্যা প্রতিভা
পণ্ডিত সমাজ পায় সদা লাজ
ভাবে "অপ্রাকৃত পুরুষ কিবা"। (৯০)

মুকুন্দ সঞ্জয়-সৌভাগ্য শশী
উদিল সত্বরে, যাহার মন্দিরে
টোল করে প্রভু আনন্দে বসি। (৯১)

সাক্ষাজ্জগজ্জীব-মঙ্গলনিধি,
যারে সরস্বতী করেন আরতি
স্বয়ং হইলা অধ্যাপক সুধী। (৯২)

হেন নিমাইর, শিষ্যের মাঝে,
নাহি গুরুভাব, মিত্রের স্বভাব,
হাস্য পরিহাস সকল কাযে। (৯৩)

বিদ্যার প্রভাব ছাইল দেশ ;
নিমাইর টোলে আসে দলে দলে
নিমন্ত্রিত যথা ছাত্র অশেষ। (৯৪)

ফাঁকী সিদ্ধান্তে কে আঁটে নগরে ?
পেঁচকের প্রায় পণ্ডিত লুকায়
হেরি বিদ্যাদৃপ্ত দীপ্তভাস্করে। (৯৫)

গঙ্গার ঘাটে প্রণয়ের রেখা ;
বল্লভের কন্যা বাল্যকুলে ধন্যা
লক্ষ্মী শুভদিনে গৌরাঙ্গে মাখা। (৯৬)

শচীর নন্দন সৌন্দর্য্যসিন্ধু,
মাধুর্য্য সরিত, নববধূ প্রীত,
শচীর নেত্রে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ! (৯৭)

ইন্দ্রশচী, কিম্বা মদনরতি,
লক্ষ্মী নারায়ণ, কিম্বা সীতারাম,
সর্ব্বদিকে ধ্বনি সদা এমতি। (৯৮)

ঘরে কি বাহিরে অপূর্ব্ব জ্যোতি,
দেখে শচী আই স্ফুরিত সদাই,
বাঁধা লাগে চোখে নিরখি ভাতি। (৯৯)

কমলের গন্ধ সতত পায়;
বুঝিলেন মাতা লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা
অবশ্যই আছেন এ কন্যায়। (১০০)

ঈশ্বরের লীলা অগম্য বটে;
করিলে ব্যক্ত, কে বুঝিতে শক্ত?
প্রভু কৃপায় কারো ভাগ্যে ঘটে! (১০১)

কৃষ্ণ আবির্ভাব অদ্বৈত চায়;
বিদ্যাজলে কবে ভক্তিপদ্ম হবে,
মাগে ভক্তদল কৃষ্ণের পায়। (১০২)

প্রভুরে বুঝান ভক্তের দল—
"কিবা বিদ্যাভোলে আসল ডুবালে!—
বিজ্ঞ হ'য়ে কৃষ্ণনাম না বল"॥ (১০৩)

শুনি হাসে প্রভু সেবক-বাক্য,
ভিতরে রহস্য, আত্মময় হাস্য,
উপদেশ শুনি মানিলা ভাগ্য। (১০৪)

যার লাগি রাগী এইতো সেই!—
দে'খেও চিনেনা সেই নিজ জনা
প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারিবে যেই। (১০৫)

মুকুন্দদত্ত বৈষ্ণবের দলে
ছিল নাম করা, গাথকের চূড়া
যাহার সঙ্গীতে পাষাণো গলে। (১০৬)

শাস্ত্র বিতণ্ডা মরুভূমি চাষি,
কৃষ্ণকথা-নদী ভাগ্যে বহে যদি
প্রেম ফলিয়া পূর্ণ হয় আশ। (১০৭)

নবনীত-হারা যেমতি তক্র
কৃষ্ণ ভক্তিশূন্য শাস্ত্র ও অধন্য
ইক্ষুছোবা-চর্ব্বণে বলি তর্ক। (১০৮)

তর্কচূড়ামণি শচীর সুত
হারয়ে তর্কেতে না যায় ভক্তিতে
ঢঙ্গ করে সদা বৈষ্ণবে যত। (১০৯)

প্রভু বলে "মোরে জানিয়া ঠেঁটা,
ভক্তি না বাখানি, তর্কে শাস্ত্র ছানি,
পলায় অই যে মুকুন্দ বেটা"। (১১০)

মুকুন্দে সম্বোধি ভাষেন গোরা,—
"অরেরে মুকুন্দ, দেখিবি সম্বন্ধ,
কেমন বৈষ্ণব হইব খাড়া॥" (১১১)

"তুইতো ভাল, বিধিভব আদি
স্তবিবেক স্তবে গুণকীর্ত্তি গাবে
আরো দুদিন নাড় শাস্ত্রবিধি"। (১১২)

কহি বিশ্বম্ভর মধুর হাসি
গেলেন স্বগৃহে, ধনজন মোহে
ভক্তে নিন্দে সদা নদীয়াবাসী। (১১৩)

কীদৃশ হইল ধর্ম্মের গ্লানি?—
কেউ বলে "অরে পেট পুষিবারে
মোটা মালা, ফোটা, মাথা ঘুড়ানি"। (১১

"পড়িনু কত ভাগবত পুঁথি:
ব্যবস্থা দেখিনা, এত যে নাচনা,
হাসি কান্না, লাফানি, গুতাগুতি"। (১১৫)

"শ্রীবাস-পণ্ডিত-চারি ভাইয়ে
কি ধর্ম্ম শিখেছে!— ভূতে বা পেয়েছে!
ঘুম যেতে নারি, কি জ্বালা, খে'য়ে"। (১১৬)

"ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' ক'লে কি নয় ?
হয় কি নাচিলে ?— হয় কি কাঁদিলে ?—
লজ্জা-মজ্জা খাওয়া শাস্ত্রে কি কয়" ?—(১১৭)

দুঃখে ফাটে শুনি বৈষ্ণব প্রাণ ;
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" সবে কাঁদে উচ্চরবে
নিবেদিলা দুঃখ অদ্বৈত স্থান। (১১৮)

শুনি অদ্বৈত ক্রোধ-অবতার
"সংহারিমু সব, মুই সেই ভব,"
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়ে হুঙ্কার। (১১৯)

"দেখাবে কৃষ্ণ নদীয়া ভিতরে ;
তিষ্ঠ কিছু দিন, আইবে সুদিন,
তবে অদ্বৈত কৃষ্ণের কিঙ্কর। (১২০)

শুনিয়া বাক্য ভগবতগণ
কীর্ত্তন মঙ্গল গায় অবিরল
দুঃখ পাসরি সুখেতে মগন। (১২১)

মাধবেন্দ্র শিষ্য ঈশ্বরপুরী
প্রেমোন্মত্ত বেশ পর্য্যটিয়া দেশ
আইলা ক্ষণে অদ্বৈতের বাড়ী। (১২২)

বৈষ্ণবতেজ বৈষ্ণবে কি ঢাকে ?
অদ্বৈত জিজ্ঞাসে "তুমি বা, বাপ কে" ?—
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চিনিলা যাকে। (১২৩)

পুরী বলে "মুঞি অধম অতি
তোমার চরণ দেখিতে মনন
কৃতার্থ হইনু দেখি সম্প্রতি"। (১২৪)

নিমাইর সনে পুরীর দেখা,
কিবা মন্ত্রে জানি নাগফণাখানি
ঢলিয়া আকুল বিনয়মাখা। (১২৫)

প্রভু হেরি ধন্য গোসাঞি পুরী
প্রেমানন্দ ভরে যায় দেশান্তরে
পুরীর প্রেমে ধন্য ন'দেপুরী ! (১২৬)

বৈষ্ণব প্রভাব বাড়িল ই'থে ;
একটি একটি ফুটিছে তারাটি,—
কদিন সে বাকী চাঁদ ফুটিতে ? (১২৭)

একি রহস্য, যারে প্রাণ চায়,
তার সঙ্গে থাকে, ভাসে, চোখে দেখে,
তবু তার মর্ম্ম কেউ না পায় ! (১২৮)

হীনপ্রভ তবু বিদ্বন্মণ্ডলী
মুগ্ধ তার গুণে, কিবা মন্ত্র জানে !—
শিষ্য নিয়া গোরা করেন কেলি। (১২৯)

দিগ্বিজয়ী কাশ্মিরী কেশব
যিনি দিগ্‌দেশে বিচারিতে শেষ
আইল নদীয়া, উঠিল রব। (১৩০)

উঠিল বেপথু পণ্ডিত দলে ;
সশিষ্য গৌরাঙ্গ, মনে মনে রঙ্গ,
সান্ধ্যা সন্ধ্যা- করে গঙ্গা জলে। ১৩১

উপনীত গর্ব্বী পণ্ডিত চূড়া
নিমাই সন্নিধি, "নিমাই" সম্বোধি
ভণিছে না চিনি চূড়ার হীরা।— (১৩২)

"লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাকরণে শুনি
বাল্য শাস্ত্র যাহা" শুনিয়া গর্ব্বহা
বিনয়ে গৌরাঙ্গ বলিলা বাণী— (১৩৩)

"সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিশেষতঃ কবি,
শুনাও কবিতা আশু বিরচিতা
অমিয়া-অম্ময়ী গঙ্গায় স্তবি।" (১৩৪)

যেন কোমল কুসুমের ধারা
ঝরে ঝরঝর কবিতা প্রখর
পণ্ডিত অধরে প্রতিভা পারা। (১৩৫)

গৌর অনুরোধে করিলা ব্যাখ্যা
প্রগল্‌ভ ভাষায় শ্লোকেরে ব্যাখ্যায়,
তাইসে দুজনে বাঁধিল কক্ষ্যা। (১৩৬)

সম-আলোচনা-ফুলের ঘায়
শ্লোক খণ্ড খণ্ড একবারে পণ্ড
টিটকারী ধ্বনি চৌদিক্ ছায়। (১৩৭)

দিগ্বিজয়ী অপমানে মরা,
সরস্বতী হারে, চিনে নাই তারে,
স্বপনে বুঝিল কেমন গোরা। (১৩৮)

যশঃ সরিত আপ্লাবিল দেশ ;
সদা নিমন্ত্রণ, উৎসবে গমন,
অর্থের স্রোতঃ খুজিল অশেষ। (১৩৯)

লক্ষ্মী ঘরে যার অভাব কিসে?—
ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী খায়, পায় আসি
অর্থ আসে যায় আপনি হে'সে। (১৪০)

আদর্শ গৃহী পণ্ডিত নিমাই,
পরম দয়াল, বচন রসাল,
দেখিতে সংসারী, আসক্তি নাই। (১৪১)

কি যেন ভাবি গেলা পূর্ব্বাঞ্চল,
শ্রীমিশ্র তপন জনৈক ব্রাহ্মণ
তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী অটল, (১৪২)

স্বপ্নাদেশ হলো—"নিমাই পাশে
পুছ পরতত্ত্ব, পাবে সব তথ্য"—
স্বপ্ন শুনি মিশ্র গৌরে জিজ্ঞাসে। (১৪৩)

ভনিলা নিমাই মধুর ভাষে,
"যাও কাশীধাম, পূর্ণ হবে কাম,
রহিব যেয়ে তোমার আবাসে।" (১৪৪)

গেলা তপন বারাণসীপুরে ;
অন্তেবাসী নিয়া আনন্দে মজিয়া
আছেন নিমাই না বাম ঘরে। (১৪৫)

এদিকে কি হলো জানাবে কে?—
আদর্শ ললনা লক্ষ্মী পতিপ্রাণা
গৃহলক্ষ্মী তাঁর কিবা দুখে, (১৪৬)

চিন্তি পরিণাম, কিম্বা বিরহে,
ভাসায়ে শচীরে শোকের সাগরে
পতি পদ ধ্যায়ি ছাড়িল দেহে। (১৪৭)

স্বেচ্ছায় নিমাই আইলা ঘরে,
হরিবে বিষাদ, নাহি মুখে বাদ,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু নয়নে ঝরে। (১৪৮)

হৃদয়ের কেন্দ্রে থুইলা শোক ;
হীনে কর্ম্মযোগ, দীনে অনুরাগ,
শিখায়েন ধর্ম্ম বাছিয়া লোক। (১৪৯)

শোকরাহু গিলি সে চাঁদমুখ
উগারে জোসনা কাঁচা সোণা ছানা
শচীর পরাণে ফিরিল সুখ। (১৫০)

গৌরবিধুরে নববধু দিয়া
সাজাইতে মাতা হ'লা উৎকন্ঠিতা
আনা'লা কাশীমিশ্রেরে ডাকিয়া। (১৫১)

সনাতন কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ;
মিশ্র তুষ্টমনা শচীর প্রার্থনা
সনাতন পাশে জানা'লা গিয়া। (১৫২)

ভাগ্যে যোগ্যপাত্র মনেতে গণি
মুহূর্ত্তে সম্মত আয়োজনে রত
দুপক্ষে সপক্ষ আইলা জানি। (১৫৩)

কি আনন্দ আজি নদীয়া ধামে!
এলো অধিবাস অপার উল্লাস
পূর্ণকুম্ভ সারি দক্ষিণে বামে! (১৫৪)

স্থানে স্থানে স্থানে চাঁদোয়া উড়ে;
কদলী রোপিত পল্লব বেষ্টিত
আলিপণা লেখা অঙ্গণ ভ'রে। (১৫৫)

সমাজ, কুটুম্ব, বান্ধব সবে
হয়ে নিমন্ত্রিত সুখে সমাগত,
মুখরিত দিক্ বাদ্যের রবে। (১৫৬)

যত পুরনারী মঙ্গল গায়,
তাতে হুলুধ্বনি কি মধুর শুনি
নৃত্যগীতের তরঙ্গ গড়ায়। (১৫৭)

উষায় উঠিয়া বাজনা ল'য়ে
এয়োগণ হেটে যায় গঙ্গাঘাটে,
জল ভরিবারে আনন্দে ধেয়ে। (১৫৮)

সুধন্যা নদীয়া নাগরী যারা,
বিয়ে দিনে মিলে এয়োকর্ম্মছলে
মনোসুখে যত সাজা'লা গোরা! (১৫৯)

মূর্ত্তি যাঁর সাজ সাজায় তাঁরে!
চারু হেম-কুট মস্তকে মুকুট
কণ্ঠ বিমণ্ডিত কুসুমহারে। (১৬০)

চন্দনে চর্চ্চিত সোণার তনু;
শ্রবনে কুণ্ডল করে ঝলমল
ললাটে তিলক চন্দনধনু। (১৬১)

করেতে দর্পণ কমলে ভানু
নীলপদ্মদল নয়নে কজ্জল
পীতপট্টবাস ঢাকিয়ে জানু। (১৬২)

সেদিন গোরায় দেখেছে যারা,
কারে বলে রূপ জে'নেছে স্বরূপ,
মোদের স্পর্দ্ধা শুধু মনগড়া। (১৬৩)

রূপের শক্তি কে বর্ণিতে পারে?—
যে দেখেছে রূপ পূর্ণ রসকূপ,
পারেনা বর্ণিতে, সেইতো পারে! (১৬৪)

আনন্দের নিধি রূপের গোঁড়া
প্রণমি জননী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
বিচিত্র দোলায় চড়িলা গোরা। (১৬৫)

যতেক নাগরী দেখে বিহ্বলা!
মুখে নাহি ভণে বাঞ্ছা মনে মনে
আপন হৃদয় করিতে দোলা। (১৬৬)

গোধুলি আইয়া সুন্দরবেশে
কোলেতে তুলিয়া করাইলা বিয়া
আনন্দকল্লোলে নদীয়া ভাসে। (১৬৭)

শ্রীগৌরবিধুরে সবধু নিয়ে
পুণ্যবতী মাতা পুনঃ প্রফুল্লিতা
আলোকিত ঘর মাণিক পেয়ে। (১৬৮)

প্রভু মত্ত নিয়া বিদ্যা-বিভব;
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা, কে করে চিকিৎসা?
হয়, হয়না নামমহোৎসব। (১৬৯)

মেঘ সাজে সাজে, সঞ্চার হবে,
বরষে না বিন্দু শু'ষে লয় সিন্ধু
হরিদাস আসি জুটিলা তবে। (১৭০)

"বৈষ্ণবনিন্দা বিজ্ঞজনে রোগ ;
পণ্ডিত সমাজে চূড়া হেন রাজে
পণ্ডিত নিমাই, আলিঙ্গি ভোগ। (১৭১)

"চূড়া যদি পড়ে তবে চিন্তা কি ?—
বৈষ্ণবের জয় হইবে নিশ্চয়,
সে হলে বৈষ্ণব, আর থাকে কি ? (১৭২)

সর্ব্বচূর্ণ গদার বাড়ি তবে !"—
করি এ সিদ্ধান্ত যত ভক্তিমন্ত
তাবে বুঝায়, "পাণ্ডিত্যে কি হবে ?" (১৭৩)

মাকে বলে মামা বাড়ীর কথা ;
তত্ত্বচিন্তামণি গৌর সুখখনি
চিনিলে থাকে না প্রাণের ব্যথা ! (১৭৪)

বূঢ়ন গ্রামের যবনকুলে
যমের তরাস জন্মি হরিদাস
অক্ষয় অক্ষমালা যার গলে। (১৭৫)

হরিনাম সদৈব হরিনাম
সঙ্কীর্ত্তন দ্বারে জীবে কৃপা ক'রে
উপনীত আজ অদ্বৈতধাম। (১৭৬)

কিবা সে ভাব শ্রীহরিদাসে !—
শিবে হর স্তোভ ব্রহ্মাদির ক্ষোভ
দেখে সেবে তারে পরমোল্লাসে। (১৭৭)

ফুলিয়া গ্রামেতে বসতি ক'লা
গঙ্গাস্নান করি নিত্য গায় "হরি"
দণ্ডী কি পাগণ্ডী বিহ্বল হ'লা। (১৭৮)

কাজী কহিলা মুলুকপতিরে—
"হইয়া যবন করে হিন্দুয়ান
দণ্ড কর তারে আনি বিচারে।" (১৭৯)

যমেরে না ডরে যবনে ভয় !—
মুখে 'কৃষ্ণ' ভাষ যার হরিদাস
যথা দুষ্ট যবনরাজ রয়। (১৮০)

হেরি তেজঃ তারে মুলুকপতি
পরম আদরে দিলা বসিবারে
জিজ্ঞাসিলা "এ কেমন বা মতি !"— (১৮১)

"কি ভাগ্যফলে হয়েছ যবন !
সে ভাগ্য না মানি কেনে হিন্দুয়ানি
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি হইলে বামন ?" (১৮২)

"ইহ পরে তব কি হ'বে গতি ?
না জানি অন্যায় যা করেছ তায়
কলিমা পড়িলে পাইবে মুক্তি।" (১৮৩)

মায়ামোহিতের শুনিয়া বাক্য
মুখে অট্টহাস কহে হরিদাস
তার সে কথায় না করি ঐক্য ;— (১৮৪)

"ঈশ্বর এক বেদে কি কোরাণে
বস্তু নিত্যানন্দ অদ্বৈত অখণ্ড
পূর্ণ চৈতন্য ব'সে প্রাণে প্রাণে।" (১৮৫)

"তারি যশঃ গুণ ভুবন গায়,
করায় সে যাহা জীবে করে তাহা
দোষ হ'লে দণ্ড কর আমায়। (১৮৬)

শুনি যবন প্রসন্ন অতি ;
দুষ্ট বেটা কাজী দণ্ডে দেয় রাজী
"কুদৃষ্টিতে যাবে সবার মতি।" (১৮৭)

মুলুকপতি পুন বলিলা তবে,
নিজ শাস্ত্রমুখে পড় দেখি সুখে
দণ্ড পেয়ে নতু ইজ্জত যাবে।" (১৮৮)

কে কি করে ঈশ্বর বিনে লোকে ?—
খণ্ড কর দেহ, প্রাণ যায় সেহ
তবু না ছাড়ি "হরি" নাম মুখে। (১৮৯)

কহিলা যেমতি প্রহ্লাদ ক'লা ;
যবনের পতি কহে কাজী প্রতি
"কি দণ্ড করিবে ?"—কাজী উঠিলা। (১৯০

"বাইশ বাজারে ঘুরা'য়ে মার,
তাতে প্রাণ যায়, তবে সে জুয়ায়
জীলে জানিব সত্যবাদী বড়।" (১৯১)

পাইক সকল ইঙ্গিত পেয়ে
বাজারে বাজারে নির্ঘাত প্রহারে
দুঃখে ফেটে যায় সজ্জন-হিয়ে। (১৯২)

হরিদাস মগ্ন গোবিন্দ নামে ;
কষ্ট নাহি লাগে ধ্যানানন্দে মাগে
পাপীর মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-ধামে। (১৯৩)

অচল অটল শ্রীহরিদাস
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা সে মুখের শোভা
যবনও দ্রবিল দেখি হাস। (১৯৪)

"এত প্রহারে না মরে এজন,
এ নয় সামান্য নহে পীর ভিন্ন,
এ পাপে রাজ্যে হবে অঘটন।" (১৯৫)

এত কহি সবে নিন্দে কাজীরে ;
সর্ব্বজীবে দয়া বিস্তার করিয়া
হরিদাস ব্যস্ত পাপী-উদ্ধারে। (১৯৬)

যারা তারে মারে, তাদের গতি
মাগে কৃষ্ণ স্থানে দোষ নাহি গণে,
অলৌকিক দয়া জীবের প্রতি। (১৯৭)

কোন্ লোক হ'তে অবতীর্ণ সে
নয় সে মানুষ এ মহাপুরুষ
অতুল কীর্ত্তি আজ স্থাপিল যে। (১৯৮)

যবন যত কহে হরিদাসে,
তুমি না মরিবে মোদের মারিবে
কাজী নিয়া দিবে মোদেরে ফাঁসে। (১৯৯)

হাসি হরিদাস বলিলা তবে,—
"আমি জীলে যদি দুঃখ নিরবধি
মরিলাম এই দেখহ সবে।" (২০০)

সমাধি যোগে লুকাইলা চেষ্টা
তবে মৃত বুঝি ব্যবস্থিলা কাজী
ফেলিতে গাঙ্গে, যে প্রধান দ্বেষ্টা। (২০১)

চৈতন্য ইচ্ছায় ভাসিয়া গাঙ্গে
আইলা ফুলিয়া রাজ্যপতি যা'য়া
করিলা স্তুতি প্রণতির সঙ্গে। (২০২)

ঠাকুর হরিদাস গঙ্গাতীরে
গোঁফার ভিতর রহি নিরন্তর
তিন লক্ষ নাম প্রত্যহ করে। (২০৩)

হরিনদীবাসী ব্রাহ্মণ এক
ডাকি হরিদাসে একদা জিজ্ঞাসে
"উচ্চ হরি নামে কি পরতেগ।" (২০৪)

"মনে মনে জপ এইতো ধর্ম্ম,
উচ্চ করি গে'তে আছে কি শাস্ত্রেতে
কার শিক্ষায় কর হেন কর্ম্ম ?" (২০৫)

হরিদাস তবে বিনয়ে ভণে
"উচ্চ ক'লে পুণ্য শতগুনে গণ্য
এরূপ কহ তোমরা ব্রাহ্মণে।" (২০৬)

"সকলে নারে "কৃষ্ণ" উচ্চারিতে
জপে জগকর্ত্তা, জগকর্ত্তা শ্রোতা
উচ্চ নাম গুণে পারে তরিতে।" (২০৭)

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলা রোষে,—
"শূদ্রে বেদ ক'বে আর কত হবে,
শাস্ত্রকর্ত্তা দেখি হরিদাসে।" (২০৮)

"তবে নাক কাটিয়া দিব তোর
যদি এই কথা হয় বা অন্যথা"—
'হরি' বলি হাসি চলে ঠাকুর। (২০৯)

সে বিপ্রাধমের কি দশা হ'স ?—
বসন্ত ফুটিল নাসিকা খসিল ;
বৈষ্ণব নিন্দার এই কি ফল ! (২১০)

জাতিকুলে কি কৃষ্ণ না ভজিলে !—
বেদ বাক্য যাহা প্রমাণিতে তাহা
হরিদাস জন্ম অধমকুলে। (২১১)

ভক্তিশূন্য ধরা দেখিয়া দুঃখে
সেই হরিদাস মুখে "কৃষ্ণ" ভাষ
মিলিলেন আসি নদীয়া লোকে। (২১২)

পাষণ্ডীর নিন্দা সহন ভার ;
পেয়ে ভক্তগণ আনন্দে মগন
দল পুষ্টিতে তুষ্টি সে অপার। (২১৩)

পিতৃ পিণ্ডে হলো গোরার মতি ;
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি অতি ধীরে
গয়ায় গৌরাঙ্গ করিলা গতি। (২১৪)

পদে পদে বৈধী করিলা ক্রিয়া ;
অকর্ম্মীর কর্ম্ম, নাহি ফলধর্ম্ম,
লীলা করে সে লোকে শিক্ষা দিয়া। (২১৫)

গৌরাঙ্গের পিতা যদি না তরে,
কে তরিতে পারে ? তরাবে সে কারে ?
পিণ্ড বেশী কি শ্রীগৌরাঙ্গ-করে ! (২১৬)

বিষ্ণুপদ চিহ্ন নিরখি প্রভু
কিবা যেন ভাবে ভক্তি প্রেমোৎসবে
অশ্রুকম্পহর্ষে কাঁদেন কভু। (২১৭)

জীবের ভাগ্যে এতদিনে গোরা
খুলিলেন প্রেম বিগলিত হেম
সে পদচিহ্নে হলো স্বত্রকরা। (২১৮)

ফুটে ফুটে চাঁদ ফুটেনা যাহা
জগতের ভাগ্যে জীবের আরোগ্যে
প্রেমজ্যোৎস্না নিয়া উদিল তাহা। (২১৯)

খসেনা শরাব সুধার ঘটে,
কি সৌভাগ্য আহা খ'সে গেল তাহা,
কবাট-অর্গল খসিল মঠে। (২২০)

ভক্ত গোষ্ঠীর ব্রত উদ্যাপন
হলো এতদিনে এ মহেন্দ্র ক্ষণে,
অনুরাগে ভোরা শচীনন্দন। (২২১)

দৈবে তথা আসে ঈশ্বরপুরী,
প্রণত গৌরাঙ্গে ধরি অতি রঙ্গে
আলিঙ্গন দিলা আনন্দে ভরি। (২২২)

পুরীর ভাগ্যের কে দিবে তুল ?—
মুর্ত্তি রসসার বক্ষে লগ্ন তার
শিব যার ধ্যানে না পায় কূল। (২২৩)

কোল পেয়ে পুরী ধন্য হইলা,
ত্রিলোকপাবনী সুধামন্দাকিনী
প্রভুর পরশে নেত্রে উদিলা। (২২৪)

পুরীরে কহে চৈতন্ত গোসাঞি,—
"গয়া যাত্রা হল এইসে সফল
তব রাঙ্গাপদ দেখিনু যেই।" (২২৫)

"পিণ্ডে পিতৃগণ নিস্তরে বটে,
তোমারে দেখিলে সর্ব্বফল ফলে,
সর্ব্ববন্ধের বিমোচন ঘটে।" (২২৬)

"তীর্থেরো সাক্ষান্মঙ্গল তুমি,
ভবসিন্ধু ডুবা আমারে তুলিবা
বাঞ্ছি এ তনু স'পিনু আমি।" (২২৭)

"কৃষ্ণ পাদপদ্ম অমৃতরস
দয়া দর্ব্বী ধ'রে পিয়াও আমারে
তব চরণের হয়েছি বশ।" (২২৮)

কহিলা পুরী শুনহ পণ্ডিত,
যে স্বপ্ন দেখিনু সাক্ষাতে পাইনু
ঈশ্বর তুমি জানিনু নিশ্চিত।" (২২৯)

"কৃষ্ণসঙ্গ সুখ, তোমারে হেরি,
উথলিছে স্বতঃ, এ কিবা অদ্ভুত,
যদবধি দেখা, আন না স্মরি।" (২৩০)

তবে তাঁর আজ্ঞা লইয়া
একে একে সব শ্রাদ্ধপিণ্ডোৎসব
সম্পন্ন করি ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া। (২৩১)

ডুব দিলা জীবমঙ্গলকল্পে,
সচন্দন মালা শ্রীহস্তে অর্পিলা
গয়াসুর-শিরে বিনা সংকল্পে। (২৩২)

আ মরি! স্বয়ং প্রভু দিলা পিণ্ড!
কার বা লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রেমানন্দাশ্রুতে ভাসা'লা গণ্ড! (২৩৩)

গয়ার মহিমা উজ্জ্বল হ'ল!
বিষ্ণু পাদপদ্মে বিষ্ণু আজ বন্দে
দেখি দেবগণ পুষ্প বর্ষিল! (২৩৪)

বিষ্ণু পাদপদ্ম অচল ছিল,
সে পদকমল হইয়া সচল
ঘুরি ঘুরি গয়া পবিত্র ক'ল! (২৩৫)

তবে মহাপ্রভু বাসায় যে'যে
বসিলা রন্ধনে, পাক সমাপনে,
আইল পুরী কৃষ্ণ নাম গেয়ে। (২৩৬)

প্রণমিলা প্রভু সম্ভ্রমে উঠি,
হে'সে বলে পুরী, শুন গৌরহরি,
আইনু ভাল, সুসময় এটি।" (২৩৭)

প্রভু বলে হলো ভাগ্য উদয়,
এই অন্ন তুমি ভিক্ষা কর, স্বামী,
"তুমি বা খাবে কি?"—পুরী কয়। (২৩৮)

"তিলার্দ্ধে রাঁধিব" কহে চৈতন্ত।
"পাকে ক্ষান্ত হও দ্বিধা করি লও"
কহিলেন পুরী, "যে আছে অন্ন।" (২৩৯)

কহিলা প্রভু "আমা যদি চাও,
হয়েছে যে অন্ন, এ অতি সামান্ত,
'তুমি কৃপা করি সে সব খাও।" (২৪০)

পরিবেশে তারে হস্তে প্রভু,
কি আনন্দ মরি, অন্ন খান পুরী
প্রেমাশ্রু ঝরে নেত্রে কভু কভু। (২৪১)

প্রভু-অন্ন রাঁধে কমলাদেবী
ভোজনান্তে গিয়া দিব্য গন্ধ দিয়া
আনন্দিত হ'লা পুরীরে সেবি। (২৪২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভগবান্

মিলেন ধীরে কুমার হট্টেরে
শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। (২৪৩)

কাঁদিলেন প্রভু বিস্তর তথা,
প্রেমে ধূলি তুলি বাঁধিলেন ঝুলি,
ঈশ্বর বিনে নাহি অন্য কথা! (২৪৪)

ঈশ্বরে ঈশ্বরে কিবা সে প্রীত! -
ভক্তেরে বাড়া'তে প্রভু হেন মতে
প্রকাশিলা ভক্তিকলার রীত। (২৪৫)

দৈন্য করি প্রভু পুরীর স্থানে
মাগিলেন ভিক্ষা দান মন্ত্র দীক্ষা
জগদ্গুরুর চরিত কে জানে! (২৪৬)

পুরী বলে "মন্ত্র ব'লে কি কথা,
তব প্রীতিকল্পে অকাতরে অল্পে
জীবনও দিতে পারি সর্ব্বথা।" (২৪৭)

শিক্ষাগুরু চৈতন্য নারায়ণ
কল্পি নামোৎসবে করিলেন তবে
দশ-অক্ষর শ্রীমন্ত্র গ্রহণ। (২৪৮)

প্রদক্ষিণি প্রভু পুরীরে তবে,
সমর্পিয়া দেহে উৎকণ্ঠায় কহে
ভাসায়ে দাও কৃষ্ণপ্রেমার্ণবে। (২৪৯)

পুরী ধরি দিলেন আলিঙ্গন;
মাথে বুকে বুকে পুলকে পুলকে
অশ্রুতে দোহা করে প্রক্ষালন। (২৫০)

গয়া গগনে প্রেমকলা-ঝলা
তিথি প্রতিপদ অতি প্রীতিপ্রদ
বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কোষ্ঠী উজলা। (২৫১)

দিন দিন দিন প্রেমবিজয়!
পণ্ডিতম্মন্যতা গর্ব্ব দাম্ভিকতা
ব্রহ্মকুণ্ডজলে পাইল লয়। (২৫২)

ইষ্টমন্ত্র জপি শচীর সুত
ধ্যানানন্দ দিয়া বাহ্য প্রকাশিয়া
"কৃষ্ণরে বাপ" কাঁদে অবিরত। (২৫৩)

কৃষ্ণরে বাপ, জীবন হরি মোর
কোথা গেলে প্রাণ, চুরি করি প্রাণ,
দেখা দিয়া পুন লুকালি চোর!" (২৫৪)

প্রেমভক্তিরসে বিভোর গোরা
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে গড়াইয়া
আত্মপ্রকাশ ছলে, আত্মহারা! (২৫৫)

গোরার এ ভাব কোথায় ছিল!
অকস্মাৎ জীবে কভু কি সম্ভবে?
অমৃতসিন্ধু কৃষ্ণ প্রকাশিল! (২৫৬)

রসগম্ভীর সিন্ধুর উদ্বেল,
ভাবামৃত পানে, নিজ রস দানে!—
গোরা কি সুখে মাতিয়া গেল! (২৫৭)

দৈন্য-দরপণে প্রেমের বিম্ব
হলো বিভাসিত বস্তু প্রকাশিত,
প্রেম সুধা তুলে পাণ্ডিত্য নিম্ব। (২৫৮)

পাণ্ডিত্যে বেচিলে প্রেম সে পাই!—
গুরুতে চৈতন্য মিলে জন্মে দৈন্য
অবিদ্যা যে বিদ্যা তাহারে ছাই। (২৫৯)

আজ সে গোরার কি ভাব হল!
এ কেমন, কেন ধূলায় মাখান,
কার লাগি কাঁদি এত পাগল? (২৬০)

অবতীর্ণ প্রাণ চৈতন্য প্রভু,
কেন এত দিন ছিলেন অধীন
এ তত্ত্ব বুঝিতে পারে কে, কভু ! (২৬১)

ভকত সাজিলা পুরীর হাতে
যিনি ভগবান্ প্রেমের নিদান
ভক্তি যার কৃপাকটাক্ষপাতে ! (২৬২)

শিখুক্ শিখুক্ জগত জীব,
যে জন উপেক্ষে গুরুদেব দীক্ষে
শিখুক্ দৃষ্টান্তে আজ ত্রিদিব ! (২৬৩)

শিষ্যগণ আসি ঘেরিল গৌরে ;
কহে প্রভু তবে, "যাও গৃহে সবে,
মথুরা যাব, না যাব সংসারে।" (২৬৪)

নিশীথে প্রভু কাহারে না বলি
প্রেমেতে বিভোর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" সার
উৎকণ্ঠার ভরে আইলা চলি। (২৬৫)

দৈবে দৈববাণী শুনিলা পথে,—
"মথুরা যাইবে কাল যবে হবে
সম্প্রতি থাকহ নবদ্বীপেতে। (২৬৬)

"বৈকুণ্ঠ নাথ অবতীর্ণ তুমি,
লোক নিস্তারিতে, প্রেম বিলাইতে,
কীর্ত্তনে মাতায়ে অনন্তভূমি।" (২৬৭)

নিবর্ত্তিলা প্রভু শুনিয়া বাণী,
মত্ত কৃষ্ণ নামে আইলা স্বধামে
দিনে দিনে দীপ্ত ভকতিমণি ! (২৬৮)

নিতাই চৈতন্য অমিয়-লীলা
বৃন্দাবন দাস দাস দাস-দাস
আস্পর্দ্ধা মাত্র যা কিছু লিখিলা। (২৬৯)

আদি খণ্ড সূত্র, কি তার শেষ ?
চৈতন্যচরিত অমিয়া সরিত
কভু সেয়ে না পায় শেষ শেষ। (২৭০)

কি মধুর লীলা আনন্দপারা !—
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র
পাদাব্জে কবে পিব মধুধারা ! (২৭১)

প্রণতি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর পদে ;
জন্মে জন্মে দাস হব বড় আশ
লোহিতে তাঁদের পদসম্পদে ! (২৭২)

গয়া হ'তে প্রভু আইলা ঘরে,
আনন্দ পুলক ব্যাপে ন'দে লোক
জয় জয় ধ্বনি নদীয়াপুরে। (২৭৩)

বৃন্দাবনদাস পদবী স্মরি
কালীহরদাস গায় লীলাভাস
আশা বড় জীবন ধন্য করি। (২৭৪)

শ্রীচৈতন্য লীলার্ণবাবগাহী
নিত্যানন্দ রাম প্রেমানন্দ ধাম
যার চরণে কৃপা ভিক্ষা চাহি। (২৭৫)

শ্রীগৌড়মণ্ডলে-আদ্যলীলা সমাপ্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত।

মধ্য লীলা।

একে একে বন্দিবারে অতীব বিকল।
মাথে তু'লে লয় ন'দে ব্রজনালাচল॥

জয়তি বিশ্বম্ভর বিশ্বপ্রিয়,
নিগম-পয়োধি গর্ভ-পদ্মনিধি
পরানন্দ-কন্দ ঘন-অমিয়। (১)

জয় জগদগুরু জগৎ-প্রাণ
প্রেম অবতার রস পারাবার
পাপ তাপ হর সুখ নিদান। (২)

কুঞ্চিত কেশ, বেশ অনুরাগ,
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জিত অনঙ্গ,
জিততর্ক নিন্দিত যোগযাগ। (৩)

দয়ায় অধীন, দীন দয়াল,
প্রভু মন্নাথ হে অনন্ত বা গাহে
কেমনে গা'ব সে লীলা বিশাল! (৪)

তব লীলা অমিয়-মন্দাকিনী,—
কিবা জানি "মূকং করোতি বাচালং!"
জিহ্বা করুরে হোক্ আপ্লাবিনী। (৫)

গাহিব লীলা করিনা আস্পর্দ্ধা,
এও এক সেবা দয়া হ'লে দিবা
কাব্য বা কবিতা,—এও তো শ্রদ্ধা! (৬)

বঙ্কাঞ্জলী দাসের দাস বলে,—
হ'তে নারি দাস, মুখে বলি 'দাস',
মুখে বলি তা সুখ পাই ব'সে। (৭)

যাক্ যাক্ লীলা উলুর মধু!
বামনের ইন্দু, ঝিনুক দিয়া সিন্ধু!—
মঙ্গল নামে রুচি হোক্ শুধু। (৮)

ভুবন পাবন মঙ্গল নাম,—
নাম চিন্তামণি সুধামৃত খনি—
দিলা'লে তুমি পূর্ণানন্দ-ধাম। (৯)

কি খেলা খেলিলে হে প্রেমময়,
হলো নামবন্যা ধরণী সে ধন্যা,
মাতিয়ে মাতা'লে ভুবনত্রয়! (১০)

"আপনি আচরি শিখাও জীবে।"
তাই ভক্ত সে'জে এয়ে লোক মাঝে
যা করিলে তা অতুল ত্রিদিবে! (১১)

"ভাগ্যবান্ যে সে দেখিতে পায়।"
এও নাকি সত্য, কর সদা নৃত্য
চতুর্দ্দিকে চাহি এ ভরসায়। (১২)

তব ভাবমূর্ত্তি উদিবে কবে,
ফুটিবে শ্রীনাম জিহ্বে অবিরাম
নিরানন্দ যেয়ে আনন্দ হবে? (১৩)

সে আনন্দফুলে ফলিবে মধু—
তব লীলা রস করে যা অবশ
পিব পিব আশ সে রস স্বাদু! (১৪)

নিত্যানন্দ যদি করেন দয়া,
অবশ্যই তুমি হবে মম স্বামী
দেখিব কেমনে থাক লুকা'য়া। (১৫)

নিত্যানন্দ পদে শীতগু কোটি
করে ঝলমল হইতে শীতল
সে পদকমলে থাকিগে লুটি। (১৬)

অবশ্য হইবে করুণা তাঁর
করুণার নিধি পরম অক্রোধী
মিলায়ে দিবে গৌররত্নসার। (১৭)

বিকাইগে চল নিতাই পদে
যে আমার [illegible] গৌরে ব'লে ক'য়ে
সঞ্চারিবে শক্তি কীর্ত্তনপদে। (১৭)

স্বয়ং প্রভু করিলা কীর্ত্তন,
কার কোন্ ভাবে এখন জানিবে
গয়া হ'তে যেই প্রত্যাবর্ত্তন। (১৮)

কি পাওয়া পে'ল গয়ায় যে'য়ে!
কিবা কোন্ ভূত ধরিল অদ্ভুত,
নিমাই এলো, অই দেখ চেয়ে। (২০)

উঠিল রব নদীয়া শ্রীধামে,
নিমাই নিমাই শব্দ সর্ব্ব ঠাই
ছবি তাঁর ভিন্ন, অভিন্ন নামে। (২১)

প্রভুর অমৃত-"গৌরাঙ্গ"-নাম
ধ্বনি মুখে মুখে, ধেয়ে যায় সুখে
নদীয়া লোক যেন পূর্ণকাম। (২২)

শচীমাতা সুতে করিলা ক্রোড়ে,
সুদীপ্ত আকাশে যথা চাঁদ হাসে
সে হেন শোভা পুরন্দরপুরে। (২৩)

সম্ভাষি সবারে শ্রীগৌরহরি
তীর্থামৃতকথা কহিলা সর্ব্বথা,
শুনিলা সকলে আনন্দে ভরি। (২৪)

শুনি সবে চাঁদমুখের বাণী
বিনয়েতে মাথা, যেন সুধা ছাকা
আনন্দিত হ'লা আশ্চর্য্য গণি। (২৫)

সবে আশীর্ব্বাদ করিলা গৌরে;
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়া
কিবা আনন্দে পতি মুখ হেরে! (২৬)

বিষ্ণু-ভক্ত যারা তাদের নিয়া
কহে কৃষ্ণ কথা নিজ মনোব্যথা
পাদোদকতীর্থ নাম করিয়া। (২৭)

কহিতে কমল নয়নে বারি;
হল অসম্বর, ভাবেতে বিভোর,
কেমন বা হলো "কৃষ্ণ" উচ্চারি। (২৮)

অবাক্ লোক দেখি সে ভাব;
একি সে নিমাই?— কোথা দেখি নাই
ভক্তিউদয়ে এত গঙ্গাস্রাব! (২৯)

একি বিকার না ভক্তিমহিমা?—
গূঢ়-ভক্তি-লীলা হলো বুঝি খোলা,
উনি কি পেলেন ভক্তির সীমা? (৩০)

পরম বিভব কৃষ্ণের কৃপা
মিলিল ইহানে, এই লগ্ন জ্ঞানে,
সমুদ্র তরঙ্গ না যায় ছাপা। (৩১)

বাহ্য পেয়ে প্রভু শ্রীমানে ভণে,
"শুক্লাম্বর ঘরে আগামী বাসরে
মিলিবে মোরে সদাশিব" (৩২)

"নিবেদিব দুঃখ যা কবে প্রাণে।"
হয়ে হরষিত শ্রীমান পণ্ডিত
অদ্ভুত মানি আইলা ভবনে। (৩৩)

প্রত্যূষে উঠি কুন্দঝাড়-তলে
সুখে ফুল তোলে যত ভক্ত মিলে
আ'লা শ্রীমান আটখানা গ'লে। (৩৪)

শ্রীমানে জিজ্ঞাসে বৈষ্ণবগণ,
"আজ এত হাসি কোন্ সুখে ভাসি?"
শ্রীমান ভণিলা "আছে কারণ।" (৩৫)

"পরম অদ্ভুত কাহিনী সে যে,
হয়েছে নিমাই বৈষ্ণব যে ভাই,
এমন বৈষ্ণব দে'খছে বা কে?" (৩৬)

"নেত্র যুগে গঙ্গা, অঙ্গেতে ধূলি,
কৃষ্ণ নাম নিতে ঝড় আচম্বিতে
বাকী মাত্র তাঁর স্কন্ধেতে ঝুলি।" (৩৭)

"শুক্লাম্বর ঘরে যাইবে অদ্য,
অনুরোধ মোরে যাইতে সে ঘরে
সুসংবাদ দিনু সবারে সদ্য।" (৩৮)

আনন্দ ধ্বনিতে ঝরিল ফুল।
গোত্র বৃদ্ধি দেখি সবে হ'লা সুখী
সুখের প্রবাহে ভাঙ্গিল কূল। (৩৯)

শুক্লাম্বর ঘরে চাঁদের মেলা;
হেনই সময় প্রভু দয়াময়
একা কোটি চন্দ্র তথায় গেলা। (৪০)

"হা কৃষ্ণ" বলিয়া গৃহের স্তম্ভ
ক্রোড়েতে ধরিয়া ফেলিলা ভাঙ্গিয়া
দেখি সবার হইল স্তম্ভ। (৪১)

"কোন্ দিকে গেলা" বলিয়া গোরা
ভূমে প'ড়ে কাঁদে সবে সেই ফাঁদে
পড়িয়া কাঁদে যেন আত্মহারা। (৪২)

অকস্মাৎ ঝড় ছুটিল সাগরে,
কত স্বর্ণতরী তরঙ্গে আছাড়ি
ডুবু ডুবু হলো সলিল ভ'রে। (৪৩)

"হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ গেলি বাপ"—
ব'লে উর্দ্ধবাহু, পুন মুহুর্মুহু
ধরিতে সবারে দিতেছে ঝাঁপ। (৪৪)

দেখিয়া অপূর্ব্ব বিস্মিত সবে
"এ বুঝি প্রকট গেল সে সঙ্কট"
ভাবে দেখি তার ভক্তি বৈভবে! (৪৫)

মঙ্গল কীর্ত্তন গৌরাঙ্গ সঙ্গে
এই সে প্রথম প্রাণের প্রশম
প্রেমোৎসব-উৎস খুলিল বঙ্গে। (৪৬)

অকৈতব ধর্ম্ম—মর্ম্মের স্রোত—
জয়তি আনন্দ, সুধামৃত ছন্দ,
অনন্ত ধর্ম্ম যাতে ওতপ্রোত। (৪৭)

গুরু শ্রীগঙ্গাদাসের আজ্ঞায়,
খুলিলেন টোল, মুখে "কৃষ্ণ" বোল,
কৃষ্ণ নাম শুধু শিষ্যে ব্যাখ্যায়। (৪৮)

"কৃষ্ণ সূত্র, কৃষ্ণ ধাতুপ্রত্যয়
কৃষ্ণ ছাড়া মতি জীবের অগতি
আব্রহ্ম স্তম্ব জান কৃষ্ণময়।"— (৪৯)

একি বিভ্রাট!—ভাবে শিষ্যগণ
কেহ "কৃষ্ণ" ভাষে, কেহ সঙ্গে হাসে
কভু মিলিয়া করে গঙ্গাস্নান। (৫০)

মাতা শঙ্কিতা অদ্ভুত ব্যভারে;—
"সব হারাইয়া আছি তোরে নিয়া"—
বুঝান মাতা সুতে কত ক'রে। (৫১)

"সোনার সংসার যাইবে ভে'সে,
তোর এ আচারে আছি প্রাণে ম'রে,
ভাল হয়ে চল, লোকে যে হাসে।" (৫২)

কপিল আবেশে বুঝান তবে
প্রভু তত্ত্ব-নিধি জননী সম্বোধি
শ্রুতি-রসায়ন নাম-বিভবে। (৫৩)

শুনি পুত্রমুখে অপূর্ব্ব কথা
কিছু নাহি কহে, যা করে তা সহে
আনন্দে ঘুচিল সন্দেহ ব্যথা। (৫৪)

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সহিষ্ণু বালা,
অন্তরে যা দোহে লাজে না তা কহে
কৃষ্ণ নাম শুনি নিভায় জ্বালা। (৫৫)

পূর্ব্বরাগ ভোর প্রভুর চিত,
সদা আর্ত্তি দৈন্য, "কৃষ্ণ" ধ্বনি ভিন্ন
অন্য না হয় বদনে ধ্বনিত। (৫৬)

কি যেন প্রাণের কলিজা কাটি
নিয়াছে কে হরে হারাধন তরে
খুজিয়া সকল করিল মাটি! (৫৭)

নাহি সোয়াস্তি, না রুচে আহার,
ক্ষেপা সে পাগল ধরে মহাবল
নদীয়া লোকে লাগে চমৎকার। (৫৮)

ভাবে নগরিয়া "একি মানুষ?—
ইহার স্বরূপ কোন্ অপরূপ,—
বুঝি অবতার মহাপুরুষ!" (৫৯)

চিরপোষা শঙ্কা শচীর চিতে
চলিল ফলিতে, জীবের ভাগ্যেতে;—
সন্ন্যাসেরি জন্ম তব গর্ভেতে! (৬০)

তব গর্ভ-ক্ষীরোদ-রত্নাকরে
ইনি ধন্বন্তরি, আইলেন উরি
প্রেম সুধা নিয়া জীব-নিস্তারে!— (৬১)

ধন্বন্তরী যার দাসানুদাস —
প্রেমের তুলনা সুধায় খাটে না—
সে প্রেমনিধি নিলা গর্ভবাস! (৬২)

জীবের দুঃখ নিবে তুমি স্কন্ধে,
উদ্ধারিতে জীবে, এ দুঃখ রহিবে,
প্রভুর মাতা সর্ব্বযুগে কাঁদে! (৬৩)

উদ্ধত বলি যার নাম আগে,
তাঁর ভক্তি দেখি স্তব্ধ পশুপাখী
বিভোর শ্রীগোরা নবানুরাগে। (৬৪)

সশিষ্যে প্রভু গাহিলা কীর্ত্তন,
যত যত ভক্ত সবে অনুরক্ত
দিন-যামিনী আনন্দে মগন। (৬৫)

অনন্ত-সত্ত্ব প্রভু বিশ্বম্ভর
থাকেন আবেশে বাহে "কৃষ্ণ" ভাষে
ভক্ত গোষ্ঠী কণ্ঠে জড়া'য়ে কর। (৬৬)

অনন্ত শেষ বিনে শ্রীনিতাই
সমুদ্র গম্ভীর গৌর লীলা নীর
কে আর সমর্থ পাইবে থাই। (৬৭)

সে কারুণানিধি শ্রীনিত্যানন্দ
যদি দয়া ক'রে শিখান সাঁতারে
তবে যা কিছু দে'খে লাগে ধন্দ। (৬৮)

হাটপত্তন হবে নদীয়ায়
বাজিলেক ঢোল সুমঙ্গল বোল
কল কল গঙ্গা তল সে গায়। (৬৯)

পরম বস্তু গুপ্ত যা গোলোকে,
বিকা'বে এ হাটে, ভব খেয়া ঘাটে
বিনা মূল্যে পাবে যে সেই লোকে। (৭০)

কাঙ্গাল দীনদয়াল গৌরাঙ্গ
কৃপা-ভক্তি দিয়া যাবে পাপ নিয়া
ধুয়ে দিবে ধরা ঢালি তরঙ্গ। (৭১)

ঠাকুরের লীলা ভকতগণ
লইয়া নিবেদে পরম আহ্লাদে
অন্তর্য্যামি প্রভু-অদ্বৈত-স্থান। (৭২)

অদ্বৈত কহিলা স্বপন কথা—
"ছিনু উপবাসী দুঃখে গত নিশি
গীতার্থ না বুঝি,বুঝিয়া বৃথা"। (৭৩)

দিব্য মূর্ত্তি এক দাঁড়া'লা আসি,
গীতার্থ বুঝায়ে স্নেহে সম্ভাষিয়ে
ক'লা সে "আর কেন উপবাসী ?" (৭৪)

"সে লাগি ব্রত, হইল সফল,
ভুগিতে হবেনা আর সে বেদনা
মুছিয়া ফেল নয়নের জল!" (৭৫)

"যে ভিক্ষা মাগিলে তুলিয়া বাহু,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি জীব দুঃখে গলি
সে ভিক্ষা দিতে আবির্ভূত প্রভু!" (৭৬)

"তোমার প্রসাদে জীবের ভাগ্য,
পাবে জীব সব ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ
ভক্তি প্রেমামৃত ভব-আরোগ্য!" (৭৭)

"আর চিন্তা কেন, ভোজন কর,
কৃষ্ণানুকীর্ত্তনে শ্রীবাস-ভবনে
না হবে, দেখি বাড়িবে অমর।"— (৭৮)

শুনিয়া আনন্দে খুলিনু আঁখি,
আশ্চর্য্য সে বড় দেখি বিশ্বম্ভর
দেখিতে দেখিতে আর না দেখি! (৭৯)

কহি সীতানাথ আনন্দভরে
ছাড়িলা হুঙ্কার জয়জয়কার
মেঘ কাটি যেন ভূমিতে পড়ে। (৮০)

অদ্বৈত-প্রভাব বর্ণিবে বা কে,
যিনি যোগ-ডোরে আনিলা প্রভুবে
প্রাণে জীয়া'লা গঙ্গা তুলসীতে! (৮১)

জীবের প্রতিভূ যে প্রভু হ'লা,
যিনি তুলি পট দেখা'লা প্রকট
লীলানাট্য মঞ্চে শ্রীমূর্ত্তি, লীলা। (৮২)

গাও সবে সীতানাথের জয়,
যার কৃপা বলে নামযজ্ঞছলে
প্রসাদে ভক্তেরা কৃতার্থ হয়। (৮৩)

প্রভুরে আশীষে যে দেখে যবে,
"কৃষ্ণভক্তি হোক" শু'নে বড় সুখ
শ্রীমুখ তুলিয়া হাসেন তবে। (৮৪)

গঙ্গাঘাট-পথে করেন সেবা,
কারো ধরেন পা, কারো মাজেন গা,
বসন নিঙাড়ি দেন কারো বা ; (৮৫)

পুষ্প, মালা, মাটি, কুশাদি নিয়া
দেন কারো করে, কত বা কাতরে,
সেবা শিক্ষা দেন স্বয়ং সেবিয়া। (৮৬)

সেবায় দৈন্য, বিনয়, ভকতি
লোকের আশীষে কৃষ্ণ আশে বশে
ঘটে ঘটে ঘটে কৃষ্ণ-আরতি। (৮৭)

শ্রীমুখে সম্ভাষি কহেন সবে
"তোমাদের ঠাই কৃষ্ণভক্তি পাই
তাই সে সেবি, কৃষ্ণ সার ভবে!"— (৮৮)

মোদের প্রভুর কি ভাব এই!—
সবাই তার পদে পড়ে কেঁদে কেঁদে
অমানী মানদ আর তো নাই! (৮৯)

গুণাধার প্রভু গুণের ভরে
পড়ে নোঙাইয়া, বিমুগ্ধ নদীয়া ;—
মাটি হ'লে "কৃষ্ণ" কহিতে পারে। (৯০)

প্রভুই পড়েন লোকের পায়,
ক'ত ফাটে বুক চেপে যায় মুখ
মোরা কবি কি, হায় হায় হায়! (৯১)

ওদিকে শ্রীগৌর ভক্তের দুঃখে
কহেন হুঙ্কারি, "নৃসিংহ চক্রধারী"
পাষণ্ডীর শির কাটিব সুখে!"— (৯২)

এই ভাবে প্রভু হইলা পাগল,
সাত্ত্বিক সন্দেহে, ভূকম্প শ্রীদেহে
ওঝা বৈদ্য খেটে না পায় ফল। (৯৩)

হাসি কাঁদি ক্ষণে মুরছা যায়,
ক্ষণে ভণে কথা "ছিণ্ডো ছিণ্ডো মাথা,"
মাতা সঙ্গে সঙ্গে পাগল প্রায়। (৯৪)

কেহ বলে বাঁধ, খাওয়াও ডাব,
শিবাঘৃত খেলে ব্যাধি যাবে চলে
শিরে কর ঘন সলিল স্রাব। (৯৫)

তুলসারে করিতে প্রদক্ষিণ,
আইলা শ্রীবাস যেন ঊর্দ্ধশ্বাস,
ভক্ত হেরি প্রভু চেতনাহীন। (৯৬)

জিজ্ঞাসে শচী "কি কহ পণ্ডিত?—"
"নয় বায়ু রোগ; মহাভক্তি যোগ"—
অদ্ভুত হেরি কহিলা পণ্ডিত। (৯৭)

সুখিত মাতা ; বাহ্য পেয়ে প্রভু
"বায়ুর অবস্থা হয়েছে ব্যবস্থা"
আহ্লাদে ভণিলা, "জিজ্ঞাসি তবু"।— (৯৮)

পণ্ডিত হাসি কহে "ভাল বাই,
তোমার যে বাই তাহা আমি চাই,
মহাভক্তিযোগ দেখিতে পাই।" (৯৯)

শ্রীবাসে প্রভু দিলা আলিঙ্গন,
দশচক্রে ধৃত ভগবান ভূত
জন্মে জন্মে প্রভু লাঞ্ছিত হন। (১০০)

"তুমি যদি আজ কহিতে 'বায়ু'—"
হাসি কহে গোরা সুধারসপারা—
"ডুবায়ে দিতাম গঙ্গায় আয়ু।" (১০১)

তুষ্ট হ'লা শচী, গেলনা চিন্তা,
আশঙ্কা সদায় বে'র হয়ে যায় ;
উদ্বিগ্না মলিনা প্রভুর কান্তা। (১০২)

একদা গদাধরের সংহতি
গেলা গৌরমণি, কাঙ্গাল শমানী
অদ্বৈতে দেখিতে আবিষ্ট অতি। (১০৩)

রৌদ্র ভাবে ভোর অদ্বৈতরায়
বলে 'হরি হরি' আস্ফালন করি ;
প্রভু মূর্চ্ছিত পড়িলা ধরায়। (১০৪)

নিজ প্রাণনাথ অদ্বৈত চিনি,
"চোরের উপরি হবে বাটপারি"
কহি পূজিলা শ্রীপদ দুখানি! (১০৫)

"ছি ছি, একি ?"—কহিলা গদাধর,—
"নাশিছে বালকে," "হা, চিনিবে ডাকে,'
কহিলা হাসি অদ্বৈত ঠাকুর। (১০৬)

সবিস্ময়ে ভাবে মাধবসুত,
"তবে কি ঈশ্বর সর্ব প্রাণহর
জীব তরাতে হ'লা আবির্ভূত ?" (১০৭)

বাহ্য পেয়ে প্রভু অদ্বৈত পদে
করিয়া কাকুতি করিলেন স্তুতি
মাগি কৃপা ভিক্ষা ভক্তি সম্পদে। (১০৮)

ভক্ত বাড়াইতে অদ্বৈত স্তুতি
নাম যজ্ঞ ব্রত করি স্থিরীকৃত
গৌরাঙ্গ চলিলা প্রফুল্লমতি। (১০৯)

প্রভুর প্রকাশ অদ্বৈত জানি,
পরীক্ষিতে তারে গেলা শান্তিপুরে
"বেঁধে যদি আনে তবে সে মানি।" (১১০)

এদিকে প্রভুর ভাববৈচিত্র্য—
"কোথা গেলে পাই, কৃষ্ণরে কানাই"
গঙ্গা ঢালে দু' কমলনেত্র। (১১১)

দেখে শ্রী অনন্ত খেলেন কম্পে,
শত লোকে নারে শান্ত করিবারে,
বৃক্ষে চড়ে হুঙ্কারি লম্ফে ঝম্পে। (১১২)

স্বর্ণ কণ্টকী প্রকাশ পুলকে ;
স্বর্ণ-গিরি প্রায় ধূলায় লুটায়
"ব'লে দে"—বাণী "কৃষ্ণ কোথা থাকে।"(১১৩)

ঊর্দ্ধবাহু, ক্রুদ্ধ, নৃত্যবহুল ;
অট্ট অট্ট হাসি, স্বেদ উৎসরাশি
হর্ষ, মূর্চ্ছা, দৈন্য, রক্তকপোল। (১১৪)

কি কষ্ট প্রভুর সুখেতে বাজ!
কার জন্য গোরা কেঁদে মাতোয়ারা
ধরিল এমন অদ্ভুত সাজ! (১১৫)

নয়নধারা হলো কণ্ঠহার
ধূলি অঙ্গরাগ, চূড়া অনুরাগ
পুলক অঙ্গের ভূষণভার। (১১৬)

লালা হাসি সুধা বদনে ঝরে
ভোজন আছাড়, মূর্চ্ছা নিদ্রা তাঁর
দৈন্য তিলক ভালে শোভা করে। (১১৭)

হে অদ্বৈত প্রভু করনি ভাল,
হেন দুঃখ দিতে আনিলে অচ্যুতে
নিজধামে সুখে থাক, সে ভাল। (১১৮)

সে তো ভক্ত বশ স্বেচ্ছায় নারে,
ভক্ত পাতা ফাঁদে প'ড়ে সে তো কাঁদে
এ দুঃখ কি সাজে ননীচাঁদেরে ? (১১৯)

একদা গদাই তাম্বুল দিতে,
জিজ্ঞাসিলা তারে প্রভু শ্রদ্ধা ক'রে
কোথা পীতবাস বলিয়া দিতে। (১২০)

গদাধর বলে, "তোমার হৃদে"
শুনি প্রভু নখে চিরে নিজ বক্ষে
মাতার পরাণ উঠিল কেঁদে। (১২১)

নিবারে করে গদাধর ধরি ;
তাহা দেখি আই, বড় সুখ পাই
নিয়োজিলা তারে সেবা ভাণ্ডারী। (১২২)

গদাধর ভাগ্য কে বা না চায় ?—
বহু ভাগ্যফলে হেন সেবা মিলে ;
পারিষদ্ বিনা কেই বা পায় ? (১২৩)

পুত্রজ্ঞান আর না করে শচী,
দুনয়নে যার গঙ্গা অনিবার
তার ভাব দেখি ভাবেতে রুচি। (১২৪)

সায়ং সময়ে আসে ভক্তবৃন্দ,
প্রভুর অঙ্গণে প্রভু দরশনে
প্রতিদিন মিলন-সুখানন্দ। (১২৫)

যে মেলা-মিলন জানেন ভক্ত,
কতক কল্পনা করেন তুলনা
সুধানিধি সহ নক্ষত্রযুক্ত। (১২৬)

কানাইর নাটশালা কুঞ্জেতে
নাচিলা কানাই, প্রভু দেখি তাই
পাগল হ'লা, না পারি ভুলিতে। (১২৭)

ভক্তগোষ্ঠী কাছে বর্ণেন গোরা
"মুরলী সে ধরে সুন্দর অধরে
চাচর চিকুরে মোহন চূড়া।" (১২৮)

"দেখা দিয়া মোরে লুকা'লা ছলে,
আনি দেহ তারে বন্ধুগণ মোরে,"—
অচেতন হ'লা 'হা কৃষ্ণ' বলে। (১২৯)

নিতি কান্নাকাটি ভক্তমহলে ;
তাঁর আর্ত্তি দে'খে, কেবা ঠিক্ থাকে ?
প্রাণ গদাধরের ধরিয়া তু'লে। (১৩০)

"হরিবোল"-ধ্বনি অঙ্গনময় ;
বাহু উর্দ্ধে নেড়ে প্রেম আনে পে'ড়ে
গৌরভক্তের গাও সবে জয়। (১৩১)

সে প্রেমমূর্ত্তি লাগে যার প্রাণে
পরম মঙ্গল, সেইতো পাগল
ভাবে সে মূর্ত্তি শয়নে স্বপনে। (১৩২)

সংসারে কি আছে রাখিবে তারে ?
অনুরাগে নয়ন ঝুরে সর্ব্বক্ষণ
সেহি তো তা জানে তারে যা করে। (১৩৩)

এই যে কেন্দ্র মধু হরিনামে
ছড়া'বে পরিধি গগন বারিধি
জয়ডঙ্কা দিবে সকল ধামে। (১৩৪)

শ্রীমুকুন্দ দত্ত গায়কমণি,
প্রভু সদা প্রীত শুনি যার গীত,
গাহিলা শ্লোকে ভক্তি সুধাধ্বনি। (১৩৫)

গর্জ্জিয়া উঠিলা কেশরী প্রায়
স্বেদ, অশ্রু, কম্প, শ্বাস, ত্রাস, লম্ফ,
ধরণী যেন রসাতলে যায়। (১৩৬)

মুহূর্ত্তে রাত্রি হলো অবসান,
কিবা যেন কাণ্ড সব লণ্ডভণ্ড
প্রাতে ভক্তগণ গেলা স্বস্থান। (১৩৭)

শ্রীবাস-ভাগ্য ভাবিতে যে সুখ,
সে সুখ দুর্লভ, হ'লে তা সুলভ,
কি সুখ হ'ত, ভাবি নাচে বুক ! (১৩৮)

শ্রীনাম যজ্ঞে আজ অভিষেক,
সঙ্কীর্ত্তন গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু,
কলির কল্যাণে কি হয় দেখ। (১৩৯)

শ্রীবাস-অঙ্গনে বসিল ঘট ;
উঠিল মঙ্গল "হরি হরি" বোল,
খুলিলেন প্রভু লীলার পট ! (১৪০)

বাজে করতাল পিষ্টি চন্দ্রমা,
বাজে অই খোল, মন্দাকিনী বোল
হরি হরি বোল নাম-মহিমা ! (১৪১)

নাচেরে গোরা কোটিচন্দ্রছানা !—
তাধিয়া তাধিয়া পড়েরে ঢলিয়া
"রুণু"-ক্বণিত নূপুর দুখানা। (১৪২)

বজ্রপাত হলো পাষণ্ড দলে,
সদা তারা নিন্দে বৈষ্ণবের গন্ধে
গা কামড়াইয়ে মরে সদলে। (১৪৩)

আক্রোশ হইল শ্রীবাস 'পরে,
"পাইলে বামুনে দিব নে দেওয়ানে,
তবে সে শান্তি—বলে দম্ভ ক'রে। (১৪৪)

নাহি কিছু যাতে সবার সুখ,
দরশি চাঁদেরে আনন্দ চকোরে
পেচক পরাণে লাগয়ে দুঃখ। (১৪৫)

গো-গোবৎস সুখে গঙ্গাপুলিনে
শষ্পদল খেয়ে গঙ্গাবারি পিয়ে
"হম্বা" গাহিয়ে চরে দিনে দিনে। (১৪৬)

দেখি তা প্রভুর কি ভাব হল !—
পূর্ব্ব কথা মনে উদিত সেক্ষণে
গঙ্গায় যমুনা ভ্রম ঘটিল। (১৪৭)

"মুঞি সেই" বলি উঠিলা মাতি ;
উর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে শ্রীবাসেরে যেয়ে
কহিলা মারিয়া কপাটে লাথি।— (১৪৮)

"কি করিসরে বেটা শ্রীবাসীয়া ?—
জানিস না তুই সেই হই মুঞি,
পূজিস্ কারে আমারে পাইয়া ?" (১৪৯)

সমাধিভঙ্গে যা দেখে শ্রীবাস,—
দে'খে তার কম্প সপুলক স্তম্ভ,
দেখিলা, ভাগ্য, প্রভুর প্রকাশ ! (১৫০)

বীরাসনে প্রভু আসীন গৃহে,
চতুর্ভুজ হরি শঙ্খ চক্রধারী
হুঙ্কারি সদর্পে শ্রীবাসে কহে।— (১৫১)

"নাড়ার হুঙ্কারে, কীর্ত্তনে তোর,
আইনু নদীয়া, বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া,
কিবা বাভার নাড়া শান্তিপুর।" (১৫২)

"উদ্ধারিব সাধু দুষ্কৃত নাশি,
নাহি চিন্তা তোর, স্তব পড় মোর"—
শ্রীবাস স্তবিলা প্রেমেতে ভাসি। (১৫৩)

"নবনীরদ শ্যামসুন্দর হে,
বিদ্যুদ্দামসম ধটী মনোরম
বেদনিগমাগম্য নমস্কার হে। (১৫৪)

অজ ভব তব পদভৃঙ্গ হে,
যাদব মাধব কেশব রাঘব
জয় বাসুদেব, নমস্কার হে। (১৫৫)

করকমলে পদকমল হে
সেবেন কমলা ভক্তিতে অটলা
সে পদকমল অই বিরাজে হে। (১৫৬)

নদীয়ার বড় কঠিন মাটি হে,
এ কোমল পদ ভ্রমিয়া ব্যথিত
বুক পাতি কেন রাখি নাই হে। (১৫৭)

কেন রেখেছিলে ছলে ভুলায়ে হে ?
সেবি নাই পদ ত্রিলোক সম্পদ
বৃথা কাটাইনু দিনযামিনী হে। (১৫৮)

সাজি ধৃতি মোর বহিলে প্রভু হে,
তাথে কিরে ভয়, তোমার উদয়
দেখিলাম এই প্রাণ ভ'রে হে। (১৫৯)

সর্ব্বসুমঙ্গল যার দরশন।—"
বলিতে আবিষ্ট শ্রীবাস প্রহৃষ্ট
ঊর্দ্ধে দুবাহু করেন রোদন। (১৬০)

লুণ্ঠিত হ'লা আনন্দ সাগরে,
শুনি তার স্তুতি শ্রীপ্রভুর প্রীতি
শ্রীবাসে কহে প্রসন্ন অন্তরে।— (১৬১)

"পূজি পদ সস্ত্রীক মাগ বর ;—
প্রেমে মাতোয়ারা নেত্রযুগে ধারা
মাল্য গন্ধে পূজে পণ্ডিত বর। (১৬২)

তু'লে দিলা প্রভু বাতুল পদ
এক এক ক'রে সকলের শিরে
দাস দাসীও পে'ল সে সম্পদ। (১৬৩)

শ্রীবাসে কহিলা দয়াল নাথ—
"দিলাম অভয়, না করিহ ভয়,
দেওয়ানে কাজীর কি আছে হাত ?" (১৬৪)

"হরিবোল" বলে কাঁদাব সবে,
এক ঘাটে জল খাওয়াব সকল,
কীর্ত্তন রোধিবে কে আছে ভবে ?" (১৬৫)

"গণ্ডা গণ্ডা কাজী লুণ্ঠিত হবে,
রাজা কিম্বা প্রজা হাতে বয়ে ধ্বজা
'হরি হরি' বোল বদনে গা'বে। (১৬৬)

"তর্করত্ন কত কাঁদিবে প'ড়ে,
হস্তী, অশ্ব, ছাগ, খগ, মৃগ, বাঘ
অনুরাগে গা'বে একত্র জড়ে !"— (১৬৭)

কহিয়া দেখা'লা প্রত্যক্ষ তার :
কিবা প্রভুলীলা গ'লে যায় শিলা
শ্রীবাস ধন্য সহ পরিবার। (১৬৮)

শ্রীবাস ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণী
মাত্র চারি বর্ষ বয়সের স্পর্শ,
কৃপা করিলা তারে 'গুণমণি।' (১৬৯)

কহিলা প্রভু ওগো নারায়ণী
"কৃষ্ণ বলি কাঁদ তুলি মুখচাঁদ"—
'হা কৃষ্ণ' কহি কাঁদে নারায়ণী। (১৭০)

ভাসিল আঙ্গিনা নয়নজলে,
কিবা যাদুমন্ত্রে নাচাইলা যন্ত্রে ;
স্তম্ভিত জগত হলো সেকালে ! (১৭১)

শ্রীবাসে দিয়ে প্রভু বরাভয়,
দৈন্য নিয়া বুকে আ'লা গৃহে সুখে ;—
গাওরে বিশ্ব বিশ্বম্ভর জয় ! (১৭২)

অনন্তসিন্ধু শ্রীচৈতন্যলীলা !
নিহিত অনন্ত রত্ন দীপ্তিমন্ত
দুই চারিটি তুলিয়া দেখা'লা। (১৭৩)

সর্ব্বযুগের সর্ব্ব অবতার
কলি ভাগ্যভরে এক অবতারে
বরাহাদি প্রভু হ'লা আবার। (১৭৪)

ভাবের সমুদ্র, অনন্ত ঢেউ !
ক্ষণে "নাড়া নাড়া" গর্জ্জে আত্মহারা
ক্ষণে মুক্তি সেই দেখেনা কেউ !" (১৭৫)

"ভক্তি বিলা'ব প্রতি ঘরে ঘরে।—"
মুরারির মান যেন হনুমান
স্বয়ং প্রভু গেলা গুপ্তঘরে। (১৭৬)

দেখা দিলা তারে বরাহ রূপে,
গুপ্ত সে মুরারি পাইয়া মুরারি
ডুবে গেলা যেন রসের কূপে। (১৭৭)

সর্ব্ব সেবকে প্রভুর এ দয়া,
যার যথা ভাব তার তথা লাভ
পাষণ্ডী দলিতে প্রভুর কায়া। (১৭৮)

জাগা'লা একে একে নিজজনে ;
জিনিলা সকলে পূর্ব্বস্মৃতিফলে
কোটিসিংহশৌর্য্য তাঁদের প্রাণে। (১৭৯)

কি না তারা পারে, কিন্তু পাবে না ?—
গূঢ়ভাবে যারে প্রভু নিত্য স্মরে
তার অভাবে শুধু আচ্ছাদনা। (১৮০)

"হরিবোল" বল, সে বল বিনে
সকল অসাড় যিনি বলাধার
শ্রীগৌরাঙ্গ যার পরাণ কিনে। (১৮১)

সে বল অভাবে কি হবে বলে।
নিত্যানন্দ বিনে কে গৌরাঙ্গ কিনে,
কে গৌরাঙ্গ চিনে, নিতাই ন'লে ? (১৮২)

পদ্মাবতী-পদ্ম-কণিকা-মধু
নিত্যানন্দ রাম একচক্রাধাম
ঘন ঘন ঘন আনন্দ-বিধু। (১৮৩)

পদ্মাবতী গর্ভ ক্ষীরোদ শশী
হাড়াই নন্দন জ্যেষ্ঠ সুলক্ষণ
চাঁদমুখে মাখা প্রেমের হাসি। (১৮৪)

শ্রীকৃষ্ণ লীলা অভিনয় সুখে
কাটাইলা বাল্য, সতত চঞ্চলা
হাসায়ে সবারে সুখে কি দুঃখে। (১৮৫)

স্বয়ং সাজিয়া রাখাল রাজা,
বালক সমাজে, যেন রাজে ব্রজে
নিগূঢ় সে লীলা খেলিলেন যা। (১৮৬)

একদা কোন পর্য্যটকন্যাসী
লইয়া আতিথ্য করিবারে ভৃত্য
মাগিলা রামে নিত্যানন্দবেশী। (১৮৭)

দশরথ-দশা হাড়ুর অদ্য,
যবে বিশ্বামিত্র করেছিলা সূত্র
দায়ে ঠেকি পিতা অর্পিলা সদ্য। (১৮৮)

কুমার নিতাই হইলা ন্যাসী ,
তীর্থে তীর্থে হাটি সর্ব্বত্র পর্য্যাটি
কৃতার্থ ক'লা তীর্থ রাশি রাশি। (১৮৯)

জীব তরা'তে এলোরে নিতাই !—
মূর্ত্তিমান পুণ্য তীর্থে করি ধন্য
পদরজঃ দিলেন ঠাই ঠাই ! (১৯০)

উপনীত হ'লা আবার ব্রজে ;
বাল্যভাব স্মরি ধূলে গড়াগড়ি
কে তারে চিনে এ নবীন সাজে ! (১৯১)

নিতাইর চরিত্র বুঝিবে কে ?—
নাহি সেই দিন ধূলায় মলিন
কে তারে ননী তু'লে দেয় মুখে ! (১৯২)

সেই বৃন্দাবন, সকলই তাই
কে আছে গোকুলে রামে ধ'রে তু'লে ?
পথে প'ড়ে কাঁদে "কানাই কানাই !" (১৯৩)

নাহি সে রাখাল, যশোদা, নন্দ
নাহি সে রুক্মিণী, তোমার জননী
থাকিলেই বা কি, কপাল মন্দ! (১৯৪)

একেতো কাঙ্গাল কে করে দয়া,
তাথে নববেশ থাকহ বিদেশ,
কাঙ্গালের ভাত তোদের দিয়া। (১৯৫)

রামকানু বিনে কাঙ্গাল পানে
কেবা চায় লোকে, অশ্রু মুছে চোখে,
সে রাম কাঙ্গাল, হায়, বাঁচিনে! (১৯৬)

নাহি ভোজন কৃষ্ণ রস বিনা;
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণমন দহে
ব্রজে যার নাহি একটি চিনা। (১৯৭)

যার চিনায় সেতো ব্রজ ছাড়া,
রাধা ঋণশোধে গিয়েছে সে ন'দে;—
নিত্যানন্দ বলি স্মরিলা গোরা। (১৯৮)

অমনি নিতাই জানিলা সব;
লম্ফ দিয়া গর্জ্জি শূন্য ব্রজ বাজী
চলিলা প্রভু মুখে "কৃষ্ণ" রব। (১৯৯)

অবধূত বেশ প্রকাণ্ড দেহ
অদ্ভুত নিতাই নবদ্বীপ যাই;
পশিলা নন্দন আচার্য্য গৃহ। (২০০)

নন্দনের ভাগ্যে এহেন নিধি,
ভক্তি বিনে ভাগ্য কথাটি অযোগ্য
ভক্তি বশে এল আপনি সাধি। (২০১)

কীর্ত্তন মন্দিরে নাচেন গোরা,
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ি ডাকে গৌরহরি
সঙ্কর্ষণভাবে হইয়া ভোরা। (২০২)

ডাকেন ঘন বলি "মদ আন"—
কহিলা শ্রীবাস— "মদ তব পাশ,
কলির জীবে যা করারে পান।" (২০৩)

ভাব সম্বরি কহিলা গোসাঞি,
"নবদ্বীপ মাঝে লুকাইয়া আছে
মহাপুরুষ এক কোন ঠাই।" (২০৪)

আনিবারে আজ্ঞা শ্রীমুখে হ'ল,
চলে হরিদাস পণ্ডিত শ্রীবাস
খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথা না পে'ল। (২০৫)

তা শুনি প্রভু বুঝা'লে ভঙ্গীতে,
"গূঢ় নিত্যানন্দ, দেবনরবন্দ্য,
অগম্য বস্তু, কে পারে দেখিতে?" (২০৬)

গৌরা চিন্তামণি কৃপা-আলোকে
দেখ নেত্র ভরে অনন্তদেবেরে
ভাস্কর বিনে চন্দ্র দেখে কে? (২০৭)

চলিলা ঠাকুর ভকত সঙ্গে,
দেখিবারে যাহা দেখিলেন তাহা
নাচিল প্রাণ সকলের অঙ্গে। (২০৮)

নয়নে নয়নে মিলিল যবে,
দুইটি সমুদ্র প্রলয়ের রুদ্র
এক হয়ে গেল নিগূঢ় ভাবে। (২০৯)

ভাবের বালাই লইয়া মরি!
গৌরনিত্যানন্দ পয়ারের ছন্দ
এক সূত্রে দ্বন্দ আনন্দকারী। (২১০)

কিবা তনুরুচি অঙ্গের বিভা,
অরুণ নয়ান কিবা সে বয়ান,
এক ঠাই ভানু-কমল-শোভা। (২১১)

আজানু দুভুজ নখেতে মণি
গুহ্য ভাবসিন্ধু ফুটে বিন্দু বিন্দু
ভাঙ্গিয়া যেন নয়নের মণি। (২১২)

কোন্ খেলে যেন কিসের চিনা
এক যোগ করি, যোগ ভঙ্গ করি,
কি নিগূঢ় কথা তাদেরি জানা! (২১৩)

জীবের ভাবনা কিরে ও মন,
শ্রীগৌরনিতাই হ'লা এক ঠাই
ঘরেতে ব'সে পাবে প্রেমধন! (২১৪)

প্রভুর ইঙ্গিতে উঠিল গীত,
আকাশ ধরিতে লুণ্ঠিত ভূমিতে
পাগল নিতাই সিংহের রীত। (২১৫)

মূর্ত্তিমান সিন্ধু গ্রাসিতে ধরা
তরঙ্গ বাড়ায়ে ধেয়ে ধেয়ে পড়ে
আছাড়ে আছাড়ে আপনে গুঁড়া। (২১৬)

ধরার দুঃখে দয়াল গৌরাঙ্গ
ধরিলা শ্রীপদটি বদ্ধ করি কটি
প্রাণ পেয়ে শান্ত নিতাই অঙ্গ। (২১৭)

নিতাই চাঁদের উন্মাদদশা
দেখেছিল যারা মজেছিল তারা
অনুমানে জাগে মোদের আশা। (২১৮)

কহিলা নিতাই নিমাই চাঁদে,
"পাপী তরাইতে অবতীর্ণ ভূতে
তাই শুনি ধেয়ে আইনু ন'দে।" (২১৯)

"ব্রজে সিংহাসন দেখিয়া শূন্য
লোকে জিজ্ঞাসিতে পাইনু জানিতে
সঙ্কীর্ত্তনে গৌড় করিছ ধন্য।" (২২০)

'আইনু পাতকী প্রসাদ পে'তে।"—
কহিলা নিমাই, "বড় ভাগ্য ভাই,
গৃহে ব'সে পা'নু তোমা দেখিতে।" (২২১)

আনন্দ সিন্ধুতে মীনের মত
কি করে না করে, প্রাণ নৃত্য করে
নবভাবে ভোর ভকত যত। (২২২)

নিতাই চৈতন্য মিলন গাও,
গাও সবে জয়, ভাগ্যের উদয়,
না হাঁটি, বসি, ব্রজধামে যাও! (২২৩)

শ্রীবাস-গৃহে নিতাইর বাসা,
মালিনীরে মাতা কহে প্রেমদাতা
অন্ন খেয়ে তার পুরা'লা বাসা। (২২৪)

শিশুর আচার নিতাই চাঁদে,—
না খান স্বহস্তে, মালিনীর হস্তে
খেতে বড় মিষ্ট তা ন'লে কাঁদে। (২২৫)

"হরি" বলিতে পাগল নিতাই,
অন্তর্দশামগ্ন নিত্যমুক্ত নগ্ন,
বস্ত্র পরে শিরে, লজ্জায় ছাই। (২২৬)

স্বভাবে যে শিশু, বয়সে নয়,
সেইতো প্রেমিক, রসের রসিক,
পূর্ণ হইলে অবতার কয়। (২২৭)

ভক্ত ভগবানে করা'তে বিয়া
পাতা'তে পিরিতি রসের আরতি ;
নিতাই ঘটক এল নদীয়া। (২২৮)

শ্রীবাস মন্দির-পুণ্যপুষ্করে
দ্বিদল কমল ফুটে ঝলমল
নাম মকরন্দ প্রবাহে ঝরে। (২২৯)

চাঁদের দল সেই মধু খাব,
ভ্রমর হইয়া উড়িয়া উড়িয়া
অমরদল ছদ্মবেশে যায়। (২৩০)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষীরোদ-ক্ষীরে
উঠিল মাখন ঘন ঘন ঘন,
মধুর মধুর সুমধুবরে! (২৩১)

অদ্বৈত গোয়ালা রহিলা কোথা ?—
বেচিবে সে ননী না খেয়ে আপনি
এ নয় ভাল, ভাল না এ প্রথা। (২৩২)

গোয়ালের রাজা শাসিতে এল,
খেদাইতে ভুক্তি দণ্ডিবারে মুক্তি,—
পচা মাল ফেরী নিষিদ্ধ হল। (২৩৩)

ভক্তি খাটি মালে লাগিল বিকি,
এ কেমন রীত বুঝিনা চরিত
গোয়াল পলা'ল করিয়া ফাকী। (২৩৪)

নিত্যানন্দ চন্দ্র পূজিবে ব্যাস,
লাগিল উৎসব 'হরি হরি' রব,
আচার্য্য হ'লা পণ্ডিত শ্রীবাস। (২৩৫)

এদিকে শ্রীপ্রভু বলাই ভাবে
হইলা বিভোর "মদ মদ" সোর
নিতাই গৌর এক হ'লা তবে। (২৩৬)

কোথা এ সময় অদ্বৈত প্রভু।
মত্ত ক্ষেপা গোরা ডাকে "নাড়া নাড়া",
অদ্বৈত রহিলা পলায়ে তবু। (২৩৭)

পূজান্তে শ্রীবাস তুলিয়া মালা
কহে নিত্যানন্দে কৌতুক প্রবন্ধে
"নমস্কার ব্যাসে অর্পি এ মালা।" (২৩৮)

না পড়ে মন্ত্র না মানে সে বিধি,
মালা করে ঘু'রে ইতি উতি হেরে
পাগল নিতাই প্রেমের নিধি। (২৩৯)

ব্যাস ত্যাজি কেন্দ্রে করিলা লক্ষ্য,
অন্যে কাণাকাণি একে মন ইনি,
গৌর প্রেমপূর্ব নিতাই বক্ষ্য। (২৪০)

তিনি কি তা শুনে অন্যে যা ভণে;
যাহা সে করিল সবারে মোহিল,
শ্রীগৌরতত্ত্ব নিত্যানন্দ জানে। (২৪১)

বুঝিল সকলে, শিখিল সার;
নিতাই হাসিয়া সে মালা ধরিয়া
দিলা গৌর গলে, আর কে তাঁর! (২৪২)

স্থির প্রেমানন্দ ভকতচয়ে,
ষড়ভূজ গোরা বড় লুকোচোরা,
নিতাই পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়ে। (২৪৩)

হুঙ্কার করিয়া গোরা নিভৃত
পদ্মহস্ত দিয়া শ্রীঅঙ্গ মাজিয়া
সচেতন ক'লা পদ্মার সুত। (২৪৪)

প্রভুর আজ্ঞায় উঠিল তবে
নামানুকীর্ত্তন সুধাপ্রস্রবণ
নবামৃতরস প্রেমোৎস ভরে। (২৪৫)

ভক্তশতদল-কলিকা মাঝে
দুই মধুখণ্ড দ্রবঘনমণ্ড
গৌরাঙ্গনিতাই তরঙ্গে নাচে। (২৪৬)

ভাবের সিন্ধু নিত্যানন্দ ক্রোড়ে
রত্নময় চন্দ্র সুধানন্দ সন্ধে
ভাবনির্য্যাসি অই গৌরাঙ্গরে! (২৪৭)

প্রেমকল্পতরু আবিষ্ট গোরা
রামাই পণ্ডিতে কহিলা ভাবেতে
"শান্তিপুরে যেয়ে ভেটহ নাড়া।" (২৪৮)

"কহগে তারে আমার প্রকাশ,
যাহার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আরাধিল সে কত বা উপাস!" (২৪৯)

"সে প্রভু তাহার প্রকাশ হল,
তার কান্না ঋণে কাঁদে প্রভু ঘনে,
কান্নার লীলা কান্নায় উদিল।" (২৫০)

"ভক্তি বিলাতে প্রভুর প্রকাশ,
কহ সে আসিতে সস্ত্রীক ত্বরিতে
কহ নিত্যানন্দ-প্রেমবিলাস।" (২৫১)

হেথা সর্ব্বজ্ঞ লাভার নন্দন
জানি সব তত্ত্ব হলা জ্ঞান মন্দ
ছল পাতি "দেখি গোরা কেমন!" (২৫২)

নমস্করিলেন রামাই আসি:
রামাই না ক'তে লাগিলা কহিতে
বেদপঞ্চানন অদ্বৈত হাসি। (২৫৩)

"আজ্ঞা হল বুঝি আমারে নিতে,
কোন্ শাস্ত্রমতে প্রভু মানুষেতে
অবতীর্ণ হ'লা সে নদীয়াতে?" (২৫৪)

"আমার অধ্যাত্ম বৈরাগ্য-জ্ঞান
শ্রীবাসের জানা কথা যে কহনা?"
অদ্বৈতের বুঝি ভঙ্গীবাখান। (২৫৫)

হাসিতে রামাই কাঁদিয়া দিলা:
এ নয় অবজ্ঞা তবু পুন আজ্ঞা,
অক্ষরে অক্ষরে প্রেমেতে ক'লা। (২৫৬)

প্রভুর কৃপাজ্ঞা অমৃত-ধারা
শ্রবণে পশিল কি যেন করিল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রভুর নাড়া। (২৫৭)

একটি পসলা হইল বৃষ্টি।—
"প্রভু মোর লাগি শ্রীবৈকুণ্ঠত্যাগী
জীবের ভাগ্যে মোরে শুভদৃষ্টি!" (২৫৮)

কহিয়া অদ্বৈত পড়িল ভূমে;
কাঁদে জগন্মাতা যোগমায়া সীতা
বিভোর হইয়া গোরার প্রেমে। (২৫৯)

তাঁর পুত্র কাঁদে অচ্যুতানন্দ
কি যেন অমৃতে মধুর বিষেতে;
রামাই কহিলা মধুর মন্দ! (২৬০)

"গৌরাঙ্গ ভেটিতে বিলম্ব কেন?"
কহেন অদ্বৈত আমার প্রতীত
পা তুলি যদি মোর শিরে দেন!" (২৬১)

"তবে বুঝিব প্রাণেশ্বর মোর,
প্রকাশ গোরাতে জগৎ ভাসাতে
ঘুচাতে জীবের সংসার ঘোর।" (২৬২)

কহিলা রামাই "কি কব আমি,
যদি ভাগ্য থাকে ধন্য হ'ব দে'খে,
অভাগ্যশালী কবে বা তুমি!" (২৬৩)

"তোমার যে ইচ্ছা প্রভুরও তা,
তোমার সন্তাপে অবতীর্ণ এসে
গোলোকের শশী চিন্তামণি বা।" (২৬৪)

"তুমি হরিহর বৈষ্ণবাধ্যক্ষ;
সীতা যোগমায়া আচ্ছাদিয়া কায়া
নিগূঢ়লীলা আনিলা প্রত্যক্ষ।" (২৬৫)

তুষ্টমনা তবে সীতার পতি
নিয়ে পূজাদ্রব্য ভক্ষ্য নানা গব্য
চলে সস্ত্রীক করিতে আরতি। (২৬৬)

তিন প্রভুর হইবে মিলন,
ভাবিতেই সুখ কিবা সুখভুক্
যারা সঙ্গে গেল, পে'ল দরশন! (২৬৭)

কহে সীতানাথ রামায়ে পথে,
"কর গিয়া ছল অদ্বৈত না এল,
থাকিব আমি নন্দন গৃহেতে।" (২৬৮)

হেথা ভাবনিধি বসে সহসা
বিষ্ণু খট্টাপরি ভীষণ হুঙ্কারি
"নাড়া এলো, এলো"—বদনে ভাষা। (২৬৯)

দেব নিত্যানন্দ ধরিলা ছত্র,
বুঝি গদাধর সেবায় তৎপর
যোগা'লা কর্পূর তাম্বুলপত্র। (২৭০)

কেহ নমে স্তবে কেহ বা সেবে,
সময় হেনই আইলা রামাই
দেখিয়াই প্রভু কহিলা তবে,— (২৭১)

"পরখিতে মোরে পাঠা'ল তোরে
নন্দনের ঘরে ডেকে আন তারে
দেখুক ঠাকুরানী প্রাণভ'রে!" (২৭২)

রামাই মুখে শুনি শ্রীঅদ্বৈত
নিজ ভাগ্যে সুখী ক্ষণে থাকি থাকি
আ'লা পথে পথে করি দণ্ডবৎ। (২৭৩)

পূর্ণৈশ্বর্য্যময় দেখিলা মূর্ত্তি;
আব্রাহ্ম স্তম্ভ করিতেছে স্তব
নিখিল বিশ্বের আনন্দপূর্ত্তি। (২৭৪)

কহে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতে চাহি,
"তোরির সংকল্পে ছাড়ি ক্ষীরতল্পে
তোর আরাধনে নামিনু মহী।" (২৭৫)

অসহিষ্ণু হ'য়ে জীবের দুঃখে,
আনিলি হুঙ্কারে তাদের উদ্ধারে
জন্মিল গণ যে সব চৌদিকে।" (২৭৬)

শুনি ঊর্দ্ধবাহু অদ্বৈত কাঁদে;
পূজি পাদপদ্ম মঙ্গলের সদ্ম
স্তবিলা আনন্দে গৌরাঙ্গ চাঁদে। (২৭৭)

পড়িলা সাষ্টাঙ্গে শ্রীপাদমূলে,
সর্ব্বভূতস্বামী প্রভু অন্তর্যামী
অদ্বৈতের শিরে দিলা পা তু'লে। (২৭৮)

অমনি ধ্বনি হরি হরিবোল
উঠিল গর্জ্জিয়া জয় জয় দিয়া
অপূর্ব্ব হেরি সবাই বিহ্বল! (২৭৯)

প্রভু-ইঙ্গিতে উঠিল মঙ্গল;
নাচেন অদ্বৈত ভঙ্গালীলা কত
নিতায়ে চাহি হ'লা ঢল ঢল। (২৮০)

নিজ গলা হ'তে খুলিয়া মালা
দয়াল গৌরাঙ্গ কিবা তার রঙ্গ,
অদ্বৈত গলে আপনি পরা'লা! (২৮১)

বর মাগ বলি কহেন তাঁরে
শুনি সীতানাথ যোড় করি হাত
"সকলি পেয়েছি" কহিলা গৌরে। (২৮২)

"যদি আর কিছু থাকে অলব্ধ,
তুমিইতো জান কর সে বিধান,"
কহিয়া অদ্বৈত রহিলা স্তব্ধ। (২৮৩)

মস্তক দুলায়ে কহে নিমাই,
"ব্রহ্মাদি দুর্লভ ভকতি-বৈভব
বিলা'য়ে দিমু ঘরে ঘরে যাই।" ২৮৪

কহে অদ্বৈত "যদি ভক্তি দিবা
স্ত্রীশূদ্রমূর্খেরে দিবা অকাতরে
আচণ্ডালে হরির নাম দিবা।" ২৮৫

প্রভু বলে, "সত্য এ অঙ্গীকার,
দিমু এই বর, হব না কাতর
বিলা'তে ভক্তি জাতি-নির্ব্বিচার।" ২৮৬

জীব প্রতিনিধি অদ্বৈতচাঁদ
করায়ে স্বাক্ষর লাগা'লা মোহর
জীবভাগ্যপত্রে পাতিয়া ফাঁদ। ২৮৭

আর চিন্তা কি, কি ভয় কলির !
চাঁদ ঘরে ঘরে বেঁটে দেয় কবে
কে কবে করে যাচ্‌ঞা শশীর ? ২৮৮

অসাধনে ধন, কৃপায় মিলে,
শ্রীঅদ্বৈত নিধি, হলো প্রতিনিধি
তাঁর কাঁধে ফে'লে বস সকলে। ২৮৯

প্রভু অদ্বৈত যাব হিত চায়,
তাহার অশুভ হয় অসম্ভব
অদ্বৈত শরণে নিতাই পায়। ২৯০

আইলে নিতাই গোরা কি দূরে ?
পাইলে সে গোরা রাধাকৃষ্ণ যোড়া,
পরতত্ত্ব যা নামেতে বিহরে ! ২৯১

নামের পাছে আসে তিন প্রভু,
একে একে একে ডাকে ডাকে থাকে,
শিশু-নাম-সঙ্গ না ছাড়ে কভু। ২৯২

প্রেমের হাটে চাঁদের বাজার,
আনন্দের খেলা, বেচা কিনা খেলা,
প্রাণ দিয়া পাই প্রেমাপ্রধার। ২৯৩

অনন্ত কীর্ত্তন শ্রীবাসঘরে
বহিরঙ্গ হাসে, প্রেম যায় ভ'েস
কপাট এঁটে লয় বহির্দ্বারে। ২৯৪

প্রেমতরঙ্গে মত্ত নৃত্যপর
প্রভু সর্ব্বদৃক্ ডাকে "পুণ্ডরীক"
টলিল মন চট্টগ্রামে ঘর। ২৯৫

কথো দিনে আ'লা নদীয়া পুরে
অদ্ভুত সোহাগ, বিলাসে ঢুড়া
প্রেমিক বলি কে চিনিতে পারে ? ২৯৬

গদাধরে নিলা বৈষ্ণব দেখা'তে
দত্ত শ্রীমুকুন্দ স্বদেশে সম্বন্ধ
দে'খে সন্দেহ গদাধর চিতে। ২৯৭

বুঝি মুকুন্দ গাহে ভক্তিশ্লোক,
করী-আস্ফালনে যথা পদ্মবনে
দে'খে গদাধরে ফুটিল চোখ। ২৯৮

অপরাধ গণি গদাই ম্লান,
হইলা দীক্ষিত প্রভুর ইঙ্গিত
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির স্থান। ২৯৯

বক্ষে ধরি প্রভু সে পুণ্ডরীকে
জুড়াইলা প্রাণ জুড়ানিয়া প্রাণ
প্রেমনিধি ক'লা বিদ্যানিধিকে। ৩০০

লীলাসিন্ধুর শ্রীনাম-হিল্লোলে
বিহরে সদাই গৌরাঙ্গনিতাই
আনন্দ-তরণী ভাসায়ে জলে। ৩০১

শচীর মন্দির শ্রীবাসঘরে
উদয়াস্তাচলে চন্দ্রসূর্য্য খেলে
গঙ্গার কোলে কমল সাঁতারে। ৩০২

দ্রবব্রহ্মময়ী জাহ্নবীস্রোতে
ভাসে ঘন ব্রহ্ম দ্বিধা লীলাকর্ম্ম
গৌরনিতাই ভক্ত নিয়া সাথে। ৩০৩

একে গঙ্গা তাথে তুলসী ভাসে
তাথে দুটি ভাই শ্রীগৌরনিতাই,—
আর তীর্থ কি ?—আর শুদ্ধ কিসে ? ৩০৪

তাই বা কেন, ভকত-মুকুরে
প্রভু-বিম্বামৃত শ্রীনামে জারিত
একটি ভক্তে কত তেজঃ স্ফুরে ! ৩০৫

শ্রীনবদ্বীপের তুলনা নাই !
গঙ্গাতরঙ্গ-ফেন নবদ্বীপ যেন,
হেন কত ভক্তে চিত্রিত তাই ! ৩০৬

শচী হ'লা পুন দুপুত্রের মা,
স্বপ্নে রুক্মরাম, গৃহ কেলিধাম,
নিত্যানন্দে নাহি পর-গণনা। ৩০৭

এক মা মালিনী, আর শচীমা,
করে আনাগোনা নবদ্বীপ থানা,
নিতাই-প্রেমের আছে কি সীমা ! ৩০৮

চন্দ্রচূড়ামণি চৈতন্যদেব
ক্ষণে মৎস্য-কূর্ম্ম, ক্ষণে গোপীধর্ম্ম,
ক্ষণে বা অক্রূর, ক্ষণে উদ্ধব। ৩০৯

ভাবপুষ্প, সোণার চাঁদ বুকে
অবিরল ফুটে, প্রতি অঙ্গে লুটে
মধু ঢেলে দেয় ভক্তির শিকে। ৩১০

প্রেমসমুদ্রে ভাবরত্নচয়
ভে'সে ভে'সে ভে'সে দীপ্তি দেয় হে'সে
মাতৃনয়নে সুষুপ্তি না হয়। ৩১১

একদা ভিক্ষুক আইল এক
করেতে ডমরু, ইষ্ট শিবগুরু
নেচে গেয়ে করে অমৃতসেক। ৩১২

ভাবে প্রভু তার স্কন্ধে আরোহি,
কত প্রেমানন্দে নাচা'লা বলদে
কৃতার্থ ভিক্ষু ভিক্ষাঝুলি বহি। ৩১৩

নদীয়া-লোক অবাক্ নিরখি ;
নাম-মহোৎসবে নেত্র-গঙ্গোৎসবে
প্রকৃতিমধুর অমৃত চাখি। ৩১৪

শ্রীবাসমন্দিরে গঙ্গার খেলা ;
দিবসযামিনী নামামৃত ছানি
গঙ্গাস্রোতে প্রভু ঢালিয়া দিলা। ৩১৫

ডুবি ব্রহ্মশিবদেবঋষিদেব
নর কি কিন্নর সিদ্ধ চরাচর
কাঁদিয়া বিভোর পাইয়া ভাব। ৩১৬

চন্দ্রভানুতারা স্থিরাধোমুখী
সেই সুধা পিয়ে নাম গে'য়ে গে'য়ে
ছড়ায় গগণে গগণ-পাখী। ৩১৭

সিন্ধু লালায়িত অমৃত-লোভে
জলদ-জিহ্বায় গগণের গায়
লেহি লেহি ঘন উথলে ক্ষোভে। ৩১৮

বায়ু মৃদুমন্দ অমৃত-ভারে
ছড়ায় দিগন্তে দিয়া অঙ্কুরন্তে
ফুটায় তরুলতে থরে থরে। ৩১৯

কমল হা করি উদরে ভরে
সেই নাম সুধা নিভাইয়া ক্ষুধা
ভ্রমরে পিয়া'তে আদর ক'রে। ৩২০

পিক সে অমৃত কণ্ঠেতে পূরে,
অনুরাগ দিয়া অনুপরাণিয়া
কুলের কোণে জাগায় বঁধুরে। ৩২১

সমীরে আলিঙ্গি ভূধরগণ
প্রেমামৃতে ভোর নয়নে অঝোর
নির্ঝর ঝরিছে জগপাবন। ৩২২

শিরো'ন্নত করি চাহিছে গিরি
প্রফুল্লবদনে নদীয়ার পানে
নিরখিতে যেন নদীয়ামাধুরী। ৩২৩

যামিনীর কাণ, দিবার আঁখি
পিয়ে নাম সুধা, পিয়ে রূপ সুধা
কৃতার্থ হইলা কলিতে থাকি। ৩২৪

উৎসব-উৎস নদীয়া নগরে!
তিন প্রভু মি'লে খোলকরতালে
জগৎ ভাসা'ল-প্রেমবন্যা-ধারে। ৩২৫

কাঁদিতে কাঁদিতে আকুলগোরা:
গোরার নর্ত্তন ক্ষীরোদ-মন্থন
ছাকাসুধা ভাসে তরঙ্গভরা। ৩২৬

ঠাকুর হইয়া বসেন যবে,
ষোড়শোপচারে সবে পূজে তারে
স্তবস্তুতিদৈন্য তাম্বুলে সেবে। ৩২৭

ভোগ, আরতি, ধূপ, দীপ দিয়া
অনন্ত অর্চ্চনা করে ভক্তগণা
হুলুধ্বনি করে এয়রা গিয়া। ৩২৮

বর, অভয়, প্রসাদ শ্রীপ্রভু
বিলায়েন সাধি করুণার নিধি
পদ দেন কারো শিরেতে কভু! ৩২৯

কি দেবতা তারা পূজিয়াছিল!—
মুখে দিলে লয়, হে'সে কথা কয়,
মানুষ ছাড়ি কে কবে পূজিল? ৩৩০

মুখ দোখ না খাওয়াই কারে?
না দেখিয়া কটি কে পরায় ধটী?
খাটি সেবা নয় জীবন্তে মে'রে। ৩৩১

নামানুকীর্ত্তনে ভাঙ্গিল ঘুম
জগতের ঘুম, ভকতের ঘুম,
পাষণ্ডীর কোপ না পে'য়ে ঘুম। ৩৩২

চকোর চাঁদের সুধা যে খায়,
পেঁচা নিম্ নিম্ নিভ্ নিভ্ নিম্
"নিমাই" বলিতে জিহ্বা শুকায়। ৩৩৩

মহাভাব—লীলা গোরার যাহা,
সে বড় অদ্ভুত, থাকে মূর্চ্ছাগত
প্রহর কি দিন, উকাতে "হাহা"। ৩৩৪

"বোল বোল" করি হুঙ্কার পুন,
উঠেন গর্জ্জিয়া গগন কাঁপা'য়া
চাঁদ আলিঙ্গিতে সিন্ধুটি যেন। ৩৩৫

বিষ্ণু খট্টা' পরে বিরাজমান,
যজে গোবর্দ্ধন করেন ভোজন
উদর না ভরে কেবল "আন"। ৩৩৬

প্রভু-হাস্যাকাশে কত না চাঁদ,
প্রভু-নেত্রাকাশে কত মেঘ খসে
তাণ্ডবে ক্ষীরোদ-মন্থন-ফাঁদ! ৩৩৭

রহিল না পাপ, র'ল না গিরি,
পাষাণাদি সব হ'য়ে গেল দ্রব
কলি লোটাইয়া কহিছে "হরি"। ৩৩৮

দেশের মধ্যে নবদ্বীপ শির;
শ্রীবাসের দ্বার, তাথে সহস্রার
তাথে প্রেমানন্দ-রস-উদ্গীর। ৩৩৯

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ" ভকতগণ,
শেষব্রহ্মশিব, চরাচর, দেব,
কি ভাগ্য অহো! আনন্দে মগন। ৩৪০

জয় অদ্বৈত গৌরনিত্যানন্দ,
জয় হরিনাম, জয়তি শ্রীধাম,
জয়রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ। ৩৪১

জয় শ্রীমৃদঙ্গ, শ্রীকরতাল,
জয় শ্রীমন্দির, জয় শ্রীমঞ্জীর
"রুনু" পদে র'নু বাজিল তাল। ৩৪২

জয় নেত্রগঙ্গা, ফুলের মালা,
জয় শ্রীচন্দন, অঙ্গে বিলেপন
জয় পট্টোত্তরী বিদ্যুৎ ঝলা। ৩৪৩

জয় জয়রে শ্রীযুগল বাহু
শ্রীযুগলপাদ- নখে-নখে-চাঁদ
গাসে যাকে কোকনদ-রাহু। ৩৪৪

জয় বৈজয়ন্তী, কৌস্তুভমণি,
কেয়ূর, কঙ্কন, দুলিছে মোহন,
নৃত্যসঙ্গে করি মধুর ধ্বনি। ৩৪৫

ভাব-লাবণ্য-সুধা-স্বেদবিন্দু
ঝরিছে উদার অমৃতের সার
প্রেমাম্বুসিন্ধুর বিন্দু বিন্দু ইন্দু। ৩৪৬

কি শক্তি দিল "হরেকৃষ্ণ" নামে
মাতিয়া মাতা'ল প্রতিধ্বনি র'ল
এখনো যা উ'ঠে শ্রীধামে-ধামে। ৩৪৭

এখনও যা উঠে প্রাণে প্রাণে,
মর্ম্ম কেন্দ্রে কেন্দ্রে রবিতারাচন্দ্রে
ভূধরে কন্দরে সিন্ধুগগণে। ৩৪৮

শ্রীপ্রভুর সাত প্রহরে লীলা
মহা অভিষেক বর্ণনাতিরেক
শ্রীবাস-দাসীরা সফল হ'লা। ৩৪৯

প্রতি ভক্তে কৃপা করিলা যাচি,
গুহকে যেমতি, শ্রীধরের প্রতি
যা ক'লা, পেল তরকারি বেচি। ৩৫০

অষ্টসিদ্ধি সাধে ঠাকুর তারে,
ভক্তে কি তা লয়?—সে তো সাধ্য নয়,—
মাথা তুলি দেখে মুরলীধরে। ৩৫১

ঢলিয়া শ্রীধর পড়িলা ভূমে,
কণ্ঠে সরস্বতী স্ফুরিলা শকতি
স্তবিলা শ্রীধর অদ্ভুত স্তবে। ৩৫২

সাধেন শ্রীধরে না লয় বর;
অগত্যা মাগিলা, "যে ব্রাহ্মণ নিলা
খোলা পাত কাড়ি কোন্দলপর"। ৩৫৩

"হোক সে গৌর জন্ম জন্ম নাথ!—
তারে আমি চাহি অন্য বাঞ্ছা নাহি"।—
কহি কাঁদিলা তুলিয়া দুহাত। ৩৫৪

প্রভু বলে "নে কোন রাজ্যোপদ"—
কহিলা শ্রীধর, "ভাড়ামি যে তোর,"
নাম গেয়ে যেন সেবি ও পদ"। ৩৫৫

প্রভু কহেন "তুই মোর দাস,
এই নে শ্রীধর, ভক্তিযোগ দড়
দেখিলি যবে এ মোর প্রকাশ"। ৩৫৬

বেদগোপ্য ভক্তি শ্রীধর পে'ল,
মহা জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বৈষ্ণবমণ্ডলে আনন্দ হ'ল। ৩৫৭

কীর্ত্তনান্তে গঙ্গায় জলকেলি,
গঙ্গাদেবী-ভাগ্য হই'লেক শ্লাঘ্য
অঙ্গে মাখি বৈষ্ণবাঙ্গের ধূলি। ৩৫৮

ডুব দিতে প্রভু যখন ভাসে,
দুটি পদতল কোমল শীতল
কোকনদ যেন ফুটিয়া হাসে। ৩৫৯

নিতাই গৌরাঙ্গ খেলে কি রঙ্গে!
নিতাই অদ্বৈতে জল ছিটাইতে
কোন্দলভঙ্গী গঙ্গার তরঙ্গে। ৩৬০

উদয়াস্ত খেলা চাঁদের হ'ল;
চাঁদ ডুবে যবে, ভাবে ভক্ত সবে—
"অই যে পুন উদিল উদিল"। ৩৬১

সুন্দর সোণার মাখন-তনু
মিশে বুঝি গেল, ভক্তে ভয় হ'ল
লুকায় যথা মেঘে রামধনু। ৩৬২

তরল-রজত-কলসী তু'লে
দেবী শ্রীজাহ্নবী মাখি কৈল হবিঃ
অভিষেক ক'লা দুগ্ধ ঢেলে। ৩৬৩

তুলি পদ গোরা পুলিন-স্তনে
করিলা মর্দ্দিত, পদচিহ্নাঙ্কিত
বিদায় করিলা কৃতার্থ মে'নে। ৩৬৪

জলে স্থলে এই প্রভুর লীলা! —
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় পথে পথে
নদীয়া-লোক, আনন্দের মেলা! ৩৬৫

প্রভু নবদ্বীপে সুমেরু-তুঙ্গ,
কে না তারে চিনে, কে না মুগ্ধ গুণে,
সদা উড়ে হরিনামের ভৃঙ্গ। ৩৬৬

অদ্বৈত নিতাই দুবাহু যার,
তুলি সে দুবাহু, বিহরেন প্রভু
মাহুত হ'য়ে কলি-গজ'পর। ৩৬৭

জয় পতাকার সুবর্ণ নেতে।
হরিনাম লেখা, মণিময় রেখা,
বিমান ফুরিয়া উঠে স্বর্গেতে। ৩৬৮

ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেখে নবদ্বীপ,
অমরা উল্লাস, চতুর্দ্দিকে হাস,
নন্দনকাননে ফুলের স্ফুর্ত্তি। ৩৬৯

চন্দ্র সুধা খে'ল সে ফুল তুলি;
তারকা চকোরে বেঁটে দিল করে
পূরিল ওমুখে আপন ঝুলি। ৩৭০

অমরা ভরিয়া পড়িল সাড়া,
গন্ধর্ব্ব অপ্সরী আসি বিদ্যাধরী
উৎসবে পি'ল নামামৃতধারা। ৩৭১

সবান্ধবে ইন্দ্র অমরা-পতি
মন্দারক ফুলে মন্দাকিনী জলে
পূজিলা সে নাম বিশুদ্ধমতি। ৩৭২

নাম-সুধাঙ্কিত অই পতাকা—
প্রভুর রসনা— করিছে ঘোষণা—
"নাম বিনে ভবে সকলি ফাঁকা"। ৩৭৩

উড়িতে পতাকা নামের সুধা
পড়িল সাগরে "টপ টপ" ক'রে
ক্ষীরোদ তা দিয়া নিভা'ল ক্ষুধা। ৩৭৪

অবশিষ্ট যা ফলিল রতন;
মানসেতে প'ড়ে পদ্মজন্ম ধ'রে
সন্তোষিল যোগী-ঋষির মন। ৩৭৫

সে পতাকা-ছায়া সজ্জন-চিতে,
প্রতি ভক্তচিতে, যথা দর্পণেতে,
বিম্বিত হ'য়ে সিঞ্চিল অমৃতে। ৩৭৬

হেথা নিত্যানন্দ উলঙ্গ বেশে
প্রেমোন্মত্ত মনে গৌরাঙ্গ-অঙ্গনে
যান ক্ষণে ক্ষণে নাম-আবেশে। ৩৭৭

শ্রীহস্তে প্রভু পরা'ন বসন;
কিসে কিবা কহে দিশা নাহি দেহে
এক ক'তে আন করে রটন। ৩৭৮

প্রভু কহেন "পরহ বসন";—
নিত্যানন্দ কয়, "খেতে ইচ্ছা হয়"
এহেন কত রঙ্গ আলাপন। ৩৭৯

শচীমা দিলেন সন্দেশ করে
খাইয়া একটি, ফেলিলা তিনটি,
আরো আনিতে কহে শচীমারে। ৩৮০

সস্নেহে মাতা কহিলা—"বাছা,
আর কোথা পাব, কেমনে বা দিব,"—
কহে নিতাই "মা, কহনা সাচা"। ৩৮১

পাক দিয়া আই দেখিলা ঘরে,
পাইয়া সন্দেশ ফিরিয়া সন্দেশ
পাইয়া দিলেন নিতাই-করে। ৩৮২

ভাবে গদ গদ কহিলা মাতা,
"আর কেন ভাঁড় বুঝিনু ব্যভার,
তুমি সে ঈশ্বর পরমপাতা"। ৩৮৩

নিগম-গোপ্য নিত্যানন্দ-লীলা,
ভাবানন্দ লীন দুদিন কি তিন
থাকেন মূৰ্চ্ছিত গৌরাঙ্গ-ভোলা। ৩৮৪

অক্রোধ পুরুষ সদা-আনন্দ,
সদা বাল্যভাব, সরলস্বভাব,
ক্ষণে বা লম্ফ, ক্ষণে গতি মন্দ। ৩৮৫

যা তাঁর কিছু সকলই খেলা! —
জীবের সম্পদ, প্রভু তাঁর পদ
পূজিয়া শ্রীমুখে যশঃ গাহিলা। ৩৮৬

কহিলা প্রভু "শুন ভক্তগণে,
কৃষ্ণরসোৎসব— ব্রজের বৈভব—
পরাভক্তি—নিতাই কৃপা বিনে"। ৩৮৭

"নিত্যানন্দের পাদোদক বিনে,
তাঁর পদরজ— সৌভাগ্য-সরোজ—
মস্তকে না নিলে, মিলিবে কেনে?" ৩৮৮

"কৃষ্ণের কে আছে নিতাই বিনে?
কারুণ্যের নিধি নিত্যানন্দ যদি
করুণা করে, কৃষ্ণ হয় কিনে। ৩৮৯

"নিতাই-দত্ত এই যে কৌপীন
খণ্ড খণ্ড কর, সবে শ্রদ্ধাপর
বাঁধহ উষ্ণীষ হইয়ে দীন।" ৩৯০

"নিতাই-পাদোদকামৃত পিয়া
লভ শুদ্ধ ভক্তি এই মোর যুক্তি
সর্ব্বাঙ্গ মাখ পদধূলি নিয়া।" ৩৯১

প্রভু আজ্ঞাপর ভকত যত
উঠি গঙ্গা নিয়া পদ পাখালিয়া
পান ক'লা সবে মনের মত। ৩৯২

বাহ্য নাহি, মুগ্ধ হাসে নিতাই;
নিজে গৌরমণি কৌতুকের খনি
নিতাই-পাদোদক দিলা লুটাই। ৩৯৩

পাদোদক পানে প্রমত্ত সবে
পাগলের প্রায় "হরি হরি" গায়
এর চেয়ে যেন কিছু না ভবে। ৩৯৪

উঠিল মঙ্গল-লহরে প্রেম,
প্রেম নিয়ে বুকে বুকে বুকে মে'খে
কিবা সুখে তারা বিলায় ক্ষেম। ৩৯৫

কত ঢলাঢলি ধূলির টান,
বাঞ্ছা ধূলি নিতে, বাঞ্ছা তা না দিতে
দৈন্যবিনয়ে মাখা প্রতি প্রাণ। ৩৯৬

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-চারু-চন্দ্র
নাচে ভাবযোগে প্রেম-অনুরাগে
হইয়া ভক্ত-তারাবলী-কেন্দ্র। ৩৯৭

সুধা পিয়ে পিয়ে কেউবা হাসে,
হরিহরি-বোল, লম্ফ ঝম্প কোল,
কেউ বা কেঁদে কত দৈন্য ভাষে। ৩৯৮

প্রবেশ ছিল শুধু অন্তরঙ্গে;
বাল বৃদ্ধ যুবা পুরুষ নারী বা
সবেই লুব্ধ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে। ৩৯৯

প্রভুর কীর্ত্তন বিচিত্র এক,—
ছিল এই কথা— প্রচার বৃথা,
প্রাণে চায় করিতে পরতেখ। ৪০০

পষিণ্ডীরা আসে হাসিতে শুধু;
ক্ষোভে সে চাতক, কোপে সে পেঁচক
ফিরে যায় ঠেকে নিন্দিয়া বিধু। ৪০১

প্রভুর কীর্ত্তন মন্দিরে আঁটা;
নাচেন দুভাই শ্রীগৌরনিতাই
বৈষ্ণবে বাড়িল বুকের পাটা। ৪০২

শ্রীবিশ্বম্ভর-দয়া-পারাবারে
আর এক নব— তরঙ্গ-উদ্ভব ——
ইচ্ছাময়ে ইচ্ছা নামপ্রচারে। ৪০৩

শ্রীনিত্যানন্দে আর হরিদাসে
করিলা নিয়োগ দিতে ভক্তি যোগ
বিলাইতে নাম কাঙ্গালবেশে, ৪০৪

উদ্ধারিতে জীব, নাম-অমৃত
বে'চে বিনা মূলে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে
দিতে ঘরে ঘরে করিয়া প্রীত।— ৪০৫

কৃষ্ণনাম সার জীবের বন্ধু,
কৃষ্ণ প্রাণ প্রিয়, সুখের অমিয়,
কৃষ্ণে অভিন, সুধা-মধু-সিন্ধু। ৪০৬

শ্রীনাম প্রচারে বে'বল তারা,
ফুকারি ফুকারি "বল হরি হরি"
প্রভুর আজ্ঞায় আনন্দভরা। ৪০৭

দিনমণি চির বিতরে দিন,
এর চেয়ে দিন সকলি মলিন,
আজি সে তরিল কাঙ্গাল দীন। ৪০৮

গৌর-গিরি হ'তে দুইটি ধারা
পাথালি মলায় অই ব'য়ে যায়
সুধাবারি দানে জীয়য়ে মড়া। ৪০৯

শুষ্কতরুতে মুকুল বেরল;
ভূমি যা উষর আজি সে উর্ব্বর
স্নানে পানে তপ্ত শীতল হল। ৪১০

নিতাই যেন পথের কাঙ্গাল
কতই কাতরে যাচেন লোকেরে
কেউ দয়া করে যে জন ভাল। ৪১১

কেউ নাম নিলে কৃতার্থ হন,
মত্ত মন্দ লোকে গালি পাড়ে তাকে
তাদেরে হাসিয়া মধুর কন। ৪১২

শ্রীনিতাই যেন কতই ঋণী;
"গৌরাঙ্গ দোহাই, কৃষ্ণ কহ ভাই"—
কহিয়া তিনি বেড়া'ন অমানী। ৪১৩

জীবমুখে নাম করেন ভিক্ষা
কেউ সুখে বন্দে, কৃষ্ণ করে নিন্দে,
পাষণ্ডী চাহেনা নামের দীক্ষা। ৪১৪

তবুও তাদের ধরেন গলে,
অক্রোধ আনন্দ! রায় নিত্যানন্দ
কেউ ছুটে বলে, কেউ বা গলে। ৪১৫

একদা ধরিতে দেখিলা পথে
পতিত ভয়াল, দুইটী মাতাল
উদ্যত লোকে মারিতে ধরিতে। ৪১৬

লোকের মুখে জানিলেন তথ্য—
জন্ম উচ্চকুলে ব্রাহ্মণের ছেলে
নবদ্বীপেতে প্রবল প্রমত্ত। ৪১৭

মদে এদের এই সর্ব্বনাশ
হানা ডাকাচুরি, খুন, মারামারি,
বল, অত্যাচার, নিত্য অভ্যাস। ৪১৮

হেন পাপ নাই এরা না করে;
এ দুই দুষ্টেরে কে না ভয় করে?
সাক্ষাৎ নরক দ্বিধা হয়ে চরে। ৪১৯

জগাই মাধাই এদের নাম;
শুভ দিন এল, পূর্ব্বে কেবা ছিল,
শাপগ্রস্ত বুঝি এলো এ ধাম। ৪২০

নিতাই চাঁদের দয়া যে হল।—
অমাবস্যা তিথে চাঁদ ফুটাইতে
নিতাই করুণা প্রকট ক'ল! ৪২১

কহে নিতাই ব্রহ্মহরিদাসে,—
গোরা-কৃপামৃতে নাম সঞ্চারিতে
পতিত সুযোগ্য পাত্র এই সে"। ৪২২

হরি দাস কহে "করুণা তোর",—
মদের যে মদ নিয়ে সে সম্পদ
যায়রে নিতাই প্রেমেতে ভোর। ৪২৩

নিকটে যেতে 'হরিবোল' বলি,
দুইটা মাতাল অসুর করাল
ধাইল বেগে ; জীবোদ্ধার ফেলি। ৪২৪

কষ্টে প্রাণ লয়ে আইলা দোহে,
জগাই মাধাই কেমন দুভাই
বর্ণনা এ লীলা-চরিত্র বহে। ৪২৫

জরাসন্ধ ভয়ে পলা'ন হরি ;
এও সে মাহাত্ম্য, করিতে আয়ত্ত,
হার মানি কৃপা শাস্ত্রে নেহারি। ৪২৬

প্রভুর সভায় উঠিল কথা,——
কহে নিত্যানন্দ জগামাধা-কাণ্ড,—
"এ দুই ছাড়িয়া প্রচার বৃথা"। ৪২৭

"এ দুটার পথ করিতে পার,
তবে বুঝি তুমি দয়াময়-নামী
বুঝিব নাম-মহিমা অপার"। ৪২৮

"পতিত পাবন হে সত্যব্রত,
এই কৃপা কর, তাদেরে উদ্ধার
উদ্ধারি মোরে মহিমা কি তত" ? ৪২৯

কহিলেন প্রভু অমৃত ভাষে—
"যে পেয়েছে তব দরশন শুভ
তাহার উদ্ধারে বাকী কি আছে" ? ৪৩০

শ্রীমুখবাণী শুনি ভক্তগণ
জয় জয় ধ্বনি করিল তখনি,
আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রফুল্লমন। ৪৩১

একদা নিতাই গভীর নিশে,
নগর ভ্রমিতে শুনিল চকিতে
জগা মাধাই "কেরে কেরে" ভাষে। ৪৩২

"কিবা নাম তোর" শুনি জিজ্ঞাসা,
কহে অবধূত "নাম অবধূত"—
বাল্যভাবে কহে মধুর ভাষা। ৪৩৩

উদ্ধার করে এসেছে নিতাই ;
শুনিয়া অদ্ভুত নাম অবধূত,
শুভ লগনে কুপিল মাধাই। ৪৩৪

জগৎ আজ চিনিবে নিতাই,
অদ্ভুত চরিত্র জীবের বাহির,
প্রেমের বৈচিত্র দেখবে ভাই ! ৪৩৫

শত্রু মিত্র আজ কাঁদিবে দে'খে
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড হবে দে'খে কাণ্ড,
আদর্শ দুঃখী সে পরের দুখে। ৪৩৬

অক্ষয় সুশিক্ষা জগতে রবে,
শুনিলে কথাটা মারে যে গুণ্ডাটা
অনন্ত ক্ষমা দেখা'বে সে ভাবে। ৪৩৭

ক্রোধ নাই, হেন নিতাই বিনে,
প্রেমানন্দময়, কৃপালু, অভয়,
খুঁজিয়ে কোথা দেখিনে দেখিনে। ৪৩৮

মটকী ফিকে মারিল মাধাই,
নিতাইর শিরে রক্ত ধারা ঝরে
তবু যাচে নাম প্রভু নিতাই। ৪৩৯

"বোল, মাধাই, হরি বোল" ব'লে,
কোল দেন ধ'রে, প্রেমে মাধায়েরে
প্রেম বিলা'ন রক্তধারাছলে। ৪৪০

নিজ রক্ত দিয়া নিস্তারে পাপী,
হেন কথা যার, দয়া-অবতার,
ভজ সে দেবে প্রাণমন সাঁপি। ৪৪১

সন্ন্যাসী-শিরে রক্তপাত হেরি,
মাধাই মারিতে জগাইর চিতে
দয়া সঞ্চারিল, রাখিল ধরি। ৪৪২

"কি করিলি ভাই, ওরে মাধাই,
একে তো বিদেশী, তাতে সে সন্ন্যাসী
সন্ন্যাসী মারি নগরে ভালাই"। ৪৪৩

আশ্চর্য্য দেখি জগাইর দয়া,
প্রভু নিত্যানন্দ পাইয়া আনন্দ
জগায়ে করিলা আপন-কায়া। ৪৪৪

জগাই-বাক্যে, সাধুসঙ্গ-গুণে
মাধা'য়ে চৈতন্য, উপজিল দৈন্য,
স্তম্ভিত র'লা সঙ্কুচিতমনে। ৪৪৫

জগাইর নেত্রে আসিল বারি,
তুই এক বিন্দু— প্রেম-সুধা-ইন্দু—
নিতাই যা দিলেন কৃপা করি। ৪৪৬

পাপ গেল তার অশ্রুতে ধু'য়ে,
ওঝার ঝাড়ায় বিষ যথা যায়
পাপের মড়া উঠিল বাঁচিয়ে। ৪৪৭

বুদ্ধি-ঔজ্জ্বল্য, প্রেমের সঞ্চার,
ঘটে যার ভালে সুকৃতির ফলে
কূপে মাণিক—, সেই সে নিস্তার। ৪৪৮

মরুভূমি দিয়া উৎস ফুটে,
সাধুর প্রয়াসে করুণা-বাতাসে
অঙ্গারে আগুন জ্বলিয়া উঠে। ৪৪৯

পাপ যেই দাম্ভি, খাটিতে খাদ;
টিকে তা কদিন, এলে শুভ দিন
ভাঙ্গে সে চমক, ভ্রম-প্রমাদ। ৪৫০

আইলা প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে তথা,
ডাকে "চক্র চক্র," ভাগ্য নয় বক্র
নিতাইর প্রাণে লাগিল ব্যথা। ৪৫১

জগার মাধার জীবনভিক্ষা
মাগিলা গোসাঞি দয়াল নিতাই
কহিলা জগার প্রেমের দীক্ষা। ৪৫২

মাধা মারিতে রে'খেছে জগাই,
শুনি বিশ্বম্ভর আনন্দিত বড়
জগাইরে কোল দিলেন যাই। ৪৫৩

কৃষ্ণের কৃপা-পাত্ররে জগাই,
রাখি নিতাইরে, কিনিলি আমারে
প্রেমভক্তি তোর স্ফুরুক্ তাই। ৪৫৪

জগারে বর দেখি ভক্তগণ
গাহে "জয় জয়," প্রেমোৎসবময়
মূর্চ্ছা পে'য়ে জগা পড়ে তখন। ৪৫৫

কহিলা প্রভু "দেখ্‌রে, জগাই—
দেখ্ নেত্র খুলি, হারে, ভাগ্য বলি,"—
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলা চাই। ৪৫৬

মূর্চ্ছা এলো পুন জগার বুকে।
বক্ষে শ্রীচরণ করিলা অর্পণ
কাঙ্গালনিধি, তরা'লা মূর্চ্ছাকে। ৪৫৭

জাগিল নির্বেদ মাধার প্রাণে,
জগার সুকৃতি, প্রভুর চরিতি,
নিরখি মাধা পড়িলা চরণে। ৪৫৮

প্রভু কহে, "তোর নাহিক ত্রাণ,
নিতাই হিংসিলি, শোণিত পাড়িলি"
মাধাই কহে "দেখাই প্রমাণ"। ৪৫৯

"অসুর-বাণে বিদ্ধ হ'য়ে তুমি
তাদেরে সম্পদ দিলে হে শ্রীপদ"
"লঘু সে দোষ" কহে লোকস্বামী। ৪৬০

মাধা কহে, "মোর নাই কি গতি"?—
নিতাই চরণে অপরাধ গণে
কহিলা প্রভু, "কর গিয়া রতি"। ৪৬১

প্রভু আজ্ঞা পে'য়ে ধরিল মাধা
নিতাই-চরণ অমূল্য-রতন
যোগি-ঋষি যারে ধেয়ায় সদা। ৪৬২

প্রভু বলেন "ঠেকেছ নিতাই
করুণা না ক'রে পার কি তাহারে"?
কহে নিতাই, "ভঙ্গী তব এই"। ৪৬৩

জন্মে জন্মে মোর যা কিছু পুণ্য,
যদি কিছু থাকে সব দিনু তাকে
অপরাধ তার না করি গণ্য। ৪৬৪

"মায়া ছাড়ি কৃপা মাধায়ে কর"
কহিয়া নিতাই প্রভু আজ্ঞা পাই'
আলিঙ্গন দি'লা মাধারে দৃঢ়। ৪৬৫

অলৌকিকরে নিত্যানন্দ শক্তি!
আলিঙ্গি আবেশে মাধা-অঙ্গে পশে
মাধা পে'ল অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি। ৪৬৬

মুহূর্ত্তে কি হল পরশ স্পর্শে!
জগামাধা সোণা ত্রিদিবে ঘোষণা।
দোহে স্তুতি করে পুলকহর্ষে। ৪৬৭

জগামাধা তোরা প্রিয় যে মোর
ক্ষমিনু দুরিত কোটি জন্মার্জ্জিত,
ক'র না হেন" কহিলা শ্রীগৌর। ৪৬৮

শুনিতে তারা আনন্দে মূর্চ্ছিত;
প্রভুর আজ্ঞায় ব'য়ে নিয়ে যায়
প্রভুমন্দিরে ভাগবত যত। ৪৬৯

কপাট পড়িল প্রভুর দ্বারে;
শত শত ভক্ত গৌর-অনুরক্ত
দাঁড়া'ল ঘেরি নিত্যানন্দ-গৌরে। ৪৭০

মধ্যে শায়িত জগাই মাধাই;
বাজিলরে খোল করতাল রোল
উঠিল মঙ্গল মন্দির ছায়ি। ৪৭১

প্রেমানন্দ বহে অশেষ ঘন;
তা দিয়া মাজিয়া নামেতে শোধিয়া
করিলা শুদ্ধ বৈষ্ণব দুজন। ৪৭২

কহিলা প্রভু "শুন ভক্তগণ,
এদুই বৈষ্ণব জগতে দুর্লভ
নিন্দিয়া পাপে ম'জনা কখন।" ৪৭৩

মহাস্তোত্র পড়ে জগামাধাই,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-তলে প্রতিধ্বনি ফলে
মধ্যে বসি শুনে গৌরনিতাই। ৪৭৪

জগন্মাতা শচী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
দেখি সে উৎসব পরমবৈভব
ভাসিলা দোঁহে সুখসিন্ধু দিয়া। ৪৭৫

জয়তি শ্রীগৌর অনিন্দ্য বন্দ্য
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র
জয় শ্রীগণ গৌরভক্তবৃন্দ। ৪৭৬

জয় জগন্নাথ, জয় মাধব
তোমাদের ভাগ্য স্মরিলে আরোগ্য
বাঞ্ছি তাই পদ রজঃ-আসব। ৪৭৭

নবযুগ এক শ্রীনবদ্বীপে।—
"বলেন কি, একি, জগামাধা না কি,
বৈষ্ণব হলো, মুক্ত হলো পাপে।" ৪৭৮

হেন আলোচনা নগর ভ'রে,
অলোকসামান্য গৌর গণ্যমান্য
বৈষ্ণবের জয় নগর যু'ড়ে। ৪৭৯

দৈনিক দুলক্ষ কৃষ্ণের নাম
জপেন জগাই, জপেন মাধাই,
নয়নে অশ্রু ঝরে অবিরাম। ৪৮০

দ্বাররুদ্ধ করি নিশার ভাগে,
শ্রীবাসঅঙ্গণে নামানুকীর্ত্তনে
নাচেন শ্রীগৌর প্রেমানুরাগে। ৪৮১

দুর্ভাগ্যের ভাগ্যে ঘটেনা দেখা;
শ্রীবাস-শাশুড়ী দিয়া ডোল মুড়ি
দেখিতে বাঞ্ছা, কপালে না লেখা। ৪৮২

জানিয়া না জানে, কহেন গোরা
"আজিকা কীর্ত্তনে সুখ নাহি মনে
কেন বা হয় কৃষ্ণকৃপা ছাড়া"। ৪৮৩

"প্রেমহীন দেহ বৃশ্চিকে খায়,
গা কামড়াইতে পারি না সহিতে
ছার দেহ ছাড়ি, বালাই যায়"। ৪৮৪

মহাত্রাসে বিপ্র ভকতগণ
প্রভু-বাক্য শুনি ফেটে যায় প্রাণি
'মোরা অপরাধী, তাথে এমন।" ৪৮৫

"নচেৎ বহিরঙ্গ দেখিনা এথা ;—"
অন্বেষণ করি পেল সেই বুড়ী,
চুলে ধরা, তাড়া, আর কি কথা! ৪৮৬

গোরা-মুখচন্দ্র, শ্রীবাস-মুখ
হইল উজ্জ্বল, তা দে'খে সকল
প্রিয় ভাগবত পাইল সুখ। ৪৮৭

একদা নাচিতে রসের গোরা
সলিলতরঙ্গে পদ্ম যেন রঙ্গে,
আবার যেন মকরন্দ-হারা। ৪৮৮

"প্রভু কহে" কেন সুখ না পাই,
দাস্য দৈন্য যার, শুদ্ধ অলঙ্কার,
"অপরাধ বুঝি কাহারো ঠাই?" ৪৮৯

ঠাকুর যখন, নাড়া-শিরে পা,
পুন দাস্য নিয়ে পড়েন লোটায়ে
ভক্তের পদরজে মাখেন গা। ৪৯০

স্বয়ং না দিতে প্রিয় সে নাড়া,
নিছে পদধূলি প্রেমের পুটলী
অদ্বৈতে জোয়ার, শুষিল গোরা। ৪৯১

শিখান ভক্ত-পদরজ-গুণ ;
লাভ বড় পে'লে, ক্ষতি বড় দিলে
চরণ স্পর্শে ভক্ত হয় খুন। ৪৯২

আত্মধিকার প্রভুর চিতে
দন্তে তৃণ ধরি কাঁদে গৌরহরি
পাষাণো গলে সে কান্না শুনিতে। ৪৯৩

"বাপ কৃষ্ণ" বলি কাঁদেন গোরা
পুনঃ দাস্য ভাবে পুছে ভক্ত সবে
চাঞ্চল্য মোর দেখিলে কি তোরা? ৪৯৪

চকিতে ধরিলা অদ্বৈত-পদে
বারে বারে চুরি এবার তোমারি
ভাণ্ডার খানা লুটিলাম ফেদে। ৪৯৫

"সংহারিলে তুমি কে রাখে দাসে?"—
ম্রিয়মান যেন অদ্বৈত কহেন ;
ধূলি নিয়া প্রভু আনন্দে হাসে। ৪৯৬

কহেন, প্রভু, "ভক্তপদসেবা,
আর পদধূলি, অলঙ্কার বলি
তপস্যা করিলেই পায় কেবা?" ৪৯৭

"তুমিই জগতে ভক্তি-ভাণ্ডারী।
তুমি নাহি দিলে, কোথা বা তা মিলে
কেনা বেচা মোরে শক্তি তোমারি।" ৪৯৮

"হরিবোল" বলি উঠিলা গোরা,
"জয় কৃষ্ণ" বলে আচার্য্য উথলে
আওটা আলোড় প্রেমাব্ধিভরা। ৪৯৯

ব্রহ্মচারী ভিখারী শুক্লাম্বর
কাঁধে ঝুলি করি ভিক্ষে বাড়ী বাড়ী
"কৃষ্ণ" নাম জিহ্বায় নৃত্যপর। ৫০০

একদা নিমাই ধরিলা ঝুলি,
ক্ষুদ্ কে'ড়ে নিয়ে খায়েন হাসিয়ে
চিবান মুষ্টি মুষ্টি তুলি তুলি। ৫০১

"কি সর্ব্বনাশ!"— কহে ব্রহ্মচারী,—
এ যে ক্ষুদ্‌কণ, সাজে কি এমন?
সানন্দে কহে প্রভু গৌরহরি। ৫০২

"তোর খুদকণ সেই ত মিঠা,
উলটি না চাই, খাইতে ডরাই,
অভক্তের অন্ন অমৃত-পিঠা। ৫০৩

একদা মঙ্গলপ্রেমকীর্ত্তনে
না পাইয়া সুখ গোরা ম্লানমুখ
কহিলা আচার্য্য উল্লাসমনে,। ৫০৪

"তিলী মালী সনে প্রেমবিলাস,
বঞ্চিলে আমারে, এদাস কি করে!
শুষিবে প্রেম অগত্যা এ দাস। ৫০৫

প্রেমোন্মত্ত যে কিসে কি কয়!
উত্তর না দিয়া প্রভু গেলা ধা'য়া
"প্রেমহীন দেহ রেখে কি হয়?" ৫০৬

ঝাঁপ দিয়া প'লা গঙ্গার জলে'
গৌরগত-প্রাণ নিত্যানন্দচাঁদ
আর হরিদাস ধে'য়ে গে তুলে। ৫০৭

গৌর কহে "কেন রাখিলে মোরে"
এই প্রাণ দিতে পুণ্য-জাহ্নবীতে;
নিতাই কহে, "দণ্ড সে দোষেরে"। ৫০৮

"যা হোক্, ভাই, থাকিব গোপনে,
কহ গে তোমরা নাপাইনু গোরা'
কহি প্রভু গেলা নন্দনস্থানে। ৫০৯

আত্মদোষজন্য বিষাদবিষে
হেথা বৈষ্ণবেরা জীয়ন্তে ও মড়া
আনন্দের দিনে শোকের নিশে। ৫১০

কি করিনু, হায়, খেদানু গোরা
গৌর প্রাণে ব্যথি কত যে দুর্গতি,
দুঃখে উপবাসী শুয়িয়া নাড়া। ৫১১

ভক্তের ব্যথা হেথা ভক্তনিধি
জানিয়া অন্তরে, কিবা তারে তারে
প্রবাহিত ক'লা অশ্রুর নদী। ৫১২

গোপনে শ্রীবাসে ডাকা'লা ত্বরা;
শ্রীবাস নিবেদে দারুণ নির্ব্বেদে
"আছে কি নাই তব প্রিয় নাড়া"। ৫১৩

নন্দনে যাগি চলে বিশ্বম্ভর
যথা শ্রীঅদ্বৈত সংহৃতি পণ্ডিত
দেখিলা নাড়া মূর্চ্ছিত কাতর। ৫১৪

অদ্বৈত প্রভুকে, তোমার প্রভু
কাতর নয়ানে চেয়ে তব পানে,
যার লাগি মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত তবু। ৫১৫

লজ্জিত প্রভু ডাকিলা অদ্বৈতে;
চিত্তি পদ হৃদে, কহিলেন খেদে,
সীতার পতি কষ্টে কোন মতে,। ৫১৬

"অপরাধীরে আর কেন, নাথ!
নাহি তব যোগ্য, গর্ব্ব মোর ভোগ্য,
দাস্য যারে দিছ, তাহারি হাত। ৫১৭

"তব সম্বন্ধে হয়েছি অপাত্র;
তবে যদি দয়া কর দাস্য দিয়া
অনুপ্রাণিত, বাসনা এ মাত্র"। ৫১৮

শুনি শ্রীপ্রভু প্রবোধিলা তারে,
জন্মে জন্মে দাস জানিও নির্য্যাস'
দণ্ডেন কৃষ্ণ অপরাধে যারে''। ৫১৯

হৃষ্ট হাসিয়া উঠিলা অদ্বৈত;
ঠাকুরাণী হেরি পুলকেতে ভরি
প্রাণে মাখি নিলা গৌরাঙ্গপদ। ৫২০

বিরহান্তে পুন মিলনানন্দ!
ভক্ত তারাগণ কীর্ত্তনমগন
বেড়ি ভানুশশী গৌরনিত্যানন্দ। ৫২১

বুদ্ধিমন্তে প্রভু আদেশ ক'লা,
শ্রীচন্দ্রশেখর মন্দির ভিতর
সাজাও রঙ্গ হবে নাট্যলীলা। ৫২২

সাজকাচ হলো অদ্ভুত বড়;
শ্রীরঙ্গমণ্ডপে জগন্মাতারূপে
নাচিবেন শ্রীপ্রভু বিশ্বম্ভর। ৫২৩

গদাধর নৃত্য রুক্মিণীবেশে,
বৈকুণ্ঠ কোটাল হরিদাস ভাল
দাঁড়ি মোচড়া'য়ে কচিছে হে'সে। ৫২৪

শ্রীবাস প্রবেশ নারদ হ'য়ে,
আইলা নিতাই সাজিয়া বড়াই
লক্ষ্মীরূপা প্রভু-হস্ত ধরিয়ে। ৫২৫

ব্রহ্মাণ্ড-সিন্ধুর মাধুর্য্য সার
নাচিল সে রঙ্গে হাবভাব ভঙ্গে
মুগ্ধ ত্রিলোক, কি কব সভার! ৫২৬

কি কব মায়ের রূপের কথা,
"মাগো মাগো" বলি কাঁদে সভাস্থলী
কি ক'ব মায়ের স্নেহের প্রথা! ৫২৭

একেতো গোরা রসের সিন্ধু,
তাথে মাতৃভাব কত সুধাস্রাব
শুনে বদনে বিগলিত ইন্দু! ৫২৮

শ্রীশচী-আদি দেবী অন্তরালে
"মা"—"মা"—করি, যায় গড়াগড়ি,
সুধাভাণ্ড মাতা দিল যে ঢে'লে! ৫২৯

যা করে গোরা তাই ভাল সাজে;
গৌর চিন্তামণি নবতত্ত্ব খনি
উজ্জ্বল রহস্য খুলিলা নাচে। ৫৩০

অভেদ তত্ত্ব-সিন্ধু সে মোহান্ত;
মাতৃভাব-মূলে পঞ্চরস গলে—
শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, কান্ত। ৫৩১

শান্তিপুরে থেকে সীতার নাথ
জল পাতি মুখে জ্ঞানে বড় ব্যাখে
চলিলা প্রভু নিত্যানন্দ সাথ। ৫৩২

অদ্যপি সন্ন্যাসী উদ্ধারি পথে,
"বিষ্ণু বিষ্ণু" করি, অন্য ভিক্ষা ছাড়ি
ঝাঁপ দিয়া গঙ্গা যমুনার স্রোতে। ৫৩৩

গঙ্গাবাহনে শান্তিপুর আসি
কহে উগ্রমূর্ত্তি অদ্বৈতের প্রতি
কোপবহ্নি যেন ব্রহ্মাণ্ডনাশী। ৫৩৪

তোর লাগি নাড়া ক্ষীরোদ ছাড়ি,
এনু অবনীতে ভক্তি বিলাইতে
কণ্টক রোপিতে যতন তোরি। ৫৩৫

প্রভু মূর্ত্তি হেরি কম্পিত সবে;
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দণ্ড করি তবু
ভক্তি নিন্দা করে নির্ভীকভাবে। ৫৩৬

অমনি পৃষ্ঠে গুড়ুম্ গুড়ুম্;
বুড়া অর্দ্ধ খুন মারে পুনঃ পুনঃ
ব্যাকুলিতা সীতা নয়নে ধূম। ৫৩৭

প্রভুর শ্রীহস্তে যে খে'ল মা'র,
সে কি সাধারণ?— তার কি মরণ?
সুধা মুষ্টি খে'য়ে আনন্দ তার। ৫৩৮

করতালি দিয়া উঠিল নে'চে
ঠাকুরাণী দেখি, পদরজঃ চাখি,
ভাবিলা প্রেমে মরা যেন বে'চে। ৫৩৯

সিদ্ধ হলো সে দণ্ড কামনা;
জ্ঞানে-জলাঞ্জলি, তবে ভক্তি বলি,
"রাম" বলিয়া কাপড় তু'লনা। ৫৪০

তিন প্রভু বসিলেন ভোজনে;
পরিবেশে সীতা দেবী হরষিতা
দ্বারে হরিদাস প্রসন্ন মনে। ৫৪১

অন্ন ছিটায় নিত্যানন্দ ঘরে;
ভঙ্গীতে অদ্বৈত, গালি পাড়ে কত,—
"জাত গেল এ'নে জাতিনাশারে। ৫৪২

কোন্দল আনন্দ কত বা কব!—
গৌর নিত্যানন্দ লীলার প্রবন্ধ
সম্বন্ধ না হলে জন্ম বিফল। ৫৪৩

সাক্ষী তার পণ্ডিত দেবানন্দ,
পড়ে ভাগবত   নিত্য বিধি মত
দর্ব্বী যেন না পায় প্রেমগন্ধ। ৫৪৪

একদা শ্রীবাস হইলা শ্রোতা;
স্বেদ-অশ্রু-কম্পে   উঠে পড়ে লম্ফে
তথ্য না বুঝি সকলে বিস্মিতা। ৫৪৫

গৌর কৃপা বিনে কে বুঝে মর্ম্ম
বিরক্ত সভাস্থ   শিষ্যগণ ত্রস্ত
বের ক'রে দিল, হায়রে ধর্ম্ম! ৫৪৬

বৃক্ষেরে যতন, না চিনে ফল
গ্রন্থ যত্নে শুনে,   মহিমা না মানে,
উপেক্ষে সিদ্ধি লভি করতল। ৫৪৭

কালে পরম সৌভাগ্যের যোগে,
দণ্ডিলা পণ্ডিতে   প্রভু কৃপামৃতে
অধিকার দিয়া সুধাসম্ভোগে। ৫৪৮

দয়াল প্রভু নগরে নগরে
অন্তরঙ্গ সঙ্গে   করতালি রঙ্গে
বোলা'ন কৃষ্ণ নাম ঘরে ঘরে। ৫৪৯

কতই কাঙ্গাল আমার গোরা!
দন্তে তৃণ ধরি—   "বোল হরি হরি"—
কত আর্ত্তি কান্না লোটায়ে ধরা। ৫৫০

গলার মালা পরকে দিয়া
প্রেম-আলিঙ্গনে   মন্ত্র আকর্ষণে
চলিছে অই পাগল করিয়া। ৫৫১

মৃদঙ্গাদি যন্ত্র মন্ত্রনিনাদে
নাম সঙ্গে মিলে   কত সুধা ঢালে
জীব মুগ্ধ হলো সে রসাস্বাদে। ৫৫২

নগর ছাইয়া তরঙ্গ হায়!
পাষণ্ডীর চক্রে   কাজী হ'লা বক্র
কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া চ'লে সে যায়। ৫৫৩

দিনে দিনে হেন শুনি নিমাই
রুদ্র মূর্ত্তি ধরি   কহে দম্ভ করি
দেখিব কাজীর কত বড়াই। ৫৫৪

করগে ঘোষণা নগর ভ'রে,
সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে   মহা বন্যা হবে
খেদাব কাজী ভেঙ্গে দ্বার ঘরে। ৫৫৫

দুর্দিন কি দিন এলো কাজীর
দণ্ডে দিয়া রোগ,   পাবে ভক্তি যোগ
মরুভূবে ব'বে গঙ্গার নীর! ৫৫৬

কীর্ত্তনের সাড়া নগর ভ'রে
উড়িল নিশান   বাজিল বিষাণ
লক্ষ লক্ষরে করে করে করে। ৫৫৭

সহস্র দেউটি উঠিল ফু'টে;
কীর্ত্তন শুনিতে   তারা অবনীতে
গঙ্গার তরঙ্গ ছাটিল উ'ঠে। ৫৫৮

মানব মালায় ফুলের মালা,
ছলে লক্ষে লক্ষে   রামধনু বক্ষে
রামধনু ক'ল রজনী আলা। ৫৫৯

নবদ্বীপের সব নব নব!
চাঁদেই বাজায়,   চাঁদে গেয়ে যায়,
দলে দলে চলে আনন্দার্ণব। ৫৬০

খোল করতাল শত সহস্র
বাজে ঝম্ ঝম্   কণ্ঠ পিকোপম
কর্ণরসোৎসব ধারা অজস্র। ৫৬১

ব্রহ্মাণ্ড-পিক-অলি সমবেত;
নবঘনদল   আসিয়া মিলিল
সুমন্দ্র মধুর মধুর গীত; ৫৬২

তুলিয়া বাহু নে'চে দলে দলে
নগর বাজিয়া   বায়রে গাজিয়া
সোণার তরু শাখা নাড়ি দু'লে। ৫৬৩

মঙ্গলনিধি চিন্তামণি গৌর
সঙ্গে নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ
মধ্যে নাচেরে, সুখে নাহি ওর। ৫৬৪

যায়রে নে'চে দুটি স্বর্ণ গিরি!—
তরুণ লাবণ্য কিবা সে কারুণ্য
দৈন্যোৎসব অই মুরতি ধরি! ৫৬৫

কি মনোহর রসের উদধি!—
রত্নভার ব'য়ে বিলায়ে বিলায়ে
প্রাণ কে'ড়ে নিল রূপের নিধি। ৫৬৬

ভাবতরঙ্গ কত সে সাগরে!—
স্তম্ভ, কম্প স্বেদ, অশ্রু, স্বরভেদ,
কম্পিতা দিক্ হা-কারে হুঙ্কারে। ৫৬৭

গেল কুল-কুল, কোণের বধূ
ধেয়ে যায় দ্বারে জিজ্ঞাসি নেহারে
"অই অই বুঝি প্রাণের বঁধু।" ৫৬৮

শু'নেছি যেমন দেখিনু আজ।
আহা মরি চাঁদ যায় পাতি ফাঁদ
সচন্দন মালে কিবারে সাজ! ৫৬৯

দ্বারে দ্বারে আম্র পল্লব কুম্ভে
হুলু পুষ্প বৃষ্টি উত্তরোল দৃষ্টি
পুষ্প মালা দুলে তোরণস্তম্ভে। ৫৭০

বংশী বে'জে যায় আকুল করি।—
ব্রহ্মাণ্ডের যন্ত্র লভি তার মন্ত্র
বাজিল অই সমস্বর ধরি। ৫৭১

সঙ্কীর্ত্তন-গঙ্গা যায়রে ব'য়ে
ভাবের তরঙ্গ চুমে গগনাঙ্গ
পাষণ্ডী বশ হাবুডুবু খে'য়ে। ৫৭২

এমন কে র'ল নগরে আজি,
যেবা গলিলনা, যেবা মজিলনা,
সবে বলে হরি, বাকী সে কাজী। ৫৭৩

মূক মুখে হরি, অন্ধেও চায়—
"হরে কৃষ্ণ রাম হরে রাম রাম"—
গাহিতে গাহিতে পঙ্গুও ধায়। ৫৭৪

গর্ভের সন্তান উঠিল নে'চে;
শিশু অপগণ্ড লেহে ঘন গণ্ড
বালবৃদ্ধ নাচে কমর কে'ছে। ৫৭৫

কত গড়াগড়ি মালসাটরে,
"ওরে কাজী বেটা যাবে কোথা ঠেটা
কত জনে কত কথা ভণেরে। ৫৭৬

গঙ্গাতীরে তীরে যায়রে নাম,
মাধায়ের ঘাট, বার কোণা ঘাট
ক্রমে চলিল্যায় শিমুলি ধাম। ৫৭৭

অন্তরীক্ষে দেব বরষে ফুল—
খুল কড়ি খই এত পায় কই
নেত্র জলে ভে'সে পায়না কূল। ৫৭৮

কেহ কারো কাঁধে কেহ বা পদে,
দণ্ডবৎ কোল, লম্ফ উচ্চ রোল,
ক্ষেপার রাজ্য হইল ন'দে। ৫৭৯

যায়রে আমার নিতাই গৌর,
আগে হরিদাস অদ্বৈত শ্রীবাস
নে'চে চলে যায় প্রেমেতে ভোর। ৫৮০

কাজীর শুনিয়া লাগিল ধন্দ;
দক্ষ যজ্ঞ নাশে যেমতি তা ভাসে,
থাকে কিনা থাকে কাজীর মুণ্ড। ৫৮১

জানিতে কাজীর কি র'ল বাকী?—
লুকায়ে কি হবে, কোথা বা লুকাবে?
রাজার রাজকী আর থাকে কি? ৫৮২

সর্ব্বে সর্ব্বা আজ গৌরাঙ্গ রায়,
যা করে তা করে, রাখে কিম্বা মারে
বিধ্বস্ত কাজীর যা কিছু হায়। ৫৮৩

কিবা দৈব শক্তি ভীষণ খেলা,
দে'খে মিঞাগণ হলো ম্রিয়মান
কেহ হরিনামে মাতিয়া গেলা। ৫৮৪

নিমাই রাজার হইল জয়
কাজী পদানত, পে'ল পদামৃত,
হিন্দু যত পাপী অবাক্ হয়। ৫৮৫

সর্ব্বনাশ দেখি কাঁপিয়া কাজী
করিল শরণ চৈতন্য চরণ
মানি-মান গোরা রাখিলা বুঝি। ৫৮৬

সংহার মূর্ত্তি হলো মধুময়,
কাজী যাহা দেখি প্রাণে নিল লিখি
তা পড়ে এমন ক'জন রয়। ৫৮৭

গৌরাঙ্গবিজয়-পতাকা-ছায়ে,
কোটি কোটি লোক পেয়ে কিবা সুখ
উল্লাসে মজিল নাচিয়ে গে'য়ে। ৫৮৮

শুষ্ক কূপগুলা বৈষ্ণবসঙ্গ
গৌরাঙ্গ কৃপায় হলো সিন্ধু প্রায়
কিবা সে স্রোতঃ, কত বা তরঙ্গ। ৫৮৯

নিতাই চাঁদের প্রেমের বেগে
ভেঙ্গে গেল বেলা পাষণ্ডীর খেলা,
যবন-পাষণ্ড এ শুভ যোগে। ৫৯০

আইলা প্রভু শ্রীধরের ঘরে,
নৃত্য ক'রে ক'রে লৌহ পাত্র ধ'রে
পান ক'লা বারি, কিবা প্রেমেরে! ৫৯১

"ছি ছি! কি হলো!—কাঁদেন শ্রীধর;
ভক্ত প্রেমে ভোর পরাণ প্রভুর
হাসি ফুটিল শোভি রক্তাধর। ৫৯২

কহিলা প্রভু "কি সৌভাগ্য মোরে!—
শুদ্ধি, অনুরক্তি, কৃষ্ণ পদে ভক্তি,
লভিনু আজি এই জল দ্বারে।" ৫৯৩

কহিতে প্রভুর নয়নে বারি,
বৈষ্ণবের জলে কি মহিমা খেলে
শিখাতে প্রভুর এই চাতুরী। ৫৯৪

ভকতের দ্রব্য কল্পতরু;
বিষয়ীর যাহা পরশিলে তাহা
হৃদয় শুকায়ে হয়রে মরু। ৫৯৫

প্রকাশি এ তত্ত্ব শ্রীধর ঘরে,
নীরদের ন্যায় প্রেমধারা দেয়
নাম-বিজলী খুলি ঘরে ঘরে। ৫৯৬

লক্ষ লক্ষ লোক চলিছে সাথে,
পূর্ণ মনোরথ চাতকেরা যত
উড়িয়া গাহিছে ছুটিছে পথে। ৫৯৭

গৌরাঙ্গ সাগরে তরঙ্গ হয়ে,
উদ্দাম উত্তাল ধায় মাতোয়াল
মরে মরে বাঁচে, মরে বাঁচিয়ে। ৫৯৮

এ ভাবে গৌরাঙ্গ নিতাই সনে
ভক্তগত প্রাণ আনন্দ নিদান,
আইলা ফিরে নিজ নিকেতনে। ৫৯৯

শচীগর্ভ-সমুদ্র-সাররত্ন
প্রেমসুধা-সিক্ত দীপ্তি দিয়া মুক্ত
ক'লা নরগন্ধর্ব্ব বিনা যত্ন। ৬০০

আবার শ্রীপ্রভু তুলিলা ঢেউ,
শ্রীবাস-অঙ্গনে নামসংকীর্ত্তনে
স্নান-পান-বারি যোগান কেউ। ৬০১

শ্রীবাস-দাসী দুঃখীর এ কাজ
জানি প্রভু সুখী, দুঃখীর যে দুঃখী,
রাখিলা "সুখী" গোরা দ্বিজরাজ। ৬০২

দুঃখী-ভাগ্য ভাবি দুঃখ কি থাকে?
কেবা তারে ক'ল জল যোগাইল,
এ সুখে দুঃখী কিনিল প্রভুকে। ৬০৩

জয় জীববন্ধু গৌর গোপাল,
নৃত্য পরায়ণ ভৃত্য-কেনা-ধন
সেবা দিয়া রাখ দীনদয়াল। ৬০৪

প্রেমেই মিলে চিন্তামণি ধন।
মুড়াইলে মাথা, গায়ে দিলে কাঁথা,
মিলে কি হরি, ছাড়ে কি শমন? ৬০৫

একদা প্রভু নাচেন আনন্দে,
শ্রীনিবাস-আদি ভক্ত সুধাস্বাদী
ভাসিতেছেন প্রেম মকরন্দে। ৬০৬

চকিতে গৃহে উঠিল রোদন ;
শ্রীনিবাস ধেয়ে অন্দরে আসিয়ে
দেখে গতপ্রাণ নিজ নন্দন। ৬০৭

ভক্তজ্ঞ নিজে কহিলা স্ত্রীগণে,
"যার নামে সিদ্ধি সর্ব্ব পাপ শুদ্ধি
সে প্রভু সাক্ষাৎ আর শোক কেনে? ৬০৮

জগৎ প্রভু যে নাচেন ঘরে
হেন শুভযোগে, যে তনু বিয়োগে,
সে শিশুর ভাগ্য হবে কি মোরে?" ৬০৯

কাঁদিও কিঞ্চিৎ থাক মোরে চেয়ে,
চাপ এ সংবাদ, নহিলে বিষাদ,
প্রভুর নৃত্যসুখে ভঙ্গ দিয়ে। ৬১০

স্থির হ'লা সবে শুনি এ বাণী ;
চলিলা শ্রীবাস শ্রীগৌরাঙ্গ পাশ,
প্রভু পার্ষদ-গুণে ধন্য মানি। ৬১১

নাচেন গোরা স্বানুভাবানন্দ ;
কুকথা বাতাসে সর্ব্ব কর্ণে পশে
ব্যক্ত না করে দুঃখী ভক্তবৃন্দ। ৬১২

কহেন গোরা সর্ব্বজ্ঞের চূড়া
"মম চিত্ত ভ'রে কেমন বা করে ;
পণ্ডিত গৃহ যেন দুঃখ ভরা। ৬১৩

শ্রীবাস বলে তব ফুল্ল মুখ
রাজে যার ঘরে, পূর্ণ চন্দ্রাকারে,
সে ঘরে থাকে কি আঁধার দুঃখ? ৬১৪

অন্য যে মহান্ত কহিলা তথ্য,—
"শ্রীবাসের সুত বহুক্ষণ মৃত
তব রসভঙ্গে সে ভীত-চিত্ত। ৬১৫

কহেন প্রভু "ছাড়িব কি ক'রে
হেন সব সঙ্গ পুত্র শোকে ব্যঙ্গ
করিছে যারা চাহিয়া আমারে?" ৬১৬

শুনিয়া সবে প্রভুর ইঙ্গিত,
সন্ন্যাস সংবাদ গণিয়া প্রমাদ
কি জানি কি ঘটে সবে চিন্তিত। ৬১৭

শিশুর সংকারে গেলেন সবে ;
প্রভু প্রশ্ন শুনি কহে শিশু জ্ঞানী
"ভুক্তি কণদেহে চলিনু এবে।" ৬১৮

"আমার আমার বৃথা সংসারে,
তব পদতরি চলিনু নির্ভরি
নির্ব্বন্ধে ছিলাম শ্রীবাস ঘরে।" ৬১৯

বলি নীরব হ'লা মৃতশিশু ;
অদ্ভুত কাহিনী মৃতমুখে বাণী,
শোক ভু'লে সুখী সকলে আশু। ৬২০

প্রেমের বন্যায় ভাসিল সবে ;
কারুণ্য বারিধি প্রভু,গুণনিধি
কহিলা শ্রীবাসে মধুর রবে। ৬২১

তব কিবা দুঃখ, তোমা যে দেখে,
তার তাপলেশ মুহূর্ত্তে নিঃশেষ
কিবা দুঃখ মোরা দু'পুত্র থে'কে। ৬২২

গৌরনিত্যানন্দ নন্দন যার,
হেন শ্রীবাসেরে দণ্ডবৎপ'ড়ে,
তাঁর শ্রীপদে কোটি নমস্কার। ৬২৩

প্রভুর লীলা সমুদ্র অকূল,
শুক্লাম্বর ঘরে ভুপ্ত গর্ভথোরে,
আলগোছে রাধা সুধা অতুল। ৬২৪

শ্রীরত্ন মুদ্রিকা অঙ্গুলীদাম
শ্রীঅঙ্গে লাগায়ে আঁখড়া বিজয়ে
দেখালা বৈভব পরম ধাম। ৬২৫

সপ্ত দিবারাতি পাগল প্রায়
ঘুরিল বিজয়, কথা নাহি কয়,
এমনি দশা যে পরশ পায়। ৬২৬

অপূর্ব্ব গোরার প্রেমভকতি,
নিত্য নব নাট্য যা করে অকাট্য
দিন দিন ক্ষেপার দশারতি। ৬২৭

একদা প্রভু জপে "গোপী গোপী."
মর্ম্মচক্ষে ধৃয়া একটি পড়ুয়া
পুছিলা "কেন জপ 'গোপী গোপী'?" ৬২৮

"কৃষ্ণ নাম জপ ছাড়ি এ নাম"। —
অবোধ্য ভাবধি কহে গোরানিধি
"দস্যু কৃষ্ণে ভজি পুরে কি কাম?" ৬২৯

কৃতঘ্ন সে কৃষ্ণ বধিল বালী,
স্ত্রীর নাক কাণ করে খান খান
ঠকায়ে পাতালে পাঠা'ল বলী"। ৬৩০

এত বলি ভাবে বিভোর গোরা
হস্তে ঠ্যাঙ্গা নিয়ে, যায় খেদাড়িয়ে
প্রাণ ল'য়ে সে গেল অন্য পাড়া। ৬৩১

ভক্তগণ ধরি থামা'লা গোরে;
পড়ুয়ারা মিলা ষড়যন্ত্র ক'লা
নিমাঞি কোন্ গাছের গোটারে। ৬৩২

সাধু হ'লে কেবা মারিতে আসে
যদি সে বৈষ্ণব, কিবা মুখে ক'ব,
কৃষ্ণে গালি পাড়ে, ধন্য সাহসে। ৬৩৩

তিনি মারিবেন সহিব মোরা!
তিনি কোন্ রাজা, মোরা বা কি প্রজা,
সেদিনকার না সে দুষ্ট ছোড়া। ৬৩৪

কাল তার সনে প'ড়েছি টোলে,
আজ সে গোসাঞি, শুনে হাসি পাই,
শিখা'য়ে দিব যে আবার এ'লে।" ৬৩৫

হায়রে, এও যে লিখিতে হলো!—
মর্ম্ম ভেদী কথা!— প্রভু প্রাণ ব্যথা!—
যা শুনিয়া গোরা বাউল হলো! ৬৩৬

অন্তর্যামী প্রভু জানিলা সব;
হায়রে কি ক'ল, গোরায় খেদা'লি,
দেশত্যাগী ক'লি— হ'ল নীরব। ৬৩৭

নদীয়ার প্রাণে মারিলি ছুরী!—
অহে শ্রীনিবাস তোমার নিবাস
ভানু-শূন্যাকাশ হবেরে মরি! ৬৩৮

মাতঃ নদীয়ে, শূন্য হবে কোল,
অক্কলের নিধি কে'ড়ে নিতে বিধি
বিপ্র পুত্র বেশে বাঁধিছে গোল। ৬৩৯

কি দোষ তাদের? প্রভুর সূত্র;
শুদ্ধ লীলা দায় সঙ্কেতে নাচায়,
ছাড়িতে ইচ্ছা, এতো ছল মাত্র! ৬৪০

কিন্তু বড় দুঃখ মারিতে চায়;
ননীকান্ত দেহে প্রহার কি সহে?
জীবের লাগি এত দুঃখ হায়! ৬৪১

যার লাগি কাঁদ, না কাঁদে ফোটা,
ব্যাধিতে ঔষধ দিতে তব সাধ,
মারিতে উঠে রোগী সে উলটা ৬৪২

জন্মে জনমে মহাপুরুষের
যুগে যুগে যুগে দেশে দশ যোগে
হেন কদর্থ গ্রন্থে দেখি ঢের। ৬৪৩

তোমার তরে যে অভ্যাস আছে ;
খেলিতে খেলিতে সহিতে সহিতে
কোমল পাষাণে স'য়ে গিয়াছে। ৬৪৪

মারিবে যারা তাদেরই লাগি,
তাদের উদ্ধারে চিন্তা ক'রে ক'রে
গৌর উদাসী ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী। ৬৪৫

তা না হইলে ঈশ্বর বলে কে ?
নহিলে কি আর প্রেম অবতার
ব'লে জগত বাখানিত তাকে ? ৬৪৬

মর্ম্ম দুঃখ গোরা কাহারে কয়,
মর্ম্ম মর্ম্মী ভাই এক সে নিতাই
কহিলা কেঁদে করিয়া বিনয়। ৬৪৭

"জীবোদ্ধারে এসে হলনা তাই,
কাঁদি কাঁদাইতে চাহি দবাইতে
না দ্রবি আরো কঠিন ভাই।" ৬৪৮

আমারে মারিতে লোকের মতি,
হইব সন্ন্যাসী দেখে দুঃখে ভাসি
দয়ার্দ্র হইয়া পাইবে গতি। ৬৪৯

"তোমার কি মত আমারে কহ।"
শুনি দুঃখে অন্ধ কহে নিত্যানন্দ,
"কে বাধে তোমার ইচ্ছা প্রবাহ ?" ৬৫০

এ চাঁচর কেশ ছিন্ন দেখিতে
তুমি-শূন্য দেশে ভাঙ্গা হাটে ব'সে
পারে কি নারে নিতাই বাঁচিতে। ৬৫১

"যেরূপে জগৎ উদ্ধার হবে,
তুমিই তা জান, যায় যাক্ প্রাণ,
হেন অনুষ্ঠানে কে বাধা দিবে ?" ৬৫২

প্রসন্ন প্রভু ভাঙ্গে একে একে
মুকুন্দের ঠাই, গদাধর ঠাই,
তালু জিহ্বা শোষ অন্ন খায় কে ? ৬৫৩

হ'বে কি প্রিয়জন বধভাগী ?
ন্যাসী কৃষ্ণ পায়, গৃহস্থ হারায়,
হেন উপদেশ জীবের লাগি ? ৬৫৪

"যা ইচ্ছা কর"— কহিতে গদাই,
হইলা মূর্চ্ছিত, সবে ভগ্নচিত,
বিরহ নিশার গোধূলী পাই। ৬৫৫

সেবক সন্তোষে গোধূলী আভা,
আসে আসে তমঃ তবু মনোরম,
খুলিলা পুন নামানন্দ-প্রভা। ৬৫৬

ভক্ত-অনুরোধে বিলম্বে রুচি,
করেন কীর্ত্তন, (এল বিস্মরণ)
বিজলী যেন দিতে বজ্রসূচী। ৬৫৭

প্রভু যেন ঘরে রহিয়া গেল,
সবে পূর্ব্ব মত প্রেমানন্দে রত,
দুঃখের বুকে কত সুখ পেল ! ৬৫৮

মায়ের পরাণে আইল শান্তি,
পুত্রের মা যিনি বুঝিলেন তিনি,—
ধন্যা ধন্যা ধন্যা তুমিগো ভ্রান্তি। ৬৫৯

হিমগিরি যেন থামিল নড়ি ;
কূর্ম্ম যেই স্থির, জীব জগৎ স্থির,
প্রেমানন্দ পূর্ণ বৈকুণ্ঠপুরী। ৬৬০

বুকের পরাণ রহিল বুকে,
গোপা পরলীলা প্রভু ঢাকা দিলা
ভক্তবাঞ্ছা পুরে নিজের ঢে'কে। ৬৬১

জগতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন সে
ন'দে কুণ্ড ছাড়ি বাঁধ ভাঙ্গি চুরি,
ধরা আপ্লাবিবে ভক্তি গঙ্গা যে। ৬৬২

গৌরাঙ্গ যে শুধু ন'দের নয়,—
জীব জগতের বস্তুটি প্রাণের
যথা গৌর তথা ন'দে হয় ? ৬৬৩

ফু'টেও কুসুম রহিল বুঝি,
আসব চুয়ায়, ভক্ত-অলি খায়,
ফুটিয়া বদ্ধ তত্ত্ব বা কি বুঝি ! ৬৬৪

ফুটিয়া বদ্ধ ; এ ও কি সম্ভবে ?—
এ যে কি রহস্য, দিবে তার ভাষ্য,
ফুটন্ত ফুল অবশ্য খুলিবে। ৬৬৫

আজিরে গোরা আবার কি বলে,
শুন শুন সবে থাকিয়ে নীরবে
অই দেখ, নিতাই কর্ণমূলে। ৬৬৬

জগজ্জীবের ভাগ্য কোষ্টিখানি
এই যে পলকে উঠিবে ফলকে
শূন্যে উঠি যেন জ্বলিবে মণি। ৬৬৭

অই অই দেখ উঠিল ঝড়,
কুল মান চির বিপুল-প্রাচীর
পতনোন্মুখ কাঁপে থর থর। ৬৬৮

নিভিতে চলিল দিব্য দেউটি
শ্রীবাসের ঘরে, আজ চির তরে
সুখপাখী যাবে পিঞ্জর কাটি। ৬৬৯

জাহ্নবী কেন তরঙ্গ তুলে না ?
কি বাণী শুনিতে র'ল কাণ পে'তে ?
বজ্রপাত বুঝি জলদ বিনা। ৬৭০

কৈ, গোরার মুখে নাহি কালিমা
গোরা আজি ধীর, চোখে নাহি নীর,
সঙ্কীর্ত্তনে বুঝি এ হলো সীমা ! ৬৭১

নিভৃতে কহিলা নিতাই চাঁদে—
জানিলেন মাতা সে নিগূঢ় কথা,
আইল রজনী আঁধার কাঁধে। ৬৭২

ভক্ত একে একে জুটিল আসি
প্রভুর মন্দিরে বসিলেন ঘেরে
কতই আজি প্রেমালাপ হাসি। ৬৭৩

আজ যে যামিনী অঞ্চলে ঢাকি
এনেছে অ'গনি, পাঁচ জন বিনি,
পারেনা তুলিতে রহস্য ছাঁকি। ৬৭৪

কথার কৌশলে প্রাণের গোরা
লইছে বিদায়, যারা বুঝে তায়,
মুখ চাপি, আজ কাঁদিছে তারা। ৬৭৫

যাযরে নিমাই ভক্তগণে ছলি ;
হায়, বুঝিলেনা, পরে যাবে জানা
আজ গোরার বড় চতুরালী। ৬৭৬

আজ গোরার এত হাসি কেন ?
কত বা লৌকিকী কত সামাজিকী
মোহিনী বাণীতে সুধার ফেন। ৬৭৭

কি যেন ঢাকিতে প্রয়াস বটে,
তুষিছে ভকত প্রভু নানা মত
কারো দৃষ্টি বা পড়ে চিত্ত পটে। ৬৭৮

ভক্তই সম্পত্তি, সে ভক্ত ছেড়ে
যে'তে কেনে গোরা এত হর্ষ ভরা
কত চাঁদ যেন মুখে সন্তরে। ৬৭৯

কর্ণিকা বা কি ছাড়িয়া দল !
প্রাণ বা কি থাকে ছাড়িয়া তনুকে
ভক্ত বিনা প্রভু শূন্য কেবল। ৬৮০

তবে দুঃখ কি ?— প্রভুর সন্ন্যাস ;
কিবা আকর্ষণ দেবনরগণ
ভেট নিয়া আসে প্রভুর পাশ। ৬৮১

প্রভুর বাঞ্ছা দুগ্ধ লাউ খে'তে,
অন্তরে দুঃখিনী রাধিলা জননী
খাওয়া'লা শেষ যতনে সুতে। ৬৮২

তন্ত্র মন্ত্রে প্রভু ভুলায়ে মায়ে,
তুষিয়া প্রিয়ায় লইয়া বিদায়,
নিদ্রিতা ক'লা আনি যোগমায়ে। ৬৮৩

নিদ্রা নাই শচীমায়ের চোকে
পু'ড়ে যায় মর্ম্ম   পুত্রপ্রিয় কর্ম্ম
সাধিতে আগুন লইলা বুকে। ৬৮৩

স্বার্থত্যাগ এই দেখিল ধরা।—
জগতের হিতে   ভিক্ষা দিলা সুতে
জীবের ডুবা'তে পাপের ভরা। ৬৮৪

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আজি কি দশা!—
ক্ষীরোদের ছানা   সোণার ললনা,
লজ্জাদেবী যার নয়নে বসা'। ৬৮৫

অধরে সুধা বিন্দু বিন্দু বাণী,
আধ আধ চাহে   রূপামৃত দোহে,
নয়নে নয়নে, নামে চাহনী। ৬৮৬

কেমনে সে বালা নবনীবুকে,
কোটিচন্দ্র-শান্তি   গোরা-স্বর্ণকান্তি
খেদায়ে ধরিবে বিরহ দুঃখে। ৬৮৭

যে মূর্ত্তি মাধুর্য্যে জগৎ ভুলে,
সে চাঁদ ছানিয়া   হৃদয়ে মাখিয়া
কি ক'রে সে বালা ধুইয়া ফেলে? ৬৮৮

তত্ত্ব-রূপে গোরা হৃদয়ে গেলা;
শান্তি পেয়ে বালা   ঘুমিয়ে পড়িলা
প্রাণের রতন প্রাণেই র'লা। ৬৮৯

নিশি শেষে গোরা সুখের মণি
প্রিয়ামুখ হেরি   স্বর্ণলতা ছিঁড়ি
উঠিলেন ত্রস্ত সময় গণি। ৬৯০

জাগিলেনা গো গৌর-আহ্লাদিনী
ভারতী-গোসাঞি   হরিছে নিমাঞি
তব পরাণ সরবস্ব-খনি। ৬৯১

দেখিবে জে'গে আঁধারে আঁধার,
নয়নের মণি   জগদ্দীপ্তি-খনি
ছ'লে যে গেল, আসিবে কি আর? ৬৯২

"নিমাঞি বুঝি গেল, বের'ল মাতা,
কার সে নিমাই   নাই, নাই, নাই!!
কহিতে কহিতে জুড়া'ল কথা। ৬৯৩

মূর্চ্ছিতা জননী পড়িলা ভূমে,
জাগি বিষ্ণুপ্রিয়া,   ঘর শূন্য পা'য়া
স্তব্ধ দাঁড়াইলা সজলা প্রেমে। ৬৯৪

গৌর-প্রাণপ্রিয়া কোণের বধু
দুঃখ চাপি বুকে,   বাক্য নাহি মুখে
একাকী আঁকিছে প্রাণের বিধু। ৬৯৫

জাগিলা গদাধর, হরিদাস,
বুঝিলা সিদ্ধান্ত,   শচীর প্রাণান্ত
ভাবি সম্বরিলা শোকোচ্ছ্বাস। ৬৯৬

"নাই যে নিমাই পলা'য়ে গিছে"—
যতেক বৈষ্ণব   ধেয়ে এয়ে সব
শোকের সাগরে সাঁতার দিছে। ৬৯৭

"হা, হতোঽস্মি, হায় হায়,"—ধ্বনি,
শোকের হিল্লোল   গগন ভরিল
কান্না-রোল বিনা অন্য না শুনি। ৬৯৮

নদীয়া-লোক হল এক ঠাঁই,
সকলেই কাঁদে,—   কে কারে প্রবোধে?—
"কোথারে গেলে আঁধারি নিমাই! ৬৯৯

প্রভুর পুরী সে শোকের সিন্ধু,
আছে কিবা নাই,   শচীমাতা আই
হারাইয়া পুত্র নদীয়া-ইন্দু। ৭০০

শত্রু মিত্র গলা ধরিয়া কাঁদে,
ভূমে লোটাইয়া   বক্ষ প্রহারিয়া
গোরা বিনা কিসে পরাণ বাঁধে! ৭০১

কাঁদা'নে অবতার এযে গোরা,
অন্ধ-প্রাণ-চোক   পাষণ্ডী নিন্দুক
গৌরাঙ্গ হারায়ে হইল মরা। ৭০২

বিরহ-নাগ দংশিলরে পাপে ;
নয়নে পশিয়া, গঙ্গা নিলা ধু'য়া,
ভাব উদিল বিলাপে বিলাপে। ১০৩

লক্ষ লক্ষ জীব নিস্তার ক'লা
প্রভু জগদ্‌গুরু, প্রেমকল্পতরু,
কাঁদায়ে পাতি সন্ন্যাসের ছলা। ১০৪

আইলা প্রভু কাঁটোয়া নগরে ;
দেখি অঙ্গজ্যোতিঃ দাঁড়া'লা ভারতী
স্তুতি করেন গোরা করযোড়ে। ১০৫

পতিতপাবন দয়াল তুমি ,
কৃষ্ণ তব অঙ্গে খেলিছেন রঙ্গে ,
কৃষ্ণদাস্য ভিক্ষা দাওগো স্বামী। ১০৬

কহিতে বহে প্রেমাশ্রু প্রবাহ,
তাণ্ডব হুঙ্কার, ভাবের বিকার
ভারতী কহে আর কিবা চাহ ! ১০৭

শ্রীঅবধূতচন্দ্র , গদাধর,
দত্ত শ্রীমুকুন্দ, আর ব্রহ্মানন্দ,
আর আচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর, ১০৮

গৌর ইঙ্গিতে এল পঞ্চজন ,
পাইয়া প্রভুরে আনন্দ না ধরে,
প্রেম বন্যায় কাঁটোয়া মগন। ১০৯

বুঝিলা কেশব এ যে কেশব
প্রেমানন্দ পে'য়ে গৌরস্তব গে'য়ে
কহিলা গোরায়, গুরু কে তব ! ১১০

জগদ্‌গুরুর গুরু কি মিলে ?
ব্যাকুল নিমাই কহিলা গোসাই,
দীক্ষা যে মাগি ভুলা'ও'না ছলে। ১১১

গেল সে যামিনী আনন্দে বড়,
মহা সমারোহ, সামগ্রী সংগ্রহ,
বিধিযোগ্য ক'লা চন্দ্রশেখর। ১১২

লোক-সংঘট্ট প্রত্যূষে বিপুল,
মুকুন্দের গীত, সমীর উত্থিত,
উথলিল গৌর-সিন্ধু অতুল। ১১৩

লক্ষ লক্ষ লোকের ফাটে বুক
হেন গৌরশশী হইবে সন্ন্যাসী
আবাল বৃদ্ধে উথলিল দুঃখ। ১১৪

সাজেরে গোরা নবীন সন্ন্যাসী !
কি নবযৌবন, তপত কাঞ্চন !—
রসের চাঁদ ভাবের উদাসী ! ১১৫

লোম কূপে কূপে ক্ষরিছে সুধা,
কিবা প্রেমনৃত্য প্রাণ করে ভৃত্য
লাবণ্য চাখিয়ে মজেনা ক্ষুধা। ১১৬

কোন্ জগত হ'তে নামিয়া এলো !
নেত্রামৃত দৃষ্টি ছে'ড়েছে এ সৃষ্টি
ঊর্দ্ধে কার ভাবে নয়ন দিল ! ১১৭

ওর যেন কেহ নাহি এ ভবে,
কোন্ লোক হ'তে খ'সে এ জগতে
বিভোর সদা সে লোকের ভাবে। ১১৮

এ জন কি কারো গর্ভে জন্মেছে ?—
যদি বা পাইল, কেমনে ছাড়িল ?—
এ পুরুষযোগ্যা নারী কি আছে ? ১১৯

প্রভু, এ দেহে সাজেনা সন্ন্যাস,
সৃষ্টি নাশ হবে, কাঁদিয়া মরিবে,—
মরিবে ভক্ত, অনুরক্ত দাস। ১২০

দুগ্ধ ধুইলে কিবা পরিষ্কার !
গোরার দীক্ষায় শুদ্ধি কি বাড়ায় ?
জীবে শিখাইতে এ সদাচার। ১২১

পূর্ব্ব জনমে কে ছিলি নাপিত !—
চাচর চিকুরে উড়াইলি ক্ষুরে
তোর সনে প্রভুর এত পিরিত ১২২

ফুলে গড়া ছিল কি তোর ক্ষুর ?
তা ন'লে কেমনে, চিকুর মুণ্ডনে,
সহিল কান্ত মস্তক প্রভুর ! ১২৩

চাঁদ মুখে মেঘ, কমলে অলি
হায়রে সুকেশ, কিবা দোষে শেষ,
ভাগ্য লভি পুন বঞ্চিত হ'লি ! ১২৪

সুমেরু-অঙ্গ-গঙ্গাধারা ছিলি,
অরে যজ্ঞ সূত্র পরম পবিত্র,
বন্ধন বোধে উপেক্ষিত হ'লি । ১২৫

কাঁটোয়ারে তুই কাটোয়া বড় !—
সংসারের বৃন্তে কুসুম ফুটন্তে
করিলি ছিন্ন প্রাণ মনোহর । ১২৬

কিবা মন্ত্র দিলা ভারতী গোসাঞি,
জপিতে জপিতে পবন বেগেতে
কেমন করে পাগল নিমাঞি ! ১২৭

নেত্র যুগলে ঝরে প্রেমমধু ;
কাঁটোয়া শ্রীক্ষেত্র সে মধুতে আর্দ্র,
কাঁদেরে বাল যুবা বৃদ্ধ বধূ । ১২৮

কাষ্ঠ পাষাণ যায়রে গলিয়া,
হেন সঙ্কীর্ত্তন হয়নি কখন
সে দিন যথা কাঁটোয়া ভরিয়া । ১২৯

ভানু হেন দিন দেখেনি কভু
হেন পুষ্পবৃষ্টি ডুবাইয়া সৃষ্টি
করেনি কখনো অমরপ্রভু । ১৩০

দণ্ডকমণ্ডলু শোভিছে করে,
পাষণ্ডীর দণ্ড, ভক্তে প্রেমভাণ্ড
এমন কাঙ্গাল কে দেখেছে রে ! ১৩১

নব শ্রীবিগ্রহ আজিরে গোরা !—
শ্রী যার শ্রীরাধা, কৃষ্ণ অন্তঃ সুধা,
স্রক্‌চন্দনলিপ্ত, শোভায় পারা । ১৩২

"কৃষ্ণ" বোলায়ে চৈতন্য কীর্ত্তনে
হল এই নাম নব রস ধাম—
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নিখিল প্রাণে !! ১৩৩

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" উঠিল ধ্বনি—
কিবা প্রতিধ্বনি— শব্দার্ণব মথি !—
বিদীর্ণ হল পাপ বক্ষ খানি ! ১৩৪

মনপ্রাণ বিজ্ঞানানন্দ কোষ
বিদীর্ণ-চকিতে ভকতে ভকতে
কি নবজ্যোতিঃ প্রবাহ-সন্তোষ ! ১৩৫

উঠিল নাম স্বর্গেরো বিমানে,
স্থান নিল তায় অপূর্ব্ব প্রভায়
চন্দ্র সিন্ধু বিম্বিত যথা গগনে । ১৩৬

ব্রহ্মাণ্ডমথিত-নির্যাস-রস !—
অমর অমরী চকোর চকোরী
উড়ি উড়ি সুধা পিয়ে অবশ । ১৩৭

ভানু মরুভূমি হল উর্ব্বর ;
সে সুধাকিরণে নন্দন কাননে
অমৃত তরু ! অমৃত নির্ঝর ! ১৩৮

গাওরে জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
দীন অবতার, সন্ন্যাসীর সার,
শরণ্য জীবে পরম বদান্য । ১৩৯

সে, কাচাতনু চন্দ্রভানু মাখা
সাজিয়ে সন্ন্যাসে এ নব বয়সে
রহিলরে নয়নে প্রাণে আঁকা । ১৪০

নবীন বয়সী সন্ন্যাসীরূপ
পড়িল যে হৃদে, কেঁদে কেঁদে কেঁদে
লাগাল পাইল রসের কূপ । ১৪১

অবধূত চন্দ্র নিতাই চাঁদ,
তাঁর পাদ পদ্ম সুধামৃত সদ্ম
গৌর ধরিবার সেইতো ফাঁদ । ১৪২

করুণা কর নিত্যানন্দ দাসে
পাছে পাছে ধেয়ে আধ লুকাইয়ে
দেখি সে গোরা যায় কোন্ দেশে। ১৪৩

গুরু পরানন্দ দেবেন্দ্র মোর,
যাঁহার কৃপায়, এ সব স্ফুরায়
বন্দি তার পদ, না লভি ওর। ১৪৪

বৃন্দাবনদাস-পদবী স্মরি,
কালীহরদাস গায় লীলাভাস
কি হল, জানিনা কেমন করি। ১৪৫

শ্রীচৈতন্যলীলার্ণবাবগাহী
নিত্যানন্দ রাম প্রেমানন্দ ধাম
ভক্তি বিতরণে পরমোৎসাহী!
(যাঁর চরণে কৃপা ভিক্ষা চাহি) ১৪৬

শ্রীগৌড়মণ্ডলে—মধ্যলীলা সমাপ্তা।

রত্নাকর
শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত
(অন্ত্যলীলা)

সর্ব্বভূত যার অদ্ভুত তনু,—
কান্তি-সরোবরে পদ্ম স্তরে স্তরে
সে পদ্মে ব্রহ্মাণ্ড পরাগ-রেণু। ১

যিনি জীব-পদ্মে অক্ষর মধু,
যিনি হৃদে হৃদে, যেমতি ক্ষীরোদে,
সুধামৃতভরা অক্ষর বিধু। ২

ত্যজিয়া অই নবদ্বীপ-সিন্ধু
নিজ করামৃতে জগত ভাতিতে
অই যায়রে শ্রীগৌরাঙ্গ-ইন্দু। ৩

শ্রীমুখে—"রা রা"—চলিয়া পড়ে,
কোথা বৃন্দাবন, ভাবে অনুক্ষণ,
অনুরাগ-সিন্ধু তরঙ্গে গড়ে। ৪

"অই বৃন্দাবন"—বলিয়া রায়—
"অই যে যমুনা, কৃষ্ণের বাসনা,"—
আনিলা গৌরে শান্তিপুর ধাম। ৫

মহামহোৎসব অদ্বৈত ঘরে,
আ'লা মাতা শচী, ভক্ত গৌর-রুচি,
নবদ্বীপে যত বসতি করে। ৬

পুত্রের মার কি দেখিতে হলো!—
মাথে নাহি কেশ, সন্ন্যাসের বেশ,
মায়ের পরাণ বিদরি গেল। ৭

অদ্বৈতের ভাগ্য সবাই মানে,
দিবা আলাপনে, নিশা সঙ্কীর্ত্তনে,
বৈকুণ্ঠধাম তাঁহার ভবনে। ৮

মাতৃ-নেত্রবারি পুছিয়া গোরা,
ভিক্ষা নিলা পাকা, নীলাচলে থাকা,
শান্তিপুর হ'ল গৌরাঙ্গহারা। ৯

মাতৃ ধূলি-আজ্ঞা মাথায় নিয়া
চলিলা নিমাই নীলাচল ঠাই
শোকের বন্যা শান্তিপুর দিয়া। ১০

সঙ্গে নিত্যানন্দ আনন্দময়,
মিশ্র গদাধর সেবায় প্রখর
ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ গাহে জয়। ১১

ক্রমে প্রভু এলেন রেমুণায়,
নমি গোপীনাথে, চূড়া পে'য়ে মাথে,
প্রেম বিলা'য়ে পথে চ'লে যায়। ১২

তবে প্রভু এলেন যাজপুরে,
দেখি শ্রীবরাহ প্রেমের প্রবাহ,
কটকে পা'লা সাক্ষী গোপালেরে। ১৩

ভুবনেশ্বর দিয়া কমলপুরে,
ভার্গবীতে স্নান করি গোরাচাঁদ
সভক্ত দেখিলা কপোতেশ্বরে। ১৪

হেথা নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড
কিবা কুতূহলে ভাসাইলা জলে
ভাঙ্গিয়া তারে করি তিন খণ্ড। ১৫

আইলা প্রভু আঠার নালা,
যা'ন একা আগে প্রেম অনুরাগে
দণ্ড ভাঙ্গা দূষি করিয়া ছলা। ১৬

পশি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে,
মূর্ত্তি আলিঙ্গিতে, পড়িলা ভূমিতে,
দৈবে সার্ব্বভৌম রাখিলা ধ'রে। ১৭

নিয়া গেলা প্রভু নিজ ভবনে,
শ্রীমহাপ্রসাদে, পরম আহ্লাদে,
নিত্য সেবে অতি প্রীতি যতনে। ১৮

নিত্যানন্দ আদি পার্ষদ যত
লোকমুখে শুনি, "এই জন"—চিনি,
মিলিয়া করেন কীর্ত্তনব্রত। ১৯

শ্রীনবদ্বীপ আইলা পুরীতে !—
দ্বিধা, এক বঙ্গে— মিলে পুরী-অঙ্গে
মণিকাঞ্চনযোগে কিবা প্রীতে ! ২০

নীল-অচল লাগিল গলিতে,
সিন্ধু স্নেহে, মরি, অধর পসারি,
ইন্দু পেয়ে কাছে চাহে চুম্বিতে। ২১

জগন্নাথের কিবা অভিষেক !—
প্রেমাশ্রুধারায় ধারা বয়ে যায়,
সিন্ধু পায়নি হেন বারিসেক। ২২

প্রসাদী মালিকা প্রভুর গলে,
মুগ্ধ নীলা চল হ'লা সমতল
ছোট বড় গড়ায় দলে দলে। ২৩

গঙ্গার গুণে জলনিধি ধন্য,
আজি সে জলধি পে'ল মহানিধি
আজি সে ধন্য, যদিও অদৈন্য। ২৪

কদিন গেলে সার্ব্বভৌম চাহে
পড়া'তে বেদান্ত, গৌরের আনন্দ
"গৌর ঈশ্বর" গোপীনাথ কহে। ২৫

ন্যায়ের পণ্ডিত ভারতে শ্রেষ্ঠ ;
প্রভু কৃপা বিনে, বুঝিবে কেমনে
বালক গোরা যে সবার জ্যেষ্ঠ ? ২৬

ভাগ্যে পণ্ডিত শিখা'তে গিয়া,
শিখিলা সকল, সেবার যে ফল,
ভাজিল চূড়া, রহিলা বিকা'য়া। ২৭

শ্রীভক্তির জয় গাহিল সবে ;
জয়ের ঘোষণা দেশে দেশে জানা,
নিতাই গৌরাঙ্গ-নাম-গৌরবে। ২৮

সারবভৌম হরি ব'লে নাচে,
তর্ক-ফণা-নিধি, ত্যজি শাস্ত্রবিধি,
কে'দে কে'দে যে ধুলায় লোটা'ছে ! ২৯

ভানূদয়ে যত পদার্থ যথা,
গৌরোদয়ে শত পার্ষদ ভকত
প্রকাশিত হলো সুলগ্নে হেথা। ৩০

প্রভুর আমার অভাব কিরে !
সর্ব্বত্র অদ্ভুত, পূর্ব্বেরি প্রস্তুত,
পূর্ব্বের যুক্তি স্মরিয়া ফিরে। ৩১

ভক্তেরে বিদায়, প্রসাদ মালা
ধরি নিজ শিরে প্রদক্ষি মন্দিরে
সঙ্গে কৃষ্ণদাস দক্ষিণে গেলা। ৩২

চলিলা প্রভু মত্ত গজ প্রায়,
নাম মদবারি পড়িতেছে ক্ষরি
দলে দলে লোক অলির ন্যায়। ৩৩

আলালনাথ দিয়া সিন্ধু তীরে
আইলেন চলি প্রভু ঢুলি ঢুলি
গোদাবরীতীর বিদ্যানগরে। ৩৪

রায় রামানন্দে মিলিলা তথা,
রসতত্ত্ব গূঢ়, যার কণ্ঠে রূঢ়,
শুনা'লা যে সাধ্যসাধন কথা। ৩৫

শূদ্র কি বৈশ্য রাজমন্ত্রী রায়,
শ্রেষ্ঠ অধিকারী, রসের ভাণ্ডারী
সন্ন্যাসী প্রভু আলিঙ্গিলা যায়। ৩৬

শ্যাম মূরতির ঝলকে রায়ে
বিরহেতে ফেলি, যা'ন প্রভু চলি
নাহিলা গিয়া গৌতমী গঙ্গায়ে। ৩৭

মহাতীর্থ করি কোটি তীর্থেরে,
"রাঘব পাহি মাং, কেশব রক্ষ মাং"
গাহি কোটি কোটি জীব নিস্তারে। ৩৮

কর্ম্মী, জ্ঞানী, দণ্ডী, পাষণ্ডী সবে
হইল বৈষ্ণব, ত্যজিয়া গৌরব,
দেশশুদ্ধ লোক প্রভু প্রভাবে। ৩৯

মহেশ দেখিয়া মল্লিকার্জ্জুনে,
গেলেন ত্রিমঠে, পুনঃ সিদ্ধি বটে,
তর্কে জিনিলা দার্শনিকগণে। ৪০

ত্রিপদী ত্রিমল্ল বেঙ্কট দিয়ে
আ'লা শিবকাঞ্চী, তবে বিষ্ণুকাঞ্চী,
গেলা মহাবন কাবেরী গিয়ে। ৪১

কুম্ভকর্ণের মুণ্ড-সরোবর,
শ্রীঅমৃতলিঙ্গ, সুক্ষেত্র শ্রীরঙ্গ,
দেখি রঙ্গনাথ আনন্দ বড়। ৪২

শ্রীবৈষ্ণব বৈঙ্কটভট্ট নাম,
তার সেবা প্রীত সকরুণ চিত
গোষ্ঠীশুদ্ধ ক'লা পূরণকাম। ৪৩

দশবর্ষের বালক গোপাল,
তারে কৃপা করি মহাশক্তি পূরি
গেলা প্রভু,—কিবা বড় কপাল! ৪৪

শ্রীপুরী পরমানন্দেরে দেখি
আইলা শ্রীশৈলে, শিব দুর্গা মিলে
ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষা দিলা সুখী। ৪৫

সেতুবন্ধের ধনুতীর্থ স্নান
করি লোকনাথ, লইলেন সাথ
ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকূর্ম্মপুরাণ। ৪৬

আইলা প্রভু কৃষ্ণবিন্না তীরে
কৃষ্ণ কর্ণামৃত শুনি বিহ্বলিত
সঙ্গে নিলা গ্রন্থ যতন করে। ৪৭

তাপতী মহেশ্মতী, ঋষ্যমুখ
পবিত্রিত করি তীর্থ—নদী, গিরি—
আইলা শেষে অরণ্যদণ্ডক। ৪৮

সপ্ততালতরু আলিঙ্গি তথা
করিলা উদ্ধার, লোকে চমৎকার—
"রাম অবতার সন্ন্যাসী এথা!" ৪৯

পঞ্চবটী, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি,
ঘুরি পদব্রজে মাখি পদরজে
উপনীত বিদ্যানগর ফিরি। ৫০

গাড়ী, যান বিনে এ পর্য্যটন;
রাঙ্গাননী পদ কত বা বিক্ষত!—
জীবনিস্তারে এ দুঃখ সহন। ৫১

রায় রামানন্দ পাইল প্রাণ,—
স্পর্শ সঞ্জীবনী,— অমৃতের খনি,—
রামানন্দ ক'লা অমৃত স্নান। ৫২

আনন্দের আজ আছে কি সীমা?
চন্দ্রেতে চন্দন হলো বিলেপন,
শীতল চন্দন, হিম চন্দ্রিমা। ৫৩

পুরুষোত্তমে হইল জানা,
রায়ের শিক্ষায়, রাজার আজ্ঞায়,
প্রস্তুত হ'ল শুভ অভ্যর্থনা। ৫৪

আনন্দ সিন্ধু ডুবা'ল সিন্ধুরে!
যায় নিত্যানন্দ, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ
শ্রীসার্ব্বভৌম ভেটিলা প্রভুরে। ৫৫

শূন্য যেন পূর্ণ হইল পুন;
হরিবোল, বোল কিবা মহারোল
পুরীতে আনন্দ প্রভা দ্বিগুণ। ৫৬

শ্রীগৌরাঙ্গকল্পতরুর কোলে
প্রেম-ইন্দু-ফল, সে ফলে উজল
রহে কামধেনু বীজের ছলে! ৫৭

দোহে সে ধেনু রায় রামানন্দ,
পীযূষ ধারায়, পুরী ভেসে যায়,
ভকতগণের পিয়ি আনন্দ। ৫৮

প্রতাপরুদ্রের হইল সাধ
নাহিতে সে স্রোতে, ডুবিতে অমৃতে
পূর্ণ বুঝি তার সংসার স্বাদ। ৫৯

সন্ন্যাসী ছোবেনা কাঠের নারী,
দেখিবেনা রাজা, বিষয়ে যে তাজা,
কি উপায় সবে চিন্তিত ভারী। ৬০

ইঙ্গিতে শ্রীপ্রভু ভূতের ওঝা,
মুখে বড় রোষ, অন্তরে সন্তোষ,
নামাইলা বিষ—বিষয় বোঝা। ৬১

বিষয়ের লেজ খসিল যবে,
জল ছাড়ি স্থলে, কল্পতরু মূলে
লভিল ফল ভকতি-বৈভবে। ৬২

প্রতাপরুদ্রের প্রেমানুরাগ
কে পারে বর্ণিতে ?— গৌরাঙ্গ পাইতে
ঝাঁটা নিলা করি দণ্ড তিয়াগ। ৬৩

কাঙ্গাল-দয়াল গৌরাঙ্গ বটে ;
কাঙ্গাল কাচনা মুখের কথা না,
বাতাসে কখন বৃক্ষ কি উঠে ? ৬৪

রত্নমালায় যথা চন্দ্রমুখ,
কোটি ভক্ত সঙ্গে কি শোভা গৌরাঙ্গে !
নর্ত্তন কীর্ত্তনে অপার সুখ ! ৬৫

তত্ত্ব, প্রেম, রস ফুটিল কত !—
অমূল্য শিক্ষায়, জীব সে নিশায়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি গৌরাঙ্গগত। ৬৬

এ ভাবে দুবর্ষ হইল গত ;
যে'তে বৃন্দাবন প্রভু ক'লা মন,
বিদায় মাগিলা ভক্তানুগত। ৬৭

"গৌর এল" পথে ছুটিছে লোক ;
লক্ষ লোক ভিড় চৌদিক গভীর
নচিয়া ধায় অন্ধপঙ্গুমূক। ৬৮

আইলা প্রভু শান্তিপুর ধামে,
গঙ্গা ভরি কোল, ডুবাইল কূল,
মাতৃবুকে বন্যা পুত্রের নামে। ৬৯

গৌরনিধি অই আইল গৌড়ে,
মরা শচী বেঁচে এল কেথা নে'চে
দলে দলে ভক্ত আইল দৌড়ে। ৭০

শান্তিপুর হল আনন্দপুর ;
নিলা মাতা ক্রোড়ে চাঁদ গৌরাঙ্গেরে
দগধ স্বর্ণাঙ্গে রসসিন্দুর। ৭১

আছে নিধি চেয়ে হারা যে নিধি
বাড়ায় আনন্দ জ্ঞান হয় অন্ধ
এলাইয়া পড়ে বড় যে সুধী। ৭২

কল্পনাও হারে বুঝিতে দশা ;
শচী বুক হ'তে ভক্ত-চিতে-চিতে
মাখিয়া তরঙ্গ ছাইল আশা। ৭৩

আইলা তথা দাস রঘুনাথ
লক্ষেশ্বর পুত্র— বৈরাগ্যের সূত্র
এড়া'য়ে বন্ধ প্রহরীর হাত। ৭৪

তীরের ন্যায় পহুছিল লক্ষ্যে ;
কারুণ্যের নিধি, বিধির যে বিধি,
তু'লে নিলা তারে আপনা বক্ষে। ৭৫

চিত্তাবেগ সহসা যা, তা কাচা ;
কর্ম্মান্তরে যদি টিকে নিরবধি,
তবে তা মানিবে অবশ্য সাচা। ৭৬

তাই প্রভু মিষ্ট বচনে তুষি,
পাঠাইলা গৃহে, রঘুনাথ রহে
নির্লিপ্ত কর্ম্মী প্রশান্ত উদাসী। ৭৭

পিতা মাতার অপার সন্তোষ ;
পিতৃমাতৃসেবা বিনা ওরে কেবা ?
কর্ম্ম ফেলি ধর্ম্মমূলেই দোষ। ৭৮

অনুকূল কর্ম্ম ভগবৎ সেবা ;
যারে তুমি সেব, লন সেই দেব,
চিত্তশুদ্ধি কর্ম্মে, সেব মা বাবা। ৭৯

সেবিতে সেবিতে হইবে ধীর ;
লভিবে প্রসাদ, চিত্তশুদ্ধি স্বাদ,
জাগিয়া উঠিবে আত্মশরীর। ৮০

পাবে ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দ ঘন ;
আনন্দ—হ্লাদিনী, প্রেমতরঙ্গিণী
কৃপাতরঙ্গে পাবে ভক্তি ধন। ৮১

ভক্তিতে হইবে মানুষ জ্ঞান—
প্রেম বলি যারে— কৃষ্ণ যেই তারে
সতত বাঁধা,—সেবাই প্রধান। ৮২

আইলা প্রভু রাম কেলি গ্রাম,
রূপ সনাতন, ভেটিলা তখন,
স্থগিত গতি বৃন্দাবন ধাম। ৮৩

"লোক সংঘট্টে, কেন বৃন্দাবন ?"
বুঝিয়া প্রচুর গৌরাঙ্গ ঠাকুর
নীলা চলে পুন ক'লা গমন। ৮৪

কিছু দিন স্থির রহিলা সুখে ;
প্রাণে বৃন্দাবন করিছে নর্ত্তন
কহিতে ইচ্ছা, কহেন না মুখে। ৮৫

আইল শরৎ চাঁদের প্রিয়,
ব্রজের লাগিয়া উঠিলা কাঁদিয়া
কৃষ্ণ চৈতন্য, নির্য্যাস অমিয়। ৮৬

প্রাণের স্বরূপ রামানন্দেরে
কহিলা কাতরে প্রাণে যাহা করে
ধীরে ধীরে ধীরে প্রেমের ভরে। ৮৭

দাও বিদায় যাই বৃন্দাবন,
না ভাবিও দুখে, না কহিও লোকে,
বনপথে একা করিব গমন। ৮৮

মর্ম্মের মর্ম্মী তোমরা দুজনে,
মর্ম্ম অন্তর্দ্বর বুঝি কম্ম কর
বাঁধা'ওনা গোল, রাখ গোপনে। ৮৯

প্রভুর যা ইচ্ছা কে তারে বাধে,
সকল নিস্তব্ধ, নাহি সাড়া শব্দ,
ব্রজে যা'ন প্রভু মনের সাধে। ৯০

নবদ্বীপ চন্দ্র নদীয়া ছাড়ি
পলা'লা যে দিন সে দুঃখের দিন
উদিল বুঝি নীলাচল ঘেরি। ৯১

এমন দিন গোরা-অনুচর,
কাঁদানিয়া বিদ্যা গোরাচাঁদ-সাধা!
অশ্রু সিন্ধু যে গোরার ভিতর। ৯২

সে সিন্ধুর মেঘ ছাইল জগৎ,
যাহা ফোটা ফোটা কুত্র ধারা-ছটা
বরষি করিল পাষাণ গলৎ। ৯৩

হায়রে চাঁদ কোন্ বা সুখে,
কিবা তার প্রাণে, কিবা কোন্ টানে,
পশিল যেয়ে বনরাহু-মুখে ! ৯৪

সে চাঁদের সুখী কাঁদেরে প'ড়ে !
এক হাট ভেঙ্গে, পুন কোন্ রঙ্গে,
ভাঙ্গিলে নূতন আবার গ'ড়ে। ৯৫

ঝাড়ি খণ্ড পথে চলিছে গোরা,
পরশ অমৃতে পথে পথে পথে
শুষ্ক লতাগুল্ম মুকুল ভরা। ৯৬

নদী পদস্পর্শে প্রস্তর ননী ;
যত পুষ্পনেত্র পাদপের গোত্র
ফুল ফলদানে সেবিয়া মানী। ৯৭

কোমলাঙ্গ দেখি কণ্টক নিজে
স্নেহ-আর্দ্র হয়ে, ব্যথা দিবে ভয়ে,
পরশিছে অঙ্গ ভীরুতা ত্য'জে ! ৯৮

বিষ নিভাইতে অমৃত দিয়া
বিষধর যত   পিয়ে রূপামৃত
কিবা প্রসন্নতা হিংসা ভুলিয়া। ৯৯

বাঘ ঠেলি পদে যায়রে গোরা,
বাঘী মৃগী শত,   কিবা অনুগত,
সারি দিয়া হেরে রূপের পারা। ১০০

"কহ কৃষ্ণ" কহে কৃষ্ণ চৈতন্য,
অমনি তাহারা   নাচে আত্মহারা
কহে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ," কত বা দৈন্য! ১০১

পশুপক্ষিকণ্ঠে, ফুলে কি ফলে,
লতায় পাতায়,   অঙ্কিত আভায়
ক্ষরিছে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গ'লে গ'লে। ১০২

বানর ভল্লুক লইয়া রাম
ক'রেছিল রণ,   আজি সঙ্কীর্ত্তন
প্রভুর সঙ্গে গাহি "কৃষ্ণ" নাম। ১০৩

অন্নপূর্ণা-অন্ন-কল্পলতিকা-
দরবী-কুসুমে   কত মধুরিমে!—
প্রভু আগমনী চিত্র-তুলিকা। ১০৪

কত বা আনন্দে অঞ্জলি পাতি
নাচিয়া নাচিয়া   তাধিয়া তাধিয়া
অন্ন খা'ন ভোলা ভবানী-পতি। ১০৫

যোগমায়া-রাজ্যে শিবত্ব মিলে
নহিলে শিবত্ব   কোথা কৃষ্ণ তত্ত্ব!—
ব্রজ যে মিলে কাশী হ'য়ে গেলে। ১০৬

কাশীতে আসি মণিকর্ণিকায়
প্রভু করে স্নান,   ঘাট দীপ্তিমান্
তপনমিশ্র হেরিলেন তায়। ১০৭

অদ্ভুতমূর্ত্তি হেরি কাশীবাসী
যেন মুগ্ধমনা   করে আনাগোনা
প্রকাশানন্দে কহে আসি আসি। ১০৮

মায়াবাদে তিক্ত সবার কাণ,
শুনি "কৃষ্ণ" ধ্বনি   সুধা তুল্য গণি
অরুচি যেতে সরস্বতী স্থান। ১০৯

তবু সবে ভয়ে পড়ে বেদান্ত;
মায়াবাদ ঘোরে   "কৃষ্ণ" নাহি স্ফুরে,
নামস্বরূপে বঞ্চিত একান্ত। ১১০

কাশী ছাড়ি প্রভু এ'লা প্রয়াগে,
যমুনার জলে   পড়িলেন ঢ'লে
অকস্মাৎ যেন খাইল নাগে। ১১১

বলভদ্র ভট্ট সেবক সুহৃৎ,
কাল জল হ'তে   তুলিল ত্বরিতে
মেঘ হ'তে যেন খসা'ল তড়িৎ ১১২

নীলাচল হ'তে মথুরাপুরী
মধুনাম গেয়ে,   প্রেমে চলাইয়ে
কাটিলা কাঙ্গাল পাষণ্ডী-তরি। ১১৩

ব্রজের বস্তু ফিরে এল ব্রজে!
যতন করিয়ে   আনগে আগিয়ে
চিনা বস্তু এ সে অচিনা সাজে! ১১৪

ঘস গো চন্দন, গাঁথগো মালা,
কণ্ঠে কম্বুধ্বনি,—   লীলা গীত-খনি,
ভ্রূযুগে তোরণ রচগো বালা। ১১৫

কালব্রজে সে খুলিবে আল,
সুপ্ত বা গুপ্ত যা   ভে'সে উঠিবে তা
চোখ ফুটিলে যেমতি উজল। ১১৬

ঘুম ভাঙ্গিলে যেমতি জীবিতে,
শীতান্তে যেমনি   ঝলে ফণী মণি
বরফ গলিলে শোভা গিরিতে। ১১৭

ব্রজমঞ্জুষা খু'লে দিয়ে যাবে,
মুরলী বাজিবে,   ময়ূরী নাচিবে,
মৃগমদগন্ধে বিশ্ব মোহিবে। ১১৮

মূক মন্ত্রীব আবার বাজিবে,
হম্বা হম্বা রবে ধেনু বৎস গাবে
তমালে পুলক কদম্ব ফুটিবে। ১১৯

পূর্ব্ব স্মৃতির তরঙ্গ জাগিবে
কাল "কলু কলু" কালিন্দীর জলু
আলু থালু সে প্রেম উথলিবে। ১২০

আদর করি নিয়া যাও ঘরে,
আজি সে অতিথি এই শুভ তিথি
থাকিতে দিওনা ধূলায় প'ড়ে। ১২১

ওর কান্নায় পশুপক্ষী কাঁদে;
তাড়িতে তাড়িতে সহানুভূতিতে
ব্রহ্মাণ্ড ফাটিছে কাঁদিয়া খেদে। ১২২

ওরো জন আছে, যতন করে,
এখানে একাকী "রাধা রাধা" ডাকি,
কাঙ্গাল হেন অচেতন প'ড়ে। ১২৩

ভিক্ষা দাও গো যত ব্রজবাসী,
দয়ার পাত্র সে মুখে "রাধা" ভাষে
ভিক্ষা দিলে একেই দাও আসি, ১২৪

জীব তরা'তে এত দুঃখ যার;
আজ কেন ব্রজ— অম্বুতে অম্বুজ—
ফুল্লোজ্জল লভি রসসঞ্চার! ১২৫

গাভীগণ কেন চাটে তাঁর গা?
কেন শুকসারী পড়ে হাতে উড়ি?
হবে কোন জন পূরব চিনা। ১২৬

মৃগকণ্ঠ ধরি কাঁদেন গোরা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল, মৃগনেত্রে জল,
ছুটিল পুলকে অজস্র ধারা। ১২৭

কোটি নরনারী বিস্ময়ে হেরে,
পুরুষ অদ্ভুত, লীলা বা কিম্ভূত,
কোথা হ'তে এল কোন্ বা ভোরে। ১২৮

গুল্ম লতায় আলিঙ্গন করি,
হা-কৃষ্ণ বলিয়া, পড়িছে ঢলিয়া,
সোণার চাঁদে কি বিরহ মরি! ১২৯

স্বেদ অশ্রুজলে ভিজা'লা মাটি,
স্বর্ণ হস্তী যেন কর্দ্দমে লোটেন
হেন রত্ন কার অঞ্চলসাটি! ১৩০

চিনিতে চাও কর সে উপায়,
কালিন্দীর তোয়ে আন গিয়া ধু'য়ে
দেখ ডু'বে বা গলিয়ে না যায়। ১৩১

সুবাসিত তৈলে শ্রীঅঙ্গ মাজি,
বেড় পীতবাস, কটির উল্লাস্
শিরে চূড়া বাঁধ চন্দ্রকরাজী। ১৩২

কঙ্কণাঙ্গদনূপুর পরাও,
শ্রীঅঙ্গে চন্দন কর বিলেপন,
ভালে গোরোচনা তিলক দাও। ১৩৩

গুঞ্জামালতীর গাঁথিয়া মালা
পরাও সে গলে প্রীতি কুতূহলে
তার পরে দেখ গোরা কি কালা। ১৩৪

নিরখ যতনে কার মত সে,
বাঁশী—না, না,— সে কথা ক'ব না
নিশানা আছে, এতেই হবে যে। ১৩৫

চাঁদ, পদ্ম, যাঁর তনুতরুতে,
শোভে পুষ্পরাশি উগারিয়ে হাসি
ভাবরত্নদল তুলিছে যাতে। ১৩৬

সন্ন্যাস-ভস্মের তলেও থাকি
লাবণ্যের প্রভা, কিবা রূপশোভা
বহ্নি শিখা যেন দিতেছে উঁকি। ১৩৭

লুপ্ত রাধাকুণ্ডে জাগ্রত করি,
তাথে কৃতস্নান, ক'লা স্তুতি গান,
তার মাটি দিয়া তিলক পরি। ১৩৮

রাধা রাধাকুণ্ডে অভিন্ন-মান,
রাধাকুণ্ডে শ্যাম গেয়ে রাধা নাম
রাধা প্রেমে ডু'বে জুড়াত প্রাণ। ১৩৯

ভাবের মানুষ নব সন্ন্যাসী
ঊর্দ্ধ্ববাহু নে'চে বেঁচে ম'রে বেঁ'চে,
অনুপ্রাণিত ক'লা তীর্থ রাশি। ১৪০

গোবর্দ্ধন হেরি কি আনন্দরে!—
তুলিয়া উপা'ড়ে আলিঙ্গিতে তারে
বুক উচু করি দুবাহু বেড়ে। ১৪১

সোণার ময়ূর দুপাখা মেলি,
সুপেখম ধরি নে'চে নে'চে উড়ি
নিজ বাঞ্ছামদে করিলা কেলি। ১৪২

আইলেন প্রভু প্রয়াগে ফিরে,
জাহ্নবী যমুনা— ও যা পারিল না
কৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসাইলরে। ১৪৩

শ্রীরূপ আসি মিলিলা প্রভুরে,
দন্তে তৃণ ধরি কর যোড় করি
স্তবিলা প্রভুরে পরাণ ভ'রে। ১৪৪

সাদরে আলিঙ্গি বিরলে ভক্তি-
তত্ত্ব দীক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া
বৃন্দাবনে দিলা করিয়া যুক্তি। ১৪৫

কাশীতে আসি সরস্বতী ভরা
রসের সিন্ধুতে— কৃষ্ণ স্বরূপেতে—
ডুবায়ে করিলা অনুরাগে মরা। ১৪৬

বৈরাগ্য-চূড় সনাতন তথা,
লভি আলিঙ্গন সুখেতে মগন,
কম্বল তেয়াগি পরিলা কাঁথা। ১৪৭

তত্ত্ব-ভক্তি-প্রেম-রস-অমৃত
শকতি সঞ্চারি পিয়াইয়া ধরি,
পাঠা'লা প্রভু বৃন্দাবন 'ভিত। ১৪৮

প্রভুর লেখনী দুভাই তারা
ভক্তি পারাবার, তার রত্নসার,
রচিল তু'লা মালা গ্রন্থাকারা। ১৪৯

জয় জোকার নীলা চল ভরি,
অনুরাগ-সিন্ধু প্রেমপার ইন্দু
আইলা অই, বল হরি হরি! ১৫০

যাহার ছিল আসার আশায়
"হা গৌরাঙ্গ" বলি প্রেমেতে উথেলি
"কইরে কোথা" উছলি ধায়। ১৫১

প্রতাপের পুন মিলিল নিধি
স্বরূপ রামাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গায়ি
পথ তাকায়ে প্রশংসিলা বিধি। ১৫২

সাগর স্তম্ভিত আনন্দ রোলে
প্রভু আগমন হইল ঘোষণ
দিগ্দেশ-ভক্ত এল দলে দলে। ১৫৩

নীলাদ্রি হইল উৎসবময়,
হরি হরি বোল, "বোল বোল," রোল
সাগরে গগনে গৌরাঙ্গ জয়। ১৫৪

শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত, ভক্তগণ,
আ'লা গৌড় হ'তে গৌরাঙ্গ দেখিতে,
গৌর যাদের গতি প্রাণ মন। ১৫৫

মঙ্গল কীর্ত্তন উঠিল কিবা!
মনোমদরঙ্গে ভাবের তরঙ্গে
উৎসব প্রবাহ রজনী দিবা। ১৫৬

সিন্ধুস্নানসুখ মধ্যাহ্ন কালে,
করে জলকেলি, প্রেম কুতুহলী
ভাসিয়া ডুবিয়া তরঙ্গ কোলে। ১৫৭

ভক্তের আনন্দ বাড়া'ন গোরা
হাস পরিহাসে কৌতুক উল্লাসে
ভক্তের সুখেই সুখ বিভোরা। ১৫৮

ভক্তগণে প্রভু ঠাকুর নিজে
সুখে পরিবেশি প্রসাদের রাশি
খাওয়ান বেশী আনন্দে ম'জে। ১৫৯

রঙ্গরস তাথে দেন আচার,
চিরদিন হস্ত, প্রভুর প্রশস্ত
বেশী খে'য়ে ভক্তে উদর ভার। ১৬০

আচরিয়া ধর্ম্ম শিখান জীবে,—
শীতল প্রীতির অমল নীতির
উজ্জ্বল শিক্ষা নীরবে নীরবে। ১৬১

বিধির অজানা রাগের ধর্ম্ম
করিলা প্রচার পরম উদার
আস্বাদিতে নারে যা বেদ কর্ম্ম। ১৬২

কোটীন্দু-মাধুর্য্য যাঁহার রূপে,
গলিত-কারুণ্য তরল-তারুণ্য—
সুধা স্যন্দিত যাঁর লোমকূপে, ১৬৩

তাঁর বদনের ললিত বাণী
স্নিগ্ধ সুশীতল, আনন্দ উজল
কর্ণে রোপিল কত সুধা-খনি। ১৬৪

রাধাকৃষ্ণরসবিগ্রহ গোরা,
ভকত বিভূতি করে নিষ্ঠারতি
কর্ণিকা যথা দল দিয়া ঘেরা। ১৬৫

একদা শ্রীরূপ প্রভু দর্শনে,
আসি নীলাচল ভকত বৎসল
প্রভুরে বন্দিয়া বন্দে ভক্তগণে। ১৬৬

শ্রীরূপ গ্রন্থরস আস্বাদিতে
মহা সভা করি বসিলেন হরি—
সে চাঁদ সভা কে পারে বর্ণিতে! ১৬৭

চাঁদে চাঁদে ঢেউ শুনিয়া শ্লোক;
প্রভুর করুণা রূপেতে প্রেরণা
বুঝি বিহ্বল হ'ল ভক্ত লোক। ১৬৮

রামানন্দ-কণ্ঠ, রূপ-লেখনী
অভিন্ন দেখিয়া, আনন্দে ভাসিয়া
অতৃপ্ত সবে রূপেরে বাখানি ১৬৯

ধূলি-আজ্ঞা রূপ মস্তকে নিয়া,
গেলা বৃন্দাবন আ'লা সনাতন,
কণ্ডুরস ঝরে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া। ১৭০

প্রেমানন্দে প্রভু ধরিতে গেলা
এ তনু ঘৃণিতে প্রভু পরশিতে
"ছি ছি" বলিয়া গোসাঞি সরিলা। ১৭১

বুঝি প্রভু বলে মাখিলা বুকে,
কহিলা গোসাঞে "এই তব গায়ে
সুধাধারা, তাই পরশি সুখে।" ১৭২

"কত অমৃত তোমার পরশে!"—
কণ্ডু আর নাই, দেখিয়া গোসাঞি
ভাসিলা প্রেম-করুণা রসে। ১৭৩

ভক্ত গোষ্ঠীতে প্রভু নিজে নিয়া
দিলা পরিচয়, এবা কোন্ হয়,
নতি-কোলাকোলি, সুখ-অমিয়া। ১৭৪

প্রভুর জন সবে এক প্রাণ,
গৌরাঙ্গ-তাড়িত করেছে জড়িত
এ মহা তাড়িতে প্রেম আখ্যান।— ১৭৫

প্রেমিক যা দিয়া নাচায় মড়া,
কণ্ডু দদ্রু চয় যাতে গ্রাহ্য নয়;
ভালবাস'-রাজ্য ভ্রান্তিতে জড়া। ১৭৬

প্রেমের মহিমা কেমন, মরি!—
চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন প্রীতে
ধাইয়া ধরিতে রহিলা পড়ি। ১৭৭

সাগরের জল দেখিয়া কাল,
হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে উছলিয়া
অতল সাগরে ডুবিয়া গেল। ১৭৮

তবু না মরিল সোণার গোরা,
ধীবরের জালে দৈবে আঁটকিলে,
মরে নাই, কিন্তু প্রেমের মরা। ১৭৯

ধীবরেরে বুঝি পাইল ভূতে?
কৃষ্ণনাম কহে, নাচে, চুপ রহে,
পাগলপ্রায় গৌর পরশেতে। ১৮০

স্নিগ্ধ শীতল নামানুকীর্ত্তনে
একদা গৌরাঙ্গ ভক্তাবলী সঙ্গ
উদ্বেল রঙ্গে ডুবিলা নর্ত্তনে। ১৮১
মণ্ডপে বসি দেখে জগন্নাথ ;
হরিদাসে এ কি ? চকিতে হলো কি।
মূর্চ্ছার ক্রোড়ে শুয়িল হঠাৎ। ১৮২
কাঁধে করি যত ভকত গণ
পরম উল্লাসে তাণ্ডব বিলাসে
নাচিল মত্ত আনন্দ মগন। ১৮৩
প্রভুর জানিতে ছিলনা বাকী,
বাঞ্ছা পূর্ণকারী নাচিছেন হরি,
পাগলের যেন উঠিল ঝুঁকি। ১৮৪
হরিধ্বনি মুখে, প্রভু আজ্ঞায়,
মৃততনু খানি বড় ভাগ্য মানি
সিন্ধুসৈকতে কাঁধে ক'রে যায়। ১৮৫
শ্রীহস্তে শ্রীপ্রভু খুড়িয়া মাটি,
দিলেন সমাধি শেষ যা উপাধি,
নাম সুধায় ঘেরি পরিপাটি। ১৮৬
প্রভু করিলেন পুত্রের কর্ম্ম :
পুরী দ্বারে-দ্বারে নিজে ভিক্ষা ক'রে
করিলা মহোৎসব শ্রাদ্ধ ধর্ম্ম। ১৮৭
হরিদাস ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য,
স্মরিলে, স্বরগ প্রতীত নরক,
ভক্তিতেই জীব জীবনে শ্লাঘ্য। ১৮৮
ভক্ত সেবা যত করিলা প্রভু,
তার এক আনি, হেন অনুমানি
ভক্তে কি সে'বেছে প্রভুরে কভু। ১৮৯
নামে রুচি, জীবে দয়া, আর সে
বৈষ্ণব সেবন, করা'লা শিক্ষন,
আপনি আচরি কাঙ্গাল বেশে। ১৯০
বিচ্ছেদ মানের উন্মাদ দশা !—
প্রেমের উন্মাদ, কিবা রসাস্বাদ !
যুগপৎ ফোটে কাঁদাহাসা। ১৯১
কৃষ্ণোন্মাদে গোরা কিসে কি কয়,
কিসে কি করে, ধৈর্য্য নাহি ধরে,
ক্ষণে জীয়ে, ক্ষণেকে ম'রে রয়। ১৯২

কর্ণে সবে শুনায় কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণনাম মুখে সুধাস্মিত মুখে
লুকায়ে গেলা পূর্ণানন্দ ধাম !! ১৯৩
অগতির গতি প্রাণ গৌরাঙ্গ !
কোথা নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ !
এই কি হইল লীলার সাঙ্গ ! ১৯৪
তুমি যা লিখাও, লিখিনু তাই,
দোষ গুণ যাহা তুমি জান তাহা,
তব পদে রতি, এ ভিক্ষা চাই। ১৯৫
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা অপার সিন্ধু ;
গোসাঞি বৈষ্ণব- গুরু-কৃপা-প্লব
বিনে অসাধ্য তোলা তার বিন্দু। ১৯৬
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা অমিয়া পারা ;
নিতাই কৃপায় লিখিতে যে যায়,
লিখিতে ভোলে যেন আত্মহারা। ১৯৭
খাদ্যের ভাণ্ডারে ক্ষুধিত যথা
কোন্‌টি বা খাবে, কোন্‌টী না খাবে,
বাছে ছাড়ে ছাড়েনা,— এতেও তা। ১৯৮
শ্রীগ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃত—
সাক্ষাৎ চৈতন্য, হেন কেবা অন্য
ভেঙ্গে সে মূর্ত্তি করিবে নির্ম্মিত ? ১৯৯
তবে শ্রীমূর্ত্তির নকল যথা,
পুতুল গড়িয়া শিল্পী হাটে নিয়া
বেচিতে থাকে,—এ চেষ্টাও তথা। ২০০
অবধূত চন্দ্র নিতাই চাঁদ,
তার পাদপদ্ম, সুধামৃত-সদ্ম,
গৌর ধরিবার সেইতো ফাঁদ। ২০১
করুণা কর নিত্যানন্দ দাসে,
যেন পাছে ধেয়ে আধ লুকাই'য়ে
দেখি সে গোরা যায় কোন্ দেশে। ২০২
প্রাণ বল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ ইন্দু.
গঙ্গাতীরে তীরে অকাল সাগরে,—
চিরতরে রাখিবে কি সিন্ধু ? ২০৩

শ্রীগৌড় মণ্ডলে মধুর লীলা সমাপ্তা।

দুর্গা

আমার দেহটি দুর্গ— যত দুর্গতির ভূমি।
এ দুর্গে আবদ্ধ থাকি, কহি সদা "আমি আমি"॥
আমিত্ব স্বামিত্ব ভাঙ্গি মুক্ত কর তুমি জীবে।
তাই সে তোমার নাম দুর্গা ওগো মাতঃ শিবে॥
দুর্গবাস দুর্গতির বিনাশিনী মাগো তুমি।
রক্ষ গো মা দুর্গতির মূল দুর্ব্বাসনা দমি।
কৈতবাদি দূরি দাও কৃষ্ণ ভকতি বৈভব।
প্রেম রসে ডুবায়ে দাও দেহ হোক্ শব॥
শব বলি কাকে যে কায়িক চেষ্টায় মরা।
রাম বল্‌তে অধিকার তার কয় কালীহৈরা॥
লুট পাট খুন করি নিজ পোষ্য পেট ভরা।
স্নানপানের বেলা তার ভরা গঙ্গায় থরা॥
দুর্গতের দুর্গতিহরা সদ্‌গতি দায়িনী দুর্গে।
ভক্তি বিনে সদ্‌গতি কি, থাকি নরকে কি স্বর্গে॥

রামনাম।

রামহে, রাম নামে যত মধু
থুয়ে দিছ হনুমানের বুকে।
আজ্ঞা কর হনুমান্ দিক্ এক কণা
তা নিয়া থাকিব পরম সুখে॥

রাম হে, তুমি সে কল্প তরু
তোমার নাম সে তরুর ফুল।
সে মঞ্জু ফুলের মকরন্দ ভক্তি
যার আমোদে স্বাদে ভক্ত আকুল॥

চাঁদ যদি ফোটে সরসী সলিলে
সুধা হয় তার মধু চমৎকার।
রাম হে, তোমার ভকতি দান
সুখ সুধা মাধুরী পারাবার॥

রাম হে, প্রাণ কোটরে দেও ভক্তি ভরি
যেন দেখাতে পারি বিশ্বাসীরে
প্রাণ খু'লে বা এ বুক চিরিয়া
ভক্তি কি, কেমন, ভাসি অশ্রুনীরে॥

রাম হে, কোন জন যদি চায়
তোমারে দেখিতে ঈশ্বর কেমন।
দেখা'ব ভক্তে ধরি দেখ ঈশ্বর,
পুলকাশ্রু স্বেদ কম্পাদি-ভূষণ॥

তাই হনুমান্ তোমার প্রকাশ
তোমার স্মরণ হয় তার স্মরণে।
তোমার দরশ হয় তার দরশে
কবে চিনিব বল পূজিব ভক্ত হেনে॥

তব নাম আঁকিয়া দাও বুকে
মুখে গাই তব মধুর নাম।
রাম হে যেন আজ্ঞাবহ থেকে
সেবি ও পদ গাহি "রাম রাম"॥

পাদপের রস সারাংশ যথা
প্রসূনে সুন্দর প্রকাশ পায়।
তথা তব চিদানন্দ রস ধারা
তোমার নাম কুসুমে ফুটয়॥

রাম হে, খুলে দাও নামের উৎস
করুণা করি এ দাসের বুকে।
বহায়ে দাও তারির প্রবাহ—
রসনাম, জপি পলকে পলকে॥

তব সুধা নামে যার গাল উচ্চ
তারির নাম হয় হনুমান্।
কাঞ্চনাদিতে তুচ্ছ এ যার পুচ্ছ
তারির নাম হয় হনুমান্॥

হ'নু হনু বলি করব গৌরব
রাম হে যদি তব কৃপা হয়।
তোমারে দেখি বল্লে উপহাস
বিশ্বাস নাই, লোকে পাগল কয়॥

পরমেশ এক পরকাশ ভেদ
প্রয়োজন ভেদে অল্পাধিক।
যে রাম সে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হরি
ভকত বাৎসল্য-গুণোপাধিক॥

রাম নামে মুক্তি—প্রাণের উল্লাস।
রাম নামে মুক্তি—স্বরূপ প্রকাশ॥

"আমি" নাম নহি, 'ব্রহ্ম' নাম নয়
আমার নাম দাস-অনুদাস।
ব্রহ্মের নাম হরি রাম কৃষ্ণ—
স্বরূপ রূপ লীলার প্রকাশ॥

রাম হে তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ।
নব দুর্ব্বাদলশ্যাম মানবরূপ॥
পিতৃ সত্য পালনাদিক লীলা-ভূপ।
ভকত বাৎসল্যাদিক রস কূপ॥

পিয়াও এদীনে তব নাম পুষ্প মধু
হে রামাভিরাম বিভাবসুকুল-বিধু।

তুমি যদি হও আমার।—

(ভাটের সুর)

১। তুমি যদি হও আমার নাথ
তুমি হও আমার।
সপ্ত সিন্ধু সপ্ত স্বর্গ যাউক্ ছার খার
যদি তুমি আমার॥

২। যদি তুমি আমার রতন ভাণ্ডার
হৃদয় জুড়ি বস।
চাঁদ কৌমুদী সুধা খেল্‌বে কত হাস্য রস
যদি তুমি আমার॥

৩। যদি তুমি আমার, সুখ পারাবার
সুখের নাহি ওর।
তোমার সুখে সুখী থেকে
ঢাল্‌ব নয়ন লোর।
যদি তুমি আমার॥

৪। যদি তুমি আমার, সারার্থ সার
জীবন রস মাণিক।
হীরা মণি চুণী মুক্তা সকলি অলীক
যদি তুমি আমার॥

৫। যদি তুমি আমার, রস সুধাসার
ভব ক্ষুধা ঘুচে।
ষড়রস হব্যকব্য রসনায় না রুচে
যদি তুমি আমার॥

৬। যদি তুমি আমার বন্ধু গুণাধার,
গুণে থাকব মজি।
তোমার মত মনের মানুষ ছেড়ে কারে ভজি
যদি তুমি আমার॥

৭। যদি তুমি আমার, ডিঙ্গা সোণার
মানস জলে ভাস।
ঢেউ তুলিয়া নাচাইব, মধুর সন্তাষ।
যদি তুমি আমার॥

৮। যদি তুমি আমার, পীযূষাসার,
পীযূষ ঢাল বুকে।
তোমায় ভু'লে কেমন ক'রে মজব অন্য সুখে
যদি তুমি আমার॥

৯। যদি তুমি আমার, আনন্দাবতার,
আর আনন্দ কিসে।
অমৃত কেলি পান করে কে হলাহল বিষে।
যদি তুমি আমার।

১০। যদি তুমি আমার, হৃদ মণি হার,
ভুবনে না গণি।
চির আলিঙ্গন সুখ!—কালীহৈরা বাণী॥

"রত্নাকর" ২য় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রজলীলা-কমল

জন্ম—রাসলীলা

——:০:——

জয় নিতাই

"হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥"

(নরোত্তম দাস)

জন্ম

চলে নিজালয়ে নব দম্পতি—
দেবক নন্দিনী, জ্ঞানীর অগ্রণী
বসুদেব ধীর অমল মতি॥ ১

উগ্রসেনসুত চলিলা কংস
ভগিনী বৎসল, সংকল্পে অটল,
বাজে মঙ্গল্য ভেরী তুরী বংশ। ২

চলিল তরঙ্গে আনন্দ ধারা।
চকিতে শুষিল, কে যেন গ্রাসিল
জহ্নু যেমতি ভাগীরথী-ধারা। ৩

প্রফুল্ল ফুল কতক্ষণ রয়।—
পড়িল অশনি অশরীরী বাণী,
কংসের আনন্দ পাইল লয়। ৪

কংসত্রাস বাণী ধ্বনিল তবে—
"অষ্টম গরভে কুলদীপ হবে
দগধ করিবে কংস শলভে।" ৫

ক্রোধে কংস ধায় খড়্গ করে,
কাটিতে ভগিনী আত্ম মৃত্যু যোনি—
নিবারে তখন প্রবোধ দিয়ে। ৬

দেবকী রমণ মধুর ভাষে,
"দিব তব করে তনয় নিকরে"
বদ্ধ হ'লা বলি প্রতিজ্ঞা পাশে। ৭

দেবকী নাথের প্রতিজ্ঞা শুনি,
কংস দুর্মতি আশ্বাসিত অতি
বিরত হ'লা বধিতে ভগিনী। ৮

স্বধামে সদলে পশিলা সবে।
কাল সহকারে দেবকী-উদরে
সুন্দর ছয় তনয় জনমে॥ ৯

সমর্পিলা পিতা প্রতিজ্ঞা স্মরি
এক এক ক'রে কংস মৃত্যু করে,
বধিল দুষ্ট শিশুগণে ধরি। ১০

পুত্রশোকে ভাসে দেবকী দীনা,
"বসুদেব কাঁদে অন্তরে বিষাদে
প্রতিজ্ঞা ব্রত পালিছে সুমনা। ১১

উদিল অনন্ত সপ্তম গর্ভে,
বিষ্ণু-কলাময় বলের আলয়
যদু কুল হিতে শোভন পর্ব্বে। ১২

যোগমায়ে ডাকি যজ্ঞেশ বলে,
বসুদেব পত্নী আছেন রোহিণী,
সম্প্রতি বসতি নন্দ গোকুলে; ১৩

দেবকী গর্ভ স্থাপ আকর্ষণে
রোহিণী উদরে, যাও গো সত্বরে
রক্ষ গো দেখি, যেয়ে সঙ্কর্ষণে। ১৪

অষ্টমে পশিব পূরণ রূপে :
শ্রীনন্দের ঘরে যশোদা উদরে,
জন্মগে যোগমায়ে কন্যারূপে।" ১৫

ভগবন্মায়া অনন্ত শকতি !
ইচ্ছা মাত্র পূর্ণ হলো ইচ্ছা তূর্ণ
অবতীর্ণ চিরি মায়াব কৃতি ! ১৬

ভক্ত বসুদেব-চিত্ত-মুকুরে
পূর্ণ ভগবান আনন্দ-নিধান
সমুদিত সে জীবন-সমরে ! ১৭

অর্পিত সে তেজঃ আনন্দময়
দেবকী অন্তরে— দিব্য রত্নাকরে,
সিন্ধুতে ইন্দু যথা সুধাময় ! ১৮

কংস কারাগার অন্ধ নিবাসে
পরমাত্ম জ্যোতিঃ দেবকী মূরতি
ছাইয়া অচিরে রুচির হাসে ! ১৯

কংসের পরাণে লাগিল ডর :
চিন্তিল অন্তরে হরি প্রাণ হরে
উদিত অই দেবকী উদর ! ২০

গর্ভিনী-ভগিনী-স্ত্রী-বধ-ভয়ে
আলিঙ্গি নিবৃত্তি নির্ভরি নিয়তি
রক্ষি কথে সদা বিমনা হয়ে। ২১

শিব, অজযোনি হেন সময়
দেবর্ষি-অমর মুনি-সহচর
দেবকী পাশে সমাগত হয়। ২২

হরি সত্যময়ে করিলা স্তুতি :
সৌভাগ্য-অম্বুধি দেবকী সম্বোধি
হরি-গর্ভবাস কহিলা তথি। ২৩

নবভাবময়ী প্রকৃতি কালে,
প্রসন্নতা খেলে প্রতি অনু-কোলে,
অমর বরষে কুসুমদলে। ২৪

গন্ধর্ব্ব কিন্নর ললিত গায়,
নাচে বিদ্যাধরী সুন্দরী অপ্সরী,
নিবিড় তিমির ভুবন ছায়। ২৫

নিশীথে হেন ভগবান্ হরি
হইলা ভূমিষ্ঠ ত্রিলোক অভীষ্ট
হৃষ্টমতি সাধু জগৎ ভরি। ২৬

শোভিল শিশু দেবকীর কোলে
পরম সুন্দর চারু দীপ্তিধর,
নীল উৎপল কনক মৃণালে ! ২৭

হেরিলা বসুদেব দিব্যমূর্ত্তি,—
নয়ন যুগল কমলের দল
তনুতে বাজে কোটি ভানু স্ফূর্ত্তি : ২৮

শোভে চারু বাহু বহু লম্বিত,
নীরদ বরণ, শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
কৌস্তুভ মণি গলে বিলম্বিত। ২৯

পীতধটী কটি তলে উজ্জ্বল
মস্তকে কিরীট প্রভায় মণ্ডিত,
শ্রবণ মণ্ডন চারু কুণ্ডল ! ৩০

হেরি বসুদেব শ্রীবাসুদেবে,
উৎফুল্ল লোচনে ভক্তি স্নিগ্ধ মনে
সৌভাগ্য জানিয়া তুষিলা স্তবে। ৩১

কহিলা তনয়ে সে কংসভয়—
প্রহরী-সংবাদে আসি ভীমনাদে
বধিবে এখনি সে মন্দাশয়। ৩২

কাঙ্গাল ঘরে চাঁদে আবির্ভাবি ·
ঘটিবে অশিব কি দিয়া রাখিব
অমূল্য রতন ভাগ্যে উদিত। ৩৩

বন্দী দুজন মোরা কারাগারে :
উরসে পাষাণ রয়েছে চাপান
লোহিত তুতনু শোণিত ধারে। ৩৪

লোহার শৃঙ্খল কাটিছে পদে।—
এ দুঃখ সহিব কেমনে দেখিব
তনয়-নিমজ্জন কংস-হ্রদে! ৩৫

দুঃখ বিমোচন তোমারে কয়,
আজি বিপরীত তোর এব রীত!
বাড়াইতে এলে দুঃখের ভয়। ৩৬

শুনি ভগবান্ দুঃখ ভঞ্জন
ভনিলা পিতায় প্রবোধি মাতায়
অমৃত ঢালিল চন্দ্রবদন। ৩৭

"না কর ভাবনা যাতনা রাশি
ঘুচিবে অচিরে বসুমতী পুরে
বসুদেব-জয় খেলিবে হাসি।" ৩৮

"শ্রীনন্দরাণী যশোদা উদরে
জন্ম নিলা মায়া জগৎ ভুলা'য়া
নিদ্রামোহে সব ব্রজ মন্দিরে।" ৩৯

"যাও নন্দ ব্রজে আমারে ল'য়া,
রাখগে আমারে যশোদার ধারে
ত্বরিতে আন কন্যা মহামায়া।" ৪০

হ'লা বাসুদেব সামান্য শিশু,
খসিল শৃঙ্খল, হইয়া সবল,
চলে বসুদেব সশিশু আশু। ৪১

খসিল কপাট মায়া-ফুৎকারে,
বৃষ্টি ক'ল মানা অনন্তের ফণা
উপনীত আসি যমুনা ধা'রে। ৪২

মায়ার বন্ধন লইল বুকে,
কল কল্লোলিনী কালিন্দ নন্দিনী,
পদব্রজে সে পার হ'লা সুখে। ৪৩

নিদ্রিতা যশোদে বালকে দিয়া
আনে মহামায়ে সে কারা আলয়ে
সানন্দে শুইলা পূর্ব্ববৎ হ'য়া। ৪৪

শিশু রোদনে প্রবুদ্ধ প্রহরী
দুষ্ট কংসবীরে বিজ্ঞাপিলা পুরে
দেবকী প্রসব হরীতে দৌড়ি। ৪৫

"এই মম কাল" স্মরিয়া মনে,
শশব্যস্তে ধেয়ে, কারাগারে যেয়ে
কংস উপনীত ভগিনী স্থানে। ৪৬

কহিলা দেবকী বিহ্বলা ভয়ে—
"জন্মেছে ভাগেয়ী, জগৎ অস্থায়ী,
একটী সন্তান থাকুক মায়ে!" ৪৭

গলিল না তায় খলের চিত!
লইলা কাড়িয়া, কন্যায় লইয়া
নিক্ষেপিলা শিলাতলে ত্বরিত। ৪৮

শূন্যে ছুটি মায়া খদ্যুপ গতি
"বৃথা বধ মোরে হন্তা ব্রজপুরে"
কহে অষ্টভুজা দিব্য মূরতি। ৪৯

দেখে ক্রোধী কংস মোচন করে
ভগিনীর পতি দীনা ভগ্নী সতী
ব্রজ শিশু বধে পাঠায় চরে। ৫০

পুতনাবধ

কংস আদেশে পুতনা খেচরী
চারু নারীবেশে নন্দ ব্রজে পশে
পদ্ম মুখে হাসি মৃণাল গরি,
বসন-তরঙ্গ খেলিছে ঘেরি। ৫১

কটাক্ষে খেলিছে যুগল অলি,
মেঘবিম্ব খেলে কেশ পাশচ্ছলে
যুগল স্তনে মরালমরালী;
রূপে ব্রজ গোপে চলিছে ছলি। ৫২

গোপগোপীকুল না দেয় মানা;
ভাবে মনে মনে কৃষ্ণ অন্বেষণে
আইলা বুঝি লক্ষ্মী পতিপ্রাণা,
বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিতা কমলাসনা! ৫৩

শিশু অন্বেষণে কামচারিণী
সমাগতা শেষে   শ্রীনন্দ-আবাসে.
নন্দনন্দনে হেরি মায়াবিনী
আপন কোলে তুলিল অমনি। ৫৪

দুষ্ট ভাবে করে কৃষ্ণেরে কোলে,
বাহ্যে মাতৃভাব   মুখে মিষ্টারাব,
স্তন দেয় মুখে অধর ঠেলে,
বিষমাখা যাহা বধিতে কলে। ৫৫

ব্রজ-শিশু হরি মঙ্গলালয়
দুষ্টের দমন   করিয়া মনন
চুষিল ক্ষীর পঞ্চপ্রাণময়,
দুষ্টা রাক্ষসী গলিয়া পড়য়’। ৫৬

ফাটিল মেদিনী চীৎকারে তার,
নিজরূপ ধরি   ছ’ক্রোশ পসারি
পড়িল তনু ভীষণ অপার,
চূর্ণ তরুরাজি না সহি ভার। ৫৭

গোকুলবাসী ভয়ে কম্পমান,
কংসের কৌশল   বুঝিয়া সকল
বিহ্বল চিত্তে খুজে গোপীগণ,—
“কোথা গেল হায়, ব্রজেন্দ্র নন্দন!” ৫৮

খুজিয়া হেরিলা পুতনা-বুকে
শৈশব তারল্য—   মধুর সারল্য
মাখিয়া খেলিছে কোমল বুকে ;
নিভাইলা আনি যশোদা-শোকে। ৫৯

আনন্দের ধারা বহিল ব্রজে!—
ব্রহ্মাবধি যত   গোপী শত শত
কংস ভীত, প্রীত, চলিলা কাজে। ৬০

একদা অচ্যুত-জন্ম বাসরে,
অভিষেকোৎসবে   গীতবাদ্যরবে
ব্রজবালা সবে মাঙ্গল্য করে। ৬১

স্বস্ত্যয়ন করে ব্রাহ্মণ ব্রজ
বস্ত্রমাল্য লভি   অলঙ্কৃতা গাভী
অঙ্গে সুরভি মাখি মলয়জ!—
হর্ষ ভোর আজি নন্দের ব্রজ! ৬২

শকটভঞ্জন

যশোমতী কোলে সে কালশশী
পুণ্যরাশি সম   জ্যোতি অনুপম
খেলিছে, হাসিতে অমৃত রাশি ;
জননীর বুক যাইছে ভাসি। ৬৩

নীল রতনের চকোর নয়ন
দিয়ে নিদ্রা ঢাকা   গুটাইয়া পাখা,
অরুণ ফুল্ল অরুণ মলিন,
নিমীলিত যথা সান্ধ্য-নলিন! ৬৪

তরল সুতনু খসিয়া পড়ে,
যে অতি সুঘন   গগনের ঘন
মাতৃ অঙ্কাকাশ বহিতে নারে,
ধরাতলে শোয়ায় তারে! ৬৫

শকট অধঃতে ব্রজেশ সুত
যশোমতী হৃদি   আনন্দের নিধি
নিদ্রাবিভোর, নেত্র অকম্পিত ;
নন্দ পুরজন উৎসব রত। ৬৬

নিদ্রাভঙ্গে শিশু দুধের লাগি
আছাড়ি চরণ,   আধ আধ স্বন,
একাকী কাঁদে মাতৃ-অনুরাগী ;
শকট পড়িল চরণ লাগি। ৬৭

দধি দুগ্ধভাণ্ড তুমুল নাদে
পড়িয়া ভাঙ্গিল   চৌধার ভাসিল
ক্ষীর ননী আদি রসের স্রোতে ;
ব্রজবাসী শুনি আসে ত্বরিতে। ৬৮

গোকুলবাসী সমাগতা যারা
পিতা ব্রজপতি মাতা যশোমতী
নিরখি সকলে বিস্ময় ভরা!—
ভজন কারণ না পায় তারা! ৬৯

অন্য শিশু যত খেলিত তথা,
তাদেরে জিজ্ঞাসে ব্যাকুল মানসে
হে'সে বলে তারা অপূর্ব্ব কথা,—
চরণ শকতি শিশুর যথা! ৭০

নিত্যশিশু যে শক্তিকান্তিময়,
যাহার প্রভাবে সদ্ভাব অভাবে,
ব্যষ্টি ভাবে তারে উপেক্ষণ হয়;
নন্দ যশোদা না যায় প্রত্যয়! ৭১

গ্রহের শান্তি করি স্বস্ত্যয়নে
মাতা নন্দরাণী সুভগা রমণী
কোলে তুলি স্নেহে তনয় ধনে
সানন্দ অন্তরে পিয়ায় স্তনে। ৭২

তৃণাবর্ত্ত বধ

একদা বালক যশোদা কোলে
পিয়িয়া পীযূষ অন্তরে সন্তোষ
গিরি হেন ভারী মায়ার ছলে,
বিস্মিতা মাতা রাখে ভূমিতলে। ৭৩

দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য তৃণাবর্ত্ত নাম
বাত্যারূপ ধরি চৌদিক আঁধারি
উপনীত সে নন্দ-ব্রজধাম,
হারল গোপেন্দ্রনন্দন শ্যাম। ৭৪

ব্রজ পাংশু জালে নিরংশু আঁখি;
কেমনে হেরিল কেহ না হেরিল,
যশোদা পাগলী আঁধারে থাকি,
গোকুলে আকুল পরাণ পাখী। ৭৫

কোটি ভানু দ্যুতি রাহুর মুখে
ডুবিল অচিরে গভীর তিমিরে
ব্রজনিবাসী ভাসিলেক শোকে। ৭৬

হেথা অন্তরীক্ষে শিশুর করে
লভি কষ্টবোধ জীবনের শোধ
শুধিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। ৭৭

পড়িল ভূতলে কোমল শিশু
মৃতের গলে ধরি কর দলে;
গোকুলে ছাইল আনন্দ অংশু! ৭৮

নামকরণ

যদু পুরোহিত গরগ মুনি
পুলক অন্তরে পশে নন্দপুরে
একদা বাসে শুভ দিন গণি। ৭৯

ব্রজপুর পতি আতিথ্য ছলে
চরণ যুগল পূজিল সকল
মুনি বাঞ্ছা পূরে আতিথ্য ছলে।— ৮০

রোহিনী নন্দনে রাখিলা নাম,—
স্বজনের চিত রমেন ধ্রুবিত
তাই তাঁর নাম থুইলা "রাম"। ৮১

যশোদা-নন্দনে রাখিলা নাম—
কহে জগমন, প্রেমানন্দ ঘন,
"কৃষ্ণ" নাম, হেরি সুতনু শ্যাম! ৮২

কৃষ্ণ প্রতিধ্বনি সাধুর হিয়ে
উছলি তরঙ্গে ছুটিল সুভঙ্গে
নামের মহিমা ঘোষণা দিয়ে। ৮৩

বাল্য-লীলা

যখন কৃষ্ণ হাটিতে শিখিলা,
স্মিত মনোহারী বদন-মাধুরী,
বাল চাপল্যে গোপিকা ভুলিলা। ৮৪

ক্ষীর ননীনিভ গোপিকা-চিত,
নিরমল প্রেমে স্নিগ্ধ মনোরমে
হরে দিন দিন অতিতর্পিত। ৮৫

দধি দুগ্ধ হরি পিয়েন হরি,
কান্তিজ্যোতিঃ দিয়ে আঁধার হরিয়ে
আঁধার ঘরে করে ননী চুরি। ৮৬

ছিদ্র করি তল শিকার ভাণ্ডে
বদন বিস্তারি ঊর্দ্ধ মুখে হরি
ভখিয়ে পলায় মুছিয়া তুণ্ডে। ৮৭

ব্রজ বালা ব্রজ কালার কীর্ত্তি
যশোমতী পাশে আসি হেসে হেসে
ভণে ক্ষণে ধরি কোপের মূর্ত্তি। ৮৮

নানা গোপিকা নানা কথা কয়,—
"কৃষ্ণের উৎপাতে না পারি থাকিতে"—
মাতা যশোদে তনয়ে ভৎর্সয়। ৮৯

যশোদে একদা কহিলা রাম,—
আর শিশু শত বাল্য ক্রীড়া-রত—
"মৃত্তিকা ভখিছে তোমার শ্যাম।" ৯০

ব্রজরাণী ধেয়ে ধরিলা কর;
"দুরন্ত সন্তান মাটি খাও কেন?"
পুছিলা কোপিতা কম্পিতাধর। ৯১

"কে বলে গো মা মাটি খাই আমি?"—
শুনি কৃষ্ণ বাণী কহিলা জননী
"দেখিব রে বাছা হা কর তুমি।" ৯২

দেখা'লা গোবিন্দ বদন খুলি;
বিশ্বরাজী রাজে সে আস্যের মাঝে,
বিস্মিতা মাতা নয়নে নেহালি। ৯৩

একদা নন্দের দাসী-নিকর
গেল কার্য্যান্তরে নন্দ গৃহ ছেড়ে
দধি মন্থনে যশোদা তৎপর
অধরে উথলে গীতি-লহর। ৯৪

হেন কালে কৃষ্ণ আনন্দাধার,
স্তনেব প্রয়াসী মাতৃ পাশে আসি
দধি মন্থনে করিছে নিবার,
দণ্ড ধরিয়া টানে বার বার। ৯৫

তনয়ের ভাব ভঙ্গিমা হেরি
জননী-হৃদয়-কন্দর ভরি
স্নেহ সারল্যে আনন্দ লহরী
ছুটিল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গময়;
দণ্ড ছাড়ি মাতা করিলা কোলে,
বাৎসল্য ঢালিলা পীযূষ ছলে;
কৃষ্ণের চারু বদন অমলে,
নীল সাগরে যেন গঙ্গা বয়! ৯৬

উননে দুধ উথলিয়া পড়ে,
নিরখি ত্বরিতে জননী যশোদে
সুতে রাখি ভূমে চলিলা দৌড়ে;
কাঁদেন শ্রীকৃষ্ণ কোপের ডরে। ৯৭

দধিভাণ্ড ভাঙ্গে পাথর মারি!
গৃহ মাঝে পশি ননী রাশি রাশি
করে ভক্ষণ সুলক্ষণ হরি,—
নন্দরাণী পুন আইলা ফিরি। ৯৮

দধিভাণ্ড ভাঙ্গা দেখিয়া আসি
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বুঝিলা আশ্চর্য্য
ফুটা'লা অধরে মধুর হাসি,
সুধাকর মুখে কৌমুদী-রাশি।

অন্বেষি তনয়ে হেরিলা [illegible],
উঠি উদূখলে উত্তম কৌশলে
শিকার নবনী লইছে হরে,
দাঁড়াইয়া তাহা খাওয়াইছে বানরে। ১[illegible]

জানি শ্রীকৃষ্ণ ফিরায়ে নয়ন,
হেরি জননীরে পাছে যষ্টি করে
নামিয়া পলায় যেন ভীত মন,
পাছে পাছে মাতা করে গমন। ১০১

দামবন্ধন

বহু কষ্টে কৃষ্ণে ধরিলা মাতা
নিজ অপরাধে চক্ষু মুছি কাঁদে
বুঝি যশোদে মনে ভবিষ্যতা,
বহি নিন্দেপি বাঁধিতে উদ্যতা। ১০২

বাঁধিতে যতন করে দড়া
দু আঙ্গুলি কবি কম হয় দড়া
বিফলা মাতা রজ্জু আনি আনি
তত কম যুড়ি সহস্র খানি। ১০৩

ব্রজবালাগণ যোগায় দড়া
তথাপি জননী পরাভব মানি
লজ্জায় বিস্ময়ে হইলা ভারী,
বিস্মিতা যত গোপের নারী। ১০৪

জননীর ভালে হেরি স্বেদবিন্দু
মুকুন্দের মন, টলিল তখন,
উথলি উঠিল দয়ার সিন্ধু,
বিম্বিত স্মিতমাখা মুখ ইন্দু। ১০৫

কৃপাবশে কৃষ্ণ দিলেন বাঁধা
জননীর হেরি ব্যাকুলতা ভারী—
দীন ভকতে ভগবান্ সাধা!—
আকুল দিয়া আঁটিলা যশোদা। ১০৬

মানসাগোচর কৃষ্ণ বিগ্রহ,
সামান্য রজ্জুতে কে পারে বাঁধিতে?—
ভকতি ডোরে বাঁধা অহরহ,
ভক্তি বলে সাধ্য মানুষ-দেহ। ১০৭

বাঁধি থুইলা মাতা উদূখলে
ভকত রঞ্জন গোপিকানন্দন
সফল করিতে নারদ-বোলে
যমলার্জ্জুনে লক্ষ্য করি চলে। ১০৮

যমলার্জ্জুন ভঙ্গ

কুবের কুমার নলকুবর
মণিগ্রীব আর অতি দুরাচার
নারদে উপেক্ষি বিহার পর
লইয়া নাবে রমণী-নিকর। ১০৯

নশ্বর তনুতে মত্ততা হেরি
নারদ দেবর্ষি কৃপাকুল ঋষি
পশিলা তাদের অন্তরে স্মরি,
পাপা পাপহর ব্রজের হরি। ১১০

অলকেশসুত যক্ষ দুজন
যমল অর্জ্জুন রূপেতে তখন
নন্দের দ্বারে জন্ম নিয়াছিল;
আজি তাদের সৌভাগ্য উদিল। ১১১

"কৃষ্ণের সন্নিধি লভিলে তারা
লভিবে মুকতি" নারদ ব্যাহৃতি,
ফুটিল তাদের সাফল্য-তারা।
ভক্ত বাণী কবে সত্যতা হারা? ১১২

তুষিতে নারদে তারিতে যক্ষে
হরি ব্রজ শিশু চলিলেন আশু
টানি উদূখল ভাঙ্গিলেন বৃক্ষে,
বিশ্ববিচূর্ণিত যাব কটাক্ষে! ১১৩

ঠেকে উদূখল যুগলার্জ্জুনে
টানিলেন বলে কৃষ্ণ কৌতূহলে
কেবিচুলে ভাঙ্গে বৃক্ষ-রতনে
কোলাহল স্রোতনন্দ ভবনে। ১১৪

অগ্ন্যুজ্জ্বল সিদ্ধ পুরুষ দুটি
তরু-যুগ হ'তে নির্গত চকিতে
প্রণমি প্রণম্যে শির উলাটি
স্তবিলা স্তবে অতি পরিপাটী, ১১৫

"যোগেশ কৃষ্ণ ! কে বলে বালক ?
আদি পরব্রহ্ম অক্ষর অজন্ম
ব্যক্ত অব্যক্ত বিশ্বের পালক,
তুমি হে ভব ত্রিতাপবারক ; ১১৬

"তুমি গুণময়ী সূক্ষ্মা-প্রকৃতি,
পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ-অধ্যক্ষ
কে জানে তোমার দেহ- আকৃতি ?
ভক্তপ্রীতে তুমি সত্ত্ব-মূরতি !" ১১৭

"যক্ষ-জনমে করিনু দুষ্কৃতি,
বৃক্ষ জন্ম নিয়ে ব্রজ তরু হ'য়ে
ভববন্ধনে লভিনু নিষ্কৃতি ;
কে পারে বর্ণিতে তব চরিতি ! ১১৮

উদূখলে বদ্ধ দয়া-উদধি
ব্রজেন্দ্র নন্দন ত্রিতাপগঞ্জন
সহাস্যে ভণিলা গুহ্যকে শুধি,
যাও স্বধামে ধনেশ নিধি। ১১৯

"মদ্‌গত-চিত তোমরা দুজন
সংসার যাতনা ভুঞ্জিতে হবে না"
শুনি সানন্দে কুবের নন্দন
প্রণমি কৃষ্ণে করিলা গমন। ১২০

ব্রজবাসী ঘেরী গোপেন্দ্র সুতে
কহিতে লাগিল কেমনে ভাঙ্গিল
যমলার্জ্জুন বিনা ঝঞ্ঝাবাতে,
অজ্ঞ বালকে লাগে জিজ্ঞাসিতে। ১২১

উল্লাসে ভাসে গোপশিশু বৃন্দ
"হেরিনু আশ্চর্য্য শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য
ভাঙ্গিল যুগল তরু গোবিন্দ,
নির্গত দুমূর্ত্তি জিনিয়া স্কন্দ"। ১২২

শুনি সকলে না করে প্রত্যয় :
উদূখলে বন্দী চোর কৃষ্ণ নিধি
শ্রীনন্দ নন্দনে মুক্ত করয় :
নিত্যানন্দ মুক্ত যে, বাঁধা নয় ! ১২৩

বিচিত্র কৃষ্ণের সে বাল্য লীলা !
ব্রজ গোপী ব্রজ, রূপেতে সরোজ,
মা নাজ মোহনে গোকুল আলা—
করতালি দিয়া নাচায় ভালা ! ১২৪

প্রেম তরঙ্গে গোপেশ নন্দন
উঠে, পড়ে, নাচে বসনরে হাসে
সরোবর যথা নীল নলিন
অনিল ভরে নীরে কম্পমান। ১২৫

সরিৎ কূলে কৃষ্ণ বল রাম
একদা আনন্দে খেলে নানা ছন্দে
রাম জননী ডাকে ধরি নাম। ১২৬

রামকানু-কানে না গেল রব ;
খেলার তরঙ্গে নানাবিধ রঙ্গে
প্রমোদ প্রসঙ্গে প্রমত্ত সব। ১২৭

ফিরে যায় তবে রোহিণী ঘরে ,
পাঠায় যশোদে, যশোদা আনন্দে
উপনীত আসি তথা সত্বরে। ১২৮

ক্ষরিল ক্ষীর যশোমতী স্তনে—
হেম গিরি গায় প্রস্রবণ ধায়,
ভাগ্যবতী রাণী বাৎসল্য ধনে ! ১২৯

বাৎসল্য অশ্রুতে পূর্ণ নয়নী
নন্দের মহিলা নন্দনে কহিলা
"আয় বাছা কৃষ্ণ সুনীল মণি !" ১৩০

"খেলিতে খেলিতে হয়েছে বেলা,
ক্ষুধায় কাতর বিশুষ্ক অধর
তবু কি তাদের হলো না খেলা ?" ১৩১

"স্বেদনীর ধারা পড়িছে গ'লে,
সুনাল নীরদে ঝরয়ে যে-মতে
সলিলের ধারা বরিষা কালে।" ১৩২

"আয় বাছা কোলে পিয়রে স্তন,
ধূলি দিয়া কানু মাখিয়াছ তনু
অঙ্গ মাজিয়া করাব সিনান।" ১৩৩

"অন্ন ব্যঞ্জনে করাব ভোজন
খাওয়াব নবনী ওরে যাদুমণি
ক্ষীর মিষ্টান্ন যত লয় মন।" ১৩৪

"আজ তোর বাছা জন্ম নক্ষত্র ;
পবিত্র অন্তরে ব্রাহ্মণ নিকরে
বিতর ধেনু সুন্দর অজস্র।" ১৩৫

"আয় বাছা রাম রোহিণী-প্রাণ,
আয়রে আনন্দে লইয়া গোবিন্দে
ব্রাহ্মণ-বৃন্দে কর ধেনু দান।" ১৩৬

"সহে কি প্রাণে হেরি নন্দনের
বদন-নলিন কাতর মলিন
জননী-হৃদি-জলধি-চাঁদের !" ১৩৭

কহি জননী রামকৃষ্ণ করে
ধরিয়া ত্বরিতে আনিলা গৃহেতে
সাধিলা মাঙ্গল্য উল্লাস ভরে। ১৩৮

ঘটে উৎপাত দিনে দিনে বনে ;
বৃদ্ধ গোপ যত অন্তরে চিন্তিত
সমবেত সবে ব্রজ ভবনে। ১৩৯

উপনন্দ শ্রীনন্দ উপকারী
জ্ঞানী-অগ্রগণ্য গোপগণ মান্য
কহিলা শ্রীনন্দে বচন ধীরি। ১৪০

"চাও যদি সবে গোকুলহিত,
ছাড় এই বন, চল বৃন্দাবন,
চারু পবিত্র অতীব ললিত।" ১৪১

শুনি গোপবৃন্দ আনন্দমনে
শকট সংযুজি ভরি ধন রাজী
শুভযাত্রা কৈ'ল সে বৃন্দাবনে। ১৪২

গোপ-সুন্দরী ব্রজ-বধূ কুল
স্যন্দন উপরে প্রহৃষ্ট অন্তরে
কৃষ্ণলীলা গীত গাহে আকুল ! ১৪৩

যায় আসে আগে গোধন রাশি,
অস্ত্র করে করি, বাজাইয়া ভেরী,
চলে সারি সারি গোপ সাহসী। ১৪৪

যশোদা রোহিণী আসীনা রথে
রাম কৃষ্ণ পাশে অবিরত হাসে
যথা পদ্মকলি পদ্মিনী সাথে। ১৪৫

পশে ব্রজবাসী শ্রীবৃন্দাবনে,
নিত্য শোভাময় আনন্দ নিলয়
নিত্য বসন্ত বিরাজে যেখানে। ১৪৬

রোহিণী যশোদা নন্দন যুগ
হেরি বৃন্দাবন যমুনা পুলিন
প্রমোদ-রসে হলো ডগমগ। ১৪৭

বর্দ্ধিত বয়সে হরসে দোঁহে
লিপ্ত গোচারণে বৃন্দার কাননে,
কেলি-নিরত সতত উৎসাহে। ১৪৮

গোচারণ

গোপালবালক মণ্ডলে মিলি
ফিরে বনে বনে ধেনুর চারণে
বাজায় সুবেণু সুস্বর তুলি। ১৪৯

শ্রীকরে কঙ্কণ অধরে বেণু
শ্রীপদে নূপুর   কটিতে ঘুঙ্গুর
বাজে সুমধুর সাজায়ে তনু। ১৫০

চূড়ে বামধনু, হাসিতে শশী,
বরণে নীরদ   পদে কোকনদ
পরিধানে কাঁচা কাঞ্চন রাশি! ১৫১

বেণু তানে অলি কোকিল বাজি'
বদনে অমৃত   অজস্র নিঃসৃত,
ওকরে অধরে প্রবাল রাশি। ১৫২

কপালে তিলক নক্ষত্র শোভা।
নলিন গঞ্জন   নয়নে অঞ্জন,
তিমির-ভঞ্জন তনুর বিভা! ১৫৩

রূপের তরঙ্গে কমলা খেলে
লইয়া কমল   তরুণাভ দল
দন্তমুকুতায় কৌমুদী ঝলে। ১৫৪

এ হেন কৃষ্ণ মদন মোহন,
নিত্য রাখে গাভী   বৃন্দাবন শোভি;
কত খেলা খেলে রাখালগণ! ১৫৫

শ্রীদাম সুবল শ্রীমধু মঙ্গল
কভু কাঁধে করে   কভু কাঁধে চড়ে
সখা রসে ভাসি অতুল অমল! ১৫৬

কভু ছায়াতলে শীতলে কায়
কভু রবিতাপে   কোমলাঙ্গ তাপে
তৃষা কাতর সরোবরে যায়! ১৫৭

কভু ফল পাড়ি বিলায়ে খায়
কভু বৎসবৎ   "হম্বা" রব-রত
কভু করতালে নাচিয়া গায়। ১৫৮

বৎসবধ

এ হেন কালে বধিতে তাদেরে
বৎস রূপ ধরি   দৈত্য রূপ ধরি
গাভী বৎসদলে প্রবেশ করে। ১৫৯

হেরি হরি তায় দেখা'লা রামে,
"জানিনা" এভাবে   সুমন্দ গমনে
দুপদে ধরি তু'লে শূন্যধামে। ১৬০

ঘুরাই দৈত্য শূন্যে চক্রাবর্ত্তে
কপিত্থ বৃক্ষেতে   নিক্ষেপি চকিতে
বধিলা মুরলীধর মুহূর্ত্তে। ১৬১

দৈত্য অঙ্গ ভরে কপিত্থ চয়
ভাঙ্গে মরমরে   বিস্মিত অন্তরে
সুর হেরে সবে প্রশংসা কয়। ১৬২

বকবধ

একদা বনে গোপাল সকল
পিয়ায় গোপালে   জলাশয় জলে
বকমূর্ত্তি হেরে বৃহৎ অচল; ১৬৩

চকিতে বক গ্রাসে বংশীধরে,
গোপ বালকেরা   হলো সংজ্ঞা হারা
নেহালি বিপন্ন বিপদ্-হরে। ১৬৪

অতুল কীর্ত্তি ভগবান হরি
দিয়ে উগ্রজ্বালা   পু'ড়ে বক গলা,
যাতনায় বক ফেলে উগারি। ১৬৫

পুন সেই দৈত্য তুণ্ড প্রহারে
বধিতে গোপালে   ধায় ভীম বলে,
তুণ্ডযুগে কৃষ্ণ সবলে ধরে। ১৬৬

তৃণবৎ (শরপত্রবৎ) হরি করিলা বিদার,
বকের পতনে আনন্দিত মনে
অমর বরষে কুসুমধার। ১৬৭

রাখাল মণ্ডলে বিস্ময় ভারী।
রাখালে রাখালে আনন্দ উছলে
আলিঙ্গন দেয় ধরিয়া হরি। ১৬৮

ব্রজধামে ফিরি রাখালগণ
ঘরে ঘরে কয়, গোপ গোপী চয়
উল্লাসে কৃষ্ণে করে দরশন। ১৬৯

কৃষ্ণ গুণ গাথা বদন ভরি
গোপ গোপাঙ্গনা ভুলিয়া বেদনা
গাহে অহর্নিশ হরষে স্মরি। ১৭০

একদা মুকুন্দ ব্রজেন্দ্র সুত
কমলজ আঁখি বনভোজ লাগি
ঊষা সমাগমে উঠে ত্বরিত। ১৭১

জাগায়ে ব্রজের বালক-ব্রজ,
শিঙ্গা বাজাইয়া সঙ্গে বৎস ল'য়া
সানন্দ অন্তরে ত্যজিল ব্রজ। ১৭২

সহস্র সহস্র বৎস সংহতি
করে শিঙ্গাবেণু অগ্রসরি যায়
সহস্র শিশু চলে দ্রুত গতি। ১৭৩

কৃষ্ণ ধেনু যূথে মিলায়ে ধেনু
রাখাল সকলে বাল্য কেলি ছলে
করিছে বিহার বাজায়ে বেণু। ১৭৪

মণি কাঞ্চন মুকুতা ভূষণে
অলঙ্কৃত বপু বনফুল তবু
তুলি পরে যত গোপ-নন্দনে। ১৭৫

ভৃঙ্গ সনে রঙ্গ করিছে কেহ,
ঝঙ্কার মধুর গুণ্ গুণ্ স্বর
অধরে তুলি পুলকিত দেহ। ১৭৬

প্রতিবিম্ব হেরি সলিল তলে
উপহাস করে আনন্দের ভরে
অঙ্গ ভঙ্গিমা করি কুতূহলে। ১৭৭

প্রতিধ্বনি শুনি বালক কোন
করিছে আক্রোশ অন্তরে সন্তোষ
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ করিছে মৌন। ১৭৮

ভাবভোর যত গোপতনয়
স্বপ্ন-নিমগন করে গোচারণ
নন্দ সূনু সনে লভি অভয়। ১৭৯

জিতাত্ম যোগী জনমে জনমে
কায় ক্লেশে ঠেলি যার পদধূলি
না লভি নীরবে জ্বলে মরমে। ১৮০

হেন ভগবান্ যাদের সহ
নিত্য কোলাকোলি নানা রঙ্গ কেলি
করেন রঙ্গে সুখে অহরহ। ১৮১

তাদের সমান ভাগ্যবান্ কে
জনম সুকৃত নির্মল চরিত
ভকত অগ্রণী আছে ত্রিলোকে? ১৮২

অঘবধ

ব্রজের রাখাল এহেন মতে
করেন বিহার অটবীর পার
অঘাসুর তথা আসে চকিতে। ১৮৩

হেরি ব্রজ বাল-কমল দলে
বকের কনিষ্ঠ অতি দুষ্ট রুষ্ট
দলিবারে বাঞ্ছা করিল বলে। ১৮৪

প্রতিহিংসা বহ্নি "হুহু" শব্দে
জ্বলিল অন্তরে প্রাণে নাহি ধরে
বাড়ব অনল যে মতি হৃদে। ১৮৫

অজগর হ'য়ে শুয়িল পথি,
বদন বিস্তারি গুহার আকারী
ওষ্ঠে ছুই মেঘ, অধরে ক্ষিতি। ১৮৬

বদন গহ্বর তিমির ভরা
দন্তরাজি তুঙ্গ মহাধর শৃঙ্গ
নয়ন বরষে অগিনি ধারা। ১৮৭

ব্রজবাল সবে বুঝিয়া তথ্য
বকারির পানে নির্ভরি নয়ানে
প্রবেশিল মুখে বদন গর্ত্ত। ১৮৮

না গিলে তাদেরে সে ভীম সর্প
কৃষ্ণের প্রতীক্ষে রহে এক লক্ষ্যে,
নয়ন বিস্ফারি করিছে দর্প। ১৮৯

নিখিল জীবের অভয় পদ
রাখাল রঞ্জন বক নিসূদন
হেরি বিপন্ন নিজ সখাবৃন্দ ১৯০

চিন্তিলা অন্তরে কেমনে দৈত্য
সকালে মরিবে রাখাল বাঁচিবে
হাসিবে সে ব্রজ বিহার-মত্ত। ১৯১

অশেষ দর্শী ভগবান হরি
বুঝিয়া উপায় যথা ক্ষুদ্র ছায়
পশিলা অঘ-তিমির ভিতরি। ১৯২

হাহাকার ছুটে অমরা ভরা
অঘের কুটুম্বে রাক্ষস কদম্বে
কংস বংশ মাঝে আনন্দ ধারা! ১৯৩

রাখালের প্রাণ কণ্ঠ ভিতরি
বিবর্দ্ধিত তনু হলা ব্রজ কানু
রুদ্ধ কণ্ঠে অঘ বৈকুণ্ঠচারী! ১৯৪

বৎস বয়স্য বিগত জীবন,
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিতে অমৃত দৃষ্টিতে
জীবিত নির্গত সবকী সূদন। ১৯৫

বৃন্দারকবৃন্দ বরষে ফুল
নাচে অপ্সরী গায় বিদ্যাধরী
স্তুতি ভকতি করে বিপ্রকুল। ১৯৬

একদা সবৎস বৎসহা হরি
গোপবাল সনে সরসী পুলিনে
করিলা গতি গোকুল বিহারী। ১৯৭

যশোদার হৃদি আনন্দ-শশী
শশি মুখে হাসি ঢালি সুধারাশি
কহে সখাগণে ব্রজ বিলাসী। ১৯৮

"শুন সখাগণ, সমান-প্রাণ,
সবে ক্ষুধাতুর ভাবিব প্রচুর
তৃণ-তৃপ্ত ধেনু করুক পান।" ১৯৯

শ্যাম অনুগত বালকগণ
শ্যাম মনোরমে ছায়াময় ভূমে
বাঁধি বৎসদলে করে ভোজন। ২০০

ফুল্ল নয়ন বল্লভ নন্দন
শতদলনিভ রুচির সুপ্রভ
কৃষ্ণ-করণিকা বেষ্টি শোভন। ২০১

ফলফুল দল, পল্লব, পত্র,
ধবল উপল পাদব-বল্কল
হলো বাল্যবন ভোজন পাত্র। ২০২

হাসিয়ে হাসায়ে উল্লাস ভরে
নানা রস রঙ্গে রসময় সঙ্গে
গোপসুত সভ্য ভোজন করে। ২০৩

স্বরগে অমর মরতে মর
নব কৌতুহলে পুণ্য আঁখি ঢে'লে
নিরখে সুখে ফুল্ল অন্তর। ২০৪

এ অবসরে ধেনু বৎসগণ
পুষ্পদল লুব্ধ বন্ধনে; প্রক্ষুব্ধ
ছুটিয়া দূরে করে পলায়ন। ২০৫

ভীতি বিষমনা বালকগণ
ধেনুর তালাসে কানুর সন্তাষে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করিলা গমন। ২০৬

মায়াবালরূপী অদ্ভুত কর্ম্মা
যোগিজনানন্দ দেববৃন্দবন্দ্য
কৃষ্ণের আরো হেরিতে মহিমা। ২০৭

ব্রহ্মার চুরি

কমল-যোনি সবৎস রাখালে—
সত্ত গোপসুতে— হরিলা ত্বরিতে
অদৃশ্য হইলা রাখি বিরলে। ২০৮

গিরী, দরী, গুহা, কুঞ্জ কানন
নমি অন্বেষণে আইলা পুলিনে
না হেরি শ্রীহরি গোবৎসগণ। ২০৯

না হেরি পুন তথায় রাখাল
ঋষীন্দ্র যোগেশ যোগে হৃষীকেশ
ব্রহ্মার এ কার্য্য জানিলা ভাল। ২১০

তুষিতে গোপাল-জননীগণ
তুষিতে ব্রহ্মারে মায়ার আসারে
হইলা নিজে গোপাল গোধন ; ২১১

সেই রাখালের সেই মূরতি
সেই সে বসন সে-রূপ ভূষণ
সেই সেই বৎস তার সংহতি। ২১২

অবিকল সেই হলো পূর্ব্ববৎ।—
বিশ্বের নিয়ন্তা সর্ব্বভূত আত্মা
দেখা'লা কৃষ্ণ ব্রহ্মময় জগৎ ! ২১৩

সর্ব্বাত্মা শ্রীহরি পশিলা ব্রজে,
স্বয়ং গোপাল স্বয়ং গোপাল
গোষ্ঠেয়, মাতার অঙ্কেতে রাজে।— ২১৪

প্রতি গোধূলিতে গোকুল শশী
উদে বৃন্দাবনে প্রতিবিম্ব সনে
উথলে জননী জলধি রাশি ! ২১৫

গাভী গোপীগণে বাৎসল্য ভাব
গোকুল সুন্দরে দিনে দিনে বাড়ে—
ব্রজের ভাগ্যে অতুল বিভব ! ২১৬

ছদিন ন্যুন বরষ এ ভাবে
হইল অতীত সরাম অচ্যুত
পশিলা বনে লয়ে বৎস সবে। ২১৭

গোবর্দ্ধন গিরি শিখর-দেশে
যত গাভীগণ করিত ভ্রমণ
স্ববৎসে নিরখি ব্রজের পাশে। ২১৮

সুতস্নেহ বশে ছুটিল দ্রুত,
ঊর্দ্ধে তুলি পুচ্ছ গোপে করি তুচ্ছ,
পথে পথে ঢালি দুধের স্রোত। ২১৯

নিজ বৎস পাশে আসিয়া মাতা
সুতনু লেহিয়া উধঃ দুগ্ধ দিয়া
স্নেহে সন্তানে তোষে হরষিতা। ২২০

ছিল যারা সে গাভীর রাখাল,
পাছে পাছে ধেয়ে অতি ক্লান্ত হয়ে
আসি নিরখে নিজ সুত দল। ২২১

নিজ নন্দনের নিরখি মুখ
প্রেম রস ভরে চুম্বিয়া অধরে
না ধরে অন্তরে অপার সুখ। ২২২

ক্লান্তি ক্রোধ আদি লঘুতৃণবৎ
প্রেমের উদাসে গেল ভে'সে ভে'সে
সুখ দুঃখ ভবে সকলি চলৎ ! ২২৩

টানি তনয়ে বাহুর ভিতর
ঘন অলিঙ্গনে অক্রূর মিলনে
বক্ষ ভাঙ্গিয়া মাখিলা অন্তর। ২২৪

হেরি ব্রজবাসী চিত্ত-বিকার,—
স্নেহ বাড়ে সুতে কমে নন্দ-সুতে
স্মরি অন্তরেতে ভাবে হলধর। ২২৫

"দৈবী কি মানবী আসুরী মায়া!—
কৃষ্ণে নাহি ভজে আত্মজেতে মজে,
কায়া লভি হায়, কে চায় ছায়া!" ২২৬

"কৃষ্ণের এ মায়া বুঝিনু সার,
মোহিছে আমারে কি কব অপরে!"
জ্ঞান যোগনেত্রে ভাবে আবার। ২২৭

দেখিলা রাম জ্ঞানময় চোখে—
কৃষ্ণ বৎসরাজী, গোপ শিশু সাজি
করিছে লীলা ব্রজে মনো সুখে। ২২৮

জিজ্ঞাসিলা হলী যশোদা সুতে,
শুন শুন ভাই ব্রজের কানাই,
ঠাঁই ঠাঁই জীব তুমিই তাতে! ২২৯

"জানি ঋষি অংশে বৎসের দল,
দেববংশোদ্ভূত ব্রজবাল যত:
নিরখি আজি তুমিই সকল।" ২৩০

হাসিয়া মাধব কহিলা সব;
শ্রীযদু নন্দন শুনিয়া তখন
আনন্দ ভরে হইলা নীরব। ২৩১

বরষ পূর্ণে ক্রটীকালে গণি,
দেখে পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণে লীলারত
ব্রজ বিপিনে আসি অজযোনি। ২৩২

"একি হেরি আজি!"—ভাবিলা মনে
ব্রজ বৎস পাল, আর বৎস পাল
সকলি আছে মায়ার শয়নে।" ২৩৩

"তবে কেন হেথা হেরি তাদেরে,"—
ভাবি ব্রহ্মা ধীর হইলা অস্থির
মোহিত স্বয়ং কৃষ্ণে মোহিবারে। ২৩৪

ভানু দ্যুতিতে যেমতি খদ্যোত,
হয়ে হীনপ্রভ রহে সে নীরব,
বিরিঞ্চির মায়া তেমতি হত। ২৩৫

এ হেন কালে দেখিলা সহসা
বৎস, বৎসপাল বেণু যষ্টি জাল
জলদ বরণ ভরিয়া আশা। ২৩৬

পরিধানে পীত বসন চারু,
চারু চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র রাজে
শোভে পদ্ম গদা সুন্দর গুরু। ২৩৭

সবারি শিরে শোভিছে কিরীট
করণে কুণ্ডল কণ্ঠে বনমাল
বাহুতে শোভে অঙ্গদের ভিট্। ২৩৮

করে রত্নময় কঙ্কণ শোভে,
চরণে নূপুর "রুণু রুণু" সুর!—
উদ্ভাসিত দিক্ তনুর প্রভে! ২৩৯

কোমল নবীন তুলসী দল
সর্ব্ব অঙ্গ ব্যাপী মনোহর শোভী
অর্চে ছিল যা ভকত সকল। ২৪০

আব্রহ্মস্তম্ব যত চরাচর
হয়ে মূর্ত্তিমান্ পূজার বিধান
নৃত্য সঙ্গীতে সাধিছে সুন্দর। ২৪১

যে ব্রহ্ম দ্যুতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত
ব্রহ্মা হেন মতে তন্ময় জগতে
নিরখি পড়িলা মুগধ চিত। ২৪২

পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অজন্ম হরি
জানি মায়া খুসা ভাঙ্গিলা সহসা,
বিরিঞ্চি বিস্মিত পূর্ব্ববৎ হেরি!— ২৪৩

হেরিলা জগৎ আপনা সহ,
সপল্লব ফুল পাদপ সঙ্কুল
সেই বৃন্দাবন, ভাঙ্গিলে মোহ ! ২৪৪

নিদ্রা সহ স্বপ্ন ঘুচিল যেই,
ঘন ব্রহ্ম শুধু গোপবাল-বিধু
নিরখিলা ব্রহ্মা নয়নে তেই। ২৪৫

ভোজ্য গ্রাস করে -মে পূর্ব্ববৎ
সখা অন্বেষণে, বৎসের সন্ধানে,
নিরখি ব্রহ্মা হইলা প্রণত। ২৪৬

শ্রীহরি মহিমা অন্তরে স্মরি
হয়ে কৃতাঞ্জলি প্রেম অশ্রু ঢালি
করিলা স্তুতি চারি মুখ ভরি ! ২৪৭

এ জনমে কি জনম অন্তরে
হযে তব জন, ও রাঙ্গা চরণ,
সেবি যেন, প্রভো ! ভকতি ভরে,—
এ ভাগ্য নাথ দিও হে আমারে ! ২৪৮

অহো, ব্রজের গাভী গোপীকুল,
ধন্য ধন্য তারা তব প্রেম ভরা !
স্তন্য পিয়ায়ে আনন্দ আকুল !
প্রেম দিয়া হে, ভাসা'লা গোকুল ! ২৪৯

ধন্য শ্রীনন্দ ব্রজেন্দ্র যিনি,
ধন্যা যশোমতী অসামান্যা সতী
মান্য করে যারে পিতা মা গণি
কৃষ্ণ প্রেমময় ব্রহ্ম অযোনি। ২৫০

সকল সে যে জনমে গোকুলে,
ব্রজবাসি পদ— রজঃ-সুসম্পদ
অবশ্য ঘটে তাহার কপালে,
ধন্য সেই জন জীব মণ্ডলে ! ২৫১

কেন ধন্য তার বিভিন্ন হেতু :—
কৃষ্ণপদ-কালি খুজি বেদ-অলি
না পায় সে পদ সংসার সেতু,—
যোগীর ও দুর্লভ বিশ্বকেতু। ২৫২

করি হেন স্তুতি প্রণমি পদে
নিজে ধন্য মানি ব্রহ্মা অজ যোনি
ভাসিয়া পবিত্র আনন্দ মদে
উপনীত হ'লা সুখে স্বপদে। ২৫৩

লীলামৃত ময় দয়ালু হরি
যমুনা পুলিনে আনে বৎসগণে
সখা সংহতি পুলিন বিহারী
পূর্ব্ববৎ খেলে আনন্দে ভারি। ২৫৪

বযে ক্ষণার্দ্ধ গণি সখাগণ
ক্ষুধায় কাতর করে ধড়-ফড়,
খাওয়া'ন শ্রীহরি ফুল্ল-মন,
ব্রজধামে সবে করে গমন। ২৫৫

ঘরে ঘরে সে ব্রজ-বাল-দল
কহে সমস্বরে "অজ অঘাসুরে
বধেছে বনে কৃষ্ণ মহাবল ;
তাই সে ভাগ্যে বে'চেছি সকল।" ২৫৬

এই ভাবে লীলা-মধুর আকর
করি নানা লীলা কৌমার কাটিলা
ব্রজ-সরসী-পদ্ম চারুতর। ২৫৭

রাম কৃষ্ণ দুই ষষ্ঠ বরষে
সর্ব্ব বালা প্রিয় চরিত্র অমিয়
খেলে বৃন্দাবনে বিবিধ রসে। ২৫৮

ক্রীড়া অভিলাষী একদা হরি
বাজাইয়া বাঁশী স্বরে সুধারাশি
পশিলা সরাম বন ভিতরি। ২৫৯

আগে আগে ধায় পশুর পাল,
গায় শিশু যত কৃষ্ণগুণ গীত
নাচিয়া চলে যথা উর্ম্মিজাল। ২৬০

দেখিলা মুকুন্দ সুন্দর বন !—
ভৃঙ্গ বিহঙ্গম মৃগ মনোরম
গাহিছে নাচিছে প্রফুল্ল মন, ২৬১

মহত-মানসী-সদৃশ সরঃ
অচ্ছ নিরমল, বিকচ কমল
ভূষণ সম রাজে অরূপর, ২৬২

শীতল সমীর শীকর কণ
পদ্মগন্ধ সনে সুমৃদু গমনে,
মাখিয়া মাগিয়া করে বহন। ২৬৩

নেহারি হরির বিহারে মতি,
বনস্পতি যত ফল ফুল নত
গোবিন্দের পদে করিছে নতি। ২৬৪

ভণিলা রামেরে আনন্দে শ্যাম
"লভি বৃক্ষ জন্ম বৃক্ষবাসী কণ্ম
নাশিছে সপুষ্পে পূজিয়া রাম।" ২৬৫

"ভ্রমর গাহিছে তোমারি যশঃ,
সমাগত হেরি ময়ূর ময়ূরী
তাণ্ডব করিছে আনন্দ বশ।" ২৬৬

"গোপী-প্রতিমা হরিণীগণ
অপাঙ্গে নিরখে তব মুখ সুখে,
পিকবধূ তোষে তোমারি মন।" ২৬৭

"তৃণ-তরু-গুল্ম ব্রততী রাশি
আজি হ'লা ধন্য কৃত অর্থস্মণ্য
দুর্ল্ল'ভ তব দুপদ পরশি।" ২৬৮

"নদ-নগ-খগ-মৃগ-নিকর
লভি তব দৃষ্টি করুণার বৃষ্টি
দৃষ্টিশালী অতি হে বহুধর।" ২৬৯

ভণিয়া এতেক রামের প্রতি
অমানী মানদ যশোদা সম্পদ
বিহারে প্রমত্ত হ'লা শ্রীপতি। ২৭০

চকোর, পিক, বক, চক্রবাক
ময়ূর মিথুন ডাকে উচ্চ স্বন
অনুকরি কৃষ্ণ ছাড়েন ডাক। ২৭১

কভু মল্লযুদ্ধে বল্লব সুত
শোয় ক্লান্ত তা রাখি শির কানু
সখিজন কোলে ভূতল নত। ২৭২

ভাগ্যবান্ কোন গোপনন্দন
প্রফুল্ল আননে পাদ সম্বাহনে
—মারাঙ্গুলে সেবে ভগবান! ২৭৩

ব্যজনে বীজন করিয়া কেহ
শীতলি সুতনু বিনিন্দিত ভানু
করিলা শীতল নিজের দেহ। ২৭৪

কমলা সেবিত পদ পল্লব !—
হরি হ'লা গোপ আবরি স্বরূপ
সামান্য সাজিয়া শোভে মাধব! ২৭৫

তাই সে কহে শ্রীদাম সুবল
আর স্তোক কৃষ্ণ— শুন সখা কৃষ্ণ,
অই তালবনে সকলে চল। ২৭৬

ধেনুক বধ

"তালের সৌরভে প্রলুব্ধ মোরা,
কিন্তু এক কথা প্রাণে লাগে ব্যথা,—
ধেনুক-করে হব প্রাণ হারা।" ২৭৭

ক্রুর সে অসুর বান্ধব ল'য়ে
রাখে সেই বন, দেখে যদি জন
অমনি পাঠায় শমনালয়ে।

সদয় মোদের পূরাও আশ,
মধুহা মাধব ; হইয়া গর্দ্দভ
সতত অসুর করিছে বাস। ২৭৯

স্মিতমুখে সুখে যদুনন্দন
শুনিয়া সে ভাষ অন্তরে উল্লাস
স্বজন সঙ্গে কবিলা গমন। ২৮০

সবলে রাম লাগিলা পাড়িতে,
অসুর শবদে আসি দ্রুতপদে
প্রহারিল ঘা রামেব বুকেতে। ২৮১

দু'পদে ধরি রোহিণী-নন্দন
ফেলি তাল বৃক্ষে বধিলা কটাক্ষে
অঙ্গ চাপনে ভাঙ্গে তালবন। ২৮২

গর্দ্দভ রূপী আসে জ্ঞাতিগণ,
এক এক করি তাল বৃক্ষে মারি
বধে বামকৃষ্ণ প্রফুল্লমন। ২৮৩

ঢালে দেবদল উল্লাসে সুখে
কুসুম সুরভি, বাজায়ে দুন্দুভি
বামকৃষ্ণ-জয় গাহিল মুখে। ২৮৪

তদবধি সবে নির্ভয়-চিতে
খায় স্বাদু তাল মধুর রসাল
কৃষ্ণ-গুণ-গাথা-রসের সাথে। ২৮৫

যায় ব্রজধামে দুনন্দসুত
সচল-কমল কলিকা-যুগল
গোপ অলিদল-গুঞ্জর-স্তুত। ২৮৬

রামকৃষ্ণ-মা যশোদা রোহিণী
অপত্য-বাৎসল্যে সুতে করি কোলে
চুম্বন ভোজনে তোষে তখনি। ২৮৭

কালীয় দমন

বালদল সনে একদা হরি
বৎস নিয়ে চলে কালিন্দীর কূলে ;
কালিন্দীর ছিল বিষাক্ত বারি। ২৮৮

নিদাঘ তপ্ত গোপ-বৎস দল
দৈব নিবন্ধন ভূমে অচেতন
পান করি সেই বিষাক্ত জল। ২৮৯

দৃষ্টি অমৃতে বৃষ্টি করি শ্যাম
বাঁচা'লা সবারে, পতিত উদ্ধারে
ভক্তি ভরে হেরে সবে অকাম। ২৯০

কালসর্পবিষে কালিন্দীনীর
হয়েছে দূষিত ভাবিলা অচ্যুত
যোগেশ্বর হরি হইয়া ধীর। ২৯১

কালিন্দীর মাঝে বৃহৎ হ্রদ
কালিয় বসতি বিষতপ্ত অতি
শূন্যে সলিলে মরে প্রাণী যত। ২৯২

দুষ্ট দমনে অবতীর্ণ হরি
কালিয় দমন কবিয়া মনন
উঠিলা ত্বরিতে কদম্ব, পরি। ২৯৩

বাঁধিয়া কাঞ্চী লম্ফে ঝম্প দিয়া
পড়ে হ্রদ তোয়ে, নাগগণ ভয়ে
বিকম্পিত অতি ব্যাকুল হ'য়া। ২৯৪

ব্যাকুলিত আশীবিষের বিষে
স্ফীত জলরাশি, বিষ ভাসি ভাসি
ছাইল সুদূর, তরঙ্গ বশে। ২৯৫

গজরাজ সম বিক্রমশালী·
দ্বিজরাজ সম অভিরাম শ্যাম
আরম্ভিলা সুখে সলিল কেলি। ২৯৬

দ্বিভুজদণ্ডে বিঘূর্ণিত বারি
নেহারি সে নাগ, অন্তরেতে রাগ,
আইলা ধেয়ে যেথা মধুহারী। ২৯৭

শ্রীবৎস লাঞ্ছিত সুতনু যার,
কটি পীতবাসে হিঁল্লোলিয়া হাসে
কণ্ঠে দুলে যার অমূল্য হার; ২৯৮

নবনী মৃণালে নিন্দিছে যার,
তনু কমনীয় অতি রমণীয়,
হাসি-দীপ্ত মুখ সতত যার। ২৯৯

সে জগদানন্দ নন্দনন্দনে
দংশি বক্ষে ফণী বংশ রক্ষা গণি
বাঁধিল আঁটি ভোগের বন্ধনে। ৩০০

কৃষ্ণাত্মক যত ব্রজের শিশু
নিরখি গোবিন্দ নীরব নিস্পন্দ
অচেতন ভুমে পড়িল আশু। ৩০১

ধেনুবৎসকুল আকুলপ্রাণে
গগন বিদারি আর্ত্তনাদ করি
অশ্রুবারিধারা মিশায় যমুনে। ৩০২

নানা উৎপাৎ জাগিল চৌভিতে
ব্রজে জনে জনে আত্মকেন্দ্র স্থানে
বিপদ শঙ্কা লাগিল ফুটিতে। ৩০৩

ব্রজবাসী সবে ভাবিয়া মনে—
"বিপদের তরী বিপন্ন শ্রীহরি"
বিপিনে ধায় কৃষ্ণ অন্বেষণে। ৩০৪

মধু-উদ্ভব ভগবান হলী
রোহিণী নন্দন হাসিয়া তখন
ভাবে ঢাকা দিলা গোকুলে ছলি। ৩০৫

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত পথে
উপনীত ধীরে যমুনার তীরে
ব্রজদুর্দশা পড়িল দৃষ্টিতে। ৩০৬

নেহারি হরি নাগ-অঙ্গ-ঘেরা,
গোপবালগণ ভুমে অচেতন
গোকুলবাসী হ'লা সংজ্ঞা হারা। ৩০৭

গোবিন্দে অর্পিত গোপিকা-মন;
শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রম হাস্য মনোরম
স্মরিয়া শূণ্য ভাবে ত্রিভুবন। ৩০৮

কাঁদে যশোদে হ্রদের তীরে,
আঁখি কৃষ্ণে লগ্ন, শোকে বুক ভগ্ন,
কৃষ্ণকথা শুধু স্বপন ঘোরে। ৩০৯

কৃষ্ণের প্রভাব না জানে তারা,
হ্রদের সলিলে ঝাঁপ দিতে চ'লে,
রাজার মানায় সংকল্পহারা। ৩১০

ব্রজবাসিদুঃখে থাকিতে নারি
কাঁদিয়া অন্তরে সচেতন ধীরে
উঠিলা দয়ার উদধি হরি। ৩১১

বাড়ালা শ্রীঅঙ্গ ভুজঙ্গে ব্যথি;
কোপে ফণা তুলি কৃষ্ণেরে নেহালি
গর্জ্জে নাগ ভীম শবদে অতি। ৩১২

নাসারন্ধ্রে রন্ধ্রে ছুটিল বিষ,
বিষাগ্নি নয়নে ছুটিল সঘনে
দ্বিশিখ রসনে ধ্বনিল "হিস্" ৩১৩

গরুড়ের প্রায় গোকুল চাঁদ
লাগিলা ভ্রমিতে ফণীর চৌভিতে
পলাইতে ফণী না পায় ফাঁদ! ৩১৪

ভুজঙ্গ ভ্রমি হইলা কাতর
আদি গুরু হরি শিরে শিরে চড়ি
লাগিলা নাচিতে ফুল্লঅন্তর। ৩১৫

অহীর যে শিরঃ ছিল উন্নত
শিরোমণি পরে কৃষ্ণ পদ ভ'রে
হায়রে ভাগ্য!— হলো অবনত! ৩১৬

গর্ব্বহারী হরি মুরলী ধর
মস্তকে মস্তকে নাচিলা কৌতুকে—
সর্প জন্ম হলো তোর ! ৩১৭

দুষ্ট ভাবে তুই পালি কৃষ্ণ-পদ
যোগী ধ্যান যোগে জ্ঞানী জ্ঞান যোগে
দেবেন্দ্র পূজি না পায় যে পদ ! ৩১৮

নূপুর রণিত রাতুল পদ,
মাখি মণি প্রভা ধরিল যে শোভা
সে শোভা ভক্তদুর্লভ সম্পদ ! ৩১৯

অমেয় অতুল সে প্রভা শোভা
শতেক শিখরে নব জল ধরে,
খেলিছে যেন ক্ষণপ্রভা-প্রভা ! ৩২০

গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি দেবগণ
আসি তথা সদ্য স্তবগীত বাদ্য
পুষ্প উপহারে করিল অর্চ্চন। ৩২১

ভুজঙ্গ মঙ্গল আকাঙ্খী হরি
চরণ দমনে শতেক বদনে
ছুটে রক্ত ধারা মিশায়ে বারি। ৩২২

বৃষ্টিধারা যেন শিখর-গায়
গিরি মাটি মাখি ক্ষণে থাকি থাকি
ধাবায় ধারায় অধঃতে ধায়। ৩২৩

অনন্তশায়ী রমাকান্ত প্রায়
কালিয়ের শিরে কৃষ্ণ কেলি করে
হেরি ত্রিজগৎ আনন্দে ভায়। ৩২৪

কাতর কালিয় ভকতি ভরে
স্মরি নারায়ণে কমলা রমণে
শরণ লইলা শরণ্য হরে। ৩২৫

জগদগুরু গুরুপদ ভরে
নিরখি পতির ভগ্ন তনু শির
পত্নীগণ শোকে ঝুরিলা হরে। ৩২৬

হরি পদ তলে পড়িয়া তারা
লাগিলা কান্দিতে পদ পাখালিতে
অশ্রুবারী দিয়া মুকুতাকারা। ৩২৭

পতির মুকতি মাগিলা সবে
দুষ্ট সেই পতি, তবু তারা সতী
পতির কল্যাণে পূজিলা ভবে। ৩২৮

নাগপত্নীগণ করিলা স্তুতি,
স্তব তুষ্ট হরি জগৎ কাণ্ডারী
ভিক্ষা দিলা তবে সতীর পতি। ৩২৯

কিঞ্চিৎ সুস্থ শাসিত সে সর্প
অবনত শীরে প্রণত কৃষ্ণেরে
স্তবিলা স্তবে ভীত বীতদর্প। ৩৩০

স্তুত অচ্যুত প্রসন্ন মনে
আদেশিলা সাপে "রমণকে দ্বীপে
করগে বসতি ত্যজি যমুনে" ৩৩১

সবান্ধবে থাক অম্বুধি জলে;
বিনতার পুত্র হবে তব মিত্র
মম পদচিহ্ন নিরখি ভালে।" ৩৩২

"তিলেক হেথা না কর বসতি;
কালিন্দীর তোয় হইবে অমিয়
গোদ্বিজ তৃষা লভিবে বিরতি।" ৩৩৩

আনন্দে গোবিন্দে প্রণমি ফণী;
করি প্রদক্ষিণ সস্ত্রীক সুদীন
করিলা গতি অতি ভাগ্য মানি। ৩৩৪

না পন্নিদত্ত ভূষণমালে
অলঙ্কৃত বপুঃ কৃষ্ণ মধুরিপু
নূপুরে ঝঙ্কারি উদিলা কূলে। ৩৩৫

শীতান্তে বসন্তে যেমতি তরু
ফুল কিসলয়ে হাসে ফুল্ল হয়ে
সরিৎ প্রবাহে যেমতি মরু। ৩৩৬

ব্রজোপবনে গোপব্রজ তরু
তেমতি পুষ্পিত জীবন-ফুল্লিত
গোবিন্দ-বসন্ত- আগমে চারু। ৩৩৭

গোপগণ দিলা মুকুন্দে কোল
প্রেমসিন্ধু দিয়া তরঙ্গ হইয়া
নাচিতে লাগিলা তুলিয়া রোল। ৩৩৮

যশোদার হৃদে আঁটে না সুখ!
পরাণ পুতুলে নিল কোলে তু'লে,
আনন্দ বেরলো ফাটিয়া বুক। ৩৩৯

আনন্দ-নীরধি কৃষ্ণ নিধিতে
দ্বিমুখে সে ধারা হলো আত্মহারা,
মাতৃ বাৎসল্য অমূল্য জগতে। ৩৪০

দাবাগ্নি মোক্ষণ

কালিন্দীর তীরে বঞ্চিলা নিশা
গোপ গোপী ধেনু সঙ্গে প্রাণ কানু
দাবাগ্নি জ্বলি ঘেরিল সহসা। ৩৪১

বহ্নি শবদে জাগে ব্রজবাসী
মুখে হাহাকার না হেরি নিস্তার
মুকুন্দে ডাকিলা বিপদে ভাসি। ৩৪২

অনন্ত শকতি ভকতি বশ
স্বজনের হিতে, ভকত তুষিতে,
কালানল ভখি লভিলা যশঃ। ৩৪৩

গোকুল শশী পশিলা ব্রজে—
গোকুল মণ্ডিত, গোপ-পরিবৃত—
সতত বসন্ত যথায় রাজে। ৩৪৪

বৃন্দাবনাকাশে গোবিন্দ-শশী
মায়া চন্দ্রিকায় মোহিয়া সবায়
বিহরিছে ঢালি অমৃত-হাসি। ৩৪৫

সমাগত হলো নিদাঘ ঋতু;
তথাপি বসন্ত নিয়ত ফুটন্ত
অসীমমহিম শ্রীবৎসকেতু। ৩৪৬

নির্ঝরি নীর ঝরে" ঝরঝর"
পাদপ সজীব পুষ্করে রাজীব,—
পদ্ম কোকনদ প্রফুল্লতর। ৩৪৭

শীতল সমীর শীকরবাহী
মাখি মকরন্দ গতি মন্দ মন্দ
শীতলিছে তনু সতত বহি। ৩৪৮

অগাধ সলিল সরিৎ-তরঙ্গ
অনিলে আলিঙ্গি ধরি নানা ভঙ্গী
নাচিয়া চুমিছে পুলিন অঙ্গ। ৩৪৯

সৈকতশোভিত শ্রীবৃন্দাবন
নিদাঘ-সরস. না হলো নীরস
কানু-গুণে স্নিগ্ধ ভানু-কিরণ। ৩৫০

সুরম্য কানন কুসুমে ভরা'
ভ্রমরের গীত অতীব ললিত
পিকবধূ ঢালে মধুর ধারা। ৩৫১

নাচিয়া হরিণী উল্লাসে ভায়
সারস সারসী ডাকিছে সরসি,
শিখি-কেকারব চৌদিক ছায়। ৩৫২

একদা গোগোপ সংহতি কানু
এ হেন বিপিনে প্রফুল্লিত মনে।
পশিলা সরাম বাজায়ে বেণু। ৩৫৩

বিবিধ বিহারে প্রমত্ত হ'লা;
নানা রঙ্গ কেলি আনন্দেতে ঢলি,
রাখাল রাজা শ্রীহরি সাজিলা। ৩৫৪

প্রলম্ব বধ

হরিবারে ছলে গোবিন্দ রাম
এ হেন সময়ে গোপরূপ হয়ে
উদিলা অসুর প্রলম্ব নাম। ৩৫৫

বুঝিয়া শ্রীমতি বধিতে তায়
হাসিয়া অন্তরে সখ্যভাব ধরে
দুদল বাঁধিয়া খেলিতে চায়। ৩৫৬

দুপক্ষ-নেতা দু-যদুনন্দন;
যে পক্ষ জিনিবে পিঠে সে চড়িবে,
বিপক্ষ বহিবে, রহিল পণ। ৩৫৭

কুঞ্জ-মণ্ডিত ভাণ্ডীরক বনে
সবে কেলিরত হ'লা উপনীত
প্রলম্ব ছিলা ভগবান্ সনে। ৩৫৮

হারি শ্রীহরি বহিলা শ্রীদামে,
সখ্যে ভগবান্ ভক্তে দিলা মান'
প্রলম্ব চলিলা বহিয়া রামে। ৩৫৯

অচ্যুত-ভীত দুষ্ট সে অসুর
আনি নিরজনে রোহিণী নন্দনে
নিজ ভীম-মূর্ত্তি ধরিলা ক্রূর। ৩৬০

হেরি বলরাম পাইলা ভয়,
কিন্তু শৌর্য্য ভরে আত্মরক্ষা তরে
মুষ্টি ঘায় তারে করিলা ক্ষয়। ৩৬১

অসুর ধ্বংসে গোপবংশ্য যত
যদু-অবতংসে রামের প্রশংসে;
কংসের মরমে ভয়ের স্রোত। ৩৬২

একদা গোকুল রাখাল দল
বনে কেলিরত ধেনু স্বেচ্ছামত
তৃণ-লোভে পশে গহ্বর স্থল। ৩৬৩

ভীম দাবানল পর্শি ছিত
আইল চকিতে তাদের গ্রাসিতে
আশু ধায় পশু রক্ষিতে জীব। ৩৬৪

এ দিকে যত গোপের পুত্র
অনুতপ্ত চিতে গেলা অন্বেষিতে
গো যাদের উপজীবিকা মাত্র। ৩৬৫

রোরুদ্যমান যত ধেনুগণে
আসি শুভক্ষণে মগ্ন ঘন বনে
হেরিলা ঘুরিতে উদ্বিগ্ন মনে। ৩৬৬

ডাকিলা তাদের নাম ধরি হরি;
নিজ নাম শুনি— শ্রীমুখের বাণী,
প্রতিনাদ ক'লা সোহাগে ভরি। ৩৬৭

উদিত কুলগ্নে দাবাগ্নি পুন
"হুও" রবেতে ঘেরিল চৌভিতে;
আর্ত্তনাদ ছাড়ে গোগোপগণ। ৩৬৮

বিপ্ন গোপকুল আকুল প্রাণে
ডাকে ঘনে ঘনে শ্রীযদুনন্দনে—
"বিপদে কৃষ্ণ রাখ গোপগণে।" ৩৬৯

শুনি সে বাণী ব্রজের বল্লভ
কহিলা তাদেরে আঁখি বুজিবারে
বুজিলা নয়ন যতেক বল্লব। ৩৭০

ভখিলা বহ্নি নিজে নন্দসুত,
লুকা'ল ভীষণ দাব-হুতাশন
নবনীদে যে মতি তড়িত। ৩৭১

ব্রজ গোপ-বৃন্দ খুলি নয়ন
হেরে নিজগণে উল্লাসিত মনে
আনীত পুন ভাণ্ডীরক বন। ৩৭২

যোগবল মুগ্ধ গোপ-আত্মজ
বিস্মিত-সস্মিত কৃষ্ণ-অনুগত
সন্ধ্যা হেরি সবে পশিলা ব্রজ। ৩৭৩

গোপীর যে প্রাণে গোবিন্দ বিনে
লাগিত মুহূর্ত্ত যেন যুগশত
কৃষ্ণ হেরি সুখ ফুটে সে প্রাণে! ৩৭৪

কৈশোর লীলা

কৈশোরে কৃষ্ণ ক'লা পদার্পন,
সুচারু হসন্ত— রূপের বসন্ত—
ফুটন্ত পদ্ম সুনীল বরণ! ৩৭৫

সখী-সঙ্গিনী পরা-প্রকৃতিবে
করি সমাশ্রয় গোপাঙ্গনা চয
কৃষ্ণ জয় গায় অন্তর ভরে। ৩৭৬

সুধারসময় গোকুল শশী
পুণ্য ব্রজাকাশে পূর্ণপ্রায় হাসে
গোপী কুমুদের মুচ্‌কি হাসি। ৩৭৭

গোচারণ ছলে সে ব্রজশশী
লুকায় জলদে ফেলিয়া বিপদে
গোপিকা কুমুদে গোকুলবাসী। ৩৭৮

শরত আগমে একদা হরি
ফিরে গোচারণে সন্নাথাল বনে
বদনে ঘন বাজিছে বাঁশরী। ৩৭৯

শুনি বেণুধ্বনি গোপিকা মনে
মনোভব মূর্ত্তি ধরে নানা স্ফূর্ত্তি
কৃষ্ণচরিতিস্মৃতিরতি সনে। ৩৮০

মুরলীর ধ্বনি লহরে ছায়
মঞ্জু কুঞ্জে কুঞ্জে ব্রজগৃহ পুঞ্জে
শূন্যে মিলাইয়া গগন গায়। ৩৮১

তরঙ্গ জিত ' ারি যমুনা
চাখে সে মাধুরী অমৃত লহরী
ছুটায়ে নয়নে শীকর-কণা। ৩৮২

শাখা পরে বসি বসন্তসখা
নিস্তব্ধে সঙ্গীত শিখে সে ললিত
কণ্ঠে ভরি রাখে মাধুরী লেখা। ৩৮৩

বংশী রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেরয় মধু
মুখ পদ্ম হ'তে মুখরিত স্রোতে
ঝঙ্কারি ঘেরে অলি অলি বধু। ৩৮৪

চকোর পাখী অধোমুখী রয়ে
পিয়ে স্বরসুধা ঘুচাইয়া ক্ষুধা
গগণ চাঁদেরে বিস্মৃত হ'য়ে। ৩৮৫

স্বরসুধাবস পবশ লভি
পাদপ ব্রততী মুঞ্জরে ত্ববিতি
স্তবকে ফুটে কুসুম সুরভি। ৩৮৬

স মধু নির্য্যাস তনুকে মাখি
তরল সমীব অলস শরীর
চুম্বে গোপীকায় বিরলে থাকি। ৩৮৭

নাচে পত্ররাজী তরুর গায়,
নাচিছে তরঙ্গ ভরি বারি অঙ্গ
রঙ্গে নাচি নাচি কুরঙ্গী ধায়। ৩৮৮

বেণুর মাধুর্য্যে পাখালি তনু
ভানুর কিরণ স্নিগ্ধ অতীখণ
শশী সুধাকর পাইয়া রেণু। ৩৮৯

শ্যামের মুরলী বাজেরে বনে!
ধ্বনি ব্রজপুরে পশে ঘরে ঘরে
আকুল তরঙ্গ গোপীর প্রাণে! ৩৯০

সখী সম্বোধি কহে গোপীগণ,—
অই বুঝি হরি শ্যাম বংশীধারী
বাজায়ে বেণু করে আগমন।" ৩৯১

চারু শিখিপিচ্ছ শোভে মুকুটে,
গলে বনমাল, বরণ সে কাল,
কনক-ধটী দুলে কটি তটে। ৩৯২

হেন পীতাম্বর কীর্ত্তি-কপাল
গায় গোপীগণ আনন্দে মগন,
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া অন্য আলাপ। ৩৯৩

শুনি বেণুধ্বনি কামিনীগণ
ভাবে কৃষ্ণরূপ আনন্দ স্বরূপ
পদে পদে চিতে আলিঙ্গি স্বন। ৩৯৪

কহে পরস্পর গোপিকাদল
"গোপের মণ্ডলী অহো, পুণ্যশালী"
রামকৃষ্ণে হেরি সদা সফল। ৩৯৫

"না পূরে বাসনা, মোরা যে মেয়ে,
থাকি অন্তঃপুরে, আশা নাহি পুরে,
মিটে না পিয়াসা কি ফল জীয়ে!" ৩৯৬

কহে কোন গোপী,—"শুন গো বাণী
ভাল পুণ্যরাশি ক'রেছিল বাঁশী,
এ বৃন্দাবনে তারে ধন্য মানি!"— ৩৯৭

"বংশ ভাগ্যবান্, বংশী যে বংশে
নিয়াছে জনম, সুকৃত পরম!—
বংশের করম কেনা প্রশংসে!" ৩৯৮

"অই যে দেখ বংশ তরুগণ,
হেরি নিজকন্তে কৃষ্ণকরমাঙ্গে
অরণ্যে হেলিয়া নাচিছে স্বন।" ৩৯৯

"অপর রমণী কহিলা—"সখি,
ময়ূরী ময়ূর শুনি বেণু সুর
সুমধুর তালে নাচিছে সুখী!" ৪০০

"পশুকদম্ব দলে দলে দলে
শুনে বেণুবর, নিস্তব্ধ নীরব,
ক্ষণে ক্ষণে পুন নাচিয়া চলে।" ৪০১

কহে কোন গোপী বিলাপভরে,
প্রেম অশ্রুজল নেত্রে টলমল
ঘর্ম্ম বিন্দুদল কপোলে ক্ষরে;— ৪০২

"দেখ মেঘদল গগণ কোলে
পিয়ে মৃদু ঘুরি বংশীর মাধুরী
নিজরূপ হেরি আনন্দে গলে। ৪০৩

'ময়ূরহৃদে আনন্দ না ধরে
ভাবি নিজ পুণ্য— জগৎ শরণ্য
ময়ূরের পুচ্ছ বাঁধিলা চূড়ে!" ৪০৪

কহে কোন কোন গোপের বধূ
রূপেতে কমল প্রেমে ঢল ঢল
চিতে আঁকি চিত্র গোবিন্দ-বিধু— ৪০৫

"শ্যামের মোহন মূরতি হেরি,
শুনিয়া চকিত কোন বা যোষিত
না হয় মোহিত প্রণয়ে জড়ি!" ৪০৬

"শুনিলে মধুর বেণুর স্বন
স্তনে মুখ দিয়া রহে স্তব্ধ হ'য়া
অশ্রুবারি ভরে গোবৎসগণ!" ৪০৭

"গীত সুধা কর্ণে করিয়া পান,
ক্ষুধা নাহি থাকে, দুগ্ধ নাহি চাখে,—
প্রেমমধু পে'লে কে চায় আন?" ৪০৮

"বেণু-নাদে [illegible] দরীদল
[illegible]দের ছলে বাহুরাজী তু'লে
গোবিন্দ পদে অর্পিছে কমল।" ৪০৯

"যোষিতস্তনলিপ্ত কুমকুমে
রঞ্জিত শ্রীপদ চিহ্ন-কোকনদ
রাজিছে বিপিনে অঙ্কুলীদামে।" ৪১০

"মদনকাতর শবরীদল
লভে উপশম মাখিসে কুঙ্কুম
পরম যতনে স্তনের তল।" ৪১১

তর্জ্জনী তুলি কহে কোন নারী
"ঐ দেখ সখি, উর্দ্ধমুখে লখি,
সৌভাগ্যভাগী গোবর্দ্ধন গিরি!" ৪১২

"কন্দ ফল মূল স্কন্ধেতে লয়ে
দাস্যভাবভরে কৃষ্ণ সেবা তরে
দণ্ডায়মান মৌনী নম্র হয়ে!" ৪ ৩

রসবৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ লীলা
বর্ণি এই ভাবে ব্রজবালা সবে
তন্ময়তা লভি কৃতার্থ হ'লা! ৪১৪

কাত্যায়নী ব্রত

কাত্যায়নী ব্রতে আগন মাসে
হবিষ্য ভোজন করে গোপীগণ
কৃষ্ণপতিবাঞ্ছা অন্তরে ভাসে। ৪১৫

অরুণ উদয়ে কালিন্দী নীরে
মুদিয়ে তড়িত যেন শত শত
স্নান করি মূর্ত্তি বালুতে গড়ে! ৪১৬

পূজে কাত্যায়নী ভকতি ভরে,
"কৃষ্ণে কর স্বামী" মাগিছে প্রণামি
অপর বাঞ্ছা না করি অন্তরে। ৪১৭

সতত বসন বাঁধিয়া তীরে
ব্রজের কুমারী যতেক কিশোরী
শতদলনিভ শোভয়ে নীরে। ৪১৮

জলকেলি করে হিল্লোলে দুলি,
কৃষ্ণগুণ গায়,— মধুধারা ভায়,
কুন্তল খেলে যেন মুগ্ধ অলি। ৪১৯

বস্ত্রহরণ

সংকল্পসিদ্ধি গুণনিধি হরি,—
ভকতের ডাকে আর কি সে থাকে?—
কদম্বে উঠিলা অম্বর হরি। ৪২০

কালিয়-কদন কদম্বডালে
ঝুলায়ে বসন ঘন-ঘন-ঘন
আনন্দে আসীন তরুর কোলে। ৪২১

বেণু বাজায়ে চারু চাঁদ মুখে,
ক্ষণে পরিহাস,— কৌমুদী প্রকাশ—
গোপিকা কুমুদ মজিলা সুখে। ৪২২

প্রবাল অধর ফুটায়ে হরি,
হাসি সুধা দিয়া মাখিয়া মাখিয়া
কহিলা সম্বোধি ব্রজসুন্দরী। ৪২৩

গোপবালক সঙ্গে মোর যত
তারা জানে মর্ম্ম— মোর সত্য ধর্ম্ম—
শুদ্ধকামা সবে করিয়া ব্রত। ৪২৪

"বসন লহ মিলি তরু তলে"
প্রেম পুলকিতা যত গোপসুতা
চাহে অন্যোন্যে পরিহসি জলে ৪২৫

ভণে শ্যামে শীতকম্পিত তনু,
"নন্দের নন্দন ব্রজপ্রিয়তম
ক'রনা হেন অপকর্ম্ম কানু।" ৪২৬

"বিজ্ঞ বলি তোমা সবে প্রশংসে,
অর্পহ বসন মোরা দাসীগণ,
নচেৎ কহিব নন্দে বা কংসে।" ৪২৭

কৃষ্ণ কহে (যদি) "দাসী, রাখহ বাণী,
হেথা বস্ত্র লহ যদি আজ্ঞাবহ
এসব ভয় আমি নাহি গণি।" ৪২৮

তবে এককরে লজ্জা আবরি,
তীরে উঠে তারা সুখে আজ্ঞাপরা
নিরখি ভাব সুপ্রসন্ন হরি। ৪২৯

কহে কৃষ্ণ শুদ্ধা কুমারী গণে,
"বিবসনা জলে জলকেলিছলে
অবজ্ঞা করেছ দেব বরুণে।" ৪৩০

"বরুণোদ্দেশে কৃতাঞ্জলি শিরে
প্রণমি তাঁহারে পাপক্ষয় তরে
বসন লহ নিজ নিজ করে।" ৪৩১

শ্যাম দাসী তারা ক্রীড়াপুতুল,
নমি শ্যামে সিদ্ধ— মনোরথ, লব্ধ
শ্যামসুখ, গোপীপ্রেম অতুল। ৪৩২

যে ভজে কৃষ্ণে আত্মার সঁপি,
ছাড়িয়া বসন ভুঞ্জিয়া যাতন
ধন্য সে জন!—ধন্য এক গোপী! ৪৩৩

সুচির বাঞ্ছিত লভিয়া কেবা
ত্যজে অবহেলে যেমতি পুতুলে
ছেলেগণ ফেলে না করি সেবা। ৪৩৪

চির ব্রত যার লভিতে হরি
সে গোপী কিভাবে ত্যজিবে মাধবে,
আসবে লুব্ধা যেমতি ভ্রমরী। ৪৩৫

করে কি [illegible] আশ্বাস বাণী
"যাও ব্রজধাম সিদ্ধ হ[illegible] কাম
আগামিনী সুখ শরৎ-যামিনী। ৪৩৬

সিদ্ধ ব্রজ গোপী চলিলা বাসে
কনক কমল পুজ্যপদ-তল
তেয়াগি, কেবল সেই আশ্বাসে। ৪৩৭

বনে বনে ধেনু চরায়ে হরি
বেণুধর শ্যাম পশে ব্রজধাম
অকূল-উদ্ধার গোকুল তরি। ৪৩৮

জগদ্বরেণ্য বৃন্দারণ্যবিধু
গোপতারা মাঝে সুশোভন রাজে
অধরে গলিত তরল সীধু। ৪৩৯

গোবর্দ্ধন পূজা

যজ্ঞ-আয়োজন গোকুল ভরি
হেরি বক-অরি পরতত্ত্ব হরি
তত্ত্বে ঢাকা দিয়া জিজ্ঞাসে ঘুরি। ৪৪০

বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত গোপের মুখে,
শুনি 'ইন্দ্রযজ্ঞ' বুঝি সবে অজ্ঞ
নন্দে নিবেদিলা মনের দুঃখে। ৪৪১

নিবেদি প্রবোধি যশোদা-নাথে
নিবারি সে যজ্ঞ, ব্যাধি দুরারোগ্য
আখণ্ডল-দর্প খণ্ড করিতে। ৪৪২

নবোৎসাহে ব্রজ উঠিল মাতি,
শ্রীপতি-নিদেশে গো-গিরি-উদ্দেশে
নবযজ্ঞ-রসে সবার মতি। ৪৪৩

গো-গিরি-ব্রাহ্মণে বিবিধ বলি
অর্পি গোপগোপী কৃষ্ণে অগ্রে স্থাপি
প্রদক্ষিলা গিরি সুকৌতুহলী। ৪৪৪

আপনি শ্রীপতি পর্ব্বতরূপে
লাগিলা ভখিতে   বলি ফুল্ল চিতে
ভুলায়ে যত ব্রজ গোপী-গোপে। ৪৪৫

বিশাল মুরতি পর্ব্বতরূপী
নমস্কত্য নিজে   কহিলেন ব্রজে
গিরির কৃপা দেখ গোপগোপী। ৪৪৬

মানিলা সকলে গিরি-মহিমা ;
যজ্ঞ পূর্ণে ব্রজে   কৃষ্ণ গুণে ম'জে
যায় আনন্দে আনন্দ-প্রতিমা। ৪৪৭

স্বয়ং শ্রীহরি ভাখলা বলি !—
এর চেয়ে যজ্ঞ   কি জানে বেদজ্ঞ ?—
প্রাজ্ঞজন শুধু শাস্ত্রের ঝুলী : ৪৪৮

ইন্দ্র দর্প

নিজ মানে কালি মঘবা হেরি
ডাকি মেঘগণে   ঘন রবে ভণে
ক্রোধ-অনলে বজ্রানলে জাড়ি। ৪৪৯

"যাও হে ত্বরিতে তড়িত-পরি,
চড়ি প্রভঞ্জনে   ভীম গরজনে
নাশগে গোষ্ঠ ঢালি শিলা বারি।" ৪৫০

"গোপস্পর্দ্ধা আজ বাড়িয়া গিছে ;—
অধোক্ষজাদেশে   উপেক্ষে সুরেশে
দেখিব কেমনে ব্রজ রক্ষে সে।" ৪৫১

ইন্দ্র নিদেশে সম্বর্ত্তক দল
মহা আড়ম্বরে   চলে থরে থরে
মহা ঘর্ঘরে ঢালি শিলা জল। ৪৫২

ভাসিয়া ধরা টলমল জলে,
মুষলের ধারে,   বৃষ্টি ধারা পড়ে
গিরি ভেঙ্গে চূ'রে গলিল টলে। ৪৫৩

ভূমিকম্প ঘন বজ্রের নাদে,
ব্রজ গোপধেনু   কম্পময় তনু
গোকুল—আকুল—ভরা আর্ত্তনাদে। ৪৫৪

গোকুলবাসী করে ছুটাছুটি,
ভয়ে নিরাশ্রয়,   "কোথা দীনাশ্রয়"
ডাকিছে শ্রীনাথে ধরাতে লুটি। ৪৫৫

গোবর্দ্ধন ধারণ

অধোক্ষজ ব্রজশরণ্য হরি
আশু করি ধার্য্য   বাসবের কার্য্য
বীর্য্য যার কণ বীর্য্যসিন্ধুরি। ৪৫৬

ভীতভক্ত জনে করিয়া দয়া
আশু অবহেলে   মায়া-শক্তি বলে
গোবর্দ্ধন গিরি নিলা তুলিয়া। ৪৫৭

ছত্রাকারে তারে ধরিলা করে
যত ব্রজবাসী   তার তলে বসি
সপ্ত দিবানিশি যাপন করে। ৪৫৮

নিরাপদে সবে আনন্দে র'লা,
ব্যর্থ হলো বৃষ্টি   শিলাদি অরিষ্টি,—
হা'র মেনে ইন্দ্র প্রস্থান ক'লা। ৪৫৯

অক্ষয় কীরিতি, অক্ষয় নাম !
সুবর্ণ সুমেরু   যশে হল মরু
যে দিন তোমারে ধরিল শ্যাম। ৪৬০

শ্রীকৃষ্ণ-বল-মানদণ্ডরূপে,
ইন্দ্রপরাভব—   চিহ্ন মূর্ত্তি তব
চির বিরাজিত আশ্বাসি গোপে ! ৪৬১

ব্রজ-সম্পদ-ক্ষীরোদ-সিন্ধুতে,
অহে গিরিবর,   হইয়ে মন্দর
অনিবার মথ প্রেম-অমৃতে ! ৪৬২

তার এক বিন্দু পাব কি বল !—
কবে বৃন্দাবন হবে দরশন,
প্রেমামৃত পিয়া হব সফল ? ৪৬৩

ধরহে দীনের মিনতি গিরি,—
উচ্চ করি শিরে স্বর্গ ভেদে চ'রে
দেখা দাও দূরে জিনি হিমাদ্রি !— ৪৬৪

নিরখি কৃষ্ণের অদ্ভুতলীলা,
অতুল বিক্রম, বল অনুপম,
গোপ গোপী, ইন্দ্র বিস্মিত হ'লা। ৪৬৫

ইন্দ্র-অনুগামী সম্বর্ত্তকদল,
বিস্মিত লজ্জিত, স্বধামে প্রস্থিত,
উদিত ভানু হাসি ঝল ঝল। ৪৬৬

জগৎ ভাসিল পরম সুখে,
গাহিল অমরা জিনিলেক ধরা
অশ্রুধারা যার সতত চখে। ৪৬৭

স্বপদে পর্ব্বতে রাখিলা হরি,
যিনি বিশ্বধারী হ'লা গিরিধারী
কলঙ্কে হাধরে, মহিমা তারি ! ৪৬৮

প্রেমোচ্ছ্বাসে নেচে গোকুলবাসী
উল্লসিত মনে ঘন আলিঙ্গনে
মিশিলা অচ্যুতে অশ্রুতে ভাসি ! ৪৬৯

আতপ তণ্ডুল উদক দধি
লয়ে ভক্তি ভরে সানন্দ অন্তরে
পূজিলা গোপী কৃষ্ণ-নীল-নিধি ! ৪৭০

ভাসিল অমরা আনন্দ ভরা
বাজিল দুন্দুভি ঝরিল সুরভি
মন্দারক ফুল-মালিকা-ধারা ! ৪৭১

দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্বগণ
স্তবিলা সে স্তবে অবতীর্ণ মর্ত্ত্যে
সর্ব্বতীর্থময় যার চরণ ! ৪৭২

স্বর্গে গন্ধর্ব্ব ব্রজে গোপবধূ
গাহে কৃষ্ণ গুণ আনন্দে মগন
দিগন্তে ছাইছে সঙ্গীত মধু ! ৪৭৩

গোবিন্দাভিষেক

বীতগর্ব্ব ইন্দ্র সুরভি সহ,
আসি কৃষ্ণ পাশে নির্জ্জন আবাসে
প্রণমিলা নম্র লুণ্ঠিত-দেহ। ৪৭৪

মৌলি-মণি দিয়া পরশি পদ
কহিলা কাতরে কৃষ্ণ গিরিধরে
গলিতচিত ভকতি-গদ্‌গদ,— ৪৭৫

"পদমদ ভরে করিনু গর্ব্ব
তাহ কৃপা করি, গর্ব্বহারী হরি
দর্প গর্ব্ব ভারী করিলে খর্ব্ব।" ৪৭৬

"অপরাধী ইন্দ্র উপেক্ষি তোমা ;
ক্ষম অপরাধ, সর্ব্বলোকনাথ,
দেবনাথে ভিক্ষা দাও হে ভূমা।" ৪৭৭

নবঘন শ্যাম হাসিলা শুনি,
হাসিতে তড়িত খসিল ত্বরিত,
মুদির গম্ভীর আননে ধ্বনি। ৪৭৮

ব্রজের মাধব গম্ভীর স্বরে
ভণিলা "বাসব মদান্ধতা তব
সৌভাগ্য ফলে ঘুচিল অচিরে।" ৪৭৯

স্তবে তুষ্ট করি সুরভি তবে
আনন্দিত হ'য়া ঊধঃ দুগ্ধ দিয়া,
অভিষিক্ত ক'লা কৃষ্ণ কেশবে ! ৪৮০

আকাশ-গঙ্গার পবিত্র বারি
আনে শুণ্ডে করি ঐরাবত করী
ক্ষণজন্মা যে পশু জন্মে ধরি। ৪৮১

অভিষেক করি সে বারি দিয়া
বৃন্দারক পতি আনন্দিত মতি
"গোবিন্দ" নাম রাখিলা বাছিয়া। ৪৮২

গন্ধর্ব্ব, তুম্বুরু, চারণগণ
সে শুভ সময়ে শ্রীকৃষ্ণে ঘেরিয়ে
গাহিল যশঃ কলুষ নাশন। ৪৮৩

ব্রহ্মাণ্ড হ'ল মধুরসপুর!
নদীক্ষিতিপুষ্প মধুময় শষ্প,
নাগে বাঘে ভুলে খলতা ক্রূর! ৪৮৪

আনন্দে গলিল অখিল জগৎ!—
সপ্তসিন্ধুময় সুধাবারি বয়,
সুধারসময়ী সরিৎ চলৎ! ৪৮৫

আনন্দে কমল ঢালিছে মধু,
ভ্রমরে না রুচে সরসীতে বিছে;
মধুময় স্তর সলিলে সুধু! ৪৮৬

আঁধারের মণি গিরির শিরে
ফুটিয়া উজ্জ্বল হাসে খলখল,
নিরমল জ্যোতিঃ আনন্দে ঝরে। ৪৮৭

ক্ষীরবতী গাভী ক্ষীরের ধারে
ভিতাইল ক্ষিতি ওষধি-প্রসূতি;
ওষধি পাকিল বিনা আসারে! ৪৮৮

অভিষেকোৎসব-মাহাত্ম্য জীবে
কে পারে বর্ণিতে? যে পারে বর্ণিতে,
সে ভাগ্যশালী ত্রিদিবে কি ভরে! ৪৮৯

ভব-আরাধ্য-গোবিন্দ-নিদেশে
স্বজনের সঙ্গে আনন্দ তরঙ্গে
ভাসিয়া ইন্দ্র আসিলা ত্রিদশে। ৪৯০

নন্দমোক্ষণ

আসুরী বেলায় করিতে স্নান
বরুণ আবাসে নন্দ কারাবাসে
শুনি নন্দসূনু করে গমন। ৪৯১

সপর্য্যায় পূজি বরুণ হরে
চাহিয়া গোবিন্দে মুক্তি দেয় নন্দে
মুকুন্দ যাহার তনয় ঘরে! ৪৯২

সনন্দ নন্দনন্দনে নিরখি
মহানন্দে ভাসি যত ব্রজবাসী
আলিঙ্গিল অঙ্গ অঙ্গেতে মাখি। ৪৯৩

কৃষ্ণের মর্য্যাদা কহিলা নন্দ
গোপগোপী শুনি কৃষ্ণে ব্রহ্ম মানি
প্রত্যক্ষিতে তা সবার আনন্দ। ৪৯৪

ব্রহ্মদর্শন

ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূরা'তে হরি
ব্রহ্মহ্রদে নিয়া দিলা ডুবাইয়া
দেখিলা সবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী। ৪৯৫

পুন ভগবান তুলিলা সবে
"মুহূর্ত্তে বৈকুণ্ঠ!" গদ্‌গদ্ কণ্ঠ—
নিরখি ব্রহ্মস্বরূপ মাধবে!— ৪৯৬

কেশব হে, সব তোমারি দয়া!—
কেহ বা মুহূর্ত্তে, কেহ না যুগান্তে,
কেহ বা সেবিছে অনিত্য কায়া! ৪৯৭

কেশব হে, সব তোমারি মায়া !
কেহ ম'জে ভজে, কেহ তোমা ত্যজে,
কেহ সেবে জ্যোতি, কেহ বা কায়া ! ৪৯৮

কেশব হে, সব তোমারি চক্র !—
কেহ তোমা দোহে, কেহ বা সন্দেহে
কেহ লভে দুগ্ধ, কেহ বা তক্র ! ৪৯৯

কেশব, হে সব তব মহিমা !—
জাগ্রতে সংসার নিদ্রায় সংহার
স্বপনে, ভব, তব মধুরিমা ! ৫০০

নীচ জন্ম নেহারি হরি
ভকতের চাঁদ অশ্রুনীরনিধি
প্রেম শিখাইতে জনমধারী ! ৫০১

বরাহনৃসিংহ যখন চিন্তি
উঠে মন্ত্র দিয়া, পরাণ ফাটিয়া,
"শ্রীহরি আমার অধম গতি" ৫০২

শ্রীহরি, এভাব ধরেছ গোপ !—
কার লাগি গোপ ?— বুঝিনু স্বরূপ—
প্রাণ কাঁদাইতে ধরেছ রূপ ! ৫০৩

(শ্রীরাস লীলা)

শারদ যামিনী বিমলপ্রভা
চাঁদেরে ছানিয়া নিভাঙ্গে মাখিয়া
সমাগতা ধরি অতুল শোভা ! ১

কৌমুদী-বিধৌত বিবিধ ফুল—
কুমুদ মল্লিকা সুগন্ধ-পালিকা
নিশার তনুতে ভূষণ কুল ! ২

গাভী-বৃন্দাবন অপূর্ব্বধাম !—
তাহি বসন্তীর কালিন্দীর নীর,
ঘন-নবনীত পুলিন শ্যাম ! ৩

তাতে সে শারদ শশীর সুধা !
নিরখি শর্ব্বরী বনের মাধুরী
মাধবের হৃদি উদিল মুদা ! ৪

গোপিকার বাঞ্ছা পূরাতে হরি
বাজালা বাঁশরী শ্রীঅধরে ধরি
দেবী যোগমায়া আশ্রয় করি ! ৫

সর্ব্বসিদ্ধিসর্ব্বমঙ্গলপ্রদা
সুভগা মুরলী, গোবিন্দ-মঞ্জরী
ব্রজ গোপিকার পেয়েছে সাধা ! ৬

যমুনা পুলিনে বাজিল অহ !—
পিয়া বংশমধু প্রিয়া গোপবধূ
ছুটিলা পরাণে বিহ্বলা হই ! ৭

পতি, ধন, মান, কুলের দায়,—
অন্ধ কারাগার— মায়ার বিকার'—
সকল কাটিয়া কাননে ধায় ! ৮

যে নারী নারিল ছাড়িতে গেহ,
বিরহের টানে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে
আলিঙ্গন সুখে ত্যজিল দেহ ! ৯

হায়রে, কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা !
প্রেমেতেই মরে, প্রেমে প্রাণ ধরে,
জানিলে গোপিকা জানে সে সীমা ! ১০

কৃষ্ণ চন্দ্রে ঘেরি গোপিকা-তারা
কৃষ্ণগত প্রাণা অতৃপ্তনয়না
নির্ঝরিণী হয়ে অমৃতধারা ! ১১

দৃষ্টিসুধারসে শীতলি কায়
গোপিকারমণ মধুর শমন
মধুর ভাবে কহে গোপিকায়— ১২

"হিংস্র কলঙ্কিত এ ঘোর নিশে
কেন আগমন ?— করহ গমন,
বন্ধুজন দহে সন্দেহ-বিষে।" ১৩

শুনি গোবিন্দের নিসিন্দে-বাণী
গোপাঙ্গনা কুল হইয়া আকুল
থাকে অধোমুখী সুদীনা মৌনী। ১৪

বিন্দু বিন্দু বারি উদিল আঁখে,
কমলে শীকর গড়ায়ে সুন্দর
কজ্জল ধুইয়া কুঙ্কুমে মাখে। ১৫

শ্রীনাথের শুনি দারুণ কথা,
যাঁর লাগি তারা হলো গৃহছাড়া
শুনিয়া চকিতে ঘুরিল মাথা। ১৬

মন্দকোপ ধরি কাতর ভাষে ১৭
গদগদচিতে কহিলা অচ্যুতে
যোষিতকুল প্রাণের উচ্ছ্বাসে।

"হা কৃষ্ণ, প্রিয়, প্রেমের সাগর,
তোমায় মিলিতে গোপিকা-সরিতে
মুখেতে পড়িল কঠিন চড়।" ১৮

"জটিল কুটিল প্রস্তরপথ
আইনু ভাঙ্গিযা, নিকটে আইযা
ঠেকিনু দায়ে ভগ্ন মনোরথ।" ১৯

"জগবিমোহন মুরলী ধ্বনি
লাগিল পরাণে ব্যাকুলিত প্রাণে
ছুটিয়ে এনু যেমতি হরিণী।" ২০

"ভাগ্যদোষে, হায়, নিরাশা-জালে
করিলে জড়িত, এই কি হে রীত ?
দুকুল নাশ গোপিকার ভালে!" ২১

"যেদিন হইল প্রথম দেখা
ও রাঙ্গাচরণে সঁপিনু পরাণে,—
ধনজনবন্ধু তুমি হে একা!" ২২

'তবে কেন, ভাসাও দুঃখের নীরে ?
অহ কোকনদে— দুর্লভ শ্রীপদে
বিক্রীত হযেছি, চাও হে ফিরে।" ২৩

"দাসী জনে দয়া করহে হরি,
এই পদরজঃ রক্তপদ্মরজ.
করেছে শরণ্য ব্রজের নারী।" ২৪

'কমলা বাঞ্ছিত বিশাল উর,
সুরেন্দু আনন, হাস্যে সুধা ঘন,
নিরখি নাথ হয়েছি বিধুর।" ২৫

"ত্রিলোকে এ হেন আছে কি বালা
অমিয়া পূরিত তব বেণু গীত
শুনিয়া না ভুলে বিরহ জ্বালা ?" ২৬

'ব্রজ গোপী বাঞ্ছা পূরা'তে তুমি
হে নন্দনন্দন নরকগঞ্জন
পদাঙ্কে অঙ্কিত করিলে ভূমি!" ২৭

"তবে কেন আজ নিদয় হেরি
কৃষ্ণগতা সতী গোপাঙ্গনা প্রতি!
প্রীতচিতে লও দাসীরে হেরি।" ২৮

শুনি গোপীজন-কাতর-বাণী
দয়া উদধিতে উথিত তরঙ্গিতে
তরঙ্গ সে সব মাধুর্য্য জানি। ২৯

সুধাংশু আস্তে সুমধুর হাসি
ভুবিলা শ্রীহরি যত গোপনারী
স্মরণে যার সুমঙ্গল-রাশি। ৩০

কালিন্দীপুলিনে জোসনা স্নাত
বৈজয়ন্তীধারী গিরিধর হরি
গোপিকা সনে হ'লা কেলিরত। ৩১

মদনমোহন, শ্রীকরে বাঁশী,
বিহার উৎসবে নীহার সংস্রবে
পরশন দিলা, অধরে হাসি। ৩২

গোকুলকামিনী মানিনী হ'য়া,
আনন্দে বিভোর হাসিলা মধুর
নূপুর মণ্ডিত চরণ চা'য়া। ৩৩

কৃতার্থ গোপিকা অহো ত্রিলোকে!
ধন্য ব্রজধাম পেয়ে সিদ্ধকাম
অনুরাগ বিনা কৃষ্ণ পায় কে? ৩৪

কৃষ্ণরস সুখে গর্ব্বিতা গোপী,
গোপিকার গর্ব্ব করিবারে খর্ব্ব
অন্তর্দ্ধান ক'লা ত্রিভঙ্গরূপী। ৩৫

ব্রজ নারীগণ না হেরি হরি,
চকিতে উতলা বিরহ বিহ্বলা,
করিণীগণের দুর্দ্দশা ধরি,
অলক্ষিত যবে যূথপতি করী। ৩৬

কৃষ্ণের বিভ্রম, বিলাস, হাস্য,
আলাপ মধুর, ক্বণিত নূপুর,
অঙ্গদ, কেয়ূর, অধর, আস্য,
স্মৃতিতে লুটিছে ধরিয়া লাস্য। ৩৭

স্মৃতির অঙ্কিত মধুর কান্তি
আবেশে খেয়ালি যত বিরহিণী
ভুবিল কৃষ্ণত্বে—দুর্লভ ভ্রান্তি! ৩৮

"আমি সে গোবিন্দ" বলিয়া তারা
প্রকট উল্লাস, বিভ্রম, বিলাস
খুলিয়া উদাস আপনা-হারা। ৩৯

ক্ষণে তন্ময়, মন্ময় বা ক্ষণে!
বনে বনে ধায় পাগলিনী প্রায়
খুঁজিয়া না পায় নন্দনন্দনে। ৪০

চম্পক, অশোক, বিবিধ দ্রুমে,
কৃষ্ণের তল্লাসে, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসে,
পশুরে সম্ভাসে, না পায় শ্যামে। ৪১

হেরি অন্তরালে অরণ্যচারী
চন্দ্রকে সুপ্রভ শিখীর কলাপ
বিলাপ ঘুচায়ে ছুটিল দৌড়ি। ৪২

হায় বজ্রাঘাত নিকটে যবে!—
কঙ্কন প্রহারে কপাল উপরে
ভ্রান্তি ভাঙ্গিলে না তোর মাধবে। ৪৩

বিহঙ্গমগীত পশিলে কাণে
বেণু ধ্বনি মানি যথা কুরঙ্গিনী
পায়রে গোপিনী প্রমত্ত মনে। ৪৪

তমালে নিরখি বনের কোলে
পাগলিনী প্রায় আলিঙ্গিতে যায়
কে আগে ধরিবে ঠেলিয়া বলে। ৪৫

পুরেনা কামনা, যাতনা বাড়ে!—
তরু সে কঠিনে গাঢ় ঘরষণে
বুকে জ্বালা নিয়া তমালে ছাড়ে। ৪৬

পত্র মরমরি শ্রবণে পশে;
নবীন আশায় মন প্রাণ ধায়
তরঙ্গে উঠিয়া তরঙ্গে ধসে। ৪৭

কালা দেয় জ্বালা, কালা না হ'লে,
নিজের মানিয়া প্রেমেতে মাতিয়া
তুলিয়া না লয় আপন কোলে। ৪৮

যারে ভালবাসে তারে সে পুড়ে,
পোড়ায়ে চকোরে— চাঁদ দেখা ক'রে
সুধা দেয় শুধু তারি অধরে। ৪৯

বর্ষান্তে সরিৎ শুকায়ে রহে;
বাষ্পরস দিয়া বরিষা করিয়া
নিভায় বারিধি সরিৎ-দাহে। ৫০

না হেরি প্রকট, অন্তরে হরি,
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ লীলা নিয়া
অভিনয় করে ব্রজের নারী। ৫১

অনুরাগী-চিত গগনরঙ,
মুহূর্ত্তে উজাল, মুহূর্ত্তেই কাল,
নানা রঙ ধরি দেখায় রঙ্গ! ৫২

আবার ভ্রমিতে পূর্ব্ববৎ আহা,
ভাগ্যে করি ধন্য দেখে পদচিহ্ন
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশে অঙ্কিত যাহা! ৫৩

পদাঙ্ক অঙ্কিত পদবী ধরি
ক্রমে অগ্রসরি ভ্রমে গোপনারী;
নারীর পদাঙ্ক নয়নে হেরি। ৫৪

ভণিলা, "প্রেয়সী এই বা সে কে,
মাধবের সনে বিহরিছে বনে,
শারদ চন্দ্রিকা তনুতে মেখে!" ৫৫

"ধন্যা বৃন্দাবনে এই রমণী!—
চল চল সখি, আগুসরি দেখি,
এখনো গগনে যামিনী-মণি।" ৫৬

"দেখ দেখ সখি, শশাঙ্ক-ভাগ্য!—
ও নয় মৃগাঙ্ক, কৃষ্ণ পদ অঙ্ক
অঙ্কে সে মাখিয়া হইল শ্লাঘ্য!" ৫৭

"কুঙ্কুমবরণ কোমল ফেন
মোদের সুকান্তি,— আর কেন ভ্রান্তি!—
লোটাইয়া অঙ্গে মাখিনা কেন?" ৫৮

সপদ্ম মৃণালে মাজিয়া ধূলি
তুলি দিলা শিরে, মেঘে যেন ফিরে
পঙ্কদল পদ্ম পরাগে ঝলি! ৫৯

এগুয়ে গোপিকা-তারকারাজী
কৃষ্ণচন্দ্রহারা, মাধুর্য্যের পারা
শুধু হেরে ধ্বজচিহ্নাদি সাজী। ৬০

না হেরি নারী-চরণ-লাঞ্ছন
ভাবে "বুঝি হরি তারে কাঁধে করি
ক্লান্তা নেহারি করিল গমন।" ৬১

"চারু শিখিপিচ্ছ শোভিত শিরে
বাহুলতে জড়ি ভ্রমিল যে নারী
তারি তুষ্টে কৃষ্ণ মুরলী ধরে।" ৬২

"মাধবের হৃদে কৌস্তুভ মণি
তারি সিংহাসন জ্যোতির্ম্ময় ঘন
তারি প্রেমরজ্জু মালায় গণি।" ৬৩

"চেয়ে দেখ সখি আইসে সতী,
সুনীল বসনা কনক বরণা,
সুদীনা বিমনা আসীনা পথি।" ৬৪

"উহারি অঙ্গের বরণ ধরে
পরিহিতাম্বরে কৃষ্ণ পীতাম্বরে
বসন-বরণ তনুতে জ'ড়ে।" ৬৫

"প্রেমময় হরি উহারি প্রেমে,
কয়ে গলাগলি, জলদে বিজলী
রসের বৃষ্টি বৃন্দাবন ধামে।" ৬৬

"ওরি প্রেমে নামে বাজেরে বাঁশী,
ওর রূপ আলা ভাবিয়া সে কালা,
ওই কুঞ্জেশ্বরী, মোরা সে দাসী।" ৬৭

"অহ সে শ্রীরাধা স্বাতির শুক্তি—
হলাদিনী-শকতি, বৃষ্টিধারা তথি,
মাধব জলদ, ফলেছে মুক্তি।" ৬৮

"প্রেম মুক্তাফললাবণ্যে তনু,
মাধুর্য্যে গঠিত, সুন্দর মার্জ্জিত,
তবঙ্গে বিম্বিত অগণ্য ভানু।" ৬৯

"সচকোব সুধা, সমধুব্রত
কমলে ছানিযা প্রবালে চিত্রিযা
মরিরে ওর আনন নির্ম্মিত।" ৭০

"সুকোমল তনু নিতম্ব পবে,
তার পরে কম্বু ত্যজি সিন্ধু অম্বু
কমলের তলে রয়েছে জ'ড়ে।" ৭১

বাহু যুগ শোভে মৃণাল দুটি,
গোড়ায় কমল আগায় কমল,
কনক বরণ অফুটি, ফুটি।" ৭২

নিকটে আইয়া ভণিলা সবে,
"বল গো শ্রীরাধা, মাধবের আধা,
একাকিনী তোমা হেরি যে তবে!" ৭৩

শ্রীমতী তখন সখীরে শুনি,
কাতর বচনে, কহে গোপীগণে,—
"কি কহিব সখি দুখের বাণী!" ৭৪

"শ্রীকৃষ্ণ মিলনে বাড়িল মান,
স্কন্ধে আরোহিতে বাঞ্ছা প্রকাশিতে
গর্ব্ব ভাঙ্গিতে ক'ল অন্তর্ধান।" ৭৫

কমল কর্ণিকা রাধায় ঘেরি,
চলে গোপীদল,— যেন শতদল,
যাবৎ জোছনা খুঁজিলা ঘুরি। ৭৬

গৃহে নাহি মন গোবিন্দ বিনে,
না হলো মিলন, উৎকণ্ঠিত মন
আইলা পুন যমুনা পুলিনে। ৭৭

শ্রীগোবিন্দ লীলা গাহিয়া মুখে,
মিলন মাগিয়া কৃতাঞ্জলা হ'য়া
আরাধিলা কৃষ্ণে বিরহদুখে। ৭৮

"বেণুরন্ধ্রে দিয়া করপল্লব,
ত্রিভঙ্গ ভাঙ্গিম, শ্রীঅঙ্গ বঙ্কিম,
বল্লবী মণ্ডপে শুনাও রব।" ৭৯

"মোরা সে গোপিনী অধিনী নারী,
পদে পদ দিয়া করে বংশী নিয়া
দাঁড়াও নয়নে শ্রীবংশী ধারী। ৮০

"গোবিন্দপ্রাণা গোপাঙ্গনা মোরা
চুড়াটি বাঁধিয়া শিখিপিচ্ছ দিয়া
দেখাও মূরতি কুরতি-হরা।" ৮১

"ব্রজনভস্তলে মলিনা তারা
দুঃখিত চকোর না হেরি উজোর
উদ শশধর সুধায় ভরা।" ৮২

"ক্ষীরোদের মোরা মন্দরধরা,
উঠ ধন্বন্তরি হৃদ রোগ হারী
অমৃত লইয়া অধরভরা।" ৮৩

ললাট গগনে তিলক শশী
ভ্রূযুগের মাঝে মনোহর সাজে
নিরখিতে মোরা ভাল সে বাসি। ৮৪

"ব্রজ বিপিনের কুরঙ্গী মোরা,
মৃগমদ গন্ধে ঢলাও আনন্দে
গোপী বন্দ্য মৃগ মানসচোরা।' ৮৫

"কেয়ূর শোভিত বিশাল বাহু
স্থাপি গোপী স্কন্ধে পরম আনন্দে
শীতল গোপিকে তাপিতা বহু।" ৮৬

"সুমণি-বলয়-মণ্ডিত আহা,
রক্ত সুপল্লব করযুগ তব,
গোপীতপ্ত অঙ্গে লাগাও তাহা। ৮৭

"কৃষ্ণ-মধুপমাথা বনমালা,
লম্বমান গলে, মন্দ মন্দ দু'লে
গোপীরে দেখাও সে শোভা, কালা! ৮৮

"মরকতময় যে কোকনদ,
দেবের দুর্লভ,— ব্রজের সুলভ—
রতনমঞ্জীর-মুখর পদ!— ৮৯

"যে পদ পঙ্কজে অঙ্কিত হ'য়া
ধরি বজ্রধ্বজ, সফলিত ব্রজ,
ইন্দ্রত্ব রহে পদাঙ্কে লুটিয়া।" ৯০

"যে পদ পঙ্কজে ভ্রমরী হয়ে
পেল দাসীবৃন্দ ভক্তি মকরন্দ
বৃন্দারক কাঁদে অমৃত পেয়ে!" ৯১

"সে পদ মধুর মঙ্গলময়
গোপী বক্ষধামে রঞ্জিতকুঙ্কুমে
নখবিধু সহ লভুক্ জয়।" ৯২

'তোমার অধরমধুরহাসি—
জোসনায় মাখা কুন্দ দন্ত-রাকা
গোপ্যঙ্গে ঢালুক্ সুধার রাশি।" ৯৩

কহিতে কহিতে অবশ তনু,
কোমল লতিকা যতেক গোপিকা
ভুলে কি না ভুলে চিন্তিয়া কানু। ৯৪

নয়ন চকোর সুধাশ্রুধারে
দিলেক সাঁতার পদ্মপক্ষ যার
ঘন কম্পমান তরঙ্গাকারে। ৯৫

বদনমণ্ডলে জোয়ার বহে,
বিন্দু বিন্দু স্বেদ অনঙ্গের খেদ
শোভিল সুন্দর সোণার দেহে। ৯৬

চকিতে গোপীতে সদয় হরি
সস্মিতবদন শ্যাম নবঘন
আবির্ভূত করে মুরলী ধরি। ৯৭

মুদিতা কলিকা গোপিকাকুলে
নিরখি আনন্দে— পূর্ণ মকরন্দে—
স্বচ্ছন্দে ফুটিলা হাসির ছলে। ৯৮

হরিণী নয়নী যতেক বলে
ধরিলা বল্লভে দুকর পল্লবে,
হেমপদ্ম যেন শ্যাম-মৃণালে। ৯৯

চন্দনচর্চ্চিত কৃষ্ণের হস্ত
ধরি কোন গোপী নিজ স্কন্ধে স্থাপি
তর্পিলা সুতনু হইয়া ত্রস্ত। ১০০

কোন বা রমণী অঞ্জলী করি
চর্ব্বিত তাম্বুল আনন্দে বিপুল
নিজ মুখে দেয় কপোল ভরি। ১০১

কোন বা রমণী চরণ তুলি
সবলে ঘরষে আপন উরসে—
কোকনদে মাখে কুঙ্কুম ধূলি। ১০২

কোন বা রমণী প্রণয়রোষে,
প্রেমে সুবিহ্বলা, কটাক্ষ-কুটিলা,
ভ্রুকুটি করিয়া ত্রিভঙ্গে-ভাষে। ১০৩

কোন বা কামিনী অনিমিষ আঁখে,
অন্তরে অবশ পিয়ে রূপরস,—
গোবিন্দ-আনন আনন্দে দেখে। ১০৪

কাচিৎ রমণী নয়ন দিয়া
সে মূর্ত্তি টানিয়া হৃদয়ে স্থাপিয়া
আলিঙ্গলা ধ্যানে নেত্র মুদিয়া। ১০৫

কোন বা কামিনী বসিলা কোলে,
ধটীতে নিচোল, করেতে কপোল,
চপলা যেমতি নীরদে ঝলে। ১০৬

কোন বা কামিনী চুম্বিছে গাল,
অধরের সুধা কপোলেতে খোদা,
নালকান্তে যেন লাগে প্রবাল। ১০৭

অধর পরশে ভাসিয়া হরি
পূর্ণানন্দ ঘন যশোদা-নন্দন
তুষিলা সবে করে কর ধরি। ১০৮

হরি অঙ্গে রাধা রাধাঙ্গে হরি,—
শ্রীরাধার ভাবে কেবা কথা ক'বে!
হেম পরাগ নীলপদ্মে জড়ি! ১০৯

শ্রীমাধব—বিধু, শ্রীরাধা—সুধা!—
যত গোপীগণ তারা অগণন!—
তবু না তর্পিত গোপীর ক্ষুধা! ১১০

কালিন্দীপুলিনে নাগর হরি
বংশীমণ্ডলে, রসের হিল্লোলে,
কেলি-নিমগন ঘন ফুকরি!— ১১১

যে পুলিনে অলি কুসুম পরে
মন্দার-বাসিত মন্দ প্রবাহিত
সমীরে দুলি দলে দলে ঘুরে। ১১২

যে চারু পুলিনে শারদ শশী
কালিন্দী তরঙ্গে মাখি নিজ অঙ্গে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাসে উজল হাসি। ১১৩

চন্দ্রের চন্দ্রিকা যমুনা জলে,
করে মাখামাখি অপরূপ দেখি!—
রাধা কৃষ্ণ যেন মিশিয়া খেলে! ১১৪

শ্রীরাধা-কর্ণিকা আশ্রয় করি
রহে কৃষ্ণ-অলি করে রসকেলি
গোপীদলদল শোভিল বেরি! ১১৫

বিভ্রম-বিলাসে জাগিল কাম;
পুনঃ পূর্ণকামা যত গোপরামা
পরশি শ্রীঅঙ্গ অমৃতধাম! ১১৬

পরম আনন্দে গোপিকা মালা
ধরিলা গোবিন্দে ভুজলতাবন্ধে
আরম্ভিলা হরি শ্রীরাস-লীলা!— ১১৭

মুখ্য প্রকাশে দয়াময় হরি,
দুগোপীর মাঝে অপরূপ সাজে,
যুগল যুগল পুরুষনারী। ১১৮

মাধবের কর গোপিকা স্কন্ধে
পীতে মরকত মরকতে পীত
গোপিকার কর মাধবস্কন্ধে। ১১৯

নীলপীতমণি-গ্রথিত-হার।—
শ্রীরাসমণ্ডল, পরম উজ্জ্বল,
বৃন্দাবনরসমাধুর্য্য-সার। ১২০

করপদ্ম দুলে সবারি গলে।—
প্রতি ব্রজবালা গরবে উৎফুল্লা
"আমার সে নাথ"—আনন্দে বলে। ১২১

বৃন্দারক বৃন্দ নভোমণ্ডলে
অমরীর সঙ্গে নিরখিছে রঙ্গে
বাজায়ে দুন্দুভি, বরষি ফুলে। ১২২

গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বী নির্ম্মল যশ
গাহিছে আনন্দে তুষিতে গোবিন্দে
বিদ্যাধরী নাচে প্রেমে অবশ। ১২৩

রাসমণ্ডলে গোপিকা ভূষণ
বলয় নূপুর বাজে সুমধুর
কিঙ্কিনীর বোল তুমুল স্বন। ১২৪

ভুজবিকম্পন, চরণ-ন্যাস,
চন্দ্রমুখে হাস চারুভ্রূবিলাস,
কুচের তরঙ্গ, বিস্রস্ত বাস। ১২৫

বঙ্কিম কটিতে ভঙ্গিমা ভাল,
শ্রবণে কুণ্ডল দুলিত উজ্জল,
বদন চাঁদে সুধা-স্বেদ-জল! ১২৬

কটি তলে কাঞ্চী, কবরী শিরে,
রাসরসে ঘোর গোপিকা বিভোর,
অঙ্গের চালনে খসিয়া পড়ে। ১২৭

ঘনচক্রে যেন তড়িত মালা
গোপবালাদল করে ঝলমল
অধরে ঝরিছে সঙ্গীত-কলা; ১২৮

পিককলকণ্ঠে বিবিধ রাগে
গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে
পরশে কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমানুরাগে। ১২৯

সোণার গোপী সোহাগেতে গ'লে
চুম্বিলা অধরে, পদ্মগন্ধি করে
সংবেষ্টি চন্দন চর্চ্চিত গলে। ১৩০

রোমাঞ্চ তরঙ্গ, পুলক উৎস,
স্বেদবিন্দুধারা নির্ঝরের পারা,
লাবণ্যের জ্যোতি, মুখেন্দু-হাস্য। ১৩১

চাঁদের কিরণে হইয়া ছানা
ছাইল ত্রিলোক, কৃষ্ণে সারসুখ!—
অহো, সে মাধুর্য্য ক্ষীরাব্ধি-ছানা। ১৩২

কোনও গোপিকা পুলক ভরে,
গণ্ডে গণ্ড দিয়া পদ্মে পদ্ম ছুঁ'য়া,
কর বিন্যাসিয়া তাম্বুল হরে। ১৩৩

কোন বা বালায় সদয় হরি
পদ্মদলাঙ্গুলে বালা বাহু ছলে
বালা ধরে দেয় তাম্বুল ভরি। ১৩৪

অলকে কপোল, পুলকে তনু
অশ্রুতে নয়ন, কুণ্ডলে শ্রবণ
যে শোভা ধরিল, ভুলিল কানু! ১৩৫

তাণ্ডবে মুণ্ডের মালিকা ঝরে;
শ্যাম ধ'রে করে পুন গোপীশিরে
বিন্যাসিয়া দেয় আমোদ ভরে। ১৩৬

বৃন্দাবনাকাশে পূর্ণেন্দু হরি
ঘন আলিঙ্গনে শ্রীকর মর্দ্দনে
কেলিসুধাদানে তুষিছে নারী। ১৩৭

কটাক্ষ বিভ্রমে, ব্রজসুন্দরী,
উদ্দাম বিলাসে হাস্ত পরিহাসে
পরস্পরে, মুগধা, হায়রে মরি ! ১৩৮

খসিল কাঁচলি, খসিল মাল,
বেণী খসে শিরে, আভরণ ঝরে
অবশরে মুগ্ধ গোপিকাদল। ১৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বিহার পরম পুণ্য।—
অমর, অমরা শশধর তারা,
আনন্দে নিরখি স্তম্ভিত, ধন্য ! ১৪০

ক্ষীর স্তম্ভনে শারদ নিশি
গোপী অনুকূল সুদীর্ঘা অতুল
বিপুল রসেতে তুমুল হাসি। ১৪১

যত যত গোপী কৃষ্ণও তত,
কৃষ্ণ সে ব্যাপক প্রতীত অনেক
গোপিকা মুকুরে যেন বিম্বিত। ১৪২

রাসরসে শ্রান্তা কামিনী দল,
পদ্মকর দিয়া কপোল ধরিয়া
মুছাইলা মুকুন্দ বদনজল। ১৪৩

নখমণি স্পর্শে স্ফুরিতা গোপী
কৃষ্ণশোভা দিয়া হাস্যেরে মাখিয়া
দীপিত করিলা কৃষ্ণাঙ্গ লেপি। ১৪৪

সঙ্গীত মুখরা বধূমণ্ডলে
বেষ্টিত শ্রীহরি যথা কৃষ্ণ-করী
ত্বরিতে নামিলা কালিন্দীজলে। ১৪৫

দলিত কুচের কুঙ্কুম মাখা
মালিকার সঙ্গে অলিরাজী রঙ্গে
ঝঙ্কারিয়া যায় মেলিয়া পাখা। ১৪৬

জল কেলি ছলে বল্লবীগণে
চতুর্ধারে ঘেরি, ছিটাইয়া বারি
অভিষেক ক'লা নন্দনন্দনে। ১৪৭

অমর অমরী অমনি ধরি।
কুসুমের ডালা চারু গন্ধী মালা
ঢালিয়া দিল গোবিন্দ উপরে। ১৪৮

জল কেলি করি যশোদা সুত
প্রমদা সংহতি পশিলা ত্বরিতি
চারু উপবনে মলয়যুত। ১৪৯

রাসলীলো।াস-প্রসন্ন মুখে
কন্দ্রগুরু হরি নারী মনোহারী
পোহা'লা রজনী বিহারসুখে। ১৫০

মাধুর্য্য নির্য্যাস,—শ্রীরাসলীলা !
প্রেমানন্দ শুধু— আত্মারাম সীঁধু
কামজয়ের অপূর্ব্ব উছিলা। ১৫১

ধন্য সে নূপুর চরণে বাজি
ধন্য গুঞ্জামালা গলেতে দুলিলা,
ধন্য সে কঙ্কুম তনুতে বাজি। ১৫২

ধন্যরে মল্লিকা গোপিকা-শিরে
রাসরসোৎসবে খ'সে পড়ে যবে
মাধব স্বয়ং তুলিলা করে। ১৫৩

ধন্য পূর্ণেন্দু গগনকমল
চারু সুধাধরে চুমিলা কৃষ্ণেরে
ধূলি নিয়া ধন্য ধরণী তল ! ১৫৪

অমর অমরী সুদূরে থাকি
পূজিলা শ্যামেরে কুসুম-আসারে ;
ধন্যা ব্রজগোপী অধর চাখি। ১৫৫

ধন্যা ধন্যা সে কলিন্দনন্দিনী !
যার জলে পশি বর্ণে বর্ণে মিশি
ছানিলা রস কৃষ্ণ গোপমণি ! ১৫৬

যার নীরে এই মধুর লীলা ;
যার তীরে তল্প অনঙ্গের কল্প
কুঙ্কুম পরাগ ধুইয়া দিলা। ১৫৭

ব্রজের লীলা পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ !
পঙ্কজসপুর, মধুর মধুর,
সর্ব্বতত্ত্বরস মুকুট-স্বর্ণ ! ১৫৮

কুসুম কুঙ্কুম পদাঙ্ক শোভী
শ্রীরাসমণ্ডল ধূলি রসোজ্জ্বল
কালীহর কবে হইবে লোভী ! ১৫৯

সে ধূলিতে হবে অলঙ্কৃত বপু
প্রেমানন্দ রসে অবশে আবেশে
কবে নাচাইবে শ্রীমধুরিপু ! ১৬০

শ্রীব্রজমণ্ডলে—মধুরলীলা সমাপ্তা।

ব্রজে উদ্ধব

—:০:—

সোণার ব্রজ ডুবিল বিষাদে !—
ব্রজ কালশশী আঁধারিয়া দিশি,
লুকাল হাসি আবরি জলদে ;
নন্দ যশোদে, অন্ধ কেঁদে কেঁদে !

শ্রীনন্দ-ব্রজ-সরসী শ্রীহীন !
কুমুদ-কলিকা অধিনা গোপিকা
মুদিত-দল, অফুট, মলিন !
না ফোটে অধরে মধুর হাসি,
শোকের উচ্ছ্বাস বয়,
মরমের কোলে মুর্ম্মুর-রাশি !

না দোলে মস্তকে সুলম্ব বেণী !
ফুলদলশ্রেণী, সমুজ্জ্বল মণি
বাঁকায়ে নাচিত যেমন ফণী।
নীরব বলয়-অলি-ঝঙ্কার।
নাহি কৃষ্ণ-পদ্মমধু-সঞ্চার !

পদবী না ধরে অলক্তক-রাগ —
কোমল চরণ রঞ্জিত লাগ্নে —
রচিত যাহা কৃষ্ণ-অনুরাগ।
মধুপুরে যবে গিছে মাধব,
অমূল্য মধুর খনি—
গোকুল ফুলে ফুরাল আসব !

গোপ-সখাগণ পরিম্লান ফুল !—
জীবন-বৃন্ত যার নীরস অসার.
মধু শূন্য সতত আকুল !
কি জানি কখন সে বৃন্ত ছিঁড়ে,
কোমল কুসুম রাজী.
উলটি পালটি ভূতলে পড়ে !

না বাজে মুরলী মোহন তানে,
উল্লাসের ভরে, ধেনু নাহি চরে।
আর না যমুনা উছলে গানে !
কদম্বমূল লুকাল জঙ্গলে !
গিরি গোবর্দ্ধন, হায়,
শিহরিয়া কাঁপে কুঞ্জকচ্ছলে !

ময়ূর ময়ূরী নাচেনা আর !—
হেরিত ভূতলে সে ব্রজ মণ্ডলে
ঘন শ্যামলে মাধুরী-আধার ;
পরশে হরষ লভিত কত !
কলাপি-কলাপ প্রেমে
সে নবনীরদ চূড়ায় দিত !

ব্রজ নিকুঞ্জে অর্পিল বসন্ত !—
বসন্তের সখা রসালের শাখা
না করে সঙ্গীত লহরীবন্ত !
অমুঞ্জরিত বিটাপচয়,
কামল ব্রততী রাজী
শুষ্ক তরু কোলে অফুল্ল রয় !

বিহঙ্গমদল নীরবে নীড়ে
সতৃষ্ণ নয়ন কৃষ্ণ আগমন
চিন্তা নিমগন, স্থানে রবে !
জাগিয়া তখন পাখা পসারিয়
উড়ি উড়ি ঘুরি ধায়,
সাৎকারি আবার পশে কুলায়

ধেনুরদল কর্ণপাতি রয় !—
বেণুর সুস্বর সুধায় নির্ঝর
পশে পশে আশে হর্ষ উপজয়,
শষ্প বিচর্বনে দশন ভুলে,
ভাঙ্গে স্বপ্নগর্ভা আশা,
অমনি ঢলে বিষাদ-অনলে !

আকুল অনিল মৃদু না বহে !—
শ্রীঅঙ্গ পরশে, নীরশি না তোষে,
অঙ্গরাগগন্ধ মাখিয়া দেহে,
সে রসতৃষায় তরসে ঘোরে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরে,
না লভি সন্ধান পুড়িয়া মরে !

নির্গন্ধ কুসুম গন্ধরাজ বিনে !—
উষার শরণ্য, শ্যামের লাবণ্য
বিহনে বিকাশ নাহি সে প্রসূনে !
না খেলে প্রভা শোভাময়
কুসুম-বদনময়,
কলি পুণ্য যেন কলিতে লয় !

শোক-বিষ ঢালে কিরণে ভানু !
শশাঙ্ক কলঙ্ক— বিষাদের অঙ্ক—
বহিছে বক্ষে, কৌমুদীর তনু
কালিমা মাখা, কমল কুমুদ—
মুখে ফোটে না প্রমোদ,
কমল অলি কাঁদিছে বিবোধ !

অর্দ্ধস্ফুট ফুল বৃক্ষেই শুখে !—
গন্তে নাই কালা, বনফুল মালা
গেঁথা মন ভোলা, কে গাঁথে সুখে ?
আকুল বকুল, বিবিধ ফুল—
মরমে ফুটিছে শূল,
না হয়ে শ্যামের মালিকা ফুল !

*

বৃক্ষের সুফল পাকিয়া পচে !—
তরুতেই পচে, কারে নাহি রোচে,
রাখাল না যায় ধেনুর পাছে !
কার করে দিবে পাড়ে না কেহ,
রাখাল ছাড়ে না গেহ,
কালার স্বপনে পুড়িছে দেহ !

ফলভরে নত পাদপচয়,
ফল ক'রে করে, ডাকিছে কৃষ্ণেরে
কাতরচিতে ভূমিতে লোটয় ;
শোক ভার যেন বহিছে শিরে,
মেলিয়া সহস্র আঁখি,
পথ পানে চায় সিক্ত-নীরে !

গোপ মহিলা কৃষ্ণগত-প্রাণা!—
হস্তর অলস, না ঘুরে সরস
মন্থন দণ্ড—শোকে বিমনা!
ক্ষীর না প্রসবে প্রচুর ননী,
দিবে কাহার আননে,
ভাবিয়া ভাবিয়া নিরত মৌনী!

উধঃতে শুকায় গাভীর ক্ষীর!
দোগ্ধা দগ্ধমনা জানু'পরে দোনা,
জড়তনু, শোকে নোয়াই শির,
ধেনুর দোহনে করে যতন,
হায় হায়, উচাটন,
লাথি মারে তারে গাভী রতন!

মুখর ভ্রমর ভু'লে গুঞ্জন!—
রতন নুপুর রুণু রুণু সুর—
সোণার ঘুঙুর, কটিতে মধুর,
না বাজে ব্রজে শিখাইতে বোল;
তাই নাহি মধুপ-রোল;
নীরবে হুতাশে অন্বেষে ফুল!

গায়ক বিহঙ্গ ভঙ্গ-কাকলী!—
সুমুরলী-ধর— বান্ধুলী-অধর—
না বাজায় বাঁশী অধরে তুলি;
কে শিখাবে আর বিহঙ্গে গীত?—
তাই সঙ্গীত বিস্মৃত,
লতা-ফুল-ফল-মাধুরী হৃত!

কোকনদ সরে কালিমা মাখা!—
কৃষ্ণ-হস্তপদ— দিব্য কোকনদ—
আদর্শ না হেরি মালিন্যে ঢাকা!
নীলপদ্ম সরঃ মধ্যে ঘুমায়!—
অমল প্রধান ছাড়,
না হেরি দুলের মুখেতে, তাই!

গোপিকা-হেমতনু মলিনাভ!—
পীতাম্বর কটি হৃত পীতধটী,
অতি পরিপাটি বিশাল-প্রভ,
না হেরি সে ছেড়েছে বরণ,
খসিছে রত্ন ভূষণ
না হেরি ব্রজে কৌস্তভ-রতন!

সোণার ব্রজের এ হেন দশা!
কে পারে বর্ণিতে?— রেণুতে রেণুতে,
বিষাদ-রেণু!—যেবা কালনিশা!—
অঙ্গ ধূলি, নয়ন যমুনা,
অন্তর্দ্দহি হিম কৃষ্ণ বিনা!

এতদিনে ভাগ্য উদিল ব্রজে!—
জাগিল কৃষ্ণচিত-কমলজে,
ব্রজ-স্মৃতিমধু!————
কৃষ্ণ মধু-অরি থেকে মধুপুরী
ব্রজের মাধুরী স্মরণ কৈল:
প্রিয়জন ব্যথা সূচিতে লাগিল,
উদ্ধব সখারে ভাবে,—
অনুরক্ত ভক্তে—মধুর ভাবে!—

"উদার উদ্ধব প্রাণের সখা,
যাও ব্রজপুরে যথা শোকভরে
কাঁদে পিতা মাতা,—কর গে দেখা।
পিতার মাতার নয়ন আসার
তীক্ষ্ণ ধারে মম হৃদয়ে ফুটে!
পৌগণ্ডের লীলা স্মৃতিতে লুটে!

ব্রজ গোপীকুল আকুল কেঁদে!—
"আইব সত্বরে"— আশ্বাসের ভরে
রয়েছে এখনো পরাণ বেঁধে!

সঁপেছে পরাণ লজ্জা-কুল-মান
পতি পুত্র আদি আপনার করে,
[illegible]

চির-অস্ত গেলে গগন ভানু
সরসী-রতন কমলিনীগণ—
হাসে কি কখন প্রফুল্ল-তনু ?
বিরহের শিখে মনোজ বিশিখে
সতত জ্বলিয়া পরাণ ছাড়ে,
তবে যে গোপিকা পরাণ ধরে,
বিভিন্ন কারণ রয়েছে তার,—
আমায় অর্পিত আত্মা প্রাণ চিত
তাই সে পরাণ পুড়ে না আর।

প্রাণের সখা বলগে তাদেরে,—
নন্দ নন্দরাণী— নয়নের মণি
বজকানু বেণুধর সহবে,
আসিবে গোকুলে তুষিবে সকলে,
পুলকের কোল আশ্রয় ক'রে,
মজ সকলে আনন্দ-সাগরে।

নয়নের বারি শুকাবে এবে,
হিমবিন্দুদল— মুকুতা তরল—
যেমতি শোষে ভানূদয় যবে,
মানসের ধন করিবে শোভন
ব্রজেন্দ্র-ক্রোড় মাতৃ-অঙ্কদেশ
সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াবে নিঃশেষ।

বনের যামিনী পোহাতা প্রায়।
বেণু, পিকবধূ ঢালিবে সুমধু
জাগিবে সকলে শুনিয়া তায়।
নূপুর কঙ্কন কণিবে স্বনন
অলি-ঝঙ্কার ছাইবে অঙ্গনে,
উষা উজলিবে মণি কিরণে।—

শুনিয়া উদ্ধব সানন্দ-মতি,
মুখে মৃদুহাসি, চান্দ্রিকার রাশি,
ছড়ায়ে স্যন্দনে করিলা গ'ত!
আজানু লম্বিত বাহু সুশোভিত;

নয়নঝলে নবীন কমল;
বনমালা দুলে গলে অমল;

রূপের তরঙ্গ সুঅঙ্গে খেলে;
বদন মণ্ডল, রাকেশ নির্মল,
যুগল কুণ্ডল শ্রবণে দুলে,
হরিদ্রা বরণ কটিতে বসন;
দ্বিতীয় অচ্যুত যেন সে সাজে,
পিতাম্বর-ছায় রথেতে রাজে!

উদিলা উদ্ধব ব্রজের উষা!—
গলে ফুলশোভা অধরে সুপ্রভা,
কৃষ্ণভানু-বার্ত্তা পুরিল আশা।
ব্রজরাজ পাশ, অন্তরে উদাস,
সমাগত অচ্যুত-অনুচর,
আনন্দে হিল্লোলে ভরা অন্তর।

ভাসিলা শ্রীনন্দ আনন্দ-রসে
গদগদভাষে উদ্ধবে সম্ভাষে
আলিঙ্গিয়া তোষে প্রেম-উল্লাসে
নেত্রে গলিল সলিল বিন্দু,
বাৎসল্য-কমলের মধু!

কহিলা তবে গোপাল পালক,—
দুষ্ট কুলাঙ্গারে কংস দুরাচারে
বধিল অক্লেশে ব্রজবালক;
হয়েছে সম্প্রতি মথুরার পতি
ব্রজের কথা কি স্মরণ করে?—
অভাগা মোদের বারেক স্মরে?

"স্মরে কি তার সখা গোপগণে?—
বাজাইয়া বেণু চরাইত ধেনু,
বহু ছায়া সম ফিরিত বনে,
সদা সঙ্গে সঙ্গে খেলাইত রঙ্গে,
প্রাণের সমান দেখিত তায়,
এখনো কাঁদিয়া গতাসু প্রায়!"

"স্মরে কি গোকুলে গোকুল ভবা ? —
যার সে গোকুল   শোকেতে আকুল
আহার ত্যজিয়া তনুতে সারা !
কানুর পিপাসী   হইয়া উদাসী,
পুচ্ছ তুলি আর গোষ্ঠে না ধায় ! —
রাখাল রাজা বিনে কে নাচায় ?"

"স্মরে কি সে এবে বৃন্দাবিপিন ?—
কালিন্দী কল্লোলে   আর না উছলে,
কুসুম-আস্যের হাস্য মলিন :
"গোবিন্দ কি শ্রীব্রজ-বৃন্দাবন,
বদন প্রভায়,   স্মিত-জোছনায়,
করিবে না সুধা-দীপিত পুন ?
ব্রজের মাখন   ভাবিয়া আনন
খাবে নাক আনন্দে নাচিয়া ?
আর কি সে ধেনু চরাবে ঘুরিয়া ?"

"নন্দ-জীবনে হবে কি জোয়ার ?
নন্দের জীবন   সুনীল রতন
গোকুল-নিধি আসিবে কি আর ?
ব্রজ-দ্বিজরাজ   গোপের সমাজ
ঢালিবে কি আর রূপের সুধা ?
নিভিবে ব্রজ-কাঙালের ক্ষুধা ?"

"জানিনা কেমনে রয়েছে প্রাণ
এদেহ কাননে   দাবের দহনে
চঞ্চলগতি হরিণ সমান !
যশোদে বিপদে মরিয়া আছে !
নয়ন পুতলী   চলি গেল ছলি
নয়নের ডিম্ব ঢালিয়া দিছে !
মৃণালের কোলে   ছিঁড়িলে কমলে
মৃণালের ভালে কি দশা ঘটে !
কণ্টক লইয়া শুকায়ে লুটে !

বলি ব্রজেন্দ্র অশ্রুকণ্ঠে থামে !
নয়নের কোলে   তরঙ্গ উছলে ;
বাৎসল্য গলিত উরসে নামে,
যেন শীতলিতে   সন্তাপিত চিতে ;
নীরধির নীর নীরদ-আসারে
শীতলে সাগর সরিৎধারে !
উত্তরিয়াঞ্চল জড়ায়ে করে,
মুছায়ে বদন,   মুছিয়ে নয়ন,
কলঙ্কের দাগ দিল আঁকিয়ে !
এই অবসরে   বিগলিত স্বরে
ভকত উদ্ধব বিনীত ভাষে
নন্দে ভণিলা গোবিন্দ নিদেশে ।

কৃষ্ণগত প্রাণ, নন্দেন্দ্র, তুমি !
গোবিন্দ বিচ্ছেদে   এ ঘোর বিপদে
কেঁদে আকুল জানে অন্তর্যামী,
যিনি পরমাত্মা, আত্মার স্বামী ।

অন্তরে জানিয়া কাঁদিলা হরি,
শ্রীনন্দনন্দন   কালিয়-গঞ্জন,
নন্দ-যশোমতা-যাতনা স্মরি,
ব্যাকুল স্বয়ং থাকি মধুপুরী !

হৃদয়-অম্বুজ-রঞ্জন তব
করি বিপু নাশ,   কৃষ্ণ শ্রীনিবাস
পরাণে ঢালিছে মুরলী রব
নয়নে গলিছে প্রেম-আসব ! —

ধন্য ব্রজপতি কৃষ্ণ বৎসল ! —
ব্রজের রোদন দিয়েছে বেদন,
মুকুন্দ লোচনে ঝরেছে জল !
গোকুল প্রেম অতুল অমল !

তেঁই ব্রজধামে প্রেরিলা মোরে
করুণা প্রকাশি   বৃন্দাবন-শশী
অমৃত ভণিতে পরাণ পূ'রে ;
প্রতি মুখে যেথা অমিয়া ঝরে !

প্রেরিলা দাসের তব সদন,
মুছিতে ব্রজের নয়নের বারি,
আনিয়া হেথা আশ্বাস বচন,
"গোকুল যেন না করে রোদন !"

ব্রজ-কমলিনী ফুটিবে ত্বরা ;
গোপানন্দ ভানু গোকুলের কানু
অচিরে উদিবে উল্লাস ভরা ;
ঝরিবে প্রচুর মধুর ধারা !

ফুরাল রোদন ব্রজের ভালে,
দূরিল বেদনা, পূরিল কামনা ;
বিমনা কেন সৌভাগ্যের কোলে ?
নাচুক ব্রজ আনন্দ-হিল্লোলে !

শুনিয়া উল্লাসে ভরিল মুখ !
নন্দের আনন্দ, হাস মন্দ মন্দ,
পরাণ ভরিয়া ফুটিল সুখ !

এতক্ষণে রাণী নয়ন খুলে !
মিটি মিটি চায় নবীন আশায় ;
উদ্ধবের বাণী শ্রবণ মূলে
তাড়িৎ প্রবাহে অমৃত ঢালে !

খেলিল সুহাস, আনন্দ-ছায়,
অধরের দলে পলাশের ছলে,
মকরন্দ-ছিটা পড়েছে তায় :
মধুমাখা ভাষে কহিলা তায়,

"চিরজীবী হও অরেরে বাছ !
সেই যদুনাথ অক্রূরের সাথ
মায়েরে বধিয়া গেলেন মধু,
তুমি সে জীয়ালে, তুমি সে সাধু !

দ্বিতীয় মুরারি তোমায় হেরি ;
নেহারি তোমারে হেরি গোবিন্দেরে,
নেহালি নয়ন শীতল করি !—
অতুল সারূপ্য আহা কি মরি !

ব্রজ-ঘরে-ঘরে পড়িল সাড়া !
কৃষ্ণ ভ্রমে কেউ সরিতের ঢেউ
উৰ্দ্ধশ্বাসে আসি করিল ঘেরা,
চন্দ্র চৌদিকে ফোটে যেন তারা !

গোপবধূ-ভালে কপোলে প্রভা
খুলিছে বদনে অতুল শোভা !
অধর পল্লবে বিম্বের বিভা !
কত কৃষ্ণকামা মাখিছে দধি ;
শত শত রামা গোরাঙ্গী বা শ্যামা
আলোড়িত যেন রসের জলধি,
কৃষ্ণলালাগীত অধরে তুলি ;
নিতম্ব দুলিছে,
দোলায়ে দোলায়ে কাঞ্চী-আবলী—
তরঙ্গ বহিছে !

ধ্বনিছে নিচোল মন্দ সুমৃদু !
ঢালিছে ভূষণ বাজনা-মধু !
কাঁচুলি প্রবাহে তরঙ্গ শুধু !

কি জানি মিলেছিল, সুখ-স্বপনে
বিরহ-হুতাশে মণি-সুখ-রাগে !—

কোলাহল এক পশিল কাণে,
অমনি ধাইল উল্লাস মনে,
ঘেরিল আসিয়া উদ্ধবে,
না থাকিল কেহ নিজ ভবনে,
সমবেত এথা সবে।

ব্রজ-ইন্দু-সিন্ধু-তরঙ্গ হেরি ;
গোপিনী তটিনী কল্লোল ধরি,
থামিল মন্দ তরঙ্গে জড়ি।

যত গোপবালা ব্রজ সুন্দরী
আশায় মাতিয়া বক্ষ ভাসাইয়া
চাখিতে উদ্ধবে রূপ-চকোরী,

অভিমান-ছায় ছাইল মুখ
অপাঙ্গ ভরিয়া;
সুখেরে না তারা গণিল সুখ,
গোবিন্দ স্মরিয়া!
কৃষ্ণ প্রেমে যার মগন হৃদি,
অন্তরে জাগ্রত গোবিন্দ-নিধি,
স্থূল রঙ্গে তার চিত্ত বিরোধী।

জিত-মধু-ভক্তে জিজ্ঞাসে তারা;
কোকিল-কূজিত মধু-বিকসিত
কুসুমের মুখে মধুর ধারা!
অধরে কেমন লুকান হাসি,
শ্রাবণের মেঘ-মাখান শশী!

ব্রজ—নলিন-দিনেশ-বারতা
জিজ্ঞাসে যত গোপের বণিতা,—
"উদিবে কি গোপকুল-সবিতা?"

মুরহর-সখা কহিলা হাসি;
প্রেমের পুতলা রূপসীর যৌথ
কমলিনীদল, রক্ত উলাসি,
অগণ্য অমল ফুটিয়া রাজে:
অহো, তাদের মাঝে।
নীল চক্রবাক চারু উল্লাসে
মনোহর সাজে!

কমলদলে চক্রবাক বলে,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে অধর টলে,
পরাণ ভ'রে আনন্দ উছলে;
সুসংবাদ দানে যত আনন্দ,
প্রেমিকের সনে প্রেমিক-মিলনে
প্রেমিকের মনে যত আনন্দ,
যুগপৎ ঘটে উদ্ধব ভালে!
স্বর্গসুখ ছার, অসার শুধু,
এ সুখের তুলে?
ধন্য দৌত্য তার!

বদন ভরি উদ্‌গারে সংবাদ;
প্রবাহিত হল ভাবের উন্মাদ,—
বিনিময় ব্রজ রসাস্বাদ!—

"শুনগো, শুন গোকুল শোভনে!
এ কুঞ্জ-কুটীরে উদিবে অচিরে
উজালি ব্রজ অমৃত-কিরণে!—
অহো প্রেম-উজ্জ্বল ভানু,
যারে বলগো প্রাণ-কানু!
দুঃখ-বিভাবরী পোহা'ল প্রায়,
পূরিবে বাসনা;
নদী বিনে সিন্ধু কভু কি রয়?—
ঘুচিবে বেদনা।"

প্রেমময় শুধু প্রেমেরি বশ!
ব্রজগোপীপ্রেমে অকামরস,
হায় রে প্রেমে ত্রিলোক অবশ।
তেয়াগি পতি পুত্র ধনমান,
সেই বংশীস্বরে অনুরাগ ভরে
পশিলে ধাই প্রেমসিন্ধু স্নান।
মায়ামোহরাত বাসনা-শির
দলিয়া প্রবাহে,
অর্পিলে রত্নাকরে আত্মনীর;
ধন্যা গোপিকা হে!

হরি সরবস্ব ইন্দ্রিয় প্রাণ,
নিজের করিলে প্রেম নিধান!
বাঞ্ছাকল্পবৃক্ষে আর কি ফলে?
কৃষ্ণ ওদের কোন্ কৌশলে!

দাও রাঙ্গাপদ এ মোর শিরে,
তোমরা সকল, কর গো সফল
এদাসে!— এ মিনতি কাতরে!—

বলিয়া উদ্ধব নীরব হলে,
ঢালে অশ্রু-জলে;
রজঃ পাইবারে পড়ে লোটায়ে
গোপী পদতলে।

তরু লতা গুল্ম লভি ব্রজে জন্ম
সফল বটে।
ধন্য ধন্য মানি সৌভাগ্য বাখানি
রজঃতে লোটে!
গোপিকা-প্রেম-কণিকা পিয়াসে,
মাগিছে কাতর কাঙ্গাল বেশে।
যোগতত্ত্ব ছার, গোপী-প্রেমসার
বিকা'লা উদ্ধব গোপিকাপদে,
সর্ব্বসারসুধা-রসসম্পদে!
আঁখি ছল ছল আকুল প্রাণে;
গোপিকাকুল কহিলা তখনে;—

"কাল আইবে বলে গিছে কালা:
ব'লে কাল কাল গেল কত কাল,
আর কত কাল সহিব জ্বালা!
কাল কাল শুধু কিতব ছলা।
গেলে কিছু কাল, মোরা পাব কাল;
অকালে মরণ প্রেমের ফলে,
দিবানিশি ভাসি নয়ন জলে!

মধুর আশ্বাসে বিশ্বাস করি,
বিপিনে ভবনে বিরহ দহনে
অধিনী গোপিনী জীয়ন্তে মরি,
প্রাণেশ বিহনে বাঁচিতে নারি!
জানিতাম যদি প্রেম জলধি
জীবণ-বিরহ-বাড়ব ভরা
নাহি যাততাম রতন ধরা!

প্রেমামৃত সার সুধানিধি সে!
আমরা চকোরা, নেত্রে হিমবারী,
না পেয়ে সুধা ক্ষুধার বিষে,
কত না কাতর পূর্ণিমা নিশে!
সুভগা মথুরা কুব্জাপ্রেম ভরা—
কৃষ্ণসেবা-মর্ম্ম ভাল সে জানে;
তা না হ'লে কৃষ্ণ ভুলিবে কেনে?

বল বলকৃষ্ণ সখা, বল মোদেরে,
মথুরা বিহারী ব্রজের কাণ্ডারী
বল্লবীজনে কি স্মরণ করে?

বলেছে কি কিছু মোদের তরে
চন্দ্রমা, কুমুদ, যামিনী-সম্পদ
রস বৃন্দাবন রাস মণ্ডল,
স্মরে কি নাথ সুনীলকমল?

ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার মথুরাপুরী;
বাজাইত বেণু চরাইত ধেনু;
দুন্দুভি, দামামা বাজিছে তুরী;
শাসিছে দণ্ডে প্রজা ভূরি ভূরি।
কাল তরুতলে, আজ চন্দ্র শালে
করিছে আরাম উল্লাস ভরে,
ডুবিয়া বিলাস-মানস-সরে।

গলে দুলে কত রতন হার
সেই বনমাল নাহি লাগে ভাল
না ধারে আর গোপিকার ধার!
পল্লী-বল্লী কুঞ্জ এবে অসার!
প্রমোদ উদ্যানে বিলাস ভবনে,
নাগরিক ফুলে লইছে বাস,
পৌররূপসী করিছে উদাস।

বল্লবী-কদম্ব নিতম্ববতী
বংশ কলাবনে বিমোহিত মনে
যমুনা পুলিনে করিত গতি;
হায়রে উদাসিনী কত সতী!
স্মিত মনোহারী পুলিন বিহারী
ভুলেছে কি রস-যমুনা-কেলি?
ভুলেছে কি মুরলী-স্বরাবলী?

গোপী-মানস-হংস আসিবে কি,
রস-তামরসে পূরিত মানসে?
হায়রে উড়িয়া গেল সে পাখী!

ফিরিয়া আসার কদিন বাকী ?
"বউ কথা কও"—পাখী
আরকি মাতাবে ডাকী ?

বলো সে নাথেরে, গোপিকা কাতরে
মাগিছে ভিক্ষা সুধু দরশন ;
অন্য কামনা না করে ধারণ !

নারীর পরাণ নাথের করে !
নাথ যদি মারে কে রাখিবে তারে ?
সঁপেছি পরাণ প্রাণেশ করে ;
যার নামে প্রাণে পুলক ধরে !
সে মধুসূদন বিপত্তি দমন
বারেক কটাক্ষে যদি না চায় !
রমনী পরাণ কেমনে বাঁচায় ?
কৃষ্ণ-প্রেম-নির্ম্মল-গঙ্গাজলে,
কে জানিত এত বাড়ব জলে ?

এখনো আশা জাগিছে অন্তরে !
পারি কি ভুলিতে জীবন থাকিতে ?
কুঞ্জ, গিরিপুঞ্জ এখনো ধরে
ব্রজেন্দু-পদবী-চিহ্ন শরীরে।
করে চিহ্ন দলি পদরেণু তুলি
শিরে বুকে মুখে লেপন করি,
কিঞ্চিৎ শীতলি পরাণ ধরি !

তমালে কোকিলে হেরিয়া কাল,
কালিন্দীর জল জলদের দল,
কালার মুরতি স্ফুরয়ে উজাল ;
ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপে পাতাল !
হরিষ বিষাদ, মিলন বিচ্ছেদ,
ঘটে অহরহ আকুল করি,
তরঙ্গে উঠিরা তরঙ্গে পড়ি !

ব'ল ব'ল ব'ল তব প্রভুকে
তাহার অধিনী গোপনিতম্বিনী
শত শত পুড়ি মরিছে শোকে,
স্মরি সে কটাক্ষপূরিত মুখে !
গোপ-অবতংস করে করি বংশ
মোহন ললিত ত্রিভঙ্গ ধরি,
উদিত হউক প্রাণের হরি !

তবে সে বাঁচে দাসীগণ--প্রাণ !—
বলিয়া নীরব অশ্রুসিক্ত সব
চিত্রপুত্তলীবৎ দণ্ডায়মান।
প্রেমিক উদ্ধব কহিলা পুন,
"ভক্তি যার যত তারে করে তত
আকুল ব্যাকুল গোকুলহরি !
আকুলে সুলভ অকূল তরি !

গাও কৃষ্ণজয় ব্রজের জন,
সাজাও কুঞ্জমন্দির-তোরণ
গাঁথ ফুলমালা, পরিবেন কালা,
উৎসবের কর বিপুলায়োজন ;
পথে পথে রচ ফুল আস্তরণ।
কদলি রোপি স্থাপ মঙ্গল ঘট,
"কৃষ্ণ" নাম লিখি উড়াও পট।

চলিলা উদ্ধব এতেক কহি,
প্রেমকণাশিষ মস্তকে বহি।
ব্রজগোপী প্রেমগভীরতায়
মাপিতে পাঠায়েছিলা শ্যামরায় !
কৃষ্ণলীলা অপার বুঝা ভার।
বুঝা যায় কি, বিনে কৃপা তার ?

—— ——

সৌরবিরহ।

(চিত্তশুদ্ধি)

———:০:———

দ্বিবর্ণা যামিনী চন্দ্রিকাহাসিনী
উপনীতা হাসি হাসি মৃগাঙ্ক-বদনে—
কোটি নেত্র যার তরল তারকা,
অনন্ত কুন্তলরাজী সুনাল গগন,
মলয় অনিল মৃদু অঞ্চলচালনে
নাচায় হিল্লোলে চারু প্রস্ফুটি কুসুম
যার অঙ্গের ভূষণ।
বৈনতেয়-প্রচ্ছাদন মাধুরী-নির্ঝর
চারু দ্বিজরাজি দ্বিজরাজ-করে।
পাখালি পাখালি তনু পালক মণ্ডিত
পদ্মঝারা দিয়া সুধার শীকর
ছিটায় চৌদিতে আহা, মনের আনন্দে!
তাদের মধুরতানে বাজিছে কিঙ্কিনী,
কঙ্কণ মঞ্জীর, হায় মধুর শিঞ্জনে
যামিনীর অঙ্গে মঞ্জুল রূপিনী!

মুদিল নয়ন পদ্ম বিভাবরী-রূপে;
জগন্মোহিনী শক্তি—শর্ব্বরী কুহক:
অবশ করিল অঙ্গ ভূতের বিকার;
তারাসনা সেই নিদ্রা কোমল পরশে,
ফুটাল শান্তি-কুমুদ বিধুসুধা দিয়ে,
স্বপ্ন-চিন্তামণি-হার গলায় যাহার।
ক্ষণে ক্ষণে দুলি দুলি চারু মণি
সুমৃদু প্রহার করে শান্তি-কলেবরে—
দ্যুতিময় মণিরাজী যাহার সম্পদ;
মণি-অঙ্গে হাসি খেলে চপলার ঝলা,
ক্ষণে আলা—চিত্তবিনোদিনী,ক্ষণে কালা—
দুঃখ প্রদায়িনী; ক্ষণে নিভে ক্ষণপ্রভা
রাশ্মবিম্ব মণিডিম্বোদরে—স্বপ্নস্রোত!

সেই স্বপ্নস্রোতে তরঙ্গের নবলীলা
হেরিলাম আজি শান্তির শীকরোৎক্ষেপি
আবরি নয়নযুগ নিদ্রার দুকূলে!—

মকর বাহিনী যথা ভাগীরথী স্রোতে,
ভাসিলা রূপসী এক স্বপন-তরঙ্গে!—
পরিচয়ে জানিলাম দেবী বাগেদবী
কৃপা করি আবির্ভূতা হৃদয় মন্দিরে
বিদ্যারূপিনী।—

লোচন কটাক্ষে যার কল্পনার স্রোত
ঝরে দর দর, অনর্গল ধারে, মিশি
প্রেম-অশ্রুবিন্দুদলে অমৃতায়মান
তরঙ্গ আকারে, যথা গঙ্গাধর-জটে
ঝরে অক্ষয় অমৃত কল কল রবে
ধরি কল্লোলিনী ধারা! হাসি প্রবাহে যার
জ্ঞান সুকুসুমরাজী নাচিয়া হিল্লোলে
সুখপরিমল-শান্তিপরাগ-রঞ্জিত
ধেয়ে ধেয়ে অবিরল অনন্তের কোলে,—
প্রেম রত্নাকর-জলে—হতেছে বিলীন!

কবিপ্রসূ মাতা
মানসে নিবসে সদা; কভু নাহি পশে
ধনেশ-অলকাপুরে, ইন্দিরা-আসন,
সপত্নীর ভয়ে।
সিতপদ্মমুখে তার আনন্দ-প্রবণ;
ধন্বন্তরি উপবিষ্ট কণ্ঠবিসোদরে
নিয়ত কণক কুম্ভে অমৃত পূরিত—
বিষ্ণুর নিদেশ বশে ক্ষীরোদ মন্থনে
উদিলা যখন—ঢালে অমৃতের ধারা
রসনার মূলে,—অফুরান্ত সুধারাশি।
উদ্যানের মালী যত্নে যথা আলবালে
চারু ফুলতরু মূলে সিঞ্চে বারিদল
সঞ্জীবন-রস যোগাইতে তার; আহা!
তেমতি সে সুধার সিঞ্চনে অনিবার

রসনা-পাদপ সদা পূর্ণপরিস্ফুট
অঙ্গে অঙ্গে রসের সঞ্চার ; তরুশিরে
থাকা পুষ্প ফুটিছে সতত !

সে পুষ্প ভিতরে খেলিছে তরঙ্গধারে
মাধুর্য্যের খেলা দিব্য কবিত্ব সুমধু !
সে কবিত্ব-পরিমল-কণায় কণায়
মন্দাকিনী মালা শত নন্দন বিরাজে !
সে কবিত্ব-পরিমল-প্রতিবিন্দু মাঝে,
কত পদ্ম শশী খেলে কাটাস্তর প্রায় !

উদিলেন বাল্মীকির মোক্ষপ্রদায়িনী
মরা হ'তে অমৃতের ধারা ক্ষরে যার
কৃপাপরশ পরশে ; কবিত্ব কণিকা
যার লভি রত্নাকর পাপকর্ম্মরত
কাব্যরত্নাকরে বাঁধি সুদন্তর
উদ্ধারিলা কাব্য সীতা সাহিত্যের মণি !—

আহা ! অবিদ্যার মোহ বিনাশিনী !
উদিলেন কালিদাস-লজ্জা নিবারিণী !
ভারত-মানস রাজ্ঞী উজ্জয়িনী-বিসে
যে রত্ন সবোজ চারু কবিত্ব মধুর
অক্ষয় ভাণ্ডার খুলি হৃদয়-উচ্ছ্বাসে
অক্ষয়-অমর-কীর্ত্তি-পতাকা তুলিল
কাব্যধ্বজ'পরে প্রাচ্য ভাষার জগতে,
ভারতীর ও মাতৃভাষা যাহা, সেই ইন্দ্র
কাব্য-অমরার পতি মহাকবিশত
অমরের দলে সংবেষ্টিত, লভিলেক
ইন্দ্রপদ কাব্য-স্বর্গপুরে, কৃপাবলে
যার,—অভিমান ভরে দংশিল দয়িতা,
কটুতীব্রভাবে ; সে বিষ মরমচারী
অমৃত হইয়া স্রোতে আপ্লাবিল দেশ,
যার কৃপাকটাক্ষ-সম্পাতে !

উদিলেন বীণাপাণি কর্পূরবরণী
দেব ঋষি নারদের কণ্ঠনিবাসিনী !
অজ্রযোনি সুতমুজ ঢেঁকিধ্বজ ঋষি,
ধন্য যিনি কুটি কোটি-দেব নর-ধান্য
খুলিতেন খোশারাশি—বিবাদ মালিন্য,
সে তণ্ডুলে ভক্তিজলে করিয়া সুসিদ্ধ
বিষ্ণুর সুভোগ্য ভোগে করিত উৎসর্গ
হরিনামামৃতরসে ভাসিয়া ভাসিয়া
ঘুরিতেন ত্রিভুবন আনন্দপ্রবাহে ;
তাড়িত বারংবার ত্রিলোকের ঋষি !
সঙ্গীত মাধুরী যার আকাশের সম
স্বচ্ছ, স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী ছিল সদা কাল,
গূঢ় শব্দগুণ যার আত্মায় আত্মায়
রাগমিথুনের চারু লীলা-নিকেতন ;
মূর্ত্তিমতী হরিনাম প্রকৃতির সার
নাচিত তরঙ্গ হেন রসনা সরিতে—
নয়নের ডিম্ব যথা ভানুবিম্ব পরে ;—
যাহার করুণাতীর্থে করিয়া সিনান,
লভিল এহেন জিহ্বা নারদ ঋষির
পূত অমৃতত্ব !

ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী উদিলা ভারতী !
চতুর্ম্মুখ শব্দব্রহ্ম ফুটে চতুর্মুখ—
জিহ্বা-চতুষ্টয়ে, অক্ষয় অক্ষর চারি
অতি দ্যুতিমান্ শোভে যেন চতুর্দলে
শুদ্ধপদ্মে যার কণ্ঠমৃণাল-আসীন !

সঙ্গীতের অধিশ্বরী উদিলা ভারতী !
প্রিয় পুত্র যার পক্ষী, নারদের গুরু !
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যার চরণাব্জযুগ
আপ বদ্ধাঞ্জলি নিত্য পূজে ভক্তি ভরে !
গোকুলের কুলনাশী বংশীর অধরে
গুপ্তলীলা যার !

অবতীর্ণা নরে দেবী মধুপঞ্চমীতে—
চারুরূপা রৌপ্যে মাখি সবুজ প্রলেপ !
পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে রূপের মাধুরী ;
অনন্ত সে রূপ ! দিব্য বীণাপাণি-বীণা
সুরনরবিমোহিনী নরকনাশিনী
রাখিতে বজায় নিজ পবিত্রতা-ধন
আবরিলা নিজতনু চতকিশলয়ে,
মাখি ঘনকালি, ধরি নব ছদ্মবেশ,
প্রচারিয়া নব নাম মধুসখা পিক,
হায়রে কলির ভয়ে ! কিঙ্কিনী ভ্রমিছে
ভ্রমর হইয়া !—

কে চেনে মায়েরে ?—
কিন্তু আজি মম পূর্ব সুকৃতির ফলে,
নিরখিনু মূর্ত্তিমতী যথা কালিদাস
সুকবি-রাকেশ ভারত গগনে ।

স্বচ্ছজ্যোতির্ময় পারন্দমণ্ডলে
ডুবিনু অচিরে, আহা, তন্ময়ত্ব লভি
ভুলিনু আপনা ! এতনু মায়ের হলো ;
আগে আমি, অন্তে আমি—জা নলা দুরন্ত,
কত কাল ছিনু আমি ভারতী হইয়া ।
আমিত্ব জাগিল অঙ্কে করি কন্যা—স্মৃতি ;
অতীত সমাধি, বাৎসল্যে হেরিনু মুখ :
সুশীলার ললাটফলকে সুফলিত
যাহা, নিরখি বিস্ময়ে পড়িলাম চারু
অতুল অপূর্ব্ব "সৌরবিরহ" কাহিনী !

গরুড়ের সহোদর প্রভামাখা পাখা
তুলিয়া মারিল ঝাড়া ছিটায়ে কিরণ ;
পক্ষের প্রহার খেয়ে নিশার কলঙ্ক
ত্রাহি ত্রাহি রবে ছুটে করিল পয়ান ;
হরিতাশ্ব খুরাঘাতে তুলি রশ্মি-ধূলি
ভরিল গগন-তনু ; স্বর্ণদণ্ডযুত
চামর, দুলিত ধীরে, তুলিয়া মেদুর

মলয় সমীর, লাগে অঙ্গে ; নিদ্রা ভঙ্গে
উঠিনু সম্ভ্রমে, মসী লেখনী সঙ্গমে
নাটলোকে অবতীর্ণ স্মৃতিলোক ত্যজি,
সূর্য্যকুলে অবতীর্ণ ভগীরথ যথা
সে "সৌরবিরহ" !—

পটক্ষেপ ।

———:০:———

প্রথমাঙ্ক (কারণ)

(প্রথম দৃশ্য—অমরাপুরী ।)

ইন্দ্র । শুন প্রিয়ে ইন্দুমুখি,
শুনিলে সুখিতা হবে অপরূপ যথা,
কহিব তোমারে সেই শুভময়ী কথা !—
অমৃতবিকার দেহে অভিনবামৃত
উথলিছে সুতরঙ্গে, সুত—রঙ্গে যথা—
ক্ষারোদ-উদধি নাচে পূর্ণিমা তিথিতে,
গদগদ-ফেন রাজি সমুদ্গত তার
দ্রবঘন একীভূত কণ্ঠবেলা ভূমে ;
না পারি বলিতে তাই আনন্দ-কাহিনী !

শচী । বল, নাথ বৃন্দারক পতি !—
আনন্দের বেলা কেন বেলা আপ্লাবিত
ধৈর্য্য নিরমিত ? লঘু উপাধান ধৈর্য্য
সমভাবে ভাসে সম্পদ্-সাগরে,
যথা বিপদ-উদধি-নীরে ; সর্ব্বকালে
জ্ঞানিজন সমাশ্রয়, অমগ্ন সতত,
হরষ বিষাদে যাঁরা খেলে ভাসমান ।
বল, প্রিয়, প্রিয়রুচি রুচি যা বলিতে ;
কৌতুহল হুতাশন হ'লে উদ্দীপিত,
ধৈর্য্যতনু নাশে দহি নয়ন পলকে,
যদিও মাধুর্য্যধিরে উল্লাসের খনি,
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড যথা জগত ভরিয়া
সঞ্জীবন-পীযূষেও দহে চরাচর ।

ইন্দ্র। তারাশশিময়-ঝাড়-রতন প্রদীপে
আলোকিত গতযামিনী-মন্দিরে, অহো,
হেরিলাম নিদ্রা-যবনিকা-অন্তরালে,
সদাশিবে সমাসীন স্বপ্ন-সিংহাসনে !—

বিরাট মূরতি রাজে ;—
রজত ধবল-কান্তি, তরঙ্গ তরল,
অযুত ভাস্কর-বিম্ব সন্তরিছে যাহে
প্রমোদ-আনন্দে, যেন জল কেলিচ্ছলে ;
বিপুল দর্পন সম বদন মণ্ডল ;
ভ্রমর পরিরঞ্জিত কোকনদ আঁখি ;
অর্দ্ধেন্দু-শেখর শিব পরমসুন্দর ;
ধুস্তুর-কুণ্ডলযুগে কর্ণ সুমণ্ডিত ;
দ্বীপি-দ্বীপদাপ্ত-ধটী কটিতে বেষ্টিত ;
জীবের সমৃদ্ধি সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর-করে
শোভিছে প্রকৃত ; সামীপ্য লভিয়া নন্দী
যেই সিদ্ধির ভাণ্ডারী, অবস্থিত পাশে ;
অমৃত-উদ্ভবে যবে পান করি বিষ
তুষিলেন আশুতোষ সমদর্শী রোষে।
রোষের লাঞ্ছন সেই বিষের নীলিমা
বিরাজিছে নীলকণ্ঠ—কণ্ঠদেশ ঘেরি,
ধবল জলদ মাঝে সুনীল গগন
যেন হেরি দৃশ্যমান যথা।—

হাসি অমিয়া প্রবাহে,
বচন মন্দার রাজী দিলেন ঢালিয়া !—
কহিলা আমারে সুখে সস্নেহ সম্ভাষে।—

"দেবরাজ, দেবালয়-দেবতরু-ফুলে,
পদ্মসদ্ম মানসের তামরস দলে,
অর্চ্চ মোরে সযতনে, লভিবে মঙ্গল।"
কহি অন্তর্হিত শূলপাণি অকূলের
তরী।— হায়, প্রিয়ে, নিদ্রায় চৈতন্য লভি,
জাগি অচেতন !

শচী। কল্পতরু বিলাসিতা অমরার পতি,
শচীন্দ্র, সুরেশ, অমরে শোভে কি ক্ষোভ ;
মরতের ঘোরপঙ্ক নর-অঙ্গ-শোষী ?
জীবের শরণ্য শিবে দেবের বাঞ্ছিত
নিমেষ নিরখি কেন করিতেছ ক্ষোভ ?
সম্ভোগ-সাগর-মগ্ন অমরের ভালে
সেই তো দুর্লভ !—

দৈব পঞ্চ ফুল আর মর্ত্ত্য পদ্মকুল
সত্বর সংগ্রহি কর পূজা-আয়োজন।

ইন্দ্র। দুর্ল্লভ-লাভ-ক্ষোভ, দুর্লভ লাভের
লোভ, মূর্খে অসম্ভব ; সন্তোষ—বৈভব,
অসন্তোষ— দারিদ্র্য-নির্ঝর,— সত্য বটে ;
বিষয়ে তা খাটে ; বিষয়-অরণ্যে শুধু
শরণ্য সন্তোষ, — পরম সন্ন্যাস যাহা ;
সাধ্য সাধনের অন্তরায় তোষ।
যাউক সে কথা,
বিলম্বের আলম্বনে বিড়ম্বনা হবে ;
কারণে শিবের সুখে পূজা-আয়োজন।
(পটক্ষেপ)

(দ্বিতীয় দৃশ্য—চন্দ্রলোক।)

রোহিণী। অয়ি সে বিশাল তরু,
অমৃত যাহার রস ; তারির নির্যাস
তুমি, সে তরুর ফল, তারকা-রমণ !
ওষধির অধীশ্বর, মরত-পালন ;
সোমলতা তব পত্নী, সতিনী আমার
সাধিছে দেবের তৃপ্তি তব নিয়োজিতা ;
পঞ্চদশ রমণীর রসিকরমণ
বহুরূপ হয়ে, তিথি-পতি কলাধর,
তুষিছ তাদের মন সতত প্রফুল্ল ;
আবার আঁধার নিকুঞ্জে হইয়া কালা,

লুকায়ে সে বলা— অমা, কত খেলা খেল,
অমাবস্যা সতিনীরে কাঁদায়ে কৌতুকে ;
তাতে পুন কুমুদিনী কপোল চুম্বন !
উলুকের গাল খেয়ে নাহি অপমান,—
সদানন্দ তুমি ! রূপের উপমান
জগৎ ভরিয়া ; আনন্দে মগন দশ
ককুভ নিরখি তব সুধামাখা মুখ ! -
তাই সে "আনন্দকর," "চন্দ্র" চারু নাম !
সদা সেবী পুণ্যপদ,
তারার বাসনা ; কভু হেরি নাই তব
আনন্দ-উচ্ছ্বাস এত, আজিরে যেমন !
কি আনন্দে আজি সেই অঙ্কের ভূষণ,
কলঙ্ক হলেও যাহা গৌরবের হেতু
কবি-লোকে, (অকলঙ্কে অঙ্ক হ'লে
রাশি ভাসে হাসে অধিক উজল,
কালির তিলক যথা শিশুর কপালে।)
খসল শশক চারু সুচারু-নয়ন ?
সুধার নির্য্যাস কেন হইল তরল ?
কাব্যময় সে কলঙ্কে তু'লে লও ত্বরা,
বল মোরে কেবা অই নিরাকার জ্যোতি
এসে গেল তব ঠাঁই কি কথা কহিয়া।—
খু'লে কহ কুমুদিনী-প্রণয়-রতন,
চকোরিণী-তৃষ্ণা-নিবারণ !

চন্দ্র। গত নিশে বাসবের হৃদি-উপবনে
নিদ্রা-মোহ-লতিকার তনুর ভূষণ—
স্বপনমুকুল-কোলে ফুটেছে সুবাণী, —
মঙ্গল কুসুম !—

তাই সে ত্রিদিবে হবে আগামি বাসরে
দশমহাবিদ্যাধর চন্দ্রাপীড়-পূজা।
সুরেশ-নিদেশে অই অযুত অমর,
অযুত-বিদ্যুৎ-ঝলা বিমান-ভূ-পারে
স্বরগ-মরত ভরি করে ছুটাছুটি,
জ্যোতির্ম্ময় তরী যেন পারি দিয়া বেগে,
দেবতরু-ফুল আর উৎপলের লাগি।
পবিত্র মানস, পম্পা, বিন্দু সরোবর,
সতেক পুষ্কর পুণ্য পদ্মের আকর,
ভ্রমিছে নক্ষত্রবেশে ; বসুমতী কিবা
অনবদ্য বিভূষণ—পদ্মকুসুম-হীনা
অজস্র অশ্রুর ধারা ঢালিবে সতত !
নিমন্ত্রন ইন্দ্রপুরে যোগাইতে সুধা,
প্রসূন-প্রলেপ যাহা স্বর্গ আয়তনে;
মর্ত্ত্যে মলয়জ যথা,— সুগন্ধ দম্পতী
তোষে দেবতা-চরণ।—যাবে কি সুন্দরি ?

রোহিণী। এমন উৎসবে কার যেতেনা বাসনা,
কিন্তু, নাথ, জীবে কি হে সুধার লাঞ্ছবে,
তোমার পরাণ প্রিয়া সেই ভামিনীর
শোকে, যখন হেরিবে বদন দলিত
তার, সরোজের সনে শিবপাদ মূলে ?
কেন কহ চলে শাশুড়ী-শোকত্রাস ?
যে নেশা অমরগণে কমলচয়নে,
বাছিবে কি কেহ কমল কুমুদ, চারু
কুমুদিনী-প্রণয়-ভিখারী ?

চন্দ্র। হলে, আমার তরাস বটে, তোমার হরষ !
সতার দুর্দ্দশা হেরি হবে প্রমোদিনী।
অমরে আছে কি নেশা ? বৃথা সে জল্পনা।

রোহিণী। যে তোষে আমার নাথে, সে ত সখী মম
সমপ্রাণা, পতিসুখে হয়রে সুখিনী,
সে কেমন সতী, পতি-হিত কামা ?

চন্দ্র। চল, চারুশীলে, প্রিয়ে যাই ইন্দ্রপুরে ;
ব্যথিতা হওনা প্রাণে আমার বচনে।

রোহিণী। জলদ-কুলিশে কভু ডরে কি বিজলী ?
পয়োধি লবণ কভু বিষে কি সরিতে ?—
চল, নাথ, সুধাসিন্ধু, ইন্দু, হিমকর।
(পটক্ষেপ)

(তৃতীয় দৃশ্য—মানস-সরোবর।)

অমরগণ। এইতো মানস, অবনী মানস-খনি
পদ্মমণি-প্রসূ ! জীবন-যৌবন ভরা
সরসী সুন্দরী অচঞ্চলা নিদ্রা-অঙ্কে,
কমল-নয়ন-মুদি, অযুত নয়ন—
জগন্নয়ন-জ্যোতি না নিরখি আঁখে,
নির্জ্জনবাসিনী সতী মানস-কুমারী !
কেমনে পবিত্র অঙ্গ করি পরশন,
খুলি অঙ্গের ভূষণ তাঁর, সহচরী
যিনি দেবী কমলার,—সুপটু সৈরিন্ধ্রী
চারু লক্ষ্মী ভারতীর ?— অমর তস্কর
নয়, সত্ত্বের প্রতিমা ! পারে কি কখন
হরিতে এ নিরমল কমল ভূষণ,
দিব্য নীল প্রতিমার তনু বিমণ্ডন ?—
জাগায়ে সতীরে অনুমতি লহ '

"যৌবন তরঙ্গময়ী জাগগো রূপসি,
হর পাদোদকময়ি, কৈলাস-মুকুর ;
সরসীকুলকুন্তল মণি, তীর্থকুল-
সুতিলক, যোগীর মানস, পুণ্যতোয়া
স্বর্গবিম্ব বক্ষে ধরি, কত নিদ্রা যাও !
নলিন-নয়ন খুলি চাওগো, শোভনে,
শীকর-মুকুতা-বিন্দু-রাজি-বিরাজিত !
অই দেখ চেয়ে, দক্ষ অঙ্গজার পতি
গগন-ললাম চারু অমৃতের তরী
খেলিছে উরসে তব তারায় বেষ্টিত !—
ললাটে তিলকবিন্দু ইন্দু সে রাজিছে ;
দ্বিগুণিত তব তনু দ্বিভূষণ কোটী,—
পদ্মমণি মিলি সুখে তারা মণি সনে !
অমরে সুধা আর নর-সুধা— মধু
একাধারে সমাহিত তব এ তনুতে ;—
মধুভাণ্ড— পদ্ম, আর সুধাভাণ্ড— শশী !
নিদ্রিতে কেমন শোভা ধ'রেছ জাননা,
যোগীর আরাধ্যা দেবি, কবির ভরসা !
দেব, নর, যক্ষ, সিদ্ধ, অপ্সর, কিন্নর,
চারণের তরে – সর্ব্বলোক তরে, আহা,—
পরচিত্ত-সন্তোষণ তরে, উদাসীনা
নিজে, ধরি অতুল সুষমা স্বর্গ ভোলা
হংসের পালনী দেবী ব্রহ্মার বাহন,
উষা সে বান্দনী আসি গাহি কলকলে
জাগায় প্রভাতে নিত্য ভানু আগমনে ;
আজি নয় সুরের সঙ্গীতে অমরার—
ইন্দ্র অনুরোধে, জাগিলে বারেক নিশে,
কাঁচা ঘুমে ! মিরূপমে সহস্র নয়নে
সহস্র নয়ন-কর্ম্মে হওগো সহায়া !
নীলোৎপল-সুনয়নে চাহগো উর্ম্মিল
কোকনদাধরে হাস সুললিত হাসি
উগারি মধুর ধারা দেব প্রীতি ভরে।
মকরন্দ মাখা পুণ্য প্রসন্ন-সলিলে,
অমরের কান্তি জ্যোতি সুবিমল শত,
ভ্রমিছে তোমার বক্ষে উল্লাস অন্তরে
মৃণালে করিয়া ভর— দ্বিতীয় অমরে !
পূজার ভাণ্ডার-গৃহ তুমিগো ললনে !—
কমল নয়ন তব চারু উপহার

গন্ধ মধু দুহু যাহে নিত্য বিদ্যমান,
কৈলাস, ধনেশ-বাস—অলকাসপুরী,
দক্ষিণার ধন লয়ে উরসে তোমার
সতত বিরাজমান প্রতিবিম্বচ্ছলে !
তোমার নয়নে তুষ্ট বিধিবিষ্ণুশিব,
শক্তি ব্রহ্মময়ী ! মানস-আদর্শ, দেবি,
জাগবতে, মেলগো নয়ন ভব-শিব—
প্রীণয়নে ! তরঙ্গ তরল কর তুলি

অর্পগো কমলরাজী, করপুট-সাজী
ভরি, যাই অমরায়, বাসবের প্রীতে।'
আখণ্ডল-নিকেতনে আশুতোষ-তোষে
হবে অর্চনার ঘটা আগামী বাসরে;
হেরিবে নয়নে, তব পূরিবে মানস,
মানস-সরসি, ষোড়শা রূপে !"—

অনিল—অঞ্চল তুলিল অই,
প্রবল তরঙ্গে জাগিলা, কাঁপায়ে আঁখি !
"শুন শুন, ভ্রাতৃগণ, কাবগুব-রবে,
কি বলেন দেবী চারু নলিন নিলয় !"

মানস। বৃন্দারকবৃন্দ-পদ-তীর্থ-পরশন
আজি সে সৌভাগ্যে হলো দীনার তনুতে !
কি মানসে পদার্পন মানসের বিসে ?
কি আদেশ বাসবের অধিনীর প্রতি ?

মরকত জ্যোতিঃ।
দাও, দেবি, হাত ভরি শত দলদল,
পশুপতি পূজিবেন অমরার পতি।

মানস।
স্বধনে লবেন ধনী নির্ধনে জিজ্ঞাস ?—
লয়ে যাও নয় কোষাগার তুলি !

ইন্দ্রনীলজ্যোতিঃ।
নিঃশেষে সরোজরাজি নিয়ে যাই দেবি !
তোমার নিদেশে, অঙ্ক করি তোমা।

মানস। সার্থক জীবন ধরি !

(পটক্ষেপ)

———•:•:•———

দ্বিতীয়াঙ্ক (কার্য্য)

(প্রথম দৃশ্য—সূর্য্যলোক)

অরুণ। তপ্তকলধৌত-কান্তি ভানুদূতী ঊষে,
সুকোমলা নলিনীর পরাণ তোষিণী
ভ্রমর-অধরে চারু মধুরভাষিণী,
তালবৃন্তহস্তা মৃদু ব্যজন কারিণী,
অচেতন-জগজ্জীব-জীবন-দায়িনী,
তব অপরূপ-রূপ-দীপ্তি সুপ্তিনেত্রে
নাহি সয় তাই নিদ্রাদেবী জড়সড়
ভয়ে, পলায় ত্বরিতে বিধুপ্রণয়িনী
কুমুদিনী-নেত্রদলে !—বল দূতী ঊষে,
আজি কেন হেরি তব কনকবদনে
ভস্ম-বিলেপন—মালিন্যের ছায় ?

ঊষা। অরুণ হে অরুন্তুদ বাণী,
যা শুনিনু শিলামুখমুখে, নিরখিনু
আঁখে। বলিতে বিদরে হিয়া সে দারুণ
বাণী ! চক্রবাক-বাক্ কহিব তোমায়।
ত্রিদশ-আলয়ে আজি ত্রিপুরারি-পূজা;
বজ্র হানি চক্রবাক-চক্রবন্ধু-শিরে
বজ্রধর হরিলেন শতদল-দলে।"—
হের না মলিনা ধরা অঙ্কশোভা বিনে।

অরুণ। হেরিলাম, চক্রবাকবাক্ সত্যগর্ভা!—
আনন্দেতে আঁকা এক অমরের মুখ
দেখেছি আজিকে হেথা নিমন্ত্রিতে প্রভু,
ইন্দ্রালয়ে যেতে, যেথা শূলীর অর্চ্চনা,—
যাও সখি, বলগে দিনেশে।

ঊষা। শুন হে অরুণ অরুণ-সারথি পাশে
কহিতে অন্তরে ডরি; তোমারি উচিত।

অরুণ। বিমান-উদ্ভাসী মণি, অরুণ-আশ্রয়,
কর-রত্নাকর, চারু—কমলিনী-প্রাণ,—
ঊষা যার উড়ে রথ-ধ্বজের পতাকা,
চেয়ে দেখ অই প্রভু পুষ্করে পুষ্করে।

সূর্য্য। একি হেরি ? রবিরও আঁধার হৃদি ?
কোথা প্রিয়ে, প্রাণময়ি ! (মূর্চ্ছা)

অরুণ। হায়, উষে! মূর্চ্ছা-কুয়াসায়
ঘেরিল ভাস্করে, যথা গজ-মৃগরাজ!
রমণীর বিন্যা ভাল শোক নিবারিতে,
সান্ত্বনিতে হতাশের চিত, মুছিবারে
অশ্রুবারি, অপনোদিবারে মূর্চ্ছাভার
প্রকৃতি-মাধুর্য্যরসে, পুরুষে দুর্লভ ;
তাই উষে, সরোজিনী-সজনি শুশ্রূষে
দিনমণি তপনের কর মনোযোগ ;—
তরলকিরণময় সুকোমল করে
হিম-অশ্রুবিন্দু মুছ অরুণ-নয়নে,
খেদাও কুয়াসা-মূর্চ্ছা অঞ্চল-অনিলে ;

উষা। যতিলাম বহুক্ষণ, হইনু অক্ষম।
নিবিড়-জলদ মূর্চ্ছা, এ নয় কুয়াসা।
উষার অসাধ্য ইহা!—গরুড়-অগ্রজ,
পক্ষপুট আলোড়িয়া জাগাও নাটিকে।

অরুণ। যুক্তি-করে পক্কফল সতত সুস্বাদু।
সুপবিত্র হৃদে উদে সফল যা হবে।
তপনের হিমমূর্চ্ছা এই বিদূরিতা
চেয়ে দেখ সখি উষে বুদ্ধিমতি সতি!

সূর্য্য। সারথি হে, এই কি সে উদয়-মহীধর?
এই কি মলিনা ধরা নলিনীর গৃহ?—
না, বিপথে বিভ্রান্ত বুঝি চালাইলে রথ!
না!—অপক্ষ এ কক্ষ মম চির স্থিরতর,
অয়োময় সুদৃঢ় গঠিত ; অস্খলিত
সদা চক্র গ্রহের প্রণয়ে। কভু নয়
ভ্রান্ত,—শান্তি তপ্ত তপনের, ধরা ধাত্রী
যাহা পালিত যতনে পঙ্কপয়োদানে
কোমল সরসী অঙ্কে বসায়ে আদরে,
নিশ্চয় সে ভাগ্যদোষে ত্যজিল সুতনু
শীতল মৃণালময়!
অয়ি উষে প্রভারূপী কুসুম-নয়না,
কমলিনী-মিলনের দূতী, অঙ্গতাপে
রঙ্গময়ী ছিল যথা সরসীর নীরে
সুদূর-ধরণী-কোলে, তুমি ছিলা মাঝে
বারতা-বাহিনী প্রণয় কাহিনী-মধু—
পিয়াইতে দোঁহা!—ফুরাইল কর্ম্ম তব,
নর্ম্ম ভস্মে পরিণত! কোন্ বা নন্দনে
আর যা'বে সখি শুষ্ক-সরসী-মন্দিরে!
ধরা-বক্ষে বহিবে কি উল্লাসের ধারা?
সে মন্দিরে বাজিবে না ভ্রমর-মঞ্জীর!
মলয়-চামর আর দুলিবে না তথা!
কার কাছে ফুলকুল ফুটিতে শিখিবে?
নীরস হইবে ভবে কবির রসনা।
স্তম্ভ আজি দীপ্ত ভানু নলিনী-বিরহে,
সৃষ্টি যাবে রসাতল, অচল হইনু।
কার পানে চাহি চাহি ঘুরিব মণ্ডলে?
বিরহ-কৃশানু হায় ভানুর হিয়ায়,
এ তাপ সবে কি লোকে? যাও, সখি, যাও
লোকের মঙ্গল হেতু সুমঙ্গল মুখী,
খুঁজে দেখ কোথা মোর জীবন-পুতুলী
জীবনবাসিনী প্রিয়া চারু মধুমুখী!—
তুমি কেন, আমি যার তার অন্বেষণে।

গগন-চাপের প্রান্তে অর্দ্ধেন্দু-আকার,
ব্যাসের সঙ্গম যেথা পশ্চিম-বিন্দুতে,
বিরহের রক্ত-বহ্নি দহে মম তনু,
প্রতিদিন প্রাণময়ি তোমা হারাইয়ে!
আয়স-নির্ম্মিত বপুঃ সদা বহ্নিময়,
তাতে পুনঃ এ দারুণ জ্বালা সুপ্রবল,—
দ্বিতীয় আগুন, দহে দ্বাদশ ঘটিকা,
ভীম-অতলের তলে!—তব রূপচিন্তা
শুধু শান্তি-বারি-ছিটা, পুষ্পক-বিমান
যথা নারকি-নয়নে আশার নির্ঝর।
অভিমান-শিলা-ভরে শক্ত নেত্র-দল
মুদিয়া ঢলিয়া থাক বিষাদের কোলে
আঁধার-মালিন্য মাখি কনক-কপোলে,

সরোষণ্ড-কুঞ্জ তব শ্মশান তখন !—
শোচ্য সে দোহার দশা !
আজি কি মানিনি সেই বিরহ-দহনে
পরাণ আহুতি দিলে, তপনে ডুবায়ে
ঘোর নরক-তিমিরে ?

জাননা গগন ভানু, তব চিত্ত-ভানু,
বিভাবরী-অবসানে উদিবে বিমানে
ঘুচাইতে তব মান কর-পরশনে !
এই দেখ তব প্রাণ তপ্ত বিভাবসু,
মধুমতি, বসুমতী-তনুর শোভনে,
নববেশে সমাগত ফুটা'তে নয়ন !
মানস-সুনীল-তলে, কল্পনার প্রসূ,
হেরলো নয়নমণি দিনমনি-পানে !
মধুময় চারুভোজ্য, বিকাশ-নিদান,
এনেছি কনক-থালে, করগো ভোজন।
উপবাসী কাল নিশি নিদারুণ মানে,
সতীদুঃখ সহে কি লো পতির পরাণে ?
আম-আম ভাসে নীরে, চারুরসভরা
সুপক্ক রসাল ফল ডু'বে যায় নীরে,
তেমতি পবিত্র প্রেম মানের সলিলে'
প্রেমের পরম রুচি ছদ্ম-পরিচ্ছদে !
কালির তিলক মান প্রেম-চন্দ্রমুখে !
প্রেমের বল্কল মান রত্নাকর ফেনা !
নিরমল লঘু বায়ু গাঢ়তায় নীল;
তেমতি প্রেমের অঙ্গে মানের মালিন্য !
প্রেমের গাঢ়তা মান—অধৈর্য্যের ফল ;
প্রেমিক বধিতে নয়, জীয়াইতে তারে।

ভ্রমর-বন্দিতা, প্রিয়ে, চারু-মৃণালিনী
বৃথা তোমা গজি ভুক্তি-শোক ভ্রান্তি-বিষ !—
কণ্টকিত কণ্ঠে হেরি নখ-খড়্গাঘাত,
অবহেলে লুনশির অই বিসতনু ;
মজ্জিত মৃণাল-শেষ ; কে করিল হেন
দশা আমার নলিনে, প্রণয়-মধুর
কৌটা সিন্দুর-মণ্ডিত !— বলগো ধরণি,
দেবি, পৃথুর নন্দিনী, কে হেরিল রত্ন
তব অঙ্গ বিভূষণ, ভানুর শীতল
শান্তি, শ্রান্তি-নিবারিণী নিয়ত-গতির ?—
জীমূত-অমৃত সিক্তি যার অনুরোধে—
পতির কর্ত্তব্য যাহা,—তুষিতাম তোমা,
কালের করাল দন্তে হায়রে দুর্গতি !
সেও আমার নন্দন, দুষ্ট বিমাতার
প্রাণে হানিল দারুণ শর, মাতৃঘাতী
পিতৃঘাতী, কুলাঙ্গার, অকৃতজ্ঞ, ক্রুর !
পিতৃভক্ত শনি তার স্কন্ধে সমাসীন !

অরুণ। নিরপরাধের নিন্দা সজ্জনাসুচিত।
দেবালয়ে হরপূজা, পদ্ম অপহৃত।

সূর্য্য। পত্নী-মুণ্ড নিরখিতে নিমন্ত্রণ মম !
চালাও সারথি রথ যাব বিষ্ণুলোকে
ঘুচাইতে শোকতাপ কমলার পাশে ;
যাব না অমরালয়ে, স্বর্গ-পতি যাক্
স্বর্গে শিব পূজা করি।

(পটক্ষেপ)

——:০:——

(দ্বিতীয় দৃশ্য—বিষ্ণুলোক।)

বিষ্ণু। নিখিল রত্নের খনি বিশাল জলধি,
সপ্তরসে পূর্ণকান্তি ; অমর সুতৃপ্ত
যার কণিকা অমৃতে ; সুধানিধি যার
একবিন্দু সুধা ; শত পয়স্বিনী যার
বিপুলবপুঃতে ঢালিছে পীযূষ ধারা
প্রণয়ের ছলে ; গোরূপিনী-পুণ্যধরা—
পয়স্বিনী অনুদিন ধারাধর-দ্বারে—
সে পয়োদ স্বেদবিন্দু যে পয়োনিধির ;
সুবিশাল কীর্ত্তি সেই সিন্ধু গুণাধার ;

তাঁহার নন্দিনী তুমি জগত-বন্দিনী,
নিখিল রতন তব শ্রীকর-খেলনা।
কৌস্তুভ মণ্ডিত মম বক্ষঃ-নিবাসিনী,
বলগো কমলে, প্রিয়ে, সামান্য কমল,
ধরার কুসুম, এতই প্রিয় কি তব,
চালিতেছে অশ্রু মুক্তা চরণ সাজায়ে ?
ইন্দ্রপুরে শিবপূজা, চল যাই তথা ;
স্তনযুগে জিনিল কি সরসী-সরোজ ?
কোকনদ পদ যুগে অই যে বিরাজে
পঞ্চ পঞ্চ-নখমণি পদ্ম নিত্য-নব—
বিকসিত ! ত্যজ ক্ষোভ প্রিয়ে !
শ্রীকলে বিরাজমানা কীর্ত্তি তব, যার
অনুকম্পা-বলে,—মৃত্যুঞ্জয়-জয়ধ্বজ ;
ধর্ম্মদেবপত্নী তব দয়িত-প্রেয়সী
কলিন্দনন্দিনী-তীরে বৃন্দা দেহান্তরে
কটাক্ষ-সম্পাতে যার ; বিজিত-বাসব
বৃত্র শূলী যে শূলীর শূলে—কৃপাচিহ্ন,—
সে গৌরচন্দন-কান্তি-সেবানন্দ-সুখে
কুণ্ঠিতা কেন গো আজ বৈকুণ্ঠবাসিনি ?

কমলা। কেন বল, নাথ, এ হেন বাণী ?—
পদ্মপাণি-পাণি, নাথ, করিনু গ্রহণ,
আশ্রয় কমল মম ; কমল অখণ্ড—
মণ্ডল-আকার নাভী শক্তির নিবাস ;
যোগীর সোপান দীপ্ত কমলে কমলে
সুনির্ম্মিত !—জানতো সকল, কেন ছল ?—
কমলের গুণে নামটী কমলা, বড়
সাধের সে নাম, তব রসনার প্রিয় !

বিষ্ণু। মানসকমল মিশিবে মানসময়ে !
শুভদিন আজি শুনগো শোভনে রমে !—
অই হের সূর্য্যদেব সমাগত।—
কি মানসে দিনেশের আগমন হেথা ?

সূর্য্য। বিপন্ন দিনেশ আজ, প্রপন্ন দীনেশে,
হৃদয়-কমল মম দগ্ধ রত্নানলে !
সদা-তপ্ত নয়নের শীতল অঞ্জন
নাহি অক্ষি-পরে, প্রাণপক্ষী যায় যায়
দারুণ জ্বালায় ! যামলে রাজিত নিত্য
স্মিত-স্ফীত-মুখে,—লাবণ্যমধুর-কুণ্ড,—
প্রসাদ-অমৃত মাখি শিলীমুখ মুখে,
বন্দিতা নলিনী; শীতল তপন তাপ
পরশন-দানে ! কাহার বদন হেরি
সন্তর্পিয়া হিয়া ঘুরিব গগনপথে
ক্লান্তির অস্পৃশ্য রাখি নিজস্বর্ণতনু ?
সত্য-মিথ্যা-স্বপ্নালেয়া-মুগ্ধ আখণ্ডল
মানস মণ্ডন মম ছিঁড়িল চকিতে
উৎসব উন্মত্ত সেই স্বর্গ অধিপতি
বিলাসাভিলাষ-দাস আত্মসুখপর,
অমরা ভুঞ্জিয়া যার সন্তোষ সুদূরে।
দণ্ডে দণ্ডে মরে যেই অপ্রাপ্তির দণ্ডে,
ভণ্ড সেই দেব অমর অমর-পতি।
যাবনা ত্রিদশপুরে, শরণ্য চরণে
কমলের অধীশ্বরী কমলা সেবিত,
লইনু শরণ আজি ত্যজিয়া গগন ;
কমলা-কমলপদে মম নিবেদন,
করুণ বিচার এই ইন্দ্র-আচরণে।
বৈকুণ্ঠ-অধীশ দেব তব রামা রমা—
ত্রিজগত-যার চরণ লুণ্ঠিতা চারু
কমলিনী মম লাঞ্ছিতা অমর-করে
বৈকুণ্ঠ-মহিষী তাই ম্লানমুখী বসি
নিরখিছে মোর পানে করুণা-কটাক্ষে
প্রতীকার কর প্রভো পত্নী-অনুরোধে,
কিম্বা অনুগত প্রতি করুণা প্রকাশি ?
নোচেৎ নিজের কক্ষে করিবনা গতি,
কমলার পদে লাগি যাবিব জীবন,—
কমল সেবিত যাহা মধুতে পাথালি !

কমলা। কশ্যপনন্দন বৎস, নলিনীরমণ,
তেজস্বীর যোগ্য ভাষ ভণিলা হে তুমি ;
প্রতীকারে মম প্রীতি,—কিন্তু এককথা,—

কমলের কোমলতা, শৈত্য কমলের
পাব কি পরশে তব, লাগিলে চরণ ?
কমলার তাপ তায় বাড়িবে দ্বিগুণ।
প্রতীকারে স্থিররুচি হও দিনমণি।

বিষ্ণু। ভকত সে ভানু, কেন ঠেল তারে পায় ?
তপন ওপদস্পর্শে-শীতলিবে সুখে।
প্রেয়সি ! উতলা কেন, আমি যার, তার
কিসের অভাব ? কল্পতরুতলে বসি
কড়ি-অন্বেষণ, মাটি খুঁড়ি অঙ্গুলিতে ?—
শুনরে কিরণ নিধি, চারু-উষা-কান্ত,
না হও অধীর এত ; প্রণয়ের নাহি
নেত্র, তীর দন্ত মুখে—বিষম বিরহ !
বক্ষে ধরি রক্ষা যদি না করিতে পার,
তবে কেন জড় প্রণয়-কণ্টক-লতে !
প্রণয়িনী-রূপগুণ-বিচারে প্রণয়ী
নিজ অযোগ্যতা ভূরি না ভাবি অন্তরে,
বিপদে পড়ে।
অমোঘ প্রতিজ্ঞা একি যাবেনা ত্রিদিবে ?
চল যাই সুরপুরে নেহারিব হরে ;
কিবা তেজধর হর-কোপানল তেজে
অনঙ্গ হইবে পুড়ি তেজোময় রবি।
উপেক্ষা অবজ্ঞা নয় কেবল বাসবে,
অবজ্ঞা ভবানী-নাথে, কোপে কল্প যার !
চল প্রিয় ভানুদেব, ধৈর্য্য ধরি !—
চল লক্ষ্মি কমলাক্ষি ইন্দ্র-নিমন্ত্রণে,
ঘুচিবে বেদন তথা শিবকৃপামৃতে,
নিরখিবে পদ্মরাজী ভবেশের পদে !—
নখে নখে লাখে লাখে খেলিতে ভাস্কর,
কত লক্ষ্মী, চারু শোভা, ছটায় ছটায়,
মাখিয়া কমল-অঙ্গে !

কমলা। চল, নাথ, যাই।

সূর্য্য। দাসের কি আর গতি ?

(প্রস্থান)

(পটক্ষেপ)

(তৃতীয় দৃশ্য—ইন্দ্রলোক।)

বিষ্ণু। অয়ি প্রিয়ে, অই হের
সুরপুর-তোরণ-দুয়ার বিচিত্রিত—
রামধনুঃ-ময় ; অই শুন, প্রাণময়ি,
নানা যন্ত্র সনে বাজিছে দুন্দুভি ঘন
গম্ভীর আরাবে, জলধি যেমতি রোষে
মিশি স্রোতস্বতী-কলকলে ; অই দেখ
অমরীর বৃন্দ নানাবর্ণালোকময়
বিচিত্র বসনে, পারিজাত-বিভূষিতা
চলে দলে দলে, স্বর্গীয় কোকিলকণ্ঠে
দিয়া হুলু-ধ্বনি,—ঢালিয়া অমৃতধারা !
ফুল্ল-পারিজাত-গন্ধে মোদিতা ককুভ্ !
কোথায় কমল-বাস, কমলবাসিনি ?—
সামান্য কমল তরে কাতরে রোদিছ
নভশ্চর বিভাবসু লোকনেত্র-মণি।
পার্থিবে বিমুগ্ধ তুমি আনত-নয়ন।

সূর্য্য। শ্মশান-নিবাস শিব শশাঙ্ক-শেখর
ত্রিলোক-পূজিত ; আসনে মর্য্যাদা নয়,
মর্য্যাদা সে ফল গুণবৃক্ষে ধরে।
দেখেন্ত ফুটেনা ফুল, তরু কোলে ঝলে ;
কুসুমে যেমতি গন্ধ, গুণে আকর্ষণ ;-
মোহিনী-শকতি সেই বহ্নি শিখাময়—
মোহিলে পরাণ কীট, কোথায় বিচার ?
পার্থিব কলঙ্ক আরো নিবেদি রমেশ,—
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে কেন নীলিম প্রলেপ ?
বাসনা-বাসনা পদ্মে অর্চ্চিবারে হরে,
তোমারো করের শোভা একটী কমল !
যহতে নাহিক দেবি, দগ্ধ ভানু-ভালে
কলঙ্ক-রোপণ ! তোমার আদেশে ঋষি
পবিত্র নারদ মন্ত্র দিল বাল্মীকিরে,
জগতের আদি কবি, ঘটাইতে মম
শুভ পরিণয় চারু সরোজিনী সহ ;
আজি কেন নিন্দ মোরে ত্রিজগত কবি ?
সকলি করাও তুমি, করে যে সে দুষী !
যা কয় প্রভু তুমি সেইতো প্রসাদ।

বিষ্ণু। তুষ্টহনু শুনি তব স্মারগর্ব্বা বাণী।
অচিরে ঘুচিবে দুঃখ, অই শ্রীমন্দির;
লক্ষ্মী অনুসরি কর আগমন।—প্রিয়ে,
হাস্যমুখ ফুল্ল অই আসেন বাসব
গললগ্নকৃতবাসে।

ইন্দ্র। সুরপতি-বাঞ্ছা-লতা ফলবতী আজি!
শ্রীপাদপদ্ম-পরাগ-রজঃ দেবরাজ-
শিরে!—দশশতনেত্র-মধুকর যার
সতৃষ্ণ চঞ্চল সদা মকরন্দ লাগি।
দেবপতি আজ পূর্ণ-ভাগ্য-অধিপতি
কমলার পদার্পণে সৌভাগ্য-কমল
বিকসিত চারুগন্ধ অমরা-মানসে!
কমলিনী-নাথ এই যে সঙ্গে!

সূর্য্য। সৌভাগ্য কমল, চারু কুসুম-কমল—
কমল মাত্রই স্ফুট তোমার কপালে!
অশ্রুভরা তব অই নয়ন-কমল
সংখ্যে দশশত-সহস্র কলঙ্ক-ক্ষত
এই ভাগ্য তব, কুকর্ম্মও শোভা পায়
পদের গৌরবে: অনুরূপ কত আর
কখন যে ঘটে, জানিনা সে ভবিতব্য।
ভানু-ভালে সহিল না একটী কমল!
ধন্য ইন্দ্র স্বর্গপতি, পাপ-পাকস্থলী!
তোমার সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্য বা কার?

বিষ্ণু। সূর্য্য অতি ধৈর্য্যহীন, শুন সুরনাথ,
কমলিনী-হারা, মণি-হারা ফণী যেন:
সম্প্রতি কমলা দীনা, তোষহ তাদেরে।

ইন্দ্র। ত্যজ রোষ, বিভাবসো, আশুতোষ-তোষে
লু'টেছি কমল তব সুকায় কুকায়
জানেন ভবেশ; দিনেশ, আদেশ তাঁর
লঙ্ঘিতে কি বল, ভাই, জিজ্ঞাসি তোমায়

সূর্য্য। স্বপন-কুসুম-মধু মধুর আদেশ
দুর্ব্বল রসনা শুধু লয় তার রস।

ইন্দ্র। সুর-স্বপ্ন-অঙ্গে নাহি অসত্যের ব্রণ,
নরের জাগ্রত-জ্ঞান অমর স্বপন।
বিষ্ণুর নিপাত আছে, তুমি কি অমর?
নৃত্যজ্ঞানে সচকিত হৃদয়-প্রহরী,
পাপের প্রবেশ তাহে আকাশ-কুসুম।
স্বপ্ন—দৈবচক্র, ঘটে পরীক্ষা-মানসে।
হিংসা করি তব পূজা—তাপিয়া তপনে!—
পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা লভিলে সুন্দর,
এই কেশব সাক্ষাতে।

বিষ্ণু। সুরেশ্বর, ভানুকরে পরাভব আজ।

লক্ষ্মী। পরাজয় শুধু আত্মকর্ম্ম-তরু-ফল!

ইন্দ্র। বুঝিলাম শিবপূজা নিষ্ফলা-আমার;
বিতুষ্ট বাসব দীনে লক্ষ্মী নারায়ণ।
তুমি ধন্য বিভাবসো, ক্ষম অপরাধ।
অর্চ্চনার বিঘ্ন নাশি গোলোকের প্রতি
কৃতার্থতা দাও দাসে!

বিষ্ণু। শুভকল্পে বিঘ্ন নাই সংকল্পে সুফল;
অর্চ্চনান্তে দিনকান্তে তুষিবে সম্ভ্রমে,—
অমৃতের ছিটা দিয়ে মৃণালে মৃণালে
জীয়াবে জীবন-পত্নী এ দিনমণির;—
চল মন্দিরে। (পটক্ষেপ)

(চিত্তোচ্ছ্বাস)

মহোৎসবে শিবে পূজি বাসবের পুরে
ভাসিলা আনন্দ স্রোতে অমর অমরা।
বাসব-কমলে চারু আনন্দ-আসব,
বহিল প্রবলোচ্ছ্বাসে; শচীর আনন্দ
যক্ষপতি কুবেরের বদনমণ্ডলে,
খুলিল আনন্দ জ্যোতিঃ কোটি মণিজ্বালা
নীরধি-নন্দন বিধু হর্ষে ডগমগ
প্রফুল্লবদনে ঝরে অনর্গল সুধা।
কমলার প্রসন্নতা অমল তরঙ্গে
খেলিছে অমরা ভরি প্রবল প্রবাহে।
সহস্র-রশ্মির তনু কাঞ্চনবরণ,
বিরহ-অগিনি-দগ্ধ, আনন্দের কষে,
সুকান্তি উজ্জ্বলতর ধরিল সুন্দর,
রমেশ-আশ্বাসামৃত স্নেহের পরশে!
অমৃতের স্রোতে ধেয়ে লাগিল মৃণালে,
ফুটিল নবীন পদ্ম পুষ্করে পুষ্করে,
ভবেশ প্রসাদ স্নাত-বিশদ-প্রফুল্ল!
দিনমণি-কমলিনী-যুগল-মিলনে,
জগন্ময় চারু প্রভা, শোভা নিরুপম।

সমাপ্ত (পটক্ষেপ)

রত্নাকর

সুধন্বা-কাব্য

—:০:—

(প্রথম সর্গ)

(১)
বিশিষ্ট প্রহৃষ্ট যজ্ঞের ঘোটক
পীতপুচ্ছ পুষ্ট শ্যামল বরণ
সাজাইলা আনি ললাট ফলক
জয়পত্র দিয়া ধর্ম্মের নন্দন :—
অগিনি-অক্ষরে স্বনাম অঙ্কিত
ঝলসে সুস্থির চপলাসুন্দরী
শ্যামল জীমূত-ললাট শোভিত !—
কিবা সে সুষমা, কিবা সে মাধুরী !

(২)
সে হেন তুরঙ্গ সুন্দর প্রথর
ধরি দিব্য পুণ্য নামাঙ্কের জ্যোতি
ছুটিলা যেমতি মন্ত্রপূত শর
বঙ্কিম সুগ্রীব সরল ত্বরিতি।
হুঙ্কারে দরপে করিয়া ঘোষণ
কার কি শকতি ধরুক্ আমারে,
পশ্চাতে সহায় নরনারায়ণ,
ধর্ম্মপুত্র নাম প্রজ্জ্বলিত শিরে।

(৩)
পাণ্ডবের বলে অজেয় সবল :
যাদব যাদের বাঁধা সখ্যডোরে
যে পাণ্ডব নামে কাঁপে সে অচল
মেদিনী কম্পিতা ভীমপদ ভরে ;
যুগল-শ্যামল-মুরতি রক্ষক
পলকে শকতি নাশিতে জগত।
কি ভয়, কি ভয়, কে মোর কণ্টক ?
ধূলিসাৎ হবে চরণে দলিত।

(৪)
এই ভাব যেন ধরিয়া অন্তরে
দর্প-অভিনয় করিছে চরণে
চতুষ্পদী-চতুষ্পদ-খুরধারে
বিক্ষতা ধরণী সুশীলা সঘনে
উগারিছে যেন ফেন রজঃ-রাজি
অথবা সভয়ে লুকাইতে কায়
খুঁজিছে বসন ঘন ধূলিরাশি
গতি ধ্বনি শুনি প্রাণিগণ ধায়।

(৫)
বিজন কাননে পশিয়া ত্বরিতে
মস্তক-আঘাতে চরণের ঘায়
কোমল ব্রততী ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে
নাবন্ধ্য করি দর্পে আগুয়ায় ;
অল্পন উন্নত নবশষ্প দল
ধরিছে বিনয়ে পদাঙ্কিত রেখা
গভীর খোদিত মৃত্তিকা কোমল
ধরিছে অঙ্কেতে দরপের লেখা।

(৬)
গর্ব্ব-বিস্ফারিত যুগল নয়ন
অদূরে নিবদ্ধ সতত সরল,
মানিনী রমণী গুণ্ঠিতা যেমন
নাহি তোলে মানে বদন কমল।
সুপথ বিপথ নাহিক বিচার,
নয়ন অলস—চালায় চরণ
নগর প্রান্তর পর্ব্বত পাহাড়
প্রমত্ত উৎসাহে, করিছে ভ্রমণ।

(৭)
প্রস্ফুট-প্রসূন কানন-মাঝারে,
শ্যামাঙ্গে পরশি কুসুমের দল
কাঞ্চন পরাগে অঙ্গরাগ ধরে
কৃষ্ণ মেঘে যেন সন্ধ্যাভা উজল।
সৌরভ প্রলিপ্ত চারু অঙ্গময়,
গুঞ্জরি মধুর মধুলিহ কুল
কুসুমের ভ্রমে সঙ্গে সঙ্গে রয়
উঠে পড়ে উড়ে সুগন্ধ-আকুল।

(৮) বিটপি-নিচয় সরস-অন্তরে
সোহাগ-গলিতা লতিকা-বাসনা
পূরা'তে খুলিয়া রাখিছে স্বকরে
তুরঙ্গ-অঙ্গের সুচারু গহনা।
হেমপদ্ম সম জয়পত্র ভালে
আশায় বহিছে শোয়াস-উচ্ছ্বাস
মত্ত শিখিকুল গরজি বিবলে
অহাভ্রমে ধায়, হরষ উল্লাস।

(৯) স্বেদ-স্রোতঃ বহে সহস্র ধারায়
দরদর অঙ্গে তিতায়ে ভূতল
ধূমল সচল অচলের গায়
বহুধারে যেন নির্ঝরিণী জল
অথবা চঞ্চল ত্বরিত গমন
দলভ্রষ্ট এক জলধর-শিশু
চপলার দ্যুতি উজল নয়ন
বর্ষে যেন বারি ভিজায়ে পাংশু!

(১০) জনপদ বাসী পুরুষ রমণী
ছুটিছে তরঙ্গ বা তুরঙ্গগতি
রঙ্গে বালগণ স্বভাবের মণি
যুবজনমন লিখনের প্রতি।
"যুধিষ্ঠির" নাম উঠিছে অধরে,
চকিতে সকল হটিছে তখন।
সশিশু যুবতী নিরখিছে দূরে,
ফুটা'য়ে সুহাসি নিরসি গুণ্ঠন।

(১১) হৃদয়ে উহার আনন্দ অপার—
কৌমুদী প্রভাত পূর্ণিমা গগন;
উৎসাহ-সাহসপূর্ণ মাতোয়ার
পাণ্ডব মহিমা করিতে ঘোষণ;
উপেখিয়া যেন রাজন্য-নিচয়
চরণে তাড়িছে উপল রাজী
চৌদিকে ধ্বনিত "জয় জয় জয়,"
পবন জিনি যেন চলিছে রাজী!

(১২) নির্ঝর-স্ফাটিক রেখায় শোভিত
অত্যুন্নত গিরি সবুজ বরণ,
বিশাল প্রান্তর চষিত পতিত—
হরিত ধবল নয়ন-রঞ্জন,
পিক মুখরিত মঞ্জুল কানন
হর্ম্ম্যনিকেতন সুরম্য নগর
অতিক্রমি ধায় প্রফুল্লিত মন
সে তুঙ্গ তুরঙ্গ জয়পত্রধর।

(১৩) মানব-নিচয় চারু প্রীতি ভরে
পাণ্ডব নামের গৌরব মহিমা—
গাহিছে উল্লাসে একান্ত-অন্তরে—
দিগন্ত প্রতীত যশঃ-ধবলিমা;
চারিদিকে উঠে আনন্দের রোল
মুখে মুখে যথা তরঙ্গে তরঙ্গে
ফেন রাশি মাখা সুহাসিধবল
জলধিগৌরব জলধিউৎসঙ্গে।

(১৪) "পাণ্ডব অগ্রজ রাজরাজেশ্বর
অতি দানশীল মখব্রতে ব্রতী
ধনরত্নদান দিবে মুক্তকর
অন্নাদি বিলাবে অকাতর মতি
খাব পাব মোরা আনন্দের দিন
নিকটে আগত; নাচিছে অন্তর—"
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে যত দীন,
হাসিয়া বলিছে, ব্রাহ্মণ ইতর।

(১৫) অমিয়া পূরিত সুশীতল কায়
ঢালিয়া ঢালিয়া মানবের অঙ্গে
মলয় অনিল শীতলিয়া ধায়
পথে পথে চারু হরষবিভঙ্গে,—
অথবা যেমন বরষা সরিৎ
আপ্লাবিয়া বহে প্রফুল্ল প্রখর
তৈমতি সে রঙ্গে তুরঙ্গ ত্বরিত
চলিছে মাতায়ে উৎসবে অন্তর।

(১৬) দারুণ বিষাদ শুধু রাজকুলে
ডুবিছে কেবল রাজ সিংহাসন
ক্ষণেক খেলিয়া সে স্রোতের জলে
খসিয়া লুটিছে শিরের ভূষণ।—
কোন বা ভূপতি, রাজার নন্দন
ধ'রেছে ঘোটক বীরত্বাভিমানে,
পড়িয়া চকিতে কপাল-লিখন
অবনত অহী যেন মন্ত্রগুণে।

(১৭) কোন বা ভূপতি উপেক্ষিয়া নাম
দর্প গর্ব্ব ভরে বাধিছে বাঁধিয়া,
লজ্জা ম্রিয়মান হারিয়া সংগ্রাম
কাতরে সম্ভ্রমে দিতেছে ছাড়িয়া।
বশ্যতা পূরিত স্বাদু-পত্র-করে
ছিটায়ে ছিটায়ে অধীনতা-বারি,
অগ্রগামী হয়, রাজগণ শিরে,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি আঁকে সারি সারি।

(১৮) তুরঙ্গ মুখর দিগ্বিজয়-ধ্বজ,
রাজপরিচয়ে অগ্রগামী ধায়,—
পবনের মুখে উড়ে যথা রজঃ,—
ধূলায় পথিক নয়ন হারায়
পবন পশ্চাতে প্রহারে নির্ঘাত
তেমতি পশ্চাতে নরনারায়ণ
স্বাধীনতা গর্ব্বে করিছে নিপাত,
হয়কৃতবন্ধে পশিয়া তখন।

(১৯) জনৈক ভাবুক পবিত্র হৃদয়
যুবনাশ্ব-অশ্ব-প্রবল-উচ্ছ্বাস
গঙ্গোর্ম্মিপ্রতিম হেরি অশ্বময়
হৃদয়ে বিরচি ভকতি বিন্যাস
ভাবিছে অন্তরে কৃষ্ণপদ হ'তে
বহে ইতস্ততঃ তরঙ্গ মালিকা
ভাগীরথী যেন পুন উদ্ধারিতে
সুবিমল তোয়া কলুষনাশিকা।

(২০) অনিমিষে হেরি বিহ্বল-অন্তরে,
প্রশংসে উদ্দেশে ভুবনঈশ্বরাজে,—
বিজয়ের কেতু পাণ্ডবের করে
বিমানে উড়িছে বিচিত্রিত সাজে,
অতি পুণ্যশালী তুমি ভাগ্যধর,
অসীম অতুল তোমার প্রভাব
কৌন্তেয় মহিমা তোমার অধর
নিঃশব্দে গাহিছে বিজয়-আরাব!

(২১) কৃষ্ণার্জ্জুন তব সেবা-নিয়োজিত,—
গাণ্ডীব ঢুলিছে চামর সমান
অরাতি-মক্ষিকা করি বিতাড়িত,
পুণ্যচ্ছায় ছত্র জয়পত্র প্লান
রিপুতাপে সুরক্ষিত উচ্চশির
বলের নিদান সভায় সম্বল।
নির্ভয় অন্তরে চলিছ সুবীর,—
সূচিভেদ্য কভু ডরে কি অচল?

(২২) নিবিড় জলদ নিরখি স্বরূপ,—
কণ্ঠে বিলুলিত মুকুতা মাল,
লজ্জাহত দূরে লুকাল স্বরূপ
ঢাকি ইন্দ্রচাপে—মুক্তা প্রবাল,
নিরাপদ ভানু কিরণ-অধরে
আনন্দে চুম্বিয়া শ্যামল কায়
পিবিছে যতনে স্বেদসুধাধারে,—
উজল নয়নে কত না চায়!

(২৩) নিশীথে নীরদনির্ম্মুক্ত গগন
অনন্ত প্রসারী সুনীল বপুঃ
বিকাশি অগণ্য তারকানয়ন
হাসিছে বিশদ বিগতরিপু।
ফুলকুল মাঝে যেমতি কমল
মণির সমাজে কৌস্তভ যথা
নক্ষত্র বেষ্টিত সুধাংশু বিমল
গাহিছে তোমার সুগুণগাথা।

(২৪) অমৃত পরশ আলোক সাগরে
হরষ হিল্লোলে ঢালিয়া অঙ্গ
ভাসিয়া ভাসিয়া উৎফুল্ল অন্তরে
খুলিছ কৌন্তেয় গৌরবরঙ্গ।
সুধাসিন্ধু ইন্দু সেই হাসিময়
গলিত কাঞ্চন কৌমুদী-বাহু
পসারি আলিঙ্গি, আনন্দে তোমার
প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভুলিছে রাহু।

(২৫) কোকিল ক'কলী বনে বনে বনে
গলিয়া গলিয়া ললিত ধাবে
শ্রবণ জুড়ায়ে পশিয়া পরাণে
অমিয়া সিঞ্চি তোষিছে তোমারে।
বিবিধ কুসুম বিজনবিপিনে
ফুটায়ে হাসি হাসি-মধুমুখে
অর্চ্চিছে তোমায় প্রেম আলাপনে
অঞ্জলি অর্পিয়া মনের সুখে।

(২৬) কি আর বলিব তব সৌভাগ্যের।—
তীর্থময়ী সরিত পুণ্যতোয়া
বহুল,—বিপুল মাহাত্ম্য যাদের—
পবিত্র করিল তব চারু কায়া।—
অভ্যর্থিতে যেন তোমা পথে পথে,
কৃষ্ণদূত, পূত, গাত্রের পরশে
পুরা'তে এবার চির মনোরথে,
আগুসরি লয় সলিল-বাসে।

(২৭) মানস সরস হেরিয়া তোমারে
উজল বিকচ কমল আঁখে
মিলন মানসে চক্রবাক-স্বরে
তরঙ্গে নাচিয়া সম্ভ্রমে ডাকে!
হিমাদ্রি অচল অম্লান বদনে
সহিছে শরীরে খুরের ক্ষত
সৌভাগ্য মানিয়া চরণলাঞ্ছনে
প্রেম অশ্রুধারা ঢালিছে শত!

(২৮) পবন-বাহিত নীরদের প্রায়
নারায়ণ-করে উড্ডীন তুমি
একান্ত বাসনা আলিঙ্গি তোমায়
কলুষ মজ্জিত অধম আমি।
কিরিটী-কার্ম্মুক সঞ্চালিত শর
দমিছ প্রোজ্জ্বল অনল সম
নৃপতি-নিচয় দর্প গর্ব্বহর
ধরিতে উরসে সাধ সে মম।

(২৯) দুর্জ্জয় দুর্ব্বার বীরচূড়ামণি,
পশুপতি-জিত, বাহুর বলে
যার, কৃষ্ণবল ক্ষত্রিয় অগ্রণী
দুলিছে বিজয় পতাকা তু'লে
অশ্বের বন্ধন করিয়া মোচন,—
ভানু যথা ভাঙ্গি নিবিড় কুয়া
পাঠায় স্বকীয় অগ্রগ কিরণ,—
উৎপাটি সমূলে বিপক্ষ আশা।

(দ্বিতীয় সর্গ)

(১) ভদ্রাবতীশ্বর হংসধ্বজ নরপতি—
ভকতি-কেতন, বৈষ্ণবের শিরোমণি,
অতিথি সৎকারে সদা শুদ্ধমতি,
সত্যালোকে যার মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী,
মানসসরসীসম বিরাজে হৃদয়,
প্রশান্ত বিনয় বারি তরল নির্ম্মল
খেলিতেছে টলমল; বহিছে মলয়—
বৈরাগ্য-অনিল— গতি সুমন্দ সরল।

(২) জ্ঞানভক্তি, তেজঃ-ক্ষমা, সাহস-ধীরতা
প্রেম-প্রীতি—মনোহর মরালমিথুন—
মানসে হরষে খেলে প্রণয়পূরিতা
প্রদক্ষিণ করি প্রেমে নলিন-প্রসূন,—

শ্রীকৃষ্ণের সু-মোহন রূপ-নীলোৎপল ;
গ্রহগণ যথা ভাসি প্রশান্ত গগনে
পরিবেষ্টি চলে বেগে ভানু সমুজ্জ্বল।
আনন্দ-উৎসবে মজি উপগ্রহ সনে।

(৩) অন্তরে বৈরাগ্য ঝলে—শরীরে নৃপতি ,—
শাসিতেছে প্রজাগণ, নীতি পরায়ণ,
মুকুতা ধরিছে যথা উদরে শুকতি,—
মুকুতা বমনী কণ্ঠ করিছে শোভন,
ভিষকের করে শুক্তি মলকলঙ্কিত ,
ভকতি সূতায় গাঁথা বৈরাগ্য রতন—
গোবিন্দের মণি বক্ষে ইন্দুবিনিন্দিত
বিমল সুষমা ধরে পাইয়া বন্ধন।

(৪) দিনেশ করিয়া কেন্দ্র যেমতি ধরণী
নিয়ত পরিধি পথে করিয়া ভ্রমণ
স্নেহের মাধুরী মুখে দিয়া সঞ্জীবনী
বাৎসল্যে ধরিয়া অঙ্কে পালে জীবগণ,
তেমতি ভূপতিমনঃ মাধুর্য্যপ্রবণ
স্মগতিভরে করে সদা প্রদক্ষিণ-
ত্বিষম্পতি জ্যোতির্ম্ময় গোবিন্দ চরণ,
প্রজার পালনে তবু কভু নয় ক্ষীণ।

(৫) গলিত কাঞ্চনকায়ে বহিছে হিল্লোল—
বার্দ্ধক্য প্রবলবাতে , পঞ্চ বাতায়ন—
ইন্দ্রিয়নিচয়— কলেবরে অচঞ্চল,—
নিমীলিতপ্রায় ; —সংসার-সুমধু-গান
বিলাস-আলেয়া-জ্যোতি, অক্ষম পশিতে ,
অন্তর সুন্দর দীপ শান্তির নিদান
জ্বলিছে উজ্জ্বলতর নিবৃত্তি সাধিতে।

(৬) তরুশিরঃ শোভী যত পক পত্রাবলী
প্রভঞ্জনে কঙ্কতিকা-পরশনে ঝরে
তেমতি বার্দ্ধক্যবাতে তাড়াইল ঠেলি
রাগদ্বেষ ক্রোধ আদি যত অনাদরে ;

বদন-গাম্ভীর্য্যে ভাসে অধর-সুহাসি ,
বহেনা উপর দিয়া বিকারের ঝড়,
নয়ন-নলিন স্থির স্নেহরসরাশি
ছড়ায় চৌদিকে দৃষ্টিধারে দরদর।

(৭) রসনাটি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার- ;
দীনে দান করিবারে কর নিয়োজিত ;
সন্ততিরঞ্জনে যেন রাম অবতার ;
দুর্ভিক্ষ-প্রবেশ পথে দ্বার অর্গলিত ,
শশীর আলোকসম সুবিচার-জ্যোতিঃ
সবারি অঙ্গেতে পড়ে কাল কি ধবল ;
কৌটিল্য কুয়াশায় পাতি না ধরে অরাতি ;
সারল্য শিশির-সিক্ত চিত্ত ফুলদল!

(৮) কলকল বংশীধ্বনি বাজাইয়া হরি,
সোনার মুকুট শিরে আভায় মণ্ডিত,
উজালি ককুভ পূর্ব্ব চক্রবথে চড়ি
অভিলাষে অল্পনিদ্র লোচনে লোহিত।
ধরণী-নিকুঞ্জে আসি দিল দরশন
গোপাল পাচনীকরে মাঠ পানে চলে,
পিঙ্গল ধবল কাল বিবিধ বরণ
ধেনু, ধেনু-বৎস লয়ে দলে দলে দলে।

(৯) সোণাল-গগন দীপ্ত-সাগরের নীরে
সাঁতারি সাঁতারি সুখে ঢালিছে ললিত
মিশায়ে অনন্তগায় আনন্দের ভরে
গায়ক বিহঙ্গরাজী মধুর সঙ্গীত।
ফুলতরুকুল নাচি বাতাসের কোলে
সাশ্রু সমুজ্জ্বল ফুল্ল ফুটায়ে নয়ন
ভানু গমাগম শোভা আনন্দে নেহালে
বালভোগস্থালী পানে যথা বালগণ।

(১০) শ্যামশষ্পবধূরাজী— করে উপহার—
নয়ননীরেরবিন্দু - মুকুতা উজল,
শোধিতে জীবন তরে জনমের ধার,
দাঁড়ায়ে রয়েছে লক্ষি ভানুপদতল ;

কাঁদিছে নীরবে পুড়ি উরগনয়ন,
কহিছে রবির প্রতি—ধরহে জীবন,
অন্তিমের উপহার নয়নজীবন,
দেহগ্রাসে যাবে প্রাণ, বাকী অল্পক্ষণ।

(১১) করে ক'রে সুকরঙ্ক, প্রসূনের ডালা,
শ্বেত কেশ বৃদ্ধবেশ মুগ্ধ ঈশপ্রেমে
উল্লাসে তরল কান্তি নেত্রে রক্ত-ঝলা
ভিক্ষুপ্রায় শূন্যপদে ইতস্ততঃ ভ্রমে।
কুসুমরতনশালী ধনীর দুয়ারে
মাগিছে রতনভিক্ষা দরশ-রঞ্জন
পদতলে দলি [illegible] শোভন শিশিরে
তুচ্ছ যেন কোটি মুক্তা কুসুমকারণ।

(১২) নমি দিবাকরে করি প্রভাতী সিনান,
পশিলেন নরপতি দেব-আয়তনে;
হৃষ্টমনে ইষ্ট পূজি যেমতি বিধান;
সভাগৃহে সমাসীন রাজসিংহাসনে।
সে সভামণ্ডপ যেন পূর্ণিমা-আকাশ
তাপিত পরাণে হেরি অমৃত উথলে,
শান্তি সুখ সুশীতল স্নেহসুধাহাস,
ওষধি প্রজারগণে সুখৈশ্বর্য্য ফলে।

(১৩) ভানুকুলচূড়া ভানুদীপ্তিধর
ভগীরথ যথা ঘণ্টা নিক্কনি
প্রকাশিল হাস্য-উল্লাস-অস্থর-
মঙ্গলগঙ্গার শুভাগমনী।
অথবা যেমতি কল কল রবি
প্রভাতী সঙ্গীতে সম্ভাষিয়া ভণে-
"জাগ জাগ সবে, আইলারে রবি"—
গায়ক বিহঙ্গ হরষিত মনে।

(১৪) নিবেদি ওপদে রাজপদেশ্বর,
পাণ্ডব-যজ্ঞের অতুল হয়,
নাগের গর্জ্জনে পশিল নগরে
যাদব অর্জ্জুন পশ্চাতে রয়।
রথ-হয় যথা আগে আগে ধায়,
রথী ও সারথি থাকয়ে পিছে।
সারথি মাধব পাণ্ডবের দায়,
সাথে সৈন্যদল অগণ্য আছে।

(১৫) শুনিয়া সে শুভবাণী গদগদ ভাষে
কহিলা নরেশ দূতে "শুন, প্রিয়ম্বদ!
তোমার বদন চারু অমৃত-কলসে
আনিলে অমৃতরাশি পরম সুখদ
ক্ষীরোদ-পয়োধি থেকে যথা ধন্বন্তরি
উদিত অমৃত-রাজী দেবের প্রসাদে,
তাদের প্রসাদে এ সৌভাগ্য মরি।
মোর ভাগ্যে আজি, কিবা সুখ সুসংবাদে!"

(১৬) কহিয়া নৃপতি সুখে দাঁড়া'লা তখন,
গাম্ভীর্য্য-সাগর যিনি বাহু আস্ফালিয়া
তরঙ্গের ন্যায় তুলিয়া নিনাদ ঘন
ভণিলা আবার দূতে আঙ্গিনা চাহিয়া,—
আজ্ঞা মোর দ্রুতগতি বাঁধগে সে ঘোড়া,
রক্ষ পুরবাসী অশ্ব বলী রণবেশে,
না ত্যজিবে লব্ধরত্ন যাবৎ না মড়া
পাণ্ডব সখার দেখা দেবে কি উদ্দেশে।

(১৭) আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত সবারি যা মনঃপূত
দিশি দিশি ঘোষিল ফুকারি।
"রণসজ্জা কর সবে জিনি পাণ্ডবে আহবে
রাখ তুরঙ্গে না দাও ছাড়ি॥"
সৌরকর যথা ছায় একত্র সকল গায়
নগরেতে ছাইল ঘোষণা।—
"নৃপতি আদেশ ধর রণসজ্জা শয্যা কর
অন্য কাজ ভূপতির মানা॥
মুখে খাও পান চূণ পৃষ্ঠে ধর বাণ তূণ
বিম্বাধরে ফুটাইয়া হাসি।
কসিয়া পর পিন্ধন কটিদেশে সারসন
ফলক বাঁধহ আঁটি শশী॥

বাম করে কর ধনু কবচে আচ্ছাদ তনু
শিরোদেশে ধর শিরস্ত্রাণ।
লাঠি সোঁঠা শেলশূল ভিন্দিপাল সুবিপুল
সাজ, করে খড়্গ খরশাণ ॥
সাজ যত সেনাদল সেনাপতি মহাবল
পাণ্ডবে ধরিতে রাজপণ।
বিলম্বে সে বিড়ম্বনা নাগরিক কিবা সেনা
সাজ রণমদে মত্তমন ॥

(১৮) সাজিল সমররঙ্গে কুমার সুরথ।
সারথি সাজায়ে আনে অগ্নিময় রথ ॥
সাজিল সমররঙ্গে যত সেনাপতি।
যমের কিঙ্কর যেন ভীষণ মুরতি ॥
সাজিল সমররঙ্গে অগণিত বল।
কৃপাণ ফেনিল যেন তরঙ্গ প্রবল ॥
সাজিল সমররঙ্গে তেজস্কর সাদী।
বায়ুগতি অশ্বপৃষ্ঠে ঘোরনাদে নাদি ॥
সাজিল সমররঙ্গে নিষাদীর গ্রাম।
সাঙ্কুশ গজের স্কন্ধে ধবল সুশ্যাম ॥
সাজিল সমররঙ্গে বৃদ্ধ অগণন।
মরিবার অল্প বাকী কি ভয় এখন?
সাজিল সমররঙ্গে যত যুবজন।
বিলাসে নিরাশ করি ক্লেশে আলিঙ্গন ॥
সাজিল বালক যত ক্রীড়া কুতুহলে।—
"দিব না দিব না নিতে তুরঙ্গটী ব'লে ॥
শয়ন ভোজন সম রণের কৌশল।
অবিদিত নয় কারো—সংগ্রামে অটল ॥
শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজিল ভীষণ।
উড়িল পতাকা লক্ষ শূন্যে নাগগণ ॥
সৈন্যের পশ্চাতে থাকি সাজে প্রজাগণ।
শাণিত ফলকতলে আছাড়ি যেমন ॥
নারীগণ খাড়া শুধু গবাক্ষ দুয়ারে।
অতি বৃদ্ধ অতি শিশু ঘরে কিবা ক্রোড়ে ॥

(১৯) ঘোষণা-ঝটিকাঘাতে উদ্বেলিত হ'য়া।
অগণ্য তরঙ্গে সিন্ধু উঠিল নাচিয়া ॥
"মার মার, ধর ধর" তুমুল হুঙ্কার।
নৃপতি কঠোর আজ্ঞা করিলা প্রচার ॥
বিলম্ব না কর যাও নাগরিক জন।
পুরুষ যে জন যাও পণ করি রণ ॥
বিলম্ব দণ্ডিত হবে তপ্ততৈলে ডুবি।
বিলম্ব আঁকিবে লোকে অশুভের ছবি ॥

(২০) ঘোষণার জিহ্বা লেহি লোল যম
বিমানে পরাণে ভয়ের ঢেউ
আহবে মরণ গেহেও তেমন
নিশ্চিত মরণ চাহে কি কেউ?

(২১) কেহবা উৎসাহ অগিনি-পরশে
ছুটিয়া ত্বরিতে ধধূপের প্রায়,
রণরঙ্গরসস্রোতের উদরে—
মুহূর্ত্তে আনন্দে ঢালিলা কায়।

(২২) পম্ভীর সিন্দুর-বিন্দু না গণি
শোণিত লাগিয়া কেহ বা ধায়।
জননীর অঙ্ক ভাবিয়া কঠিন
রণরঙ্গকোলে ঝাঁপিতে যায় ॥

(২৩) কার্ম্মুক সহ জ্যার পরিণয়।
শরবাজী যেন হাসির ছটা!
কিবা সে প্রণয়, কিবা সে সঙ্গীত!
যুগল মিলনে আনন্দ ঘটা!

(তৃতীয় সর্গ)

(১) প্রসন্ন সলিলা সরসী-নীরে
চারু নীলোৎপল কি শোভা ধরে!
হিরক ফলক মাঝে নীলকান্তমণি রাজে!
তেমতি সুধন্বা ভকতিভূষণ
ধরিয়া হৃদয়ে মদনমোহন

নয়ন যুগল জ্যোতিঃ শত দিবাকর ভাতি
দ্বিদলে মিলায়ে উরধগতি
ভাবিছে ভবভাব্য ভূতপতি।

মঙ্গল আলয়ে হৃদয়ে ধরি
কৃষ্ণময় জগৎ নয়নে হেরি
বারোচিত রণবেশে ভ সমান প্রেমরসে
ডুবিতে প্রয়াসী ছুটিল ত্বরিত—
আচম্বিতে ভাগ্যে ঘটে বিপরীত।
বংশীধ্বনি-বিমোহিত মৃগ বনে প্রধাবিত
স্বর্ণলতাপাশে নিবদ্ধ-বিষাণ,
প্রণয়ে ভাঙ্গিল ভকতের মান।

(৩) প্রভাবতী অঙ্গে চপলা-প্রভা
তরঙ্গে খেলিছে খুলিছে শোভা।
রূপপায়ীর নয়ন হেরি বাঁধিল তখন
না হেরিয়া পথ স্থির ধীর গতি
কুলিশে কাতর প্রভাবতী-সতি
শাকিনী ঝাঁকিল মাথে বুদ্ধি বিঘূর্ণিত তাহে
দুকরে ধরিয়া পতির করে
বিনয়ে কাতরে কহিছে ধীরে।

(৪) সুধীর জ্ঞান শশাঙ্কে চকোর
ভক্তিকৌমুদী বিধৌত বিভোর—
এহেন জীবনপতি প্রেমসুধারসে রতি
ভাগ্য দোষে আজি ভ্রান্তির আধারে
সংসারে অধম্ম— ভাসালে কান্তারে।
রণপরিণাম নাথ নিবসে অদৃষ্ট সাথ
পত্নী পরিণাম উচিত হেরা।
পুন্নাম-নরকে তুমিও ঘেরা।

(৫) বচন চাতুর্য্য বুঝিয়া বীর
কহিতে লাগিলা অবনতশির,—
এই কি সম্ভবে প্রিয়ে? দুরু দুরু কাঁপে হিয়ে,
হৃদয় কমলে কালিয়া-ভ্রমর
প্রেম-আলাপনে করিছে গুঞ্জর

সে চারু প্রেমিকবরে ইতর প্রণয় তরে
খেদায়ে বসাব নিদারুণ কীটে
দলে দলে দলে নাশিবে কে'টে

(৬) অমৃত গ্রহিয়া বদনে কেবা
"থুথু" ফেলি করে বিষে সেবা?
বহু-অট্টালক-ছাদে আরোহিয়া কেবা সাধে
লম্ফদিয়া পড়ে কূপে অন্ধকার?
দিব্যালোক তেজি প্রবেশে আঁধার?
ছাড়ি কুসুম উদ্যানে কি সুখ কণ্টক বনে?
পুরেছি অন্তর পরমধনে,
অন্য ধনে সাধ নাহিক মনে

(৭) সুদিব্য আলোক জ্ব'লেছে হৃদে,
কেমনে নিভাব নিজেই সে'ধে?
প্রেমমণি-আবরণে রেখেছি যা সযতনে
ভাঙ্গিলে সে মণি সংসার-নিশ্বাসে
নিভিবে সে আলো করম দোষে।
যে পাখী আকাশে উড়ে ধরিতে কে যত্ন করে?
মনশ্চকোর চন্দ্র পানে ধায়
কি ফল টানিয়া এ দেহ কুলায়?

(৮) হেরিব নয়নে সে রাঙ্গাপদ
জীবের বাঞ্ছিত নিত্যসম্পদ।
যোগী যোগে অসম্ভোগী, সে ধনের অনুরাগী
এচিত্ত উজর ভকতিবঞ্চিত
বিরাগ জাগায়ে ক'র না বিকৃত।
এ নয় উচিত প্রিয়ে, বাধা দিতে এ সময়ে,
ফিরে যাও ঘর মিনতি মোর,
নতুবা পড়িব বিপদে ঘোর।

(৯) রাজাজ্ঞা প্রচার অবশ্য মান্য,
না মানিলে সেই বিদ্রোহী গণ্য।
তাতে পুন পিত্রাদেশ, দুর্গতির নাহি শেষ
অবহেলি যেই সংসারে বিচরে
পরকাল তার নরক বিঘোরে।

দগ্ধ হব তপ্ত তৈলে পরত্র নরকানলে ;
সামান্য সে পাপ উপেক্ষি নয়,
কি দশা ঘটিবে উপেক্ষি হরে !

(১০) রাজার কুমারে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন,
ভাবী-রাজা যেই প্রজার পালন !
তা নয় তা নয় প্রিয়ে, ভাবিতেই ফাটে হিয়ে !
সুধন্বার হাতে পিতৃ-অপমান !
হউক ধরনী শত শত খান !
তুমিনা ও কথা মুখে চলি যাও গৃহে সুখে
তোষিতে শুধুই পত্নীর মন,
ত্যজিব রাজ-পিতৃ-রূষ ধন ?

(১১) শুনিয়া নাথের দারুণবাণী,
কম্পিতা ধরিযা যুগল পাণি,
সপদ্ম মৃণালে জড়ি যেন ফণিযুগে ধরি
কহিতে লাগিলা মলিনমুখী
অন্তরে অন্তরে দারুণ দুখী,
সুনীল নয়ন পরি ঝরে অশ্রুবিন্দু ধীরি
কপোলে খেলিছে রক্তিম আভা,
যথা পদ্মিনা সায়ন্তনী-শোভা।

(১২) পতি রমনীর, নাথ, জীবনের ভেলা,
সম্পদে বিপদে পতি আশ্রয় সহায়,
পাদপ কভু না ত্যজে আশ্রিতা লতায়,
নিয়ত নীরদ-অঙ্কে খেলয়ে চপলা।

(১৩) রাজীব রাজিত স্বচ্ছ সরসী-উরসে
চক্রবাক চক্রবাকী খেলায় সতত,
দ্বিজরাজ-প্রণয়িনী উজলি বিরত
দ্বিজরাজমুখহাসি-তরঙ্গে নিবসে।

(১৪) সতী-চিত্ত বিনোদন পতির কর্তব্য,
কুমুদিনী কমলিনী মৃগাঙ্ক ভাস্কর
তুষিবারে সদাগতি বিতরিছে কর ;
পত্নীর বাসনা-বাণী পতির শ্রোতব্য।

(১৫) সঙ্গে যাব রণরঙ্গে এ নয় বাসনা,
রবি গেলে অস্তাচলে অনুগামিনী
ম্রিয়মাণা রহে স্মরে মরমে পদ্মিনী ;
ভগ্নালোকে মুখ তুলি দিনেশ চিন্তনা !

(১৬) তেমতি সুমতি, প্রিয়, হউক তোমার,
দেবের দৃষ্টান্ত দেখি তোষ হে আমায়,
স্বকরে কে পাতে বল অনর্থ-আনায় ?
প্রেয়সীর সন্তোষণে মঙ্গল অপার।

(১৭) ধরণী বিখ্যাত যত বীরচূড়ামণি
সম্বোধিয়া নিজপত্নী রণযাত্রা-কালে,
মধুর সম্ভাষে তোষে টিপিয়া কপোলে,
অধীত তোমার যত বীরত্ব কাহিনী !

(১৮) তুমি কেন সঙ্গোপনে কর পলায়ন ?
ফির ফির, ছি ছি, নাথ ! হইনু বোধিনী
পড়িবে পাতকে আজি তেজিলে ভামিনী,
যাইবে আহবে, তার করিনা বারণ।

(১৯) সেবিব ক্ষণেক আশা অই শ্রীচরণ,
এ দাসীর গতি যাহা একান্ত বাঞ্ছিত ;
কেমনে নৈরাশ দিয়া করিবে বঞ্চিত ?
দাম্পত্য ধরম আসি করহ পালন।

(২০) চারুপ্রিয়া মুখে শুনি সারগর্ভ-ভাষা,
মকরন্দ ধারা যেন কমলিনী মুখে,
চকোরিণী যথা পিয়ে সুধারাশি সুখে,
তথা পিয়ে মুখসুধা সুধন্বার আশা।

(২১) স্বরামৃত মাথা ভাব যুক্তির বাহন,
নয়ন ভঙ্গিমা, আর বদনমালিন্য,
লাবণ্যতরলদ্যুতি অন্তরের দৈন্য,
চিত্তের চাঞ্চল্য পঞ্চ সাধিল তখন !

(২২) স্থির-নীর সরোবরে পড়িলে প্রস্তর,
ঘনঘটা মুখে যদি ছুটে প্রভঞ্জন,

যেমতি চাঞ্চল্য ঘটে, ঘোর আলোড়ণ
তেমতি সে ভক্তবীর সন্দিগ্ধ-অন্তর।

(২৩) ভাবিয়া আকুল কূল না হেরে নয়নে,
নিদারুণ সন্দেহের গভীর আঁধারে—
একদিকে আলোত্রয়, এক অন্ধ ধারে,
অনুল্লঙ্ঘনীয় কেবা বিচিন্তিত মনে,—

(২৪) পিতৃদেব নরপতি, অলঙ্ঘ্য আদেশ!
জীবলক্ষ্য সাররত্ন, জগত-আশ্রয়,
কর্ত্তব্যের সার যাহা, সুখের আলয়,
পরিহরি, ধরি হৃদে পত্নীর নির্দেশ।

(২৫) সংসারের সারমর্ম্ম,— কর্ত্তব্য বিশেষ,
অপালনে প্রত্যবায়, উপেক্ষি কেমনে?
বিষম সঙ্কট ঘোর, না পাই বিশ্লেষ—
ভালমন্দ বুঝা ভার কৃষ্ণ-ইচ্ছাবিনে।

(২৬) কেমন করিয়া প্রিয়ে, উপেক্ষি তোমায়?
হৃদয়ের শত ভাব মিশি এক স্রোতে
উচ্ছলি, উলাটি গতি, ধায় তব ভিতে,
দিবা, চাহি প্রেমোচ্ছাস সংসারে উজায়।

(২৭) মায়ার মূরতি ধরি চক্রীর আদেশে,
উপনীত হেথা বুঝি বাঁধিতে সংসারে
বুঝেছি তাঁহারি লীলা সর্ব্বত্র বিচরে।
অই যে নয়ন ঝরে কুহকের বেশে।

(২৮) ও নয় নয়নবারি দম্ভোলির ধার,
অই যে কম্পিতা নাসা কণ্টকের সার,
অধর-নীলিমা অই বিষাদ-আঁধার,
অই যে দুলিত বেণী দংশে বার বার।

(২৯) যে অধর-ঊষা হেরি সানন্দ অন্তরে
গাহিত ললিত গীত হৃদয়বিহঙ্গ,
সে অধরে ঘিরিয়াছে নিশিথিনী-অঙ্গ
সে পাপীর আঁখিনীর সুনীরবে ঝরে।

(৩০) যে নয়ন—নীলাকাশে তারা বিরাজিত,
খেলিত শীতল জ্যোতি চিত্তবিনোদন,
সে নয়নে ঘেরিয়াছে নীরদাবরণ,
দরদর ধারে অই বারি বিগলিত।

(৩১) তপ্ত কলধৌত কান্তি ছিল যে ললাট,
বিষাদদহনফলে বিভূতি লেপিত,
সুন্দরসিন্দুরবিন্দু সুগোল শোভিত,
দলিত সুদীর্ঘ ধরে বহ্নিশিখা নাট।

(৩২) যে নিবিড় কেশদামে রাজিত সীমন্ত
আঁধার গগনে যথা শোভে ছায়াপথ,
উজলিত পুষ্পরাজী তারকা ফুটন্ত;
শুধুই তিমিরে মগ্ন সে শোভা সম্পদ।

(৩৩) নীলাম্বরী-শাড়ী মাঝে ঝলিত বদন,
নীলনীর সরোবরে যেমতি সরোজ;
পরিধান এবে হের মলিন বসন,
পঙ্ক-নিপতিত যেন সে মুখপঙ্কজ।

(৩৪) যে চারু সুকণ্ঠ ছিল কোকিল নিবাস
রসাল লতিকা অঙ্গে কূজিত মধুর,
বিষাদের বাতে এবে খন খন শ্বাস,
সে কণ্ঠে ফুটে না স্বর বেদনা-বিধুর।

(৩৫) আর কেন নলমুখি ম্লানমুখী দেখি?
চল চল যাই মোরা বিলাস-কেতন।
নিরখিতে নারে আঁখি অই রক্ত আঁখি
বিলম্বের আলম্বন বিফল এখন।

(৩৬) শ্যামবন কুঞ্জবনে সুন্দর দম্পতি
পশি সমাধিলা সুখে রতি-পতি-যাগ।
হায়রে কলঙ্ক বসে চাঁদ-বক্ষঃ পতি—
অথবা সে সুধাকরে কালিমার দাগ।

(চতুর্থ সর্গ)

(১) শুক্তি ফে'টে মুক্তা যথা তিমির ফাটিয়া তথা
পূর্ব্বভাণ্ নবতনু দিল দরশন।
ভবিষ্যের ছবিখানি করিয়া বটন॥

(২) সুধধাব আচরণে তামসী লজ্জিত মনে
রক্তজিহ্বাখানি যেন দংশিল দশনে।
রক্তলোভে লেহে কিংবা সমর প্রাঙ্গণে॥

(৩) রণবোল, রণরোল উথলিল গণ্ডগোল
ভেরী শঙ্খ ঢাক, ঢোল উঠিল গরজি।
ডাকিনী, যোগিনী যেন হুঙ্কারিছে সাজি॥

(৪) উড়িছে গগনে পাখী রক্তলুব্ধ দুটী আঁখি
পাখশাটে প্রকম্পিত সমীব-নীরধি
গগনের গর্ভে ফোটে শব্দ নিরবধি॥

(৫) লক্ষ লক্ষ শুনি ধ্বনি কম্পিত পবাণি শুনি
পাবি দিয়া লাগে ধ্বনি বিমানের পারে।
প্রতিধ্বনি ব্যপদেশে পার ভাঙ্গি পড়ে॥

(৬) রবিব দুর্ভাগ্য আজি নয়ন-কিরণবাজী
খুলিয়া হেরিতে হলো দৃশ্য সুকরাল।
মাখিতে হইল অঙ্কে কলঙ্ক ভয়াল॥

(৭) পতির কলঙ্ক ভয়ে জলে জড়সড় হয়ে
কাঁপিছে নলিনী সতী না মেলে অধর।
"গুণ্ গুণ্" দূরে থাকি কাঁদিছে ভ্রমর॥

(৮) মনোহব স্থলদল নানাবিধ ফুলদল
হিমবিন্দুছলে যেন করিছে রোদন।
সবারি অন্তরে বহে নীরব বেদন॥

(৯) বিভীষিকা চারিদিকে পরাণে পরাণে হাকে
বিষাদের একস্তরে ডুবিল সকল।
ভবিষ্যৎ-লিপি পড়ি প্রকৃতি বিকল॥

(১০) শশব্যস্তে শশধর সপত্নীক সুধাকর
পশিয়া বিশ্রাম নিল সুনীল মন্দিরে।
ভাগ্যবতী কুমুদিনী সুনিদ্রিতা ধীরে॥

(১১) কোকিল রসাল কোলে লুকায়ে পল্লবদলে
"উহু উহু" স্বরে মুহুঃ করিছে রোদন।
প্রেমিকের দুঃখে ভাসে প্রেমিক যেজন॥

(১২) জাগরণ রাগ রক্ত লোচনে ব্যগ্রতা ব্যক্ত
শূন্যপদে রাজপথে দাঁড়ায়ে নৃপতি।
বাম অংসে উত্তরীয় করিছে বসতি॥

(১৩) কটিতটে পট্টবস্ত্র, করে মালা, নাহি অস্ত্র,
শ্বেতদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি চুমিছে বসন।
আবরিত উপবীত মালিকাভূষণ॥

(১৪) ধবল জলদ মাঝে যেমতি শশাঙ্ক রাজে
তেমতি ললাটে ফোটা গোপিকা-মৃন্ময়।
চারিধারে ধবলিত কেশশ্মশ্রুচয়॥

(১৫) সত্ত্ব-গুণময়ী প্রভা খুলিছে নয়ন শোভা
দ্বিধা সৌদামিনী খেলিছে সে মেঘে।
বিস্ফারিত কপোলযুগল অনুরাগে॥

(১৬) নাসায় তিলক বহে শৃঙ্গিশৃঙ্গে গঙ্গাবহে
করণে কুণ্ডল দুলে চারুমণিময়।
ময়ূর ময়ূরী উড়ি মেঘ পরশয়॥

(১৭) হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত পদচিহ্ন বিশোভিত
সুবপুঃ সুবাহুযুগ দীর্ঘ অভিরাম।
হবির সোপান যেন উঠিতে শ্রীধাম॥

(১৮) মনো-ভৃঙ্গ মধু আশে কৃষ্ণ পাদপদ্মপাশে
ছুটিয়া ক'রেছে গতি ভকতি-মাতাল।
শুষ্ককায় পিকহীন যেমতি রসাল॥

(১৯) ধুপ উঠিলে কাশে পুচ্ছ সম পথ ভাসে
তেমতি মনের পাছে রয়েছে অঙ্কিত।
নয়নের দৃষ্টিরেখা অতি উজ্জলিত ॥

(২০) নিষ্কম্প নৃপতিবর যেন বিন্ধ্যাধরাধর
চন্দনের গন্ধে, আহা, মোদিত চৌধার।
হেন কালে উপনীত পাশে পুরোধার ॥

(২১) অঙ্গে শোভে নামাবলা জিভে নামমধুকেলি
পলম্বিত শিখা দুলে শিরে সুশোভন।
মস্তকস্থ পুষ্পশোভা ধরে সে ব্রাহ্মণ ॥

(২২) আশীষি ব্রাহ্মণ "জয়" প্রণত রাজারে কয়,—
"এ সময় সুসময় হয়নি উদয়।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা সমুচিত হয় ॥"

(২৩) পঙ্গু অন্ধ যত পুরে তারাও উল্লাসভরে
যথাশক্তি অনুরাগে ক'রেছে গমন।
পুরীতে বসতি করে শুধু নারীগণ ॥'

(২৪) "তারাও সৌধের শিরে হর্ষ কৌতূহল ভরে
নবলনীরদ কোলে যেন তারাদল।
স্থিরনেত্রে সোজাগাত্রে হেরে রণস্থল ॥"

(২৫) "নাহি করে গৃহপণা শুধু করে আনাগোনা
যেন বা বাঞ্ছার কিছু লভিবে সত্বর।
পুছে স্বেদবিন্দু ভালে, পুছে পরস্পর ॥"—

(২৬) চন্দ্রমুখে ঝরে হাসি সুধা খসে রাশি রাশি
পতি পুত্র লাগি চিতে নাহি ভয়লেশ।
অরাতি পক্ষের প্রতি নাহি দুষে দ্বেষ ॥"

(২৭) "সমরবাজনাধ্বনি কুক্ষিস্থ সন্তান শুনি
নাচিয়া নাচিয়া উঠে সমর-উল্লাসে।
অহীকুল বিলে তুলে শির বাদ্যরসে ॥"

(২৮) "ভেরীতূরীবাদ্যস্বরে পীঞ্জার তরঙ্গ'পরে
শত শত বিহঙ্গম উড়িছে আকাশে।
শুনিদল ছুটি ধায় বীরদলপাশে ॥"

(২৯) 'কৃষ্ণদরশন আশে সমর উল্লাস-রসে
কেহ নাহি ঘরে, আর কেহ নাহি দ্বারে।
তৃতীয়তঃ রাজাদেশ কাঁপে থরথরে ॥"

(৩০) "তির্য্যক্ যোনিজ যত তারা যেন রণরত
কিবা কব পুরবাসী নাগরিক কথা!—
কিন্তু তবু নরেশ্বর মনে বড় ব্যথা!'

(৩১) "দুর্লভ অমৃত তবে মথিবারে রত্নাকরে
এতদূর যত্ন ক'রে, হায়! ভাগ্যদোষে!—
উঠিল দারুণ বিষ বুঝি অবশেষে ॥"

(৩২) "অজ্ঞাত কারণ তার অনুমানে দুঃখভার
পিপ্পলের পত্র সম কাঁপে পঞ্চ প্রাণি।
স্মরি নিদারুণ নরেশ-আদেশ বাণী ॥"

(৩৩) "শুনিলাম দূতমুখে প্রমাণিত লোক মুখে
বীরশিরোমণি ভক্ত সুধন্বা কুমার।
এখনো বিলয়লিপ্ত পুরীর মাঝার ॥"

(৩৪) আকাশ ভাঙ্গিয়া যায় সহস্র অশনি ধায়
অগণিত গিরি পড়ে নরমণি মুণ্ডে।
নিকলিল যেই বাক্য পুরোধার তুণ্ডে ॥

(৩৫) বজ্রপাতে বজ্রানল নিদারুণ কোপানল
ধক্‌ধক্ জ্বলিলেক হংসধ্বজ-অঙ্গে।
জ্ঞানের পরম শত্রু মোহমুগ্ধ সঙ্গে ॥

(৩৬) চন্দনাক্ত বিন্ধ্যগিরি দাবানলে যায় পুড়ি
অথবা আগ্নেয়গিরি ফুটিল চকিতে।
নেত্রনাসাপুটে অগ্নি ছুটে আচম্বিতে ॥

(৩৭) নীরব নির্নীরাকাশ ভরা তারাশশীভাস
আনন্দনির্য্যাস নিয়ে শান্তিসুখে ভাসে।
সচপল কালঝড় আচম্বিতে গ্রাসে॥

(৩৮) তেমতি সে নরপতি শুনিয়া সে ব্যাকৃতি
উগ্রমূর্ত্তি বিষাদিত মলিনবদন।
চারুদৃষ্টি সৌম্যভাব বিলুপ্ত এখন॥

(৩৯) গভীর ঘননির্ঘোষে ব্রাহ্মণে সম্বোধি ভাষে
হংসধ্বজ নৃপবর সাধু ধর্ম্মধ্বজ।
ভক্তকুলচূড়া যার সুধন্বা আত্মজ॥—

(৪০) "কি কহিলে দেব আজি নিদারুণ বাণী
হানিলে বিষম বজ্র বৃদ্ধের উপরে—
অকস্মাৎ ভস্মসাৎ আশাতরুখানি
সমূল সপুষ্প হায়, গেল সে যে পু'ড়ে!"

(৪১) এ বড় বিস্ময় দেব! মানি যে অন্তরে!—
অসম্ভব নয় বটে, ভাগ্যদোষে ঘটে!—
বালবৃদ্ধ নাগরিক উৎসাহের ভরে,
কৃষ্ণার্জ্জুন আগমন বার্ত্তা যেই রটে।"

(৪২) "ভক্তিধৌত বীরত্বের উচ্ছ্বাসতরঙ্গে
ছুটিয়া ধাবিত দ্রুত শুভরণরঙ্গে,
বংশীরববিমোহিত যেমতি কুরঙ্গে
কিম্বা নদী ধায় যথা নীরধির অঙ্গে।"

(৪৩) "আর কিবা বৈষ্ণবের চূড়ামণি গুণী
ভারত প্রসিদ্ধ সাধু ধর্ম্মপরায়ণ
সুধন্বা সে মম পুত্র ক্ষত্রকুলমানী
সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম নৃপতিনন্দন"

(৪৪) "মায়ার মধুর স্তনে অতি সুকুমার
বাহু-পাশ-বদ্ধ হয়ে মোহে অচেতন,
না জানি সে স্তনযুগ বিষের আধার
আপনার সবে হবে পুলকচেতন।"

(৪৫) "কৈলাসনিবাসী হর ভবানীর পতি
দুর্লভ পরম প্রেমবার্ত্তা নাহি জানে,—
ভাবিয়া অন্তর মম সবিস্ময় অতি,
বক্ষরক্ষোনাগ তারে ভাল চিনে গণে।"

(৪৬) "যে কৌস্তুভ মণি বটে মণিশিরোমণি
যাদঃ পতি নন্দিনীর পতি চারুরূপ
কণ্ঠহারে তারে যদি না ধরেন গণি,
ইন্দ্রচন্দ্রদেবতা কি বুঝিবে স্বরূপ?"

(৪৭) "জটিল তপস্বী আছে অগণ্য নগণ্য,
গঙ্গা ঝরে ঝর ঝর ধূর্জ্জটির জটে।
ইন্দ্রচাপ-হার পরি জলধর ধন্য,
ঘনঘনকুয়াসার আশা নাহি মিটে।"

(৪৮) "না বুঝে সুধন্বা যদি কৃষ্ণার্জ্জুনমান,
সুধন্বার হৃদি যদি হয় ভক্তিহীন,
রাজপুত্র নাহি বুঝে পিতার সম্মান,
জানিনু জগত মাঝে আমি অতি দীন।"

(৪৯) "অদ্যাবধি ভেঙ্গে গেল মিথ্যা সে প্রতীতি,
অদ্যাবধি জানিলাম মিথ্যা তার যশঃ,
মিথ্যা তার হৃদি মাঝে ভাবের আরতি,
বুঝি নাই এত দিন ছিনু ভ্রান্তি বশ।"

(৫০) "অপাত্রে প্রশংসা আর ধন বিতরণ,
দোষের প্রশ্রয় দানে, অনিষ্টের হেতু;
রাত্রি শব্দে "মহা" যোগ যেমতি ভীষণ,
কামুক পরাণ পোড়ে ফুলে মীনকেতু।"

(৫১) "নির্গুণের গুণারোপ নেত্রে ধূলিদান,
কূপে রত্নাকরজ্ঞান কূপমগ্ন ভেকে;
মরীচিকে বারিজ্ঞান বিনাশ কারণ,
গুণহীন গুণবদ্ধ প্রশংসাকুহকে।"

(৫২) "ধার্ম্মিক কলায়ে নাম স্বর্গধাম রোধে,
তার তুল্য আত্মঘাতী কে আছে জগতে?

জিহ্বামূলে সূচি রাখি সুখাদ্য আস্বাদে,
সূচি-বিদারিত কণ্ঠ মরে সে পশ্চাতে।"

(৫৩) "পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে তারে বলে সাধু,
রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষিয়া উপাধি সুবীর,
চিরতার তিক্ত যার, তার নাম মধু,
সলিল সিঞ্চনে নিভে—আখ্যাত মিহির।'

(৫৪) "মৃদুল অনিলে দুলে, তার নাম গিরি,
প্রদীপ-শিখায় শোষে, আখ্যা নীরনিধি,
"রণ রণ" স্বন শুনি নাহি ছাড়ে পুরী
"সুধন্বা' রাখিতে নাম আপনার বিধি।'

(৫৫) "নৃপতি-আদেশ আর জনকানুমতি
ঘরে ঘরে ইতরেও দেশে দেশে পালে .
সুধন্বা লঙ্ঘিছে তাহা, লভিনু প্রতীতি—
সত্যের বিকাশ কভু নাহি ঢাকে ছলে।"

(৫৬) "যাউক সে কথা, দেব। সুধন্বা কুমারে,
পালিতাম এতদিন আশাতরু জ্ঞানে,—
জ্ঞান যার দৃঢ় কাণ্ড, গুণ-ফুল ধরে,
ভক্তি-রস, ফল যার—কৃষ্ণদরশনে।"

(৫৭) "যেই গুণে কৃষ্ণ-ধনে বাঁধিবার আশা,
বিষম বিষম-কীট কাটিল তাহারে।
যে নাগে মন্দর বাঁধি মথিবার বাসা,
মোহের প্রতীপটানে ভাঙ্গে হাড়ে হাড়ে।"

(৫৮) "মোহস্বপ্ন এতক্ষণ খেলেছে নয়নে,
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর স্বপন আশ্রয়,
যে চৈতন্য মৃতপ্রায় ঘুমের চাপনে,
নবপ্রভা নিয়া তার হইল উদয়।"

(৫৯) "আশু-সুখ-তারারাজী রুচির-রাজিতা
অমাবস্যা নিশিথিনী সংসারের মায়া,
সত্যপ্রভাময় চারু সুজ্ঞান-সবিতা,
উদিল সে ভানু ঘুচিল স্নেহের ছায়া।'

(৬০) "স্নেহবশে ভাবিতাম তারে গুণযুত,
নিঃশেষে সে স্নেহ দগ্ধ সত্যদীপানলে ,
স্নেহের মুকুর খানি হলো অপসৃত
ভ্রান্তিময় গুণবিম্ব নাহি এককালে।"

(৬১) "শৃঙ্গীমীন পূর্ণ-স্বর্ণ-কলস যেমন,
ফুলদলে আচ্ছাদিত বৃশ্চিক যেমন,
সুনাম মুখসে ঢাকা সুধন্বা তেমন—
এর চেয়ে ধরাতলে কি আছে ভীষণ ?"

(৬২) "কিঙ্কুলুকক্ষীরে ছিল ক্ষণপ্রভা ভ্রম,
খদ্যোতিকে অনুমান দ্যুতিমান মণি,
রিপুবশজীব সেই অধম অধম!
চিনে না যে বস্তু তাবে কৃমি সম গণি।"

(৬৩) "ধর্ম্মের বিরোধী দেব মায়াবী রাক্ষস,
বিনাশিল পিতৃকীর্ত্তি, শুধু ভেকধারী।
মম কর্ম্মদোষে হলো আমার ঔরস,
যেমতি পোকার জন্ম আমের ভিতর।"

(৬৪) "রাজ্যশুদ্ধ বংশ মম, আর পিতৃলোক
কর্পূরধবলযশা হলো কলঙ্কিত
ভুঞ্জিবেক তাঁরা সবে দারুণ নরক,
ইহার জনমপাকে হইয়া পতিত।"

(৬৫) "ভাবিতেই কলেবর পতিত নিরয়ে,
প্রতিরক্তপরমাণু অগিনি স্ফুলিঙ্গ,
অসম্ভব, অসম্ভব!—অস্থির চিন্তিয়ে।
দাবানল মধ্যে যেন পতিত কুরঙ্গ।"

(৬৬) "সে নয় শিখণ্ডী, আর কেন তারে পুষি ?
খেদাইয়া দাও সেই বিষ্ঠাভুক্ কাকে।
অশুচি-মগন চির তাহারে পরশি,
রাজ্য পাখালিয়া দাও দূর করি তাকে।"

(৬৭) "ঘোর বিবর্ত্তন আজি আমার জীবনে,—
শ্যামল শিখরে ছিনু মহীধ্র উপর,

(চতুর্থ সর্গ)

(১) শুক্তি ফে'টে মুক্তা যথা তিমির ফাটিয়া তথা
পূর্ব্বভানু নবতনু দিল দরশন।
ভবিষ্যের ছবিখানি করিয়া বটন ॥

(২) সুধাংশুর আচরণে তামসী লজ্জিত মনে
বক্তজিহ্বাখানি যেন দংশিল দশনে।
রক্তলোভে লেহে কিংবা সমরপ্রাঙ্গণে

(৩) রণরোল, রণরোল উথলিল গণ্ডগোল
ভেরী শঙ্খ ঢাক, ঢোল উঠিল গরজি
ডাকিনী, যোগিনী যেন হুঙ্কারিছে সাজি ॥

(৪) উড়িছে গগনে পাখী রক্তলুক দুটী আঁখি
পাখশাটে প্রকম্পিত সমীর-নীরধি
গগনের গর্ভে ফোটে শব্দ নিরবধি ॥

(৫) লক্ষ লক্ষ শুনি ধ্বনি কম্পিত পরাণি শুনি
পাড়ি দিয়া লাগে ধ্বনি বিমানের পারে।
প্রতিধ্বনি ব্যপদেশে পার ভাঙ্গি পড়ে ॥

(৬) রবির দুর্ভাগ্য আজি নয়ন-কিরণবাজী
খুলিয়া হেরিতে হলো দৃশ্য সুকরাল।
মাখিতে হইল অঙ্কে কলঙ্ক ভয়াল ॥

(৭) পতির কলঙ্ক ভয়ে জলে জড়সড় হয়ে
কাঁপিছে নলিনী সতী না মেলে অধর।
"গুণ গুণ" দূরে থাকি কাঁদিছে ভ্রমর ॥

(৮) মনোহর স্থলনল নানাবিধ ফুলদল
হিমবিন্দুছলে যেন করিছে রোদন।
সবারি অন্তরে বহে নীরব বেদন ॥

(৯) বিভীষিকা চারিদিকে পরাণে পরাণে হাঁকে
বিষাদের একস্তরে ডুবিল সকল।
ভবিষ্যৎ-লিপি পড়ি প্রকৃতি বিকল ॥

(১০) শশব্যস্তে শশধর সপত্নীক সুধাকর
পশিয়া বিশ্রাম নিল সুনীল মন্দিরে।
ভাগ্যবতী কুমুদিনী সুনিদ্রিতা ধীরে ॥

(১১) কোকিল রসাল কোলে লুকায়ে পল্লবদলে
"উহু উহু" স্বরে মুহুঃ করিছে রোদন।
প্রেমিকের দুঃখে ভাসে প্রেমিক যেজন ॥

(১২) জাগরণ রাগ রক্ত লোচনে ব্যগ্রতা ব্যক্ত
শুক্লপদে রাজপথে দাঁড়ায়ে নৃপতি।
বাম অংসে উত্তরীয় করিছে বসতি ॥

(১৩) কটিতটে পট্টবস্ত্র, করে মালা, নাহি অস্ত্র,
শ্বেতদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি চুম্বিছে বসন।
আবরিত উপবীত মালিকাভূষণ ॥

(১৪) ধবল জলদ মাঝে যেমতি শশাঙ্ক রাজে
তেমতি ললাটে ফোটা গোপিকা-মৃণ্ময়।
চারিধারে ধবলিত কেশশ্মশ্রুচয় ॥

(১৫) সত্ত্ব-গুণময়ী প্রভা খুলিছে নয়ন শোভা
দ্বিধা সৌদামিনী খেলিছে সে মেঘে।
বিস্ফারিত কপোলযুগল অনুরাগে ॥

(১৬) নাসায় তিলক রহে শৃঙ্গিশৃঙ্গে গঙ্গা বহে
শ্রবণে কুণ্ডল দুলে চারুমণিময়।
ময়ূর ময়ূরী উড়ি মেঘ পরশয় ॥

(১৭) হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত পদচিহ্ন বিশোভিত
সুবপুঃ সুবাহুযুগ দীর্ঘ অভিরাম।
হরির সোপান যেন উঠিতে শ্রীধাম ॥

(১৮) মনো-ভৃঙ্গ মধু আশে কৃষ্ণ পাদপদ্মপাশে
ছুটিয়া ক'রেছে গতি ভকতি-মাতাল।
শুষ্ককায় পিকহীন যেমতি রসাল ॥

(১৯) ধবলে উঠিলে কাশে পুচ্ছ সম পথ ভাসে
প্রেমতি মনের পাছে রয়েছে অঙ্কিত।
নয়নের দৃষ্টিরেখা অতি উজলিত॥

(২০) নিষ্কম্প নৃপতিবর যেন বিষ্কাধরাধর
চন্দনের গন্ধে, আহা, মোদিত চৌধার।
হেন কালে উপনীত পাশে পুরোধার॥

(২১) অঙ্গে শোভে নামাবলী জিভে নামমধুকেলি
প্রলম্বিত শিখা দুলে শিরে সুশোভন।
মন্ত্রবৃন্ত পুষ্পশোভা ধরে সে ব্রাহ্মণ।

(২২) আশীষি ব্রাহ্মণ "জয়" প্রণত রাজারে কয়,—
"এ সময় সুসময় হয়নি উদয়।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা সমুচিত হয়॥"

(২৩) পঙ্গু অন্ধ যত পুরে তারাও উল্লাসভরে
যথাশক্তি অনুরাগে ক'রেছে গমন।
পুরীতে বসতি করে শুধু নারীগণ॥"

(২৪) "তারাও সৌধের শিরে হর্ষ কৌতূহল ভরে
ধবলনীরদ কোলে যেন তারাদল।
স্থিরনেত্রে সোজাপাত্রে হেরে রণস্থল॥"

(২৫) "নাহি করে গৃহপণা শুধু করে আনাগোনা
যেন বা বার্তার কিছু লভিবে সত্বর।
পুছে স্বেদবিন্দু ভালে, পুছে পরস্পর॥"—

(২৬) চন্দ্রমুখে ঝরে হাসি সুধা খসে রাশি রাশি
পতি পুত্র লাগি চিতে নাহি ভয়লেশ।
অরাতি পক্ষের প্রতি নাহি পুষে দ্বেষ॥"

(২৭) "সমররাঙ্গনাধর্মি কুক্ষিস্থ সন্তান শুনি
নাচিয়া নাচিয়া উঠে সমর-উল্লাসে।
অহাকুল বিলে তুষ্ট শিব বাঞ্ছরসে॥"

(২৮) "ভেরীতূরীবাদ্যস্বরে পাথার তরঙ্গ'পরে
শত শত বিহঙ্গম উড়িছে আকাশে।
শুনিদল ছুটি ধায় বীরদলপাশে॥"

(২৯) 'কৃষ্ণদরশন আশে সমর উলাস-রসে
কেহ নাহি ঘরে, আর কেহ নাহি দ্বারে।
তৃতীয়তঃ রাজাদেশ কাঁপে থরথরে॥"

(৩০) "তির্য্যক যোনিজ যত তারা যেন রণরত
কিবা কব পুরবাসী নাগরিক কথা!—
কিন্তু তবু নরেশ্বর মনে বড় ব্যথা!'

(৩১) "দুর্লভ অমৃত তরে মথিবারে রত্নাকরে
এতদূর যত্ন ক'রে, হায়! ভাগ্যদোষে!—
উঠিল দারুণ বিষ বুঝি অবশেষে॥"

(৩২) 'অজ্ঞাত কারণ তার অনুমানে দুঃখভার
পিপ্পলের পত্র সম কাঁপে পঞ্চ প্রাণি।
স্মরি নিদারুণ নরেশ আদেশ বাণী॥"

(৩৩) 'শুনিলাম দূতমুখে প্রমাণিত লোক মুখে
বীরশিরোমণি ভক্ত সুধন্বা কুমার।
এখনো বিষয়লিপ্ত পুরীর মাঝার॥"

(৩৪) আকাশ ভাঙ্গিয়া যায় সহস্র অশনি ধায়
অগণিত গিরি পড়ে নরমণি মুণ্ডে।
নিকলিল যেই বাক্য পুরোধার তুণ্ডে॥

(৩৫) বজ্রপাতে বজ্রানল নিদারুণ কোপানল
ধক্‌ধক্ জ্বলিলেক হংসধ্বজ-অঙ্গে।
জ্ঞানের পরম শত্রু মোহধূম সঙ্গে॥

(৩৬) চন্দনাক্ত বিন্ধ্যগিরি দাবানলে যায় পুড়ি
অথবা আগ্নেয়গিরি ফুটিল চকিতে।
নেত্রনাসাপুটে অগ্নি ছুটে আচম্বিতে॥

(৩৭) নীরব নির্মলাকাশ   শুভ্রা তারাশশীভাস
আনন্দনির্য্যাস নিয়ে শান্তিসুখে ভাসে।
সচপল কালঝড় আচম্বিতে গ্রাসে॥

(৩৮) তেমতি সে নরপতি   শুনিয়া সে ব্যাহৃতি
উগ্রমূর্ত্তি বিষাদিত মলিনবদন।
চারুদৃষ্টি সৌম্যভাব বিলুপ্ত এখন॥

(৩৯) গম্ভীর ঘননির্ঘোষে   ব্রাহ্মণে সম্বোধি ভাষে
হংসধ্বজ নৃপবর সাধু ধর্ম্মধ্বজ।
ভক্তকুলচূড়া যার সুধন্বা আত্মজ॥—

(৪০) "কি কহিলে দেব আজি নিদারুণ বাণী
হানিলে বিষম বজ্র বৃদ্ধের উপরে—
অকস্মাৎ ভস্মসাৎ আশাতরুখানি
সমূল সপুষ্প হায়, গেল সে যে পু'ড়ে।"

(৪১) এ বড় বিস্ময় দেব! মানি যে অন্তরে!—
অসম্ভব নয় বটে, ভাগ্যদোষে ঘটে!—
বালবৃদ্ধ নাগরিক উৎসাহের ভরে,
কৃষ্ণার্জ্জুন আগমন বার্ত্তা সেই বটে।"

(৪২) "ভক্তিধৌত বীরত্বের উচ্ছ্বাসতরঙ্গে
ছুটিয়া ধাবিত দূত শুভরণরঙ্গে,
বংশীরববিমোহিত যেমতি কুরঙ্গে
কিম্বা নদী ধায় যথা নীরধির অঙ্গে।"

(৪৩) "আর কিনা বৈষ্ণবের চূড়ামণি গুণী
ভারত প্রসিদ্ধ সাধু ধর্ম্মপরায়ণ
সুধন্বা সে মম পুত্র ক্ষত্রকুলমানী
সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম নৃপতিনন্দন"

(৪৪) "মায়ার মধুর স্তনে অতি সুকুমার
বাহু-পাশ-বদ্ধ হয়ে মোহে অচেতন,
না জানি সে স্তনযুগ বিষের আধার
আপনার হবে যবে প্রলব্ধচেতন।"

(৪৫) "কৈলাসনিবাসী হর ভবানীর পতি
দুর্ল্লভ পরম প্রেমবার্ত্তা নাহি জানে,—
ভাবিয়া অন্তর মম সবিস্ময় অতি,
যক্ষরক্ষোনাগ তারে ভাল চিনে গণে।"

(৪৬) "যে কৌস্তভ মণি বটে মণিশিরোমণি
যাদঃপতি নন্দিনীর পতি চারুরূপ
কণ্ঠহারে তারে যদি না ধরেন গণি,
ইন্দ্রচন্দ্রদেবতা কি বুঝিবে স্বরূপ?"

(৪৭) "জটিল তপস্বী আছে অগণ্য নগণ্য,
গঙ্গা ঝরে ঝর ঝর ধূর্জ্জটির জটে।
ইন্দ্রচাপ-হার পরি জলধর ধন্য,
ঘনঘনকুয়াসার আশা নাহি মিটে।"

(৪৮) "না বুঝে সুধন্বা যদি কৃষ্ণার্জ্জুনমান,
সুধন্বার হৃদি যদি হয় ভক্তিহীন,
রাজপুত্র নাহি বুঝে পিতার সম্মান,
জানিনু জগত মাঝে আমি অতি দীন।"

(৪৯) "অদ্যাবধি ভেঙ্গে গেল মিথ্যা সে প্রতীতি,
অদ্যাবধি জানিলাম মিথ্যা তার যশঃ,
মিথ্যা তার হৃদি মাঝে ভাবের আরতি,
বুঝি নাই এত দিন ছিনু ভ্রান্তি বশ।"

(৫০) "অপাত্রে প্রশংসা আর ধন বিতরণ,
দোষের প্রশ্রয় দানে, অনিষ্টের হেতু,
রাত্রি শব্দে "মহা" যোগ যেমতি ভীষণ,
কামুক পরাণ পোড়ে ফুলে মীনকেতু।"

(৫১) "নির্গুণের গুণারোপ নেত্রে ধূলিদান,
কূপে রত্নাকরজ্ঞান কূপমগ্ন ভেকে,
মরীচিকে বারিজ্ঞান বিনাশ কারণ,
গুণহীন গুণবদ্ধ প্রশংসাকুহকে।"

(৫২) "ধার্ম্মিক কলায়ে নাম স্বর্গধাম রোধে,
তার তুল্য আত্মঘাতী কে আছে জগতে?

জিহ্বামূলে সূচি রাখি সুখাদ্য আস্বাদে,
সূচি-বিদারিত কণ্ঠ মরে সে পশ্চাতে।"

(৫৩) 'পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে তারে বলে সাধু,
রাজ আজ্ঞা উপেক্ষিয়া উপাধি সুধীর,
চিরতার তিক্ত যার, তার নাম মধু,
সলিল সিঞ্চনে নিভে—আখ্যাত মিহির।"

(৫৪) "মৃদুল অনিলে দুলে, তার নাম গিরি,
প্রদীপ-শিখায় শোষে, আখ্যা নীরনিধি,
"রণ রণ" রণ শুনি নাহি ছাড়ে পুরী
"সুধন্বা' রাখিতে নাম আপনার বিধি।'

(৫৫) "নৃপতি-আদেশ আর জনকানুমতি
ঘরে ঘরে ইতরেও দেশে দেশে পালে,
সুধন্বা লঙ্ঘিছে তাহা, লভিনু প্রতীতি—
সত্যের বিকাশ কভু নাহি থাকে ছলে।"

(৫৬) "যাউক সে কথা, দেব! সুধন্বা কুমারে,
পালিতাম এতদিন আশাতরু জ্ঞানে,—
জ্ঞান যার দৃঢ় কাণ্ড, গুণ-ফুল ধরে,
ভক্তি-রস, ফল যার—কৃষ্ণদরশনে।"

(৫৭) "যেই গুণে কৃষ্ণ ধনে বাঁধিবার আশা,
বিষম বিষম-কীট কাটিল তাহারে।
যে নাগে মন্দর বাঁধি মথিবার বাসা,
মোহের প্রতীপটানে ভাঙ্গে হাড়ে হাড়ে।"

(৫৮) "মোহস্বপ্ন এতক্ষণ খেলেছে নয়নে,
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর স্বপন আশ্রয়,
যে চৈতন্য মৃতপ্রায় ঘুমের চাপনে,
নবপ্রভা নিয়া তার হইল উদয়।"

(৫৯) "আপ্ত-সুখ-তারারাজী রুচির-রাজিতা
অমাবস্যা নিশিথিনী সংসারের মায়া,
সত্যপ্রভাময় চারু সুজ্ঞান-সবিতা,
উদিল সে ভায় ঘুচিল স্নেহের ছায়া।'

(৬০) "স্নেহভ্রমে ভাবিতাম তারে গুণযুত,
নিঃশেষে সে স্নেহ দগ্ধ সত্যদীপানলে,
স্নেহের মুকুর খানি হলো অপসৃত
ভ্রান্তিময় গুণবিম্ব নাহি এককালে।"

(৬১) "শৃঙ্গীমীন পূর্ণ-স্বর্ণ-কলস যেমন,
ফুলদলে আচ্ছাদিত বৃশ্চিক যেমন,
সুনাম মুখসে ঢাকা সুধন্বা তেমন—
এর চেয়ে ধরাতলে কি আছে ভীষণ?"

(৬২) "কিংশুককক্ষীরে ছিল গুণপ্রভা ভ্রম,
খদ্যোতিকে অনুমান দ্যুতিমান মণি,
রিপুবশজীব সেই অধম অধম!
চিনে না যে বস্তু তারে কৃমিসম গণি।'

(৬৩) "ধর্ম্মের বিরোধী দেব মায়াবী রাক্ষস,
বিনাশিল পিতৃকাঙ্খি, শুধু ভেকধারী।
মম কর্ম্মদোষে হলো আমার ঔরস,
যেমতি পোকার জন্ম আমের ভিতর।"

(৬৪) "রাজ্যশুদ্ধ বংশ মম, আর পিতৃলোক
কর্পূরধবলযশা হলো কলঙ্কিত
ভুঞ্জিবেক তাঁরা সবে দারুণ নরক,
ইহার জনমপাকে হইয়া পতিত।"

(৬৫) "ভাবিতেই কলেবর পতিত নিরয়ে,
প্রতিরক্তপরমাণু অগিনি স্ফুলিঙ্গ,
অসম্ভব, অসম্ভব!—অস্থির চিন্তিয়ে।
দাবানল মধ্যে যেন পতিত কুরঙ্গ।"

(৬৬) "সে নয় শিখণ্ডী, আর কেন তারে পুষি?
খেদাইয়া দাও সেই বিষ্ঠাভুক্ কাকে।
অশুচি-মগন চির তাহারে পরশি,
রাজ্য পাখালিয়া দাও দূর করি তাকে।"

(৬৭) "ঘোর বিবর্ত্তন আজি আমার জীবনে,—
শ্যামল শিখরে ছিনু [illegible]পর,

(পঞ্চম সর্গ)

(১) বক্তধ্বজ-বিশোভিতা হংসধ্বজ-পুরী
নীরব নিস্তব্ধ আজ শূন্যভাব ধরি।
সোণার সে পুরী খানি গঠিত হাসিতে ছানি—
বিশাল সে স্বর্ণপুষ্প বেড়া সুপল্লবে
ফুটন্তে মলিনমুখ মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে।

(২) সৌধ-সুপ্রাচীর শোভে বেষ্টিয়া সে পুরী
চক্রবাক বেড়ে যেন কমলে সাঁতারি :
অনুতাপানলপ্লুষ্ট অন্তরে দারুণ ক্লিষ্ট
বাহিরিলা সুধন্বা সে স্বর্ণপুরদ্বারে,
বিধুন্তুদ-নিপীড়িত বিধুর আকারে।

(৩) বিষাদ-বিভূতি-রাশি প্রলিপ্ত বদনে :
ভূমিকম্পসম কম্প ছুটিছে বয়ানে।
ধূম-বহ্নি ছুটে শ্বাসে আগ্নেয়-শিখর-নাসে
নয়ন যুগল দিয়া বাষ্প-বিনির্গম,—
দরদর ধারে অশ্রু, নাহিক সংযম।

(৪) অঙ্গত্রাণ শোভে অঙ্গে, সুদীর্ঘ সুন্দর,
সারসন সনে ঝুলে কৃপাণ প্রখর।
বামকরে শরাসন অরাতিকুল-ভীষণ
মস্তকে উষ্ণীষ ঝলে অতি সমুজ্জ্বল,
শশাঙ্কে লাগিল যেন ভাস্করমণ্ডল।

(৫) নতমুখে নৃপসুত ধীরে আগুসার,
হেন কালে উপনীত তথা পুরোধার।—
কম্প বহে কলেবরে, তরঙ্গ সিন্ধুর নীরে।
হেলায়ে মলিন মুখ হেরিছে নীরবে
শোকের লক্ষণ ভায় সর্ব্ব অবয়বে।

(৬) পুরোহিতে হেন ভাব হেরিয়া তখন,
জ্বলিল সুধন্বাচিতে, দারুণ শোকের চিতে,
জাগিল অন্তরে যাহা করিত পোষণ।

(৭) অজ্ঞানিত নয় তার, যা ছিল কপালে!
যে যবে কুকর্ম্ম করে, মর্ম্ম-কেন্দ্র-বৃন্ত নড়ে,
প্রকম্পনে ফাটে মর্ম্ম— না বুঝে সকলে।

(৮) সুধন্বা তো অজ্ঞ নয় — জ্ঞানীর অগ্রণী।
বণিতার অনুরোধে গেল সে কর্ত্তব্য রোধে
অন্তরে পাপের শেল বিঁধিল তখনি।

(৯) জ্ঞানকৃত পাপবহ্নি "হুহু" করি জ্বলে;
মর্ম্মে সে আগুন পোষে, বদনে বণিতা তোষে,
ধন্য ধন্য সুধন্বা সে চরিত্রের বলে!

(১০) রিপুবশে নয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের পাশে,
ধর্ম্ম লাগি গেল ধর্ম্ম করিলা ভীষণ কর্ম্ম
কুটিলা ধর্ম্মের গতি, বুদ্ধে নাহি ভাসে।

(১১) কি দশা তোমার আজ বৈষ্ণবের মণি!
তুমিহে অকুতোভয়, ধর্ম্মের নিয়ন্ত জয়,
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা পরীক্ষায় গণি।

(১২) বিষাদ-জলধি ছিল নীরব অন্তরে,
ব্রাহ্মণে উদিল ইন্দু, উথলিল শোক-সিন্ধু,
সুধন্বা কহিলা তায় খুলি শোকভরে!—

(১৩) "কি আর বলিবে দেব, সকলি বিদিত;
সুধন্বা সে পিতৃদ্রোহী, ভীষণ নরকারোহী,
লভিবে পরম তৃপ্তি হইলে দণ্ডিত।"

(১৪) "এইতো প্রস্তুত, দেখুন, এ পাপ পরাণ
ত্যাজিব পাণ্ডবরণে, বাঁচিলে, তৈলদহনে,
পিতার চরণ পূজি করিব প্রস্থান।"

(১৫) 'তথাপি মিনতি, শুনি কি আজ্ঞা পিতার ;—
দিছে কি বিদায় মোরে ?— কি ফল বিলম্ব ক'রে ?
নৃমণিজনকবাণী হবে কি অসাড় ?"

(১৬) "ক্ষমা যদি ঘ'টে থাকে তনয়ের স্নেহে,
অসম্ভব মনে করি,— পিতৃদেব সদাচারী,—
চরণে মাগিয়া ভিক্ষা পোড়াব এ দেহে ।"

(১৭) "তা হ'লে পিতার নামে কলঙ্ক না হবে ;
পিতার ধবলযশে, তনয়-পাপের বশে,
লাগিবে কি চির কালি, সুধবা কি সরে ?

(১৮) "ধার্ম্মিকের পুত্র লাভ ধর্ম্মনাশ তরে !
কি হেতু তনয় বাঞ্ছে, যদি জনকেরে লাঞ্ছে ?
অমৃত তেয়াগি কেবা গরলে আদরে ?"

(১৯) "গুরুজনে উপেক্ষিয়া যে ভজে ঈশ্বর
প্রেমভক্তি নাহি পায়, সাধনা পুড়িয়া যায়,
গুরু কোপানল দহে মরম ভিতর ।"

(২০) "ডুবেছি ডুবেছি হায় ! নরক-কবলে !
দিব্যানন্দ নাহি পাই, পুড়িয়া অন্তর ছাই,
ভক্তি জ্ঞানবুদ্ধিশুদ্ধি ডুবিল অতলে !"

(২১) "ব্রীড়া উপজয় হিয়ে ডাকিতে শ্রীহরি ;
নীরস সে মরুস্থল, নাহি বহে কলকল,
ভক্তির পবিত্র গঙ্গা, নাহি সে লহরী ।"

(২২) "খুনীরব কেন, দেব, খুলিয়া প্রকাশ ;
আর তো সহেনা প্রাণে, হারাইনু ধর্ম্মধনে,
জানিনা এ শূন্য দেহে কেন বহে শ্বাস ।"—

(২৩) এতেক কুমার কহি নীরব হইলা ;
নয়ন ভরিল জলে, বহিল তা গণ্ডস্থলে,
শোয়াসে শোয়াসে যেন তাড়িত ছুটিলা ।

(২৪) নিবাত সরেতে যথা মীন-আলোড়নে,
তরঙ্গ উঠিয়া ছুটে, কমল কাঁপিয়া লুটে,
মৎস্যরাশি ভাসি ভাসি ডুবয়ে সঘনে ;

(২৫) তেমতি সে ভাবোচ্ছ্বাস দোঁহার অন্তরে
বদনে তরঙ্গ তুলে, বিস্ফুপত পলে পলে,
নয়নকমলরাজী নীরদলে গড়ে ।

(২৬) নিঃশব্দে নিরখে তারা পরস্পর আঁখি,
দীননেত্রে মিলামিলি শোকোচ্ছ্বাস ঢালাঢালি
একের পলক হেরি অন্যে বুজে আঁখি ।

(২৭) হেরিতে তাদের ভাব নিস্তব্ধ জগৎ
পত্রদল হলো স্থির, অকম্পিত নদীনীর,
সংযত করিয়া রশ্মি ভানু অচলাৎ ।

(২৮) স্তবধ নেহারি দোঁহে না চলে সমীর ;
স্তব্ধতা ভাঙ্গিবে ভয়ে, সবে থাকে স্তব্ধ হয়ে,
স্তব্ধ যত সমবেত অন্তরে অস্থির ।

(২৯) ফুটিল ব্রাহ্মণমুখে হৃদয়-উচ্ছ্বাস ,
ফাটিল সে নিস্তব্ধতা, ছুটিল দারুণ কথা,
অশনি ছুটিল যেন ফাটিয়া আকাশ !—

(৩০) "কি আর বলিব, বাছা, এ পাপ বদনে !
তুমিইতো জান সব, রাজ্যশুদ্ধ মোরা শব,
যে দণ্ড প্রচার, জান, রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনে ।"

(৩১) "কি হবে নৃপতি-দশা ভাবিয়া ব্যাকুল !
কি হবে প্রজার দশা, ফুরা'ল মোদের আশা,
অতলে ডুবিল রাজ্য, নাহি দেখি কূল ।"

(৩২) "নির্দ্দয় সে নরপতি ক্ষমা নাহি জানে,
পুত্রের পরাণ বধে, সামান্য সে অপরাধে
বৈষ্ণবের হেন বুদ্ধি, মজে এত দিনে ।"

(৩৩) "দেখি যেয়ে নরেশ্বর কি করে এখন,
না ঘটিতে অত্যাহিত, বুঝিবা গলেছে চিত,"—
কহিতে কহিতে দ্রুত ছুটিল ব্রাহ্মণ।

(৩৪) পিতৃবৃন্তচ্যুত ফল পরিম্লান অতি,
সুকুমার সে কুমার, রূপমধু শুষ্ক যার,
বিষাদ ভূতলে লুটে, আগ্নে নাহি ভাতি।

(৩৫) জনকের উৎসঙ্গের সুচারু ললাম;
দ্যুতিময় পদ্মমণি, প্রভাময় শোভা খনি,
খসিয়ে সুদূর প'ড়ে ত্যজি অঙ্কধাম।

(৩৬) প্রভাবতী পদ্মিনীর নিরমল রবি
গৌরবের মল্লাকাশে, আরোহি বিমলোল্লাসে,
নিবিড় বিষাদঘনে আবরিল ছবি!

(৩৭) স্মৃতির নির্ঝরমুখে ছুটিলেক বন্যা,
পিতৃগুণ পরিমলে নদী বহে কলকলে,
রসপ্লুত রসনায় ভাষিল সুধন্বা,

(৩৮) ভাবের মাধুরী বহে লহরে লহরে,
প্রভাকর-খরকরে, কমলিনী মধু ধরে,
তেমতি বিষাদ-তাপে ভাবমধু ক্ষরে।—

(৩৯) "হে পিতা পুরুষবর, সুমতি, সুকৃতী,
ক্ষত্রকুলসরসীর অমল কমল,
যশস্বী ধবলগিরি, দরিদ্রের গতি,
ভক্তিসুধাহিমকর স্নিগ্ধ নিরমল!

(৪০) সংসার-পথিক যত ক্লান্ত কলেবর,
তাদের পাদপ তুমি সুশীতল ছায়,
প্রবোধ-বচনানিলে মৃদুলমধুর
শান্তির সাগরে তারা সুখরসে ভায়!

(৪১) তোমার ধর্ম্মের জ্যোতিঃ নেহালি নয়নে,
করাল কৃতান্ত ভ্রান্ত নেত্র ঝলসিয়া;
ধর্ম্মরবি চারুছবি হৃদয়-গগনে
রাজে; সুখ-কোকনদ হাসিছে ফুটিয়া।

(৪২) হৃদয়-নন্দনে তব প্রীতি-মন্দারক
বিকসিত বৃন্দারক-হৃদয়-নন্দন,
আনন্দ-আসব যার সন্তাপ হারক,
নিদাঘের মেঘ যথা উত্তাপ-বারণ।

(৪৩) যশঃ-ফুলমালা ঢলে গলে অনিবার,
সতত বিমল গন্ধ চৌদিকে ছড়ায়;
ভক্তভৃঙ্গ অগণিত গুণরত্নাধার
সাধুসঙ্গমধুলোভে দ্রুতগতি ধায়।

(৪৪) "ধন্য, পিতঃ! বুঝিয়াছ ক্ষত্রকুলনিধি
ন্যায় ধর্ম্ম সার।
সংসারের বিষ হ'তে যে লয় খুঁজি অমৃতে
সেই সে দেবতা নরে—জ্ঞানের আধার।"

(৪৫) "বিমল কমলে হেন ধরিয়া জনম—
অধম তনয়
না হইনু পরিমল, হইনু কণ্টক খল,
ধিক্ সে জনম মোর বিষদন্তময়!"

(৪৬) "করেছি যে অপমান — গুরু অপরাধ
অই শ্রীচরণে,
ক্ষম পিতা সেই দোষ, মম প্রতি বীতরোষ,
ঘটিবে উচিত শাস্তি দ্বিগুণদহনে।"

(৪৭) "অনুতাপানলে আজ জীবনে প্রথম
মর্ম্মজ্বালা পাই;
এতো তুচ্ছ তপ্ততৈলে চাক্ষুস নরকানলে
পাপেরে করিব ভস্ম লইয়া বালাই।"

(৪৮) এতেক কহিতে, যেন পূরা'তে বাসনা,
ন্যায় মূর্ত্তিমান্
পাঠা'লা অন্তরযামী হৃদয়ের অধিস্বামী
তপ্ততৈল ভাণ্ড, সে করিলা সম্মান।

(৪৯) ছাইল সে রাজ্য ভরি দারুণ বারতা,
হৃদয় বিদারী যাহা, গগন বিদারি,
শঙ্খ ভেরীতুরীগণে করিয়া স্তম্ভিতা
প্রতিধ্বনি তার ছায় বিষাদ উগারি।

(৫০) সমর-জলধিকূলে সৈন্যোর্ম্মি-মালায়,
তুমুল সে ভীমরোল দিগন্ত পূরিয়া,
চকিতে বিলীনপ্রায় সে বারতা-গায়
নর, পশু, পক্ষী কাঁদে নীরব হইয়া।

(৫১) যেমতি জলধিকূলে তরঙ্গের দল
উলটি পালটি ধায় বক্ষ বিদারিয়া,
বিস্ময় ফেনরাশি উগারি ধবল
ঘন ঘাতি পরস্পর উন্মত্ত হইয়া।

(৫২) তেমতি সমরক্ষেত্রে ক্ষত্রবীরগণ
বিষাদের আলোড়নে হইলা ঘূর্ণিত :
ফাটিল হৃদয়স্তর : ঘূরিল নয়ন ;
উগারিল মুখে ঘন ফেন ধবলিত।

(৫৩) সাহসময়ূখভাত মুখ-দিবাকর
বিষাদ-রাহুর গ্রাসে মলিন অধর।

(৫৪) ভীষণ বাড়ব-বহ্নি জ্বলিল সাগরে,
সহস্রভাস্করকর ধরিয়া শিখায়
শুষিল সমর-সিন্ধু বিন্দু বিন্দু ক'রে,
সন্তাপিত সুধন্বার সন্তাপ-জ্বালায়।

(৫৫) শেলশূলজাঠা আদি উজ্জ্বল কৃপাণ,
শোভিত সেনানী-করে উর্ম্মিচ্ছটা যথা,
উৎক্ষিপ্ত শীকরসঙ্ঘ অতি দ্যুতিমান্,
লুণ্ঠিত ভূতলে, স্মরি সুধন্বার ব্যথা।

(৫৬) নতশিরা হতভেজা নাগরিকগণ
চলিলা নগর পানে কাতারে কাতারে,
বিকম্পিত পদে ভুলিয়া সে আস্ফালন,
নয়নে নীরব অশ্রু গুরু শোকভারে।
মাতঙ্গেরা রঙ্গসিন্ধু ছাড়ি ছুটে তীরে,
চরিতেছিলেক যারা পোতগ্রাম ধীরে।

(৫৭) বারিধি তরঙ্গ যথা সরিত-সঙ্গমে
নীরনিধিবক্ষ হ'তে ছুটি দ্রুতগতি
তটিনীপ্রবাহে ধায়, তথা পুরধামে
চলিলা সেনানী শত অনিকিনী-পতি,
রণবেণী রাশিরাশি সৈন্যদল ল'য়া,
হেরিতে সুধন্বা দেবে শূন্যপ্রাণ হ'য়া।

(৫৮) হেথা দাঁড়াইয়া বীর সুধন্বা কুমার ;
চৌদিক বেড়িল আসি শত অনুচর,
অগণ্য সৈন্যগণ, সেননী রাজার,
জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মজন, সচিব প্রবর।

(৫৯) রাহুগ্রস্ত রবি যথা নিরখে নয়নে,
নরগণ নতমুখ নীরের ছায়ায়,
ভাস্করে চাহিয়া পুন চাহে বারি পানে,—
নয়ন ঝলসে যবে,— তেমতি তথায়,

(৬০) মানবমণ্ডলী ত্রস্ত চাহিয়া কুমারে,
আঁখির পলক টানি ক্ষিতিতল হেরে।

(৬১) সে কালে চকিতে স্মৃতি জাগিল ভীষণ,
'চমূনায়কদলের পরাণের কোলে,—
"নৃপ-আজ্ঞা নয় ছাড়া সমর-প্রাঙ্গণ"
ভয়-বিকম্পিত অঙ্গ ; ইঙ্গিতের বলে।

(৬২) ফিরিল যতেক সৈন্য, দৈন্যভাব মনে,—
যেমতি দক্ষিণবায়ু জলদ-কিরীটী
ঠেকিয়া হিমাদ্রিগায়ে ধায়রে দক্ষিণে,—
ভাটিয়া আইলা পুর-দ্বার হ'তে হঠি।

(৬৩) ছাইয়া সমরক্ষেত্র খুজি ঘু'রে ঘুরে,
আপন আপন অস্ত্র তুলি নিলা করে।

সুধন্বা সে বীরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ-প্রধান
দাঁড়ায়ে কটাহ পার্শ্বে নিমীলি নয়ান।
ছুটিলেক ভাবোচ্ছ্বাস পাথালি হৃদয়,
প্রেমের বন্যায় যত দুঃখ মায়াময়—
দোষ, গুণ, ক্ষমা, দণ্ড, অনুজ্ঞা-লঙ্ঘন,
তুষ্টি, রুষ্টি, পাপ, তাপ,— মনের বেদন—
মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল বিস্মৃতির কূলে,—
ভাবময় দেশে।— কে কারে জনক বলে ?—
অকূলের কূল-কুঞ্জে বিনোদবরণ,
তৎ কোলে আরামে চায় প্রফুল্লনয়ন।
দিব্য দেবলোক মণ্ডিতামিয়-প্রভায়,
নবপল্লবময় কুঞ্জ-বিতান-ছায়।
বিষাদতিমিরে ছিলা শোকদুঃখময়,
ডুবিয়া পাইলা সেই আনন্দ-আলয়।
নয়ন যুগল যথা হেরেনা নয়ন,
সুধন্বার "আমি" হারাইলা "আমি"-জ্ঞান !
সরিত-সলিল পশে সুনীল-সাগরে,
তেমতি ডুবিলা বীর সুখসিন্ধু-নীরে।
তপ্তৈতেল-কটাহ-সুখসমুদ্র জলে
সুধন্বা পড়িয়া, চন্দ্র-প্রতিবিম্ব, খেলে।

(৬৪) পতিত কটাহ-মাঝে যেন যাদুবলে,
সুমেরুসুবর্ণশৃঙ্গ জলধির জলে।
উদ্বেল বিষাদ-স্রোতঃ উছল তরঙ্গ,
বিলাপ-নির্ঘোষ ঘন, আর্ত্তনাদ সঙ্গ।
আপ্লাবিত বেলাভূমি ভদ্রাবতী পুরী।
হিমশিলা নীরবতা গেল ভাঙ্গিচুরি ॥
সুতপ্ত তৈলের ছিটা ছুটিল চৌধার।
পরশেতে যেন অঙ্গ জ্বলিল সবার ॥
দিগন্ত ভরিয়া বহে শোকের উচ্ছ্বাস।
গভীর আরাবে যেন ফাটিল আকাশ ॥
মহীরুহ-বিরাজিত মহীধ্র অটল
আলোড়ি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে শূন্যে ঘনদল
কাঁপিল ; কাঁপিল ত্রাসে ভীমপ্রভঞ্জন।
দীর্ঘশ্বাস-শরবিদ্ধ সঞ্জাত-বেদন ॥
সন্তাপিতা স্রোতস্বতী তপ্ত-অশ্রুনীরে।
তরঙ্গে উছলি ধায় শোকের সাগরে ॥
মেঘপতি অতিক্ষুব্ধ বিচলিত ভয়ে।
নেহারি সে নেত্রাসার ভদ্রাবতী ছেয়ে ॥
বিষাদের তাপ লাগি তাপিল তপন।
উগ্রমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর কৃশানু-নয়ন।
ভরাডুবি হাবুডুবু রুদ্ধকণ্ঠে ধ্বনি।
ফণীর গর্জ্জন নাকে হারাইয়া মণি ॥

(৬৫) শোকের পাথারে সব ; পশিল তখন
করণকুহর মাঝে— যোগ্য উপাধান,—
হরিনাম, শান্তিধাম— মধুর নিক্বণ !
প্রলয়জলধিজলে অনন্তশয়ন
ভাসমান থাকি যেন সেই হরিনাম
ধরিয়া বরাহরূপ তুলিলা অবনী
জাগিলা বিপুলা সৃষ্টি, মুখে শুধু ধ্বনি।
ইন্দ্রত্ব পাইল ইন্দ্র অসুরনিপাতে,
শুকা'ল বিষাদসিন্ধু ভরিল অমৃতে।
গণ্ডূষে সে নামাগস্ত্য গ্রাসিল বিষাদে
আনন্দ-কালিন্দী দিলা বসুদেবসুতে।

(৬৬) অবতীর্ণ সনন্দন স্বর্গ ভদ্রাপুরে।
লুকা'ল নরক-তমঃ দ্রুতপদভরে ॥
হাসিল নগরী ভদ্রা, হাসিল জগৎ।
অচল পর্ব্বত নাচে হইয়া চলৎ।
প্রভাবতী-ভরসার আস্য-রত্নাকরে।
রসনা-মন্দর-গিরি আলোড়ি সাগরে ॥
ভক্তি-নাগপাশে জড়ি লাগিলা ঘুরিতে।
পূরিল নগরীভদ্রা মহিমা অমৃতে ॥
আনন্দ-আনন্দকর উদিলা অচিরে।
সুন্দর সিন্দুরবিন্দু প্রভাবতী শিরে ॥

(৬৭) অজড় চিন্ময়ে চিত্ত অর্পিত যাহার।—
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন— হিমানী তুষার ॥

জলনিধি-নিমজ্জন— বিমান-গমন।
অশনির তীক্ষ্ণধার— ফুল-পরশন ॥
তিমির বসনা নিশা উলূক-রোদিনী।
প্রভাময়ী চারু দিবা কমলহাসিনী।
অভাবের অঙ্গে বসি সকলি সমান।
কভু নাহি বসে তাহে বিকার-নিদান ॥
ভকতি-সিঞ্চিত-কান্তি শ্রীহরি-নির্ভর
তপ্ততৈলে অবিকৃত সুধন্বা যার।

(৬৮) কটাহ— মণিকর্ণিকা, তৈল— গঙ্গাবারি।
ডুবিয়া নিরখে হরি, ডাকে "হরি হরি" ॥
বাজিল মঙ্গলধ্বনি বিবিধ বাজনা।
হুলাহুলি, কোলাকোলি,— আনন্দ রটনা ॥
ছুটিল গভীর ধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে।
অভ্রভেদী প্রতিধ্বনি উঠে রণরঙ্গে ॥
পুলকিতবপুঃ পুরোহিত সবিস্ময়।
বিমানে বিহঙ্গ যথা ত্বরিতে উড়য়,
উপনীত ত্বরা নরপতি-সন্নিধান।
ঊর্দ্ধশ্বাসে হেসে হেসে "কর অবধান" ॥—

(৬৯) কহিলা নৃপতিবরে— সানন্দে কহিলা।
অশ্রু-সরিৎ দরদর আনন্দে বহিলা।
অশ্রুগদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলা—
"সৌভাগ্যে সে কুলাকাশে প্রহ্লাদ উদিলা।"
ভণিলা নৃপমণি "আমি হিরণ্যকশিপু ?"
"ধন্য, তারে আলিঙ্গিলা বিযুত কালরিপু !"
কহিলা আনন্দভরে ভকত ব্রাহ্মণ।
"সুধন্বা-সংবাদ বল" পুছিলা রাজন্ ॥
পুলকপুষ্পকে চড়ি আগ্রহ-বিমানে
সুহাস্য-পতাকা তুলি উজ্জ্বলি দশনে
কহিলা সে পুরোধার, "আনন্দের ধাব।
ভদ্রা সুনগরী ভরি বহিছে চৌধার ॥"

(৭০) "সুধন্বা অমৃত পে'ল তপ্ততৈলে ডুবি,
কি কব রূপের কথা, রবি জিনি ছবি ॥
অমৃত ছড়ায় কত রূপের ছটায়।
নামামৃত তরঙ্গিনী খেলে রসনায়।
স্মরণ করহ ভূপ মম পূর্ব্বকথা।
"গতস্য শোচনং নাস্তি গত সর্ব্বব্যথা ॥"

(৭১) "ক্ষেপেছ ব্রাহ্মণ না কি কহিছ প্রলাপ ?
নৃপতি সন্নিধে কর অলীক আলাপ !
বৃদ্ধ বলি অবজ্ঞা কি নৃপতির প্রতি ?
বিস্মৃত হইনু ভাবি ছলনায় মাতি !"
কহি সত্যব্রত রাজা নীরব অমনে,
শুনিয়া গাম্ভীর্য্য-চিহ্ন উদিল বদনে
ব্রাহ্মণের ; কহিলা বিহ্বাসি বিভ্রমনে,
সাড়াশব্দে পাখী যথা ডাকে মৃদুস্বনে,
সৎকুল-কমল-জাত অমল আসব—
এই সে ব্রাহ্মণ, তাথে অমৃত সংস্রব,—
"সন্দেহ-কণ্টক যদি ফুটে থাকে মনে
খুলে যাবে তাহা নিরখি নিজ নয়নে।"

(৭২) ধাইয়া দুজন উপনীত ব্যগ্রচিতে—
উঠে যেথা তৈলবাষ্প-রেণুতে-রেণুতে.
হরি নাম শূন্যলোক বিমান-মণ্ডলে
পবুপকদম্ব যথা শূন্যপথে চলে ;
অথবা যেমতি উৎস ভূধরের ক্রোড়ে
আপ্লাবিত করে সিঞ্চি সলিল শীকরে—
উপনীত তথা ; অঙ্গে সিঞ্চিল অমিয়া।
বাতায়নহীন গৃহে বসতি করিয়া
দারুণ নিদাঘকালে সন্তাপিত কায় ;
যদি কেহ স্নিগ্ধছায় উপবনে যায়,
অথবা তটিনীতটে মুক্ত-সর্ব্ব-আশ
মলয়-অনীলস্পর্শে হয় সে উদাস ;
অথবা যেমন পুণ্যতীর্থ-পরিধিতে
পাদক্ষেপ মাত্র দিবা আনন্দ-অমৃতে
অঙ্গ উথলিয়া নাচে, অভিনব ভাবে,
বাঞ্ছিত সে স্থান বলি বুঝে অনুভাবে ;

তেমতি পুলকরস বহিল উচ্ছ্বাসে
হংসধ্বজ-প্রতি অঙ্গে ; আনন্দে সে ভাসে !

(১৩) মানব-মণ্ডলী যত মণ্ডল-আকারে
ঘেরিয়া হেরিছে সুখে সুধন্বাকুমারে,
হেনকালে দেখি নরমণি-আগমন,
উদ্বোধিত হর্ষভরে খুলিল তখন
নরেশের প্রবেশের পথ সসম্ভ্রমে,
খুলিল গবাক্ষ যেন সৌধমনোরমে।

(১৪) নিরখি তনয়মুখ প্রেমসুধোজ্জ্বল
উগারিছে হরিনাম রস থল থল।
"হা কৃষ্ণ!" উচ্চারি মুখে পসারিয়া কর—
ধরিলা তনয়-কর বিমুগ্ধ-অন্তর।

(১৫) উথলে সুধন্বা-চিত সুখের উচ্ছ্বাসে,
তৈলেতে নাচয়ে তনু পরম-উল্লাসে !
যেমতি চন্দ্রমা হেরি চন্দ্রকান্ত গলে
তেমতি জনকে হেরি সুধন্বা উছলে।
জলধিজাত পদ্মমণি হৃদয়ে লাগিল,
হংসধ্বজ-হৃৎ-কমল আনন্দে ভরিল।
ভক্তিরসে ভূপকান্তি লাবণ্য-পূর্ণিমা,
বার্দ্ধক্য-বিরূপ-অঙ্গে রূপে নাহি সীমা !
চন্দ্রের সহিত হলো মণির মিলন,
প্রেমপ্রভা সুধাময়ী তড়িতগঞ্জন।

(১৬) কহিলা ভূপতি স্নেহে সুধন্বা চাহিয়া,—
"আশাতরু সুফলিত তোমারে লভিয়া।
গুণমণি সুতনয়,— অতিথির মণি—
সমর-সৎকারে তোষ ব্রজনীলমণি—
শীতল করহ আনি পিপাসু-পরাণ
আনিতে অমৃত-নদী হও আগুয়ান।"

(১৭) পিতৃপদ বন্দি পুত্র সুখে যাত্রা ক'লা
বিস্ময়-আনন্দে পুরী-পরাণ পাইলা।
নাম ভক্তির প্রভাব জগতে রটিল,
সুধন্বার গুণগাথা তরঙ্গে বহিল।
প্রহ্লাদের মত দেখ সুধন্বা বাঁচিল॥

(ষষ্ঠ সর্গ)

---

(১) নিদ্রোত্থিত-সম ত্রস্ত বিস্ফারি নয়ন,
কহিলা পাণ্ডব— "সখা, চকিতে কি স্বপ্ন দেখা ?
'ত্রাহি ত্রাহি' শব্দ যেন পশিল শ্রবণ।"

(২) শুনি বাক্য অধোক্ষজ কমলজ-আঁখি
উত্তরিলা হাস্যমুখে, আর্ত্তনাদ লাখে লাখে,
শ্রবণে পশিছে ঘন, জানিব সে একি ?"

(৩) কহিয়া রুক্মিণী-নাথ নামিলা ভূতলে—
দীপ্ত নীল নবভানু কোটি যার জিনি তনু
ভাস্করের বক্ষে ভানু কৌস্তভ উজলে।

(৪) নিমিষে সুধন্বা আসি সসৈন্যে উদিলা,—
জলধি-তরঙ্গাকারে ডুবায়ে বেলা-প্রাকারে ;
তৃণাকারে শত্রুসৈন্য মুখেতে ভাসিলা।

(৫) চৈতন্য ফুটিল তবে পাণ্ডবের চোখে ;
বিপক্ষের পরকাশ আত্মপক্ষ পায় নাশ,
সিংহসম লম্ফ দিয়া উঠে পার্থ রোষে।

(৬) ভূধরের প্রায় রথ, কাঁপিল স্বননে ;
কড়মড় শব্দ করি, দশ হস্ত পাছে সরি
প্রস্তরে অঙ্কিল রেখা চক্রের ঘর্ষণে।

(৭) পৃষ্ঠদেশে ঝন্‌ঝনি ধ্বনিল তূণীরে ;
দীপ্তিময় শররাজী কেশরী-কেশর রাজী
আতঙ্ক তরঙ্গ ছায় শরীরে শরীরে।

(৮) ধ্বনিল সে দেবদত্ত মৃগেন্দ্র-গর্জ্জনে,—
শুনি ধ্বনি সুগভীর পবন, বিমান, স্থির;
স্তম্ভিত সপত-সিন্ধু নিনাদ শ্রবণে।

(৯) চমকি বিপক্ষ দল ক্ষণেক সুস্থির;
সুধন্বার গতি স্থির, নিস্তব্ধ সে সৈন্যভির,
গণ্ডার যেমতি শৃঙ্গে ঠেকিলে প্রাচীর।

(১০) তুলিলা নয়ন ভদ্রা-নাথের নন্দন;
হেরিলা ইন্দ্র-নন্দনে আসীন সমরাসনে
সব্য করে চাপ, ইন্দ্রচাপ-বিগঞ্জন।

(১১) শোভিছে সুমেরুশৃঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি!—
স্যন্দন সুমেরু-রুচি; তদুপরি সব্যসাচী,
সুবর্ণ ফণীর শিরে যথা শোভে মণি।

(১২) নিরখি মাধুরী ঘন, বীর্য্যের তরঙ্গ,
শুদ্ধকীর্ত্তি সুধন্বার উল্লাস সমুদ্রাকার,
কপট কোপের চর্চ্চা, অন্তরেতে রঙ্গ।

(১৩) ভ্রূকুটীহিল্লোল-দল বুলিলেক ভালে,
প্রভাবতী প্রাণেশ্বর পুণ্যকীর্ত্তি বীরবর
ভণিলা সম্বোধি পার্থে বিতণ্ডার ছলে।

(১৪) "তুমি কি কৃষ্ণের সখা,— যতনে পরাণে রাখা?
তোমা নিরখিয়া মনে উপজে আনন্দ,
কাড়িয়া লইব ভাঙ্গি আনন্দের ভাণ্ড।"

(১৫) "বিপদে পতিত তুমি, কোথা তব বল স্বামী,
জীবের সারথি যেই তোমার সারথি?—
দিবে আজি রণযজ্ঞে পরাণ-আহুতি।"

(১৬) শুনিয়া পৃথা-নন্দন, "ধর দেখি প্রহরণ"
উত্তরি ধরিলা-ধনু টঙ্কারি নির্ঘোষে
আকর্ণি আবার বিপক্ষ-পরাণ শোষে।

(১৭) ভূধরকন্দরে ঘন "ধর দেখি প্রহরণ"
আকাশ পাতাল ভেদি হলো প্রতিধ্বনি
সিন্ধু-শঙ্খে-শঙ্খে প্রাণে প্রাণে বাজে ধ্বনি।

(১৮) চিত্ত যার মন্ত্রশূন্য মুকুট যাহার দৈন্য
কোথায় সারথি তব, আসুক সেজন!
তবেতো করিব রণ!" ভণিলা যোধন।

(১৯) শুনিয়া সকোপে কয় অর্জ্জুন অকুতোভয়,—
"সারথিরে ডাক বুঝি অনুরোধিবারে?
ক্ষমা যদি মাগ, পারি ক্ষমিতে তোমারে।"

(২০) শুনিয়া, মুচকি হাসি ডুবিল অচিরে ভাসি,
গাম্ভীর্য্যের রেখামাখা কুঞ্চিত বদনে,
বিদ্যুতের রেখামাখা তরঙ্গিত-মনে।

(২১) অথবা দিদির গল্পে শুনেছি বয়স অল্পে
যেমতি সুবর্ণতরী ভাসিয়া অচিরে,
তরঙ্গ তুলিয়া ডুবে সুনীল সলিলে।

(২২) তেমতি চাপিয়া হাসি মুখে মাখি মেঘরাশি
ভণিলা ভৈরবরবে বীরদর্পভরে,—
"এখনি পরীক্ষা হবে কেবা ক্ষমে কারে।"

(২৩) "বাঁধিনি ছাড়িতে ঘোড়া বেঁধেছি বাঁধিতে মোরা
বলে নিবে ব'লে যেন করেছ মনন,
পাণ্ডবে গাণ্ডীবে যত হবে পরীক্ষণ।"

(২৪) "মূষিক দশনে কাটি পশে নাশি পাটিচাটি
আয়সমঞ্জুষে পশে কি তার শকতি?
চেষ্টিলে সে ক্ষীয়মান দন্ত পরিপাটী।"—

(২৫) শুনি তীব্র ব্যঙ্গবাণী জ্বলিল আক্রোশ বহ্নি
কোটি আশীবিষদংষ্ট্রা ফুটিল পরাণে,
দ্রৌপদী পরাণমণি ফাল্গুনি-পরাণে।

(২৬) গরল ছুটিল শ্বাসে গরুড়-গঞ্জন-নাশে
ছুটিল নয়নযুগে অগিনি তরল,
তনুরুহ-কোলে-কোলে স্বেদবিন্দু-দল।

(২৭) বাজিল সমর!—
বিপুল গাণ্ডীব স্বাতি টঙ্কারি শিঞ্জিনী,
স্থাপিলা বিশিখ চাপে, পার্থ বীর মহাদাপে,
ছুটিল শাণিত শর উগারি অগিনি।

(২৮) বীরদল-নেত্রতারা ঝলসিল তেজে,
নয়ন মুদিয়া রহে বক্ষে ত্রাসস্রোতঃ বহে
প্রকম্পিত কলেবর, দন্তে দন্তে বাজে।

(২৯) নিমেষে সুধন্বা শূর স্মরিয়া শ্রীহরি,
ছাড়িলা প্রখর বাণ ব্যর্থ ক'লা পার্থ-বাণ,
অন্য বাণ লক্ষ্য ক'লা সারথি উপরি।

(৩০) সামান্য সারথি এক কৃষ্ণ প্রতিনিধি
পাড়িলা তাহার মাথা, পাণ্ডব পাইলা ব্যাথা
স্মৃতিমাত্র উপনীত কৃষ্ণ প্রীতিনিধি।

(৩১) অবনত সুকার্ম্মুক দোহাকার করে;
নিভিল বিবাদ-বহ্নি, কুন্তীপুত্র ছিন্নিভিন্নি
পরাভব অহী মর্ম্মে দংশে বারবারে।

(৩২) হংসধ্বজ প্রভবের প্রভূত পুলক!—
উছলিল ভক্তিরস, অন্তরে আনন্দলাস,
আপনী ভুলিয়া রুদ্ধ নয়ন পলক!

(৩৩) যদুবংশ অবতংস পুরুষ-ললাম
সুধন্বা প্রধান ক'লা, পরীক্ষায় দেখাইলা,
লজ্জাভরে হেটমুখ পার্থগুণধাম।

(৩৪) বামকর-মুষ্টি হ'তে খসিল কার্ম্মুক;
আঁখিযুগ ছলছল, কৃষ্ণ হেরি টলটল,
ক্রোধের ঘুচিল সীমা, বুকে ধুকধুক।

(৩৫) আত্মকৃত অলৌকিক ভুরি কর্ম্ম স্মরি,
সখারে সম্বোধি কয়, কথা কণ্ঠে ঠেকে রয়,—
"আকাশে তুলিয়া দিলে রসাতলে ডারি।"

(৩৬) "বাড়াইলা দেশে দেশে পাণ্ডবের মান;
জিনিলাম পশুপতি, জিনিলাম স্বর্গপতি,
কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধে মহাবীরগণ।"

(৩৭) "অগণ্য রাজন্য জিনি খ্যাত চরাচর,
তিনলোকে লব্ধকীর্ত্তি, দশদিকে যশোভিত্তি,
তোমারি করুণাগুণে, সখা চক্রধর।"

(৩৮) "হেন পাণ্ডবের মূলচ্ছেদমানভঙ্গ,
লঘু পিপীলিকা দন্তে, তোমারি চক্রান্তে অন্তে,
নহিলে বসিয়া কেন নিরখিছ রঙ্গ!"

(৩৯) "রোপিলে পিপ্পলতরু জগত-আশ্রয়,
বিশদ বিকাশ যেই, স্বকরে পাড়িলে তেই,
বুঝি দিতে পারে তোমা, কার বুদ্ধে লয়?"

(৪০) নয়ন পলক দিতে সুধন্বা অগ্রে,
হেরিল সুধার মেলা, বিপুল হাসির খেলা,
কোপের দ্বিগুণ জ্বালা জ্বলিল অন্তরে।

(৪১) স্যন্দন আলোড়ি বেগে উঠিলা ত্বরিতে,
চক্রাকারে পাক দিয়া পুন ধনু হস্তে ল'য়া
হংসধ্বজ-তনুজেরে লাগিলা কহিতে—

(৪২) অগ্রে স্থাপি দক্ষপদ বাম পদ পিছে,
হেলায়ে দক্ষিণ কায়, নয়নে অগিনি ভায়,
বক্রগ্রীব গর্ব্ব করি আবার কহিছে—

(৪৩) দক্ষকরে ঘুরাইয়া অগ্নিময় শর,
শূন্যে অঙ্কি বৃত্তরাশি, ধনু-দেহে মুষ্টি কসি,
দশনে দশন ঘসি, কহে ভীমস্বর,———

(৪৪) "বীরত্ব-আকাশে মম যশঃ শশধর
বিরাজিত পূর্ণকল চিরকাল নিরমল,
বামনের দুঃসাহস, পসারিছ কর!"

(৪৫) "রাহুর বাহুর বল হবে পরীক্ষণ,
রাহু শাস্ত্রে পূন্যতনু, তুমি কেন বহ তনু,
অতনু করিব তোমা, অব্যর্থ এ বাণ।"

(৪৬) কোদণ্ডে যুজিনু বাণ ও মুণ্ড কাটিতে,
হাসি-ভাণ্ড তুণ্ডখান প'ড়ে রবে এইস্থান,
দেখি কেবা পারে মোর প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে!"

(৪৭) "ভক্ত হও ভাক্ত হও, অর্জ্জুনের বাণে
না দেখি নিস্তার তব, নিশ্চয় হইবে শব,
অন্তিমের কার্য্য কিছু সাধ সাবধানে।"

(৪৮) শুনি কৃষ্ণ যোগেশ্বর চিন্তিল অন্তরে—
"মোহের নিবিড় ঘন, করিয়াছে আচ্ছাদন,
সব্যসাচী-স্বচ্ছজ্ঞান, তাই গর্ব্ব করে।"

(৪৯) স্বচ্ছ মুকুরের পৃষ্ঠ হ'লে আচ্ছাদিত,
আত্মমূর্ত্তি বিম্বধরে— আপনি আপনা হেরে,
অগ্রবর্ত্তি পরমূর্ত্তি অনবলোকিত।

(৫০) জ্ঞান দরপণে যদি ঘটে মলিনতা,
পরে দৃষ্টি নাহি পড়ে, নিজে শক্তিমত্ত হেরে,
গর্ব্ব, আত্মশ্লাঘা করে, লভি চপলতা।

(৫১) পরমাত্মে জীবাত্মার সম্বন্ধ ঈদৃশ—
পরমাত্মা কেন্দ্র ইন্দু— জীব পরিধিস্থ বিন্দু,
কর্ম্ম-চক্রাকারে ঘুরে জীব অহর্নিশ;

(৫২) সমদূরবর্ত্তী সদা ব্যাসার্দ্ধ বন্ধনে;
কেন্দ্র স্থির,, অচঞ্চল জীব লভি কেন্দ্রবল
নিয়ত সে ভ্রাম্যমান, নির্ভরস্থ মনে।

(৫৩) কেন্দ্র-নির্ভরতা যদি ছুটে ভাগ্যদোষে,
হয় সে বিপথগামী, আপনী নেহালে স্বামী,
অচিরে গৌরব, দর্প গর্ব্ব কক্ষবশে।

(৫৪) "তেমতি সে পার্থ-দর্প চূর্ণ হবে এবে;
নির্ভরিছে আত্মবলে, গর্ব্ব ভরে কথা বলে,
ভক্তবরে ভক্তে কয়, ভয় নাহি ভাবে"।

(৫৫) কৃষ্ণের করুণাদৃষ্টি-স্নাত ভক্তবীর,
হংসধ্বজ-সুনন্দন, অন্তরে অভিবাদন,
গাণ্ডীবীরে মধুস্বরে ভণিলা সুধীর,—

(৫৬) "জ্ঞানি-অগ্রগণ্য আজ জ্ঞানদৈন্য বশে
প্রতিজ্ঞা করিলা পার্থ, হবে হবে হবে ব্যর্থ
আগু ক'রে শিরশ্ছেদ—আত্মহত্যা রৌষে"।

(৫৭) "সুধন্বা-নিধন কভু না হবে ও বাণে;
এই যে ধবিনু শর, বহ্নিময় খরতর,
খণ্ড খণ্ড ক'রে তায় উড়াবে গগনে"।

(৫৮) [illegible]
বধিবারে জয়প্রথে, ভস্মীভূত প্রতিজ্ঞাতে,
কৃষ্ণের কৃপায় পে'লে এ নব জীবন"।

(৫৯) "কদলাপাদপোপম তোমার জীবন,—
ছিন্নতনু মৃতপ্রায়, পূর্ণতনু পুন পায়,
যতদিন কৃষ্ণ মূল না হয় ছেদন"।

(৬০) "তাই তুমি ভাগ্যবান্ এ জগতীতল!
ক্ষণজন্মা নরসিংহ, যজ্ঞেশ্বর আজ্ঞাবহ,
আজ তব ভাগ্যে হেরি গতি রসাতল"।

(৬১) কহিয়া সুধন্বা ক'লা বাণের প্রতিজ্ঞা;
ভণিলা রুক্মিনী নাথ ঈশৎ কোপের সাথ,
"শুন সখা, রাখা ভার তোমার প্রতিজ্ঞা";

(৬২) মন্ত্রস্বণে ভণে তবে সুভদ্রা-রমন,
"তুমি যার সখা, কৃষ্ণ, নয় সে কভু সতৃষ্ণ,
কদাপি না রহে তার বাঞ্ছা অপূরণ" !

(৬৩) বিগলিত-চিত গদা দিলেন আশ্বাস ;
উল্লাসে সন্ধান করি, পার্থ দিলা বাণ ছাড়ি,
হুহুঙ্কারে থরথর উঠিল আকাশ ।

(৬৪) সহস্র বিজলী-জ্যোতি ধরে সে বিশিখ ;
পথে পথে কোটি ধারে উগারি অনল ছাড়ে,
গগন অনলময় হলো সর্ব্বদিক !

(৬৫) আলোর লোহিতস্তরে আবরিল রবি !
বিধু যেন দিবা ভাগে নয়ন মুদিয়া জাগে,
সৈন্যরথগজবাজী হলো রক্তচ্ছবি ।

(৬৬) পাণ্ডব-গাণ্ডীব-ক্ষীপ্ত বাণ ক্ষিপ্তপ্রায়,
সুদূর গগনে উঠি ফেপণী-আকারে জুটি,
অধোমুখে সুধন্বার শিরঃ পানে ধায় ।

(৬৭) ভুজঙ্গম ধায় যেন জিহ্বা পসারিয়া,
শিরে জ্বালি মণিগুচ্ছে, তরঙ্গ তুলিয়া পুচ্ছে,
নিরস্ত হইবে যেন সুধন্বা দংশিয়া ।

(৬৮) সুধন্বা-মস্তকোপরি বৃত্তাকারে ঘুরি
কি যেন প্রতীক্ষা করে, ঝলকে অনল ঝরে,
ধূমকেতু ঘুরে শৃঙ্গ সুমেরুর বেড়ি

(৬৯) চিন্তিল তখন বীর হংসধ্বজ-সুনু—
"মাধব দিছেন সায় প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায়,
এবাণে নিশ্চয় হবে সুধন্বা বিতনু" ।

(৭০) "পূরুক্ কৃষ্ণের ইচ্ছা, কি ভয় মরণে ?
পরাভরে নাহি ব্যাথা, সাধিব লৌকিক প্রথা,
যতিব মনের সুখে শর সম্বরণে" ।

(৭১) বলিয়া ছাড়িলা বাণ বীর ঊর্দ্ধ মুখে,
লোহি-তোষ্ণ লোহে যথা, বারি স্পর্শে শীতলতা,
তেমতি শীতল হ'ল পাণ্ডব-বিশিখে ।

(৭২) নিস্তেজ হইয়া বাণ পড়িল ভূতলে ;—
সামান্য শলাকা মাত্র ভূমে লোটে যত্রতত্র,
ভ্রুক্ষেপ নাহিক কারো, উপেক্ষে সকলে ।

(৭৩) গর্জ্জিয়া সুধন্বা বীর বিপুল বিক্রমে
যুড়িল অতুল বাণ, পার্থের বধিতে প্রাণ,
তুমুল সংগ্রাম বাজে রণাঙ্গণে ক্রমে ।

(৭৪) গর্জ্জিয়া গাণ্ডীবী পুণ পূরিলা সন্ধান ;—
সিংহে সিংহে করে যুদ্ধ, সটায় গগন রুদ্ধ,
বাণেবাণে কাটাকাটি—ছাইল বিমান !

(৭৫) বীর করে লেজ বাঁধি বাসুকী-যুগল,
উঠিয়া গগন পানে, বিস্তারি সহস্রফণে,
মুখামুখি দংশে দোহা উগারি গরল ।

(৭৬) রথ কাটে, সেনা কাটে, রক্ত রণাঙ্গন ;
বাণ কণ্টকিত কায়, গজ অশ্ব ছুটি ধায়,
বিদলে পদের চাপে সৈন্য অগণন ।

(৭৭) তুলি হাত যদুনাথ সঙ্কেত করিলা ;
সঙ্কেতে অর্জ্জুনবীর সঙ্কেতে সুধন্বা বীর
সম্ভ্রমে নোয়াই মাথা শর সংহারিলা ।

(৭৮) প্রলয়-জলধি-জল হইল সুস্থির ;
থামিল ভীষণ যুদ্ধ, অস্ত্র লীলা হলো রুদ্ধ,
পরাভব নাহি কারো,—সমান দুবীর ।

(৭৯) কহিলা সুধন্বা তবে অর্জ্জুনে সম্বোধি,—
"শুন, সুভদ্রা-বল্লভ, তব প্রতিজ্ঞা-শলভ,
পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হয় নিরবধি" ।

(৮০) ধিক্ সে পুরুষে যার প্রতিজ্ঞা না রহে !
ক্ষত্রিয় গৌরব আলো, তোমা দ্বারা হলো কালো" ।
শুনি পাণ্ডু নন্দনের পরাণে না সহে ।

(৮১) অধোমুখে অপাঙ্গে সে কৃষ্ণ পানে চায় ;
ধনঞ্জয়ে হেরি দৈন্য, সারথি সে অসামান্য
সকরুণচিত্তে ধরি তুলিলেন তায় ।

(৮২) "চিন্তামণি চিন্ত মনে পুরিবে বাসনা" :—
একথা কহিয়া শার্ঙ্গী, করিয়া নয়ন ভঙ্গী,
দেখা'লা অর্জ্জুনে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ।

(৮৩) চাহিলা সমরাজিরে বাসব-সম্ভব,
দেখিলা অদ্ভুত দৃশ্য, অধরে উদিল হাস্য
ঘুচিল স্বপন, হিয়ে উঠিল তাণ্ডব ।

(৮৪) লাঞ্ছনার বিভাবরী পোহা'ল চকিতে ;
বিজয় গৌরব সূর্য্য, ক্ষত্রকুলে অতিপূজ্য,
ফাল্গুনি-সৌভাগ্যাকাশে লাগিল উঠিতে ।

(৮৫) প্রতিশ্রুত মৃতশর তেজস্কর পুন
উঠিল ধধূপ প্রায় সবেগে গগন-গায়
শত গুণ খরতর হুঙ্কারি ভীষণ ।

(৮৬) ভদ্রাবতী কুলবিধু হেরি ম্রিয়মাণ,
শুষ্ক হলো আত্মবল, শুষ্ক সে বিপক্ষদল :—
পক্ষাঘাত প্রপীড়িত যত অভিমান !

(৮৭) রঙ্গ-রত্নাকর-অঙ্গ নিবাত নিষ্কম্প ;
বাড়বাগ্নি যেন শুধু ভীষণ দহিছে ধুধু
বীর-পার্থ ।তমিঙ্গিল দিছে লম্ফ, ঝম্প ।

(৮৮) ভগ্নপোত মগ্নপ্রায় সুধন্বা সে বীর
মাধব-বাসনা জানি, তুষিতে অর্জ্জুনে মানি,
কৃষ্ণপদ নিরখিয়া থাকিলা সুস্থির ।

(৮৯) উৎসর্গিলা অস্ত্রশক্তি শক্তিধর-পদে ;
নিষ্ক্রিয় হইল কায়, সকাতরে কৃষ্ণে চায়,
হেনকালে বজ্রবাণ বক্ষঃদেশে বিঁধে !

(৯০) চলকে চলকে রক্ত অনর্গল ছুটে ;
উজ্জ্বল গিরির গায়, গৈরিকের ধারাপ্রায় ;
মর্ম্মভেদী কর্ণভেদী হাহাকার উঠে !

(৯১) কম্বুকণ্ঠি-প্রভাবতী-করকম্বুভূষা,
অনন্ত অম্বুধিনীরে, মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে,
পতন-উন্মুখ অই পে'তে আত্ম-বাসা ।

(৯২) ভালই পূরিল আজ পিতার কামনা !
বৃদ্ধ-জনক—কামনা— বড় সাধের বাসনা !—
ধন্য, যার জন্ম মৃত্যু সমানগণনা !

(৯৩) ভকত সুধন্বা অই যাচে কৃতাঞ্জলি !—
গভীর ধ্যান নিমগ্ন, চিত্তে চিন্তামণি লগ্ন,
অশ্রুধারা রক্তধারা করে কোলাকোলি !

(৯৪) স্বজাতি, অরাতি আজ ভাবে একাকার !—
গলিল অর্জ্জুন-চিত, কৃষ্ণ-প্রেম-বিগলিত,
বারি ঝরে দরদর নয়নে সবার ।

(৯৫) হায়রে সে ভাব-গিরি পড়িল ভাঙ্গিয়া !—
শোকসিন্ধু ঢেউ (য়া) ইল, দিঙ্ মণ্ডল আপ্লাবিল,
প্রতিধ্বনি উঠে ভদ্রা নগরী ভরিয়া !

(৯৬) রুদ্ধকণ্ঠে সুধন্বা বীর অন্তিমে কহিলা—
"হে চিরসুখ-নিদান !— ও পদে দাও হে স্থান !-
কৃষ্ণ-বাহু-পাপ-বদ্ধ পরাণ ছাড়িলা !

(৯৭) ভালই পূরিল আজ পিতার কামনা !—
বৃদ্ধ পিতার কামনা !— পুত্রস্বার্থে সে বাসনা !-
শঙ্কর-বাসনা !— ধন্য প্রয়াগ যমুনা !

সম্পূর্ণ ।

বিরহিণী চারুচন্দ্রিকা

[কেদার গিরির অধীশ্বর গন্ধর্ব্বরাজ শৈলেশ্বরের একমাত্র রূপবতী কন্যা চারুচন্দ্রিকা, রাজমন্ত্রী বৃকসেনের সর্ব্বগুণোপেত রূপবান্ পুত্র শশাঙ্কদেবে পরিনীতা হন। শ্রীমতী চারুচন্দ্রিকা পতিব্রতা সাধ্বী রমণী। উভয়েই অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শশাঙ্কদেব মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদা তদুপলক্ষে তিনি প্রথম বহির্গত হইলে, বিলম্ব-বিধুরা সতী অধীরা হইলেন এবং সহচরী সঙ্গে অনুসন্ধানে বহির্গতা হইলেন। তিনি বনে বনে বহু বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে পতির দর্শন পাইলেন। তথায় শুভ সম্মিলন ঘটিল।]

(প্রথম তরঙ্গ)

——— ঃ০ঃ ———

স্বগতোক্তি প্রিয়ে, বাল্য-সরঃ হ'তে তুলেছি কমল,
ধ'রেছি হৃদয়ে তারে সতত কোমল।
প্রণয়-পয়স মাঝে সুন্দর সরস রাজে,
কেমনে ত্যজিব আজি অনলের কোলে?—
শতদল-দল স্নিগ্ধ মজিবে অকালে!
কেমনে প্রণয়রজ্জু করিব শিথিল!
কেমনে কমলমুখি থাকি এক তিল
বিজন-কাননবাসে ভল্লুকশার্দ্দুল পাশে!
রাঘবরমণী দাসী পতিব্রতা নারী
বিরহ-কর্ব্বুরে সঁপি রাজার কুমারী।
ভবন কানন হবে তোমার তখন
যবে তব পতিধন পশিবে কানন;
তবে কেন তোমা ধনে বিসর্জ্জিব এ কাননে?
সন্ততি রঞ্জনতরে পাঠাইলা রাম,
মৃগয়ানুরাগে মুঞি হেন হনু বাম।
তাও কি সম্ভবে কভু?—আমি কি পাষাণ!
পাষাণে বিঁধে কি কভু প্রণয়ের বাণ?—
হাঁ হাঁ, তা হয়, তা হয় পাষাণে কর্দ্দম রয়,
পাষাণ মানবী হয়, ভেসে যায় জলে;
ভাবের পরশ পে'লে মুহূর্ত্তেকে গলে।
কিঙ্কুসুকে ভীত হয় যত শিশুগণ;
যুবক ধাইয়া করে নাগেরে তাড়ন।
খালে কেহ দিয়া তরী, কাঁদেরে চীৎকার করি
পদ্মার তরঙ্গ কোলে খেলে কত জন.
পিটিলে কাচের দশা, অরে সে কাঞ্চন!
কণ্টকে কাতর হই, এতই কোমল,
দক্ষ জনে শেল তুচ্ছ যেন ফুলদল।
কেন মম এত ভয়?— সহিতে সহিতে সয়,
বিরহজীবনে আমি এখনো কুমার;
কমলের নীচে কাঁটা হেরি নাই আর।
প্রণয়-বাঁশরী শু'নে মে'তেছিল মন,
রঙ্গে রঙ্গে নে'চে বদ্ধ কুরঙ্গ যেমন।
কি কুহকই জানে জাল ভে'বেছিনু ফুলমাল
সুখের আবেশে অঙ্গ করিত অবশ;
অঙ্গের মোটনে, আর চৈতন্যে, বিরস।
মৃগ হ'য়ে যাব আজ মৃগয়া করিতে,—
হাসির উচ্ছ্বাস শুনি উঠিবে জগতে।
সংকল্প কোরেছি মনে তাই হলো যে'তে বনে;

দেখিব কণ্টকধার বিঁধে কতদূর।
এ কমল ফে'লে রণে গেল কত শূর!—
এইতো আইনু, প্রিয়ে, আঁধার লইয়া,
তোমার পরাণ মাঝে দিব তা ছাড়িয়া।
পূর্ণিমায় মেঘ ফাঁদ, এতো দ্বিতীয়ার চাঁদ;
আঁধারে আলোর শোভা, প্রণয় পাকায়,—
প্রণয় বহিবে আজি বিরহের বায়!

বিদায়ার্থে নির্ম্মল অম্বরে অই হাসে শশধর।
চারুচন্দ্রিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফোটে কিবা তারকা বিস্তর॥
সমীপে শশাঙ্কে যুগল গ্রহের শোভা পীনপয়োধরে
আগমন। মধ্য দিয়া দ্যুতিরেখা ছায়াপথ ক'রে।
নয়নমৃগের দুটি মৃগাঙ্কেতে জুটে।
সদা পূর্ণিমার বাতি ঘরে মোর ফু'টে!
চাঁদ মুখে সুধা চাহি আশ্বাসের বাণী।
মৃগয়ায় রতি মাগি বিদায় এখনি॥
বেশী না তুহিন তরে দেওগো বিদায়।
সানন্দ অন্তরে যাই সৈনিক সহায়॥

চন্দ্রিকার নাথ, কি চাও, কি দিব, খুলে বল মোরে!
কাতরোক্তি বিদায় কি ধন, জানিনা কখন,
যদি কিছু রে'খে থাক, বল মম ঠাঁই,
চাহিলে কেমনে রাখি, হেন বাঞ্ছা নাই।
স'পেছি সকল মোর তোমার শ্রীকরে;
পে'য়েছি তোমারে, কি ফল ইতরে!
জানতো সে কল্লোলিনী লভি জলনিধি
খুঁজেনা কখন আর জলনিধি-নিধি।
"দেহগো বিদায়"—শূন্য দেহ আছে শুধু।
এই কি বিদায়?— দিব তা তোমায়।
নিজ দেহ না অর্পিয়ে ললিত লতিকে,
পারে কি বিদায় দিতে তরুণ তরুকে?
বিদায়ের কথা, আর শু'নেছি পুরাণে;—
প্রিয় পতি ধ'রে প্রেতপতি-করে
অর্পিতেন পতিব্রতা অরাতি-কৃপাণে,
দক্ষিণা শোকের অশ্রু মাখিয়া বয়ানে।
বিহঙ্গ যেমতি, হায়, সঙ্গিনীরে নীড়ে
রাখিয়ে যতনে অন্ন-অন্বেষণে,
বাহিরে বিদায় ল'য়ে ভ্রমণের তরে।
প্রণয়-বাগুড়া কে'টে, বাগুড়ায় মরে।
অভিমন্যু অভিমন্যু সুভদ্রার সুত
উত্তরা-উত্তর লইয়া কাতর
উত্তরিলা অজ্ঞাত-চিত্ত সমর ভিত
কুচক্রীর হাতে পড়ি হইলা নিহত।
ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ প্রমিলার করে
লইয়া বিদায়, সিন্দুরের হার,
রামানুজভুজবলে কালের কবলে
মজিল, ত্যজিল প্রাণ ত্যজি নারী ছলে।
তোমার তেমতি মতি ছলিতে আমারে।
এই কি বিদায়?— দিব না তোমায়;
বীরনারী হই বাঞ্ছা নাহি কিছু চিতে,
বীরের রমণী হই, লও যদি সাথে।
প্রমিলা উত্তরা আদি গুণবতী সতী
অরুণ নয়নে আগমন-পথে
পাঠা'ল নিজের পতি যুঝিবারে বীরে;
কেমনে পাঠাই তোমা শত্রুর সমরে?
প্রণয়-পূর্ণিমা নিশি সৌভাগ্যে সুলভ!
না হ'তে নিশীথ রাহু গ্রহে-ভীত;
থরহরি শিহরিয়া কাঁপিতেছে কায়,
কি জানি করমে লেখা?— দিবনা বিদায়।
জাগ্রত স্বপনে জাগে কত বা অশুভ!
তপত খোলায় ফুটিয়া লাফায়
থরে থরে ধান্য-খই, তেমতি এ মোর
চিত্ত মাঝে ফুটিতেছে অমঙ্গল ঘোর।
কল্পনায় ফেটে যায় অবলা-পরাণ!

কি দশা ঘটিবে যে দিন রটিবে
সত্য সত্য অন্তর্হিত!—শিখরি শিখর
চকিতে পতিত হবে মুণ্ডের উপর।

রণে বনে এভবনে রমণী সহায়।
দেখ হে দেখ নাথ দাশরথি সাথ
চন্দ্রের চান্দ্রিকা সম সীতা যান বনে
সহায় হলেন সতী শতস্কন্ধ রণে।

জগত হিতের লাগি মানব জীবন!
কেমনে বা তাকে ডুবাইবে পাঁকে?
সে ভাবিতে জীবিতেশ রাখ সাবধানে,
বীরোচিত হিত নাহি সাধ যত দিনে।

ভাবি নিরবধি বিধি দিন যদি দিন্,
দিব গো বিদায় হইব সহায়
অসময়ে কেন মাগ জীবনবল্লভ?
শুভদিনে বিকসিবে গৌরব-সৌরভ।

প্রাণেশ্বর স্মর মনে, বৃকসেনসুত,
বীরের শোণিত শরীরে নিহিত,
পশুর রসনা তৃপ্তি করিতে সাধন
বহিছে কি সে শোণিত, যাইবে কানন?

বীরের দুহিতা আমি বীরের দয়িতা,
রাখিব বাঁধিয়া প্রেমসূত্রে দিয়া,
পাপের গুহায় যেতে রাখিব টানিয়া,
পুণ্যগিরি আরোহিতে দিব তা ছাড়িয়া।

কে বিলাবে বনে শান্তি অশান্তির কালে,
ত্যজি অধীনীরে পশিলে কান্তারে?
কে দেখাবে পদে পদে পদবী বিশদ?
নাড়ী নারী বিনা নাথ বাঁচে কি বারিদ?

এ অধীনী তব করে অরপিছে প্রাণ;
নিয়ে যাহ বনে বাঞ্ছা যদি মনে
প্রিয়ার প্রাণান্ত ক'রে একান্ত যাইতে;
নারীর বধের ভয় কর না কি চিতে?

শশাঙ্কের উক্তি

কেতকী কুসুম অই দুলে অতি রঙ্গে,
বিধাতা বেড়িল তারে কাঁটা দিয়া অঙ্গে।
তুলিতে তুলিতে, হায়, কাঁটার আঁচড় খায়,
তথাপি সে ফুটে হে'সে ছড়ায় সুবাস;
কভু কি নিরখি তার বদনে নৈরাশ?
তবে কেন বিধুমুখি অধোমুখী হ'য়ে
ঘোমটা নীরদনীচে রহিলে লুকায়ে?
চকিতে চকোরে কেন বঞ্চিতেছ অকারণ?
পুরাও মনের আশ, রূপসুধারাশি
ঢালিয়া নয়নপুটে কালিমা বিনাশি।
কেন ঝাঁপ দিলে, প্রিয়ে, বিষাদ-সাগরে,
নয়ন সাঁতার দিল কেন অশ্রুনীরে?
শরীর অবশ হেরি, কাঁপে বপু থরথরি;
সুধাংশু-বদন-অংশু ডুবিল অচিরে!
ধিক্ সে কৌতুক হেরি সুখে ব'সে জীবে।
যাই নাই বনে তাই এতই বিধুরা।
কেমনে রহেগো ঘরে রাজার বধূরা?
ভাগ্যে নৃপতি দুহিতা নও নৃপ-পরিনীতা,
নৃমণি-ঘরণী রহে বিরহ উনন,
ক্ষণে ক্ষণে বনে বনে যান রাজগণ।
অবলা-সমাজে হেরি তোমারে অবলা,
ক্ষণেকে নিভিয়া যাও যেমতি চপলা।
বীরত্বের পরিচয় সুধুই বচনময়,
পুরাণ-কাহিনী কত মুখেই উড়ালে।
সিংহীসম পরাক্রম চোখে ঢেলে দিলে।

চন্দ্রিকার আনন্দ ও বিদায়।

অট্ট হাসি হাসি দিয়া কমলে কমল,
মুছিতে লাগিলা করে লোচন যুগল।
চারুশীলা মুক্তাহারা মুক্ত করি মুখে,
কমলের জলে তলে অলি উড়ে দুখে।

বেণু-বাণী বাজাইলা বদনে বাঁশরী,
বেণী-ফণী নাচিলরে শুনিয়া মাধুরী।

বেণীর ঝাকনী খেয়ে নাসিল বসন,
মেঘ-অন্তে পূর্ণ শশী দিল দরশন।
অশ্রুবারি শুথাইয়া লাগিল কলঙ্ক,
চন্দ্রতলে দেখা দিল চারু এক শঙ্খ।
লজ্জা পে'য়ে সজ্জা করি দিলেন বিদায়,
শশাঙ্ক কৌমুদী সাথি আনন্দেতে ভায়।

(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

চারুচন্দ্রি কার বিরহ

সখি! আঁখি দুটী ঝোরে অবিরল ধারে
নির্ঝরে যেমতি জল ঝর-ঝর ঝরে।
আয় চেয়ে দেখ সখি, গলেছে কি দুটি আঁখি?
আঁধার চৌদিকে দেখি, ঘুরালে নয়ন,
জলদল লাগে যেন আঁধার মতন।
নয়ন-সলিলে কেন লাগে গো কর্দ্দম?
সে পঙ্কে কি হবে সখি পঙ্কজ জনম।
পতি পদ্ম উদিবে কি?— বল বল বল সখি!
কণ্টক সকল যেন ফুটিছে নয়নে,
আশার মৃণাল অই দুলিছে সঘনে।
গভীর আঁধারে সখি আছি আবরিত,
আঁধারে কভু কি হয় পদ্ম বিকসিত?
সমান দিবস রাতি, না হেরি নয়নে ভাতি,
নিশ্চয় করিয়া বল, বল, সখি, মোরে,
তিন দিন গত বলি লাগিছে অন্তরে।
আশায় আশারে পালি নয়ন-আসারে,
শুকিয়েছে সে মৃণাল তবুও তাহারে,
রাখিতেছি সযতনে ভ্রম ভ্রমে মোর মনে!
কি ফল রোদনে সখি, শূন্য নিকেতন,
আশারে উপাড়ি ফেলি আয়লো দুজনে।
বহুদিন গত হ'লো কি আশা নাথের।—
শরৎ চলিয়া যায় কি আশা মেঘের।
বসন্ত অতীত হ'ল তবু পিক না ডাকিল,
ব সে ব'সে ঘৃত ঢেলে কি ফল বিরহে?—
বিরলে বসিয়া শুধু কাঁদি আশা-মোহে।
অলকা কাঁদিছে অই অলকের তলে,
মম দুখে দুখী আঁখি ভাসে অশ্রুজলে।
মনের কোটরে নাথ রেখেছিলে এ সম্বাদ,
ছলে ভু'লে দিয়েছিনু তোমারে বিদায়,
খু'লে ব'লে গেলে কিছু হতো কি অন্যায়।
পতি-বার্ত্তা আনিবারে প্রেরিনু সখীরে,
সঞ্জীবনী লতা ল'য়ে আসে যদি ফিরে,
বাঁচিবে আমার প্রাণ, নতুবা এ দহ খান
শোকের সাগরে ডুবে পাইবে সমাধি।—
দুঃখের জলধি-জলে না দেখি অবধি।
অশোকে শোকেতে মরা জানকীর পাশে,
পবন-তনয় রাম-বারতা প্রকাশে,
অমৃতে পড়িয়া সতী দেহে প্রাণ পেল তথি,
জনকনন্দিনী সেই রাম-বিনোদিনী,
সখী কি তেমতি মোর রাখিবে পরাণি!—
হায়রে বিরহ তোর এতই প্রভাব!—
চিনিনু প্রথম তোরে।
নবীন কোমল দেহ পুরোচন-জতু গেহ
পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই করিলি অচিরে।
সলিল বিহীন, তাই, করিলি অঙ্গার,
কৃশানু জিনিয়া তাপ।
কৃশানুর কীর্ত্তিনাশ করিবারে তোর আশ,
হবিঃ ভাবি মোরে তুই দিলিরে সন্তাপ।
যতেক দুষ্কৃতি তোর শুনেছি পুরাণে।
যুবতী-মরম-ঘাতি।
কৃষ্ণ-আহ্লাদিনী রাধা বিনোদিনী
শত বর্ষ তোর হস্তে দগ্ধ দিবারাতি।
শ্মশান করিলি তুই দময়ন্তীদেহ,
সোনার প্রতিমা খানি!
ধক্‌ধকি জ্বালাইলি কাঞ্চনে কালিমা দিলি;
দীপিত দিবায় ক লি তামসযামিনী!—

কেয়ূর, মঞ্জীর, রশনা, কঙ্কণ
দোলক নলক, কর্ণের ভূষণ,
যাও যাও সবে,— কি ফল বৈভবে ?
কি সুখে ধরিব এ পোড়া শরীরে !
ভাঙ্গিয়া চুর্ণিয়া ফেলিব তোদেরে,
শরীরে বন্ধন সহেনারে !

কমল হারায়ে কি ফল কহ্লারে ?
কি কায তারায় হারায়ে চাঁদের ?
বিফল, বিফল, সকলি বিফল !
ত্যজিয়া মানিক হায়রে উজ্জ্বল,
কিবা ফল রেখে সুধুই উপল ?
কার লাগি পরিব তোদেরে !—

অই যে অলকা আইছে এদিকে,
গজগতি একা বিষাদিত মুখে !
কি জানি, কি বলে, কি আছে কপালে !
এখনি অনলে ত্যজিব জীবন ;
নতু অন্বেষণে পশিব কানন ?
নাথেরে মিলি রহিব সুখে ?

আয়, আয়, আয়, সখি মরণ রয়েছে বাকী,
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠদেশে বসেছে পরাণ
থাকিতে চাহে না দেহে, করিবে পয়াণ ;
সুসংবাদ-অনুরোধে রাখলো কহিয়া,
এতক্ষণ রয়েছে বসিয়া,
কোন্ লাজে আর তারে করি অনুরোধ ?
পার যদি দেহলো প্রবোধ।

না, না,—কি কায রাখিয়া, যেতে চায় যাক্ সে চলিয়া।
শরীর পরাণ দোহে হইলে মিলিত,
প্রবল অনল আনি করে প্রজ্জ্বলিত ;
পরাণ চলিয়া যাক্ ত্যজিয়া শরীরে,
সে আগুণ নিভিবে অচিরে।
কমল-বিহীন সরে না নামে বারণ ;
সূর্য্যোদয় অশান্তি কারণ।
প্রাণেশ ছাড়িল যবে, প্রাণও যাইবে তবে ;
প্রাণেশের ছায়া শুধু এই যে পরাণ।

অস্তাচলে গেলে রবি পূর্ণদীপ্তিমান্,
প্রভার-অন্তিম ছটা যায় যায় ক'রে,
তিষ্ঠে ক্ষণ কালিমার শিরে !
কতক্ষণ সেই ভাতি থাকেলো গগণে ?—
যাবে প্রাণ তেমতি এখনে।
বল সখি, কি সংবাদ, ঘটেছে কি পরমাদ ?
ভাষায় মাখিলি সখি, রঞ্জনয়ন ?
খুপ-ঘেরা উষা সম এ তোর বদন ?
বিড়ম্বনা কেন কর বিলম্ব করিয়া ?
কহ সখি, কহলো খুলিয়া ;
অংশুমালী পাংশু দিলে সন্ধ্যাকালে, হায়,
কমলিনী নয়ন মুদায়।
সখি, সহেনা পরাণে, ব'লে দে, যা থাকে মনে,
কপাল ঢাকিয়ে তুমি কেমনে রাখিবে ?
যা লেখা বিধির ভালে নিশ্চয় ঘটিবে ;
"আগে, পাছে," বিচার লো সাজেনা আমার,
তাগেই পরাণ গিছে যার ;
মরার মরণ কবে হয়লো স্বজনি ?—
নাহি ভয়, ব'লে দে এখনি !

[অলকার বার্ত্তা প্রকাশ] কেন লো কুমারি কুসুমেরি প্রায়,
লূনবৃন্ত কায় ভূমিতে লোটায় !
সহজে উতলা তুমি গো অবলা
জানকী কমলা সহিল অপার শোকে ;
দু'দশ না হয় দশদিন পরে,
প্রাণেশ তোমার আসিবেন ঘরে
ধৈর্য্যে সুখী হয় জগতে লোক।
মলয় পরশে রসবতী লতা,
শ্যামকুঞ্জে কুঞ্জে শোভে কুসুমিতা,
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জি গুঞ্জি ঘুরি
সেবে পদ তারি কোকিল গানে।
যবে সে সমীর ফিরিয়া যায়
সে মঞ্জুকুঞ্জে ব্রততী শুকায় !

ত্যজে কি জীবন সহে সে বেদন;
পতি আগমন জপিয়া মনে।
তেমতি সুমুখি থাক বাঁধি হিয়া,
কখন বাসরে আইবে ফিরিয়া।

[তিলকার প্রবোধোক্তি] সোণার লতিকা সিন্দুরে মাজিয়া
বিধাতা গড়িল কায়।
বদনের ছটা চাঁদের জোসনা
বিষাদে ডুবিয়া যায়।
নয়ন চকোর হারাইয়া পাখ
ভূতলে পতিত প্রায়।
কনক লতিকা তরুর বিহনে
ভূমে ছিঁড়িয়া লোটায়।
চারু কটি খানি সরু সিংহ জিনি
বিরহ ভাঙ্গিল যায়।
পতিত ভূতলে যায় গড়াগড়ি
উঠিতে বিকল তায়।
প্রেমের মুরলী বাজিছে কাননে
আকুল পরাণে ধায়।
অবশ শরীরে খসিছে বসন
কেমন করিয়া যায়।
সোণার শরীর লভিয়ে কি ফল
সোণা সে অনলে গলে।
পাষাণে শরীর নিরমিত যার
কি ভয় বিরহানলে।
তরুণ বয়সে দুরদশা হেরি
ফাটিছে মোদের হিয়া।
লবণ সলিল প্রবাহিত কেন
নদীর ভিতর দিয়া?
কুলের সুষমা নাশিবে অচিরে
ধৈরয বাঁধলো সই।
কম্বুকণ্ঠ খানি কম্বুনাদ ঘোষে
কেন গো বিকার অই।

ধুলি ধুসরিত— করিলে শরীর
থাকগো এখন থির।
তোমার নাথের আনিব বারতা
কেন এমতি অধীর।
করে ধরি টানি থাম বিরহিণী
নিবার নয়ন বারি।
এসগো অলকে পাথালো নয়ন
অই যে রয়েছে ঝারি।
আঁচলে মুছাও বদন মণ্ডল।
বচন অমিয়া ঢালি
প্রবোধ পরাণে নহুবা এখনি
বিরহে হইবে ছালি।

[চারুচন্দ্রিকার, উক্তি।] মানেনা প্রবোধ সহেনা পরাণে
কি জানি ঘটেছে ভালে।
বারতা আনিতে যেওনা কাননে
একেলা আমারে ফেলে।
চল সখিগণ আমার সংহতি
নাথের উদ্দেশে এবে।
এই উপকার করলো আমার
এখনি যাইতে হবে।
আঁধারে ঘেরিল কি ভয় মোদের
আঁধার ভবনে বাস।
বিরহ কণ্টক ফুটিছে দারুণ
ঘরে থাকি বনবাস।
চল চল সখি বিলম্বে কি ফল?
গোপনে যাইব মোরা।
ডরিওনা কভু ভগিনী আমার
বিরহে যমা'র ঘোড়া।
তোরা দুই বাহু চাবুক দস্তালী
ত্বরিতে চালাবি ধরি।
আঁধার হইবে পথের সহায়
আদেখা দিবগো পাড়ি।

[সখীদ্বয় সহ গোপনে চারু-চন্দ্রিকার বনে প্রস্থান।]

সরলা অবলা বালা পূর্ণশশধরকলা
কাল জলধরে ধীরে পশে।
কমল যামিনীযোগে বদন ঢাকিল রাগে
দলযুগ সখীযুগ পাশে।
বিরহের সবোবরে প্রবলতরঙ্গ-ভরে
হেলিয়া ঢুলিয়া চলে বালা।
জলদে চপলা-ঝলা ছুটিতেছে রূপ আলা
শ্যাম গলে দোলে মণিমালা।
গৃহশোভা-চূড়ামণি উজ্জ্বল ত্রিপত্র খানি
খসিয়া পড়িল ভূমিতলে।
উষা কবি খুসা-ময় রক্ত রবি প্রভাময়
ছটা লয়ে পশে কুহা-জালে।
নাহি জানে পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ী তথা
দাস দাসী যত অগণন।
সুখে সবে নিদ্রাবায় আঁখি গুলি ছু'টে ধায়
তবু ঘুমে সবে অচেতন।
কানন উজল করি আলো রেখা তিন নারী
ধীরি ধীরি সারি সারি চলে।
কোমল কমলপদে কাঁটা-অলি মধু-স্বাদে
পিয়ে রক্ত দংশি দলে দলে।
কাল তরু গজগণ করাঘাত মারে ঘন
ত্রিবিস তথাপি অকাতর।
শার্দ্দূল কেশরী যত হিংস্রজীব আর কত
পাবক ভাবিয়া দেয় রড়।
শোভে ত্রিপুণ্ডক সম তিন নারী নিরুপম
কৃষ্ণকায় ললাট প্রদেশে।
এইমতে সারারাতি বন দেশে কার গতি
ভুলি ক্লেশ হিয়ার উচ্ছ্বাসে।
ধন্য ধন্য সখী তোরা কাঁটা ফু'টে হলি সারা
মুখে নাহি ব্যথার আভাস।
বিরহিনী-সুসহায় পরহিতে প্রাণ যায়
রমণীর দয়ার বিকাস।
ভানুদেব সাধুবেশে সুন্দর লোহিত বেশে
দেখা দিল হাসিয়া হাসিয়া।
হাসিয়া চাহিলে সুখে বিরহিণী মরে দুঃখে
নিরমম এত কি লাগিয়া।
সরসী-কমল নয় রাজার নন্দিনী হয়
ফুটিবে না তোমার কিরণে।
সরোজিনী ভাগ্যবতী পাইল তোমারে সতী
মানে বসি সরসী সদনে।
পাগলিনী এই নারী বনে বনে ঘুরি ঘুরি
পুন নাহি হেরে পতি রবি।
অবশ বিকল কায় কাঁপিতে কাঁপিতে হায়,
ব'সে অই কিবা ভাবে হেরি তব ছবি।
প্রভাতী আলোক পশে গহন কানন হাসে
পাখিকুল উল্লাসেতে গায়।
তিন জনা তরুতলে ভিতিয়া, শিশির জলে
অশ্রুজলে, শোণিত ধারায়।
বহুদিন বনে বনে চারুচন্দ্রা সখীসনে
পতির উদ্দেশে সদা ঘুরে।
বিবিধ বিলাপ করে বন ভিজে অশ্রুনীরে,
প্রণয়-মানুষে বধিবারে!

(তৃতীয় তরঙ্গ)

[বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা নারীত্রয় দর্শনে জনৈক গন্ধর্ব্বের উক্তি।]

তরল কাঞ্চন ভরা তিনটি সরসী,
যৌবন তরঙ্গ তায় খেলে হাসি হাসি!
আঁখি নীলোৎপল অই আধমুকুলিত,
করপদ-পদ্ম দাম-অঙ্গুলি শোভিত!
অমধ ফুটন্ত রসে কত পদ্ম কলি!
পদ্মভরা সরসীতে নাহি হেরি অলি!
তবু নয় এ কমল কণ্টকবিহীন!
মরমে বিঁধিছে কিবা!—বদন মলিন!
কি দোষে নীরদে ত্যজি উজালিয়া বনরাজি
ত্রিধা হয়ে মানে মানে বসিলে চপলে,

তোমার সাজে কি বাস কোয়াসার কোলে
তোমার তালাসে ঘন ঘুরিতেছে উচাটন,
ত্যজ নিজ মান নাথ দয়িতপরাণ,
মানিনি ! ত্বরিতে কর স্বস্থানে প্রস্থান !
কে বলে গো রতি তুমি কানন ভিতরে ?—
ভূ-রতি দুপাশে বসি সেবিছে তোমারে !
শিবের ঘরণী কিবা ত্যজিয়া কৈলাস,
দাসী-সহ বসি হেথা রয়েছ উদাস !

কমলা কমল-হস্তা পয়োনিধি ছাড়ি,
অই বুঝি আইল উঠিয়া !
বদনেতে সুধাকর তাঁহার সংহতি,
অই বুঝি কলঙ্ক মাখিয়া !
নয়ন-রতন চারু, দন্ত মুক্তাপাঁতি,
অই বুঝি উঠিছে লাগিয়া !
অধর প্রবালযুগ লোহিতবরণ,
অই বুঝি রয়েছে শোভিয়া !
সুন্দর সুগোল কণ্ঠ কম্বু যেন রাজে,
'অই বুঝি চাঁদেরে ধরিয়া !'
সোণার কলসী দুটি ল'য়ে ধন্বন্তরি
উঠিলরে অঙ্গে প্রবেশিয়া !

সুধি সুধাকর-মুখী বিষাদ স্বাদিছে সুখী
কি লাগি মুখের সুধাধারা।
কি লাগি সঙ্গিনী সনে বিপন্ন বিষন্ন মনে
কাননে রোদনে হলে সারা।
কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কেবা আত্ম কেবাপর
কি দোষে বা বস বনদেশে।
আঁধারি অমরাপুরী বুঝিবা অমর-নারী
আছ হেথা উদাসিনী বেশে।
ষোড়শে পুরুষে ছাড়ি তরুণ-তরি-কাণ্ডারী
কিবা লাগি সাগর-তরঙ্গে।
পরিচারু রূপ-বাস পঙ্ক লেপি কর নাশ ;
ফিরে যাও সঙ্গিনীর সঙ্গে।
যাপিলে গো গত নিশি কোন্ তরুতলে বসি
একরাল কালের নিবাসে।
গন্ধর্ব্ব দুহিতা যদি, কাহারে পরাণে বধি
কিবা জন্ম অরণ্য-উরসে ?
অঙ্গ সুধু রূপভরা বিষাদ-কালিমাকারা
বহিছে দহিছে যেন বিষ—
পতি ছাড়ি হেন সতী ললনা লাবণ্যবতী !—
নীর বিনা বাঁচে কিরে বিস ?
এ নয় তেমন নারী !— অসামান্যা কন্যা কারি
ফিরে বনে পতি অন্বেষণে।
কে তব বল্লভ কোথা ?— ঘুরিছ শলভ যথা,
পুড়িবারে হেন দেহ খানে।
কাকুতি মিনতি করি, পর মোরা স'তে নারি
কার নারী দাও পরিচয়।
যদি কোথা দেখে থাকি, কহিয়ে পরাণ রাখি
কোমল পরাণে কত সয়।

———

[গন্ধর্ব্বের প্রতি চারু-চন্দ্রিকার উক্তি।]

শুন শুন মহাশয় নারী মনে কত সয়,
সহজেই ছিঁড়ে যায় লতা।
সুখের হইল পাখা উড়িয়া ধরিল শাখা
খুঁজিয়া না পাই গেল কোথা।
তারি লাগি বনে বনে কাঁটা সয়ে পণে পণে
ঘনে ঘনে নাসায় শোয়াস।
ঘুরিতেছে যথা তথা মুখে না কই বুকে ব্যথা
বুকে জানে শোকের উচ্ছ্বাস।
আইয়া সে মৃগয়ায় ফিরে নাহি ঘরে যায়
কত কিবা জে'গে উঠে মনে।
তেই লাগি সখীসনে আকুল বিকল প্রাণে
ঘর ছাড়ি গহন কাননে।
উদয় অচল দেহ রূপের মাধুরীগেহ
বালার্ক বদনে করে শোভা।
সোণার কিরণভাতি নবমীয়দের মত
মস্তকে কেশ মাখিয়া প্রভা।

——:০:——

চারু মুখবর শোভার আকর
কোমল অধর বিম্বযুগল।
আকর্ণ নয়ন মুকুতা দশন
প্রথম যৌবন প্রশস্ত ভাল।
গ্রীবা অতি স্থূল রক্তিম কপোল
চিবুক পেশল মাধুরী ভরা
নবগুম্ফ লেখা স্বধু দিছে দেখা
গণ্ডযুগ জোখা কালিমা ধারা।
গ্রাসিতে চাঁদেরে রাহু ধীরে ধীরে
বদন ভিতরে দিতেছে টান।
ললাটের তল নাসিকা সরল
ধুতুরার ফুল হেমবরণ।
হাসি মধুস্রোত ঝরে অবিরত
শশাঙ্ক নিয়ত ধরে কমল।
চিকুর অঙ্কুরা ঢেউ সারি সারি
কিবা শোভা মরি ধরে কুন্তল।

উরস বিশাল অতি কাঞ্চন কুট্টিম পাঁতি
উজ্জল মাণিক দুটি তার মাঝে রোপিল।
বাহুযুগ পূগতরু রম্ভাতরু জিনি উরু
অঙ্গুলী কদলী চারু ভ্রমে যেন পশিল।
সে দেহ কৈলাস গিরি বল বীর্য্য রত্ন ধারী
কুবের অলকাপুরী গুণ ধনে ভরিল।
নিরখি রূপের ছন্দ কামের লাগিল ধন্দ
রতিরে করিল বন্ধ বড় ভয় লাগিল।
জীবনবল্লভ মোর ডুবিল আঁধারে ঘোর
হরিল কেমন চোর প্রেমডোরী কাটিয়া।
বর্ণিলাম হৃদি চাঁদে হেন চাঁদে কোন্ ফাঁদে
বেঁধে রাখে বনে ব্যাধে দাও মোরে বলিয়া।
অধর পল্লব কি লাগি নীরব
কুশল-সুরব ঢালিয়া দাও।
গন্ধর্ব্বঘরণী এই বিরহিণী
রমণী পরাণি জীয়া'য়ে যাও।

ঘৃত করে পড়ি অনল ভিতরি
মৃণালেরে ছাড়ি কমল, রয়।
আর কি বাঁচিবে পরাণ বেরবে
অঙ্গার বা কবে রসাল হয়।
হসিত নয়ন স্ফুরিত বদন
কেন গো এখন বিষাদে ডুবে।
বলগো স্বজনি দুঃখিনী-সঙ্গিনী
কত বা পুড়নী পরাণে সবে।
পুরুষ অটল নেহারি চঞ্চল
আবার নিশ্চল রহিল কেন?
সুধাও গো সখি অশ্রু যে নিরখি
মম দুখে দুখী হইল যেন।
সকলই বিদিত তাতেই চিন্তিত
কহিতে কুন্ঠিত ভাবিছে মনে।
অই যে সরসী সলিলেতে পশি
নাশি শোকরাশি জুড়াই এখনে।

[গন্ধর্ব্বের উক্তি] শুন গো ললনে নারী-ললাম,
কোন্ তরুমূলে তোমার শ্যাম
বাজা'য় মুরলী মুরলীধর
সঘনে ডাকিয়া তব অন্তর?
না জানি না শুনি হেথা কখন
ভ্রমিছে হেন পুরুষরতন।
অনুমতি হ'লে দেখিব খু'জে,
যদি হেন জন কাননে রাজে।
সদয় হ'য়ে চল মোর ঘরে,
কেমনে তোমার এ দশা হে'রে।
বল বল, বালে, ভবনে যাই?
বাসনা মনে পরিচয় পাই।
তটিনী প্রবাহে তরণী ডোবে,
তীরে বসি হাসা কভু কি শোভে।
বুঝিব কি সে তোমার বেদন?
মলিন হেরি রুচির বদন,

ব্যথার উচ্ছ্বাসে কাঁপিল হিয়া
নারি গো যেতে গহনে সঁপিয়া।
নাহি সাহস অধিক বলিতে,
নৃপকন্যা কি বধূ লয় চিতে।

——:০:——

[গন্ধর্ব্বের   শুন মহাশয়   মম নিবেদন
প্রতি চারুচন্দ্রার   গোপনে তেয়াগি ঘর,
উক্তি।]   প্রিয়সখা সহ   উন্মাদিনী বেশে
পশি কান্তার ভিতর।
কেমনে করিয়া   নিজ সুখ লাগি
যাব তোমার সংহতি।
সংকটে ডুবায়ে   অগাধ সলিলে
কেমনে পলাব সতী?
এ কোমল কান্তি   চিরসুখসতি
সঁপিব শার্দ্দূল মুখে
তবে তো দারুণ   বিরহ সহিবে
ত্যজিব পরাণ সুখে।
জগতের নারী   এড়াবে সে তারে
তুলিব কীর্ত্তির ধ্বজ।
মানস সাধিতে   করিব যতন
পরাণে করিব অস্ত্র।
চাঁদিনী খাইতে   খাওয়াব কায়
সুখের না করি আশ।
তোমার সৌজন্যে   হনু প্রীত অতি
কাননে করিব বাস।
এ মিনতি মম,   তোমার সকাশে
খুলিয়া ব'ল না কারে।
নাথের উদ্দেশ   পাও যদি কোথা
তবে বলিও নাথেরে।

(গন্ধর্ব্বের প্রস্থান)

——————

(চতুর্থ তরঙ্গ)

——০:০:০——

[সহচরীগণ সহ বিরহিণীর অপর দিকে গমন, পদে কণ্টক-
ভেদ এবং তখন কণ্টকের প্রতি শ্রীমতী চারুচন্দ্রার উক্তি]

সখি, এ নয় কণ্টক শুধু বিরহের নখ!
চিরিয়া করিল ক্ষত!—
নাথের তালাসে আমি
কাননে কাননে ভ্রমি,
রে কণ্টক। কি লাগিয়া কর গতি প্রতিহত!
জর জর ক'লি হিয়া, হায়! শরীরেও এত?
হৃদয়-পাঁজর ভাঙ্গি লোহিত শোণিত রাশি
শোষিলি রাক্ষস সম!
কি দারুণ, হায় হায়!
ছিল যেটুকু শিরায়,
সেটুকু চিরিয়া নিলি তুই কণ্টক বিষম,
হায়রে বিরহ খল, জিনেছিস ভীম যম!—
বলহে কণ্টক কি দোষ কোরেছি তব স্থানে,
কেন জ্বালাও আবার।
অনাথিনী ভিখারিণী—
কোমল শরীর খানি
দে'খেও নিদয় তুমি, দয়া, নাহি কি তোমার?
দুখিনীরে দুখ দিতে ল'ভেছ তীখন ধার।
শোণিত লালসা যদি তব এতই প্রবল,
না থাকে বিচার জ্ঞান,
রণরঙ্গভূমি কর
অঙ্গে কাটি জর জর,
নাহি তায় ক্লেশলেষ, এ মিনতি তব স্থান,
পদতলে বিঁধি আর মোরে না কর গঞ্জন।
বিকসিত সুকুসুমে নিবসে বিষম কীট;—
চন্দনে ভুজঙ্গবাস।—
বিষামৃত দুটি ভাই,
সদা থাকে এক ঠাঁই,

সখি, কণ্টকে কল্যাণ কেন না করে গো বাস ?
ওর মুখে কেন সদা শুধু বিষের উচ্ছ্বাস !—
বিধিরে, কুসংসর্গ কেন দিলি ফুলের কপালে ?
কণ্টকেতে এত বিষ,
ফুলসঙ্গ অহর্নিশ !
সাধু সহবাসগুণে ভাই কোন্ ফল ফলে !
অসহ্য যাতনা আজ পড়ি কণ্টকের জালে !
খুঁলেকে কণ্টক সই আর সহিতে না পারি,
কণ্টকে কণ্টক মার !
প'শেছে মাংসের তলে
রক্ত দর দর গলে
মাটিতে পাতিতে পা বড় হানিছে প্রহার,
জ্যাতিশক্র সুসহায়, ত্বরা কর প্রতীকার।
অরে রে দুর্ম্মতি পাপ মোরে দিলি এত তাপ,
ভাঙ্গিয়া আপন কায় !
পরহিংসার এই ফল,
খোয়ালি আপন বল,
বাহিরিল কাঁটা অই, সখি, পঁচালে আমায়,
থামাও রক্তের ধার ধূলায় মাখিয়া থায়।

[স্বভাবে লক্ষ্য করিয়া] সখি ! রবিকর হইল প্রখর,
পিপাসায় আত্মা করে ধড় ফড়।
অবশ এ অঙ্গ রৌদ্রসঙ্গে গলে।
জানু খ'সে পড়ে, চলে কি না চলে ?
মলয় অনিল লাগে না শীতল।
পাখিকুল দেখ ডাকে কলকল ?
উছলে অন্তরে জ্বালা শুনি ধ্বনি ,
কেন্দলো এ গীতি বিরস এমনি ?
গীতির মাধুরী, নহে লো মাধুরী,
সে কেবল সই বিষের চাতুরী ?
শ্রবণে পশিয়া জ্বালায় অন্তর,
এ যে মরি বজ্রধর পয়োধর !
খাসরুদ্ধ প্রায়, প্রাণ যায় যায়,
ব'স গো, স্বজনি, না দেখি উপায় !
ক্ষুধা যে পেয়েছে, জ্বলিছে জঠর,
সংকল্প নাশিবে এ পোড়া উদর।
ভাসুর কিরণে উড়ে প্রজাপতি
প্রেমাবেশে করে আনন্দ-আরতি।
রবিকর মোর লাগে বিষ সম,
অমিয়া-সম্ভিত তুল্য ছায়া যম।
রমণীর দয়া রমণীর প্রতি ,
নিঠুর নিরদয় পুরুষ জাতি।

[ভাসুর প্রতি] কমলিনী নাথ ! উষায় মেলিয়া
ও রক্ত নয়ন পূরব গগনে
মুদিছ আবার পশ্চিম শয়নে ,
বল, বল, ভ্রমিতেছ কাহার লাগিয়া !—
হেরিতে কি শুধু নলিনীর রূপ,
বল বল বলহে স্বরূপ।
যদি না হয় এমন, হেরিছ ভুবন ,
তবে বল কোথা মোর এমন রতন।

তবকমলিনী নিত কোমলা রমণী
এই যে গলিতা কণ্টকিত পথে ,
ফিরাও নয়ন, মিনতি ও পদে !
ঘর্ম্ম বিন্দু সনে গ'লে গেল যে পরাণি !
স'তে কি পারিবে কমলিনী হ'লে !
কেম রবে পত্নীরূপে ভুলে ?
দেব, ফিরাও নয়ন, রাখহ জীবন,
বল বল, কোথা মোর জীবন-যৌবন।
সরোজিনী সরোবরে ফুটিছে নিয়ত,
নিরখিছ সদা প্রফুল্লবয়ান,
রাখ আজ পররমণী-পরাণ
দিনেকের তার হও স্বসুখে বিরত।
কে জানি কলিজা ধরি টানে;
পরাণের বৃন্ত পাজরে হানে !

ব্রহ্মাণ্ডের কুক্ষি তুমি, করিছ ভ্রমণ,
বল বল কোথা মোর হৃদয় রঞ্জন!
পরাণ বিহঙ্গ মোর উড়ে যেতে চায়,
সুমধুর সেই ফলের তালাসে,
ডগাবিছে জ্বালা পিঞ্জরসে,
নাথের মনে কি মোর এই ছিল, হায়।
আগুন লাগায়ে গেল ঘরে,
সে অনলে দাসী পুড়ে পুড়ে মরে,—
অন্ধকার নাশ তুমি, অন্ধ কি নয়ন?
বল, বল, কোথা মোর হৃদয় ভূষণ?

তোমার সকুল-সরে নলিনী সে সীতা,
হলো কলঙ্কিনী তুমি সাক্ষী যার,
তোমারে জিজ্ঞাসা সুধুই অসার।
তোমারি নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক সরিতা!
বৃথা নাম জগতের আঁখি।
নিরাশ আমি হইনু ডাকি।
বংশ তেয়াগ এবে নামেতে কলঙ্ক!
বল বল, কোথা মোর হৃদয়-শশাঙ্ক?

ধরা অঙ্গে শোভে ওই বলিত বসন,—
অসীম সুনীল ফেণিল সাগর,
শম্ভু ত্রাসি অম্বুনিধি কম্বুদর,
সরিতের পতি চারু রতন-সদন
নয়নের রশ্মি মাখিয়া তোমার
তরঙ্গে তরঙ্গে খুলিছে সম্ভার,
দেখেছ কি তথা, দেব, সে চন্দ্রবদন?—
বল বল, কোথা মোর জীবন-মদন!

অভ্রংলিহ তুঙ্গদেহ শৃঙ্গধারী গিরি
সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ শোভে হিমাধার
ধরা গলে ঝলে যেন শিলাময় হার
রজত মুকুরে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব ধরি,
ধারায় ধারায় বিম্ব পুষ্করে পুষ্করে
শীকরে শীকরে কান্তি মাখি স্তরে স্তরে
চুম্বি চুম্বি গিরি গাত্র করিছ ভ্রমণ,—
বল বল কোথা মোর হৃদয়রঞ্জন!

বিহঙ্গ-কূজন-ভরা বিজন কানন
ভয়াল শার্দ্দূল-সিংহ-শৃগাল-নিবাস,
নিয়ত কুসুম গন্ধ করিছে বিকাস,
সৌরভ গৌরভ লুঠি ছুটিছে পবন,
পত্রকুল ছত্র সম বিতান বিশাল,
বাতায়ন যুত ভিত্তি গুল্মলতাজাল,—
পত্র ভেদি নেত্রে হেন হেরিছ গহন,
বল বল কোথা মোর জীবন-জীবন।
দাবানলে লতা সম জ্বলিতেছে তনু
বিরহ-কৃশানু-শিখা মাখি নিরন্তর,
নিজের আগুণে তুমি জ্বলি জর জর,
পরহিত দিবারাত সাধিতেছ ভানু।
তবে কেন এত হতভাগিনীরে বাম?
পূরাও পতিত জানি মম মনস্কাম।
আর যে সহেনা প্রাণে বিষম যাতন,—
বল বল কোথা মোর হৃদয়-রতন।

[সখীর প্রতি] হায়, শত সাপে যেন প্রতি লোমকূপে
দংশিয়া ঢালিছে বিষ।
দগ্ধীভূত দেহতরু দুরু দুরু কাঁপে,
তালুতে উঠিছে শিষ!
তিখন ছুরিকাঘাতে কাটিছে শরীর
সখি! খণ্ড খণ্ড করি।
নিষ্ঠুর সে বুকে তায় লবণাক্ত নীর
কে জানি ঢালিছে ধরি!
অনলে আবার সখি, বাড়িল অনল,
জঠরে কঠোর জ্বালা।
ফলজল জল ঢালি করগো শীতল,
কালা অঙ্গ যন্ত্র-শালা!
কৃতান্তে নিকটে হেরি প্রাণান্ত এখন,
কান্তারে আছেম কান্ত;
তাই বাঁচিতে প্রয়াস, রাখিতে জীবন!—
পরাণে করলো শান্ত!

এ পোড়া পরাণে সখি, রাখলো জীয়া'য়ে
ভোগ-জল পাত্রে ভরি
মীন সম, প্রাণপ্রিয়-আগম-আশয়ে;
বিলম্ব সহিতে নারি।

প্রবেশ ফলের আশে নিবিড় কাননে,
অলকে, ত্বরিতে যাও;
তিলকা পশ্চাতে বসি ধর অঙ্গখানে,
অবশ হইল পাও।

অই যে অলকা সখী ডুবিল কাননে,
কি জানি কি আছে ভালে!—
কোন্ ফল ফলে আজি তাই ভাবি মনে;
প্রেরিনু আনিতে ফলে!

কাজ নাই, সখি, ডাক প্রিয়সখী-ধনে,
উতলা হইল প্রাণ!—
বড়শী ফেলিব জলে গাথিয়া রতনে
ধরিতে সামান্য মীন?

বাঁচা গেল সখি অই আইছে অলকা
চারু ফল করি করে।
এখনো পরাণ মোর কাঁপিছে তিলকা
তোল সখি মোরে ধ'রে

এস, এস, প্রিয়সখি, করি আলিঙ্গণ
বাঁচালে মৃতের প্রাণ
দেখা দিয়ে পুন, পুন আনি ফল-ধন।
ছুটি অমৃত সমান।

এস তিন জনে খাই সুফল শ্রীফল,
জুড়াই তাপিত কায়।
নানা তরুসমন্বিত সম্মুখে অচল,
চল যাইগো তথায়।

[পথে ভুজঙ্গ দেখিয়া]

সহস্র ভুজঙ্গে অঙ্গে করিছে দংশন,
তা হেরি তুমিও বুঝি জুটিলে এখন?
যাও, কেন বাকী থাকে, আন জ্ঞাতিগণে;
ঢাল বিষ অহর্নিশ পোড়া দেহখানে।

আশীবিষদল আশী হোক বীতবিষ,
অঙ্গার হইয়া যাক্ এ অঙ্গ শিরীষ।
নাগভয়ে ভীত আর হবেনা মানব;
কিঞ্চুলুক প্রায় গণি ধরিবে গৌরব।

ডাক আজ অহীরাজে সহস্র মুখেতে,
সহস্র ধারায় বিষ চামুক শোণিতে।
হোক্ মম কলেবর কালিন্দ-সাগর,
প্রতিফল দিবে আসি রসিক নাগর।

বৈদেহীর দশা হের, দেহ হলো ছার,
স্মৃতি-হনুমন্তে কান্ত পাঠাও ত্বরায়।—
অঙ্গে বিষ দেখি সখি ভুজঙ্গ ডরায়,
দ্রুতগতি দুষ্টমতি বিবরে লুকায়।

কিংবা নাগলোকে বুঝি যায়লো নাগিনী,
নাগসহ নাগেশ্বরে আনিতে এখনি!
কিংবা পাগলিনী হেরি চিন্তিল অন্তরে,
সাঁপুড়ের বধূ বনে সাপ ধরিবারে।

খচিত আঁচলে কিংবা ভাবিল ময়ূরী,
পরাণ লইয়া গেল বিবর ভিতরি।
সুধিলো তোদেরে সখি কহ কহ মোরে,
সাপেও কি দংশে থাকে কভু সাপিনীরে!

তবে কেন মম নাথ অমিয়াবদন
অহীর অধম হয়ে করিল দংশন?
না— না, কিসে কিবা বলি ভ্রান্তিমদে মাতি
এ পাপ রসনা কাট, সখি, এমিনতি।

অকলঙ্ক চাঁদে কেন কলঙ্ক রটাই?
পাপিনী বলিয়া ভালে পড়িলেক ছাই।

(অচলকে লক্ষ্য করিয়া)

কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি অভাগিনী মোরা সখি
ভাগ্যদোষে অচল সচল !
কোমল চরণে দলি কণ্টক কঙ্কর,
লোহের প্রবাহে ভাসি যত অগ্রসর ;
লতাতন্তুলতা সম বাড়িতেছে পথ মম
পাছে যেন চলিছে অচল !
শুন শুন নগবর বারেক দাঁড়াও
ক্লম-কবলিতা আমি পরাণ বাঁচাও :

চাতক পাড়িতে পারে শীতল জলদধারে
নীরদ না দিলে বারি নিজে ?
তুমি না করিলে কৃপা কি সাধ্য আমার !
ক্ষণ তরে থাম, মুখ চেয়ে অবলার।
কান্তার সাগর মাঝে সমুজ্জ্বল তারা সাজে
মূর্ত্তি তব অই যে বিরাজে।
বাহু পসারিয়া অঙ্গে লও পথিকেরে,
দর্ব্বী দিয়া অন্ন যথা লয় পত্র পরে।

যথা প্রদীপের দশা তেমতি আমার দশা,
পুড়ি পুড়ি ধীরে অগ্রসর ;
রক্ত-তৈল নিঃশেষিত বিরহ-অনলে
নিভিবে নিভিবে বুঝি লভিতে অচলে।
নারী যদি গ্রহ হ'ত পতি-রবি স্থির হ'ত
পথ ভ্রমি না হ'ত কাতর।
সূর্য্যমুখী সম আমি ঘুরাই নয়ন,
তবু না দেখিতে পাই বল্লভ-বদন !

(পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া)

অচল-চরণ-তল সচল-সরিত-জল
পাখালিছে কুলু কুলু রবে।
প্রেয়সী-প্রণয়ে ভু'লে নির্ঝরিণী নীরচ্ছলে
ঢালিতেছে প্রেমাশ্রু নীরবে।
গিরিবর স্থির-আঁখি দয়িতার মুখ দেখি
হাসে বিকসিত 'ফুলচ্ছলে।

কিবা নিরুপম শোভা কতই বিলায় প্রভা
পত্নী লাগি অচল হইলে !
অভাগিনী নারীজনে প্রবাহিতা বনে বনে
অশ্রুজলে কণ্টক পাখালে।
কোথা মম গিরিরাজ, পরাণে লাগিছে বাজ
এ অনাথী পথী বনস্থলে।
সত্যই অচল তুমি ভ্রমে বলেছিনু আমি
সচল তোমায় গিরিবর।
সচল আমার পতি তেই এ-দুঃখিনী সতী
বিষদাহে মরমে কাতর।
সখি ! যতই উজ্জল চারু আলো নিরমল
ততই গভীর তার ছায়া।
হৃদয়ে আনন্দ ঝলে বিরহ-কালিমা কোলে
হেরি গিরি-সুষমার মায়া।
এদৃশ্য দেখিতে নারি চল চল ত্বরা ফিরি
নয়ন মুদিয়া থাকি সই।
স্মৃতি যে আঁকিয়ে দেয়, একেবারে নিরুপায়
বল, বল, কোথায় লুকাই।
এই ভূধর সন্নিধি যদি রহে গুণনিধি
তাও সখি দেখিতে যে হয়।
খুজিয়া দেখলো তোরা আমি থাকি মণিহারা
জীতে মরা সাপিনীর প্রায়।
পতি ধনে না পাইলে ভাগ্যবতী নদীজলে
শুধিব মিশায়ে ছার প্রাণ।
সখী হ'য়ে ওর সনে কাটাইব এ জীবনে
গৃহে নাহি করিব পয়াণ।

পঞ্চম তরঙ্গ

অলকার প্রতি তিলকার উক্তি।

ভর্ত্তৃদারিকার দুঃখ সহন না যায়
কহন না যায় ॥
নয়নকমলদল নির্জ্জল শুকায় ॥

শীতের সন্নিত সম শীর্ণকলেবর,
মলিন অধর,
যথা স্থলগত মীন, শুষ্ক জর জর ॥

অতসী-বরণী বালা শিবসোহাগিনী
এবে বিরহিনী,
ধরিল কালিকামূর্তি করালবদনী ॥

সে সুকেশী এলোকেশী, খড়ি উড়ে কেশে,
বিরহের বিষে,
সুলোল রসনা, এবে পাগলিনী-বেশে ॥

জ্বরায় জড়িত অঙ্গ এনব যৌবনে,
কানন ভ্রমণে,
অনশনে, অযতনে, বিরহ-দহনে ॥

শিরিষ কোমলপদ কঠিন বিকৃত,
ক্ষতচিহ্নযুত ;
হেরিলে পরাণ তাই করে আকুলিত ॥

নখ বিবর্দ্ধিত সখি, চম্পকে কণ্টক ;
কত যে পাতক
ক'রেছিনু, তাই নিরখি বিদরে বুক !

মাসেক অতীত আজি তটিনীর তীরে,
ধুসরিত হীরে,
গড়াগড়ি যায় সদা ধুলিপরে প'ড়ে

সযতনে রাখি মোরা বিচ্যুত লতিকে,
প্রবাসী-দাবিকে,
সতী সাধ্বী পতিরতা মোদের পালিকে !

বসন ভূষণ হীন, মলিনিত কায়,
প্রাণ যায় যায়,
উঠিছে বসিছে পুন শুইছে ধুলায় !

মানেনা প্রবোধ মুখে সদা হাহাকার
যাতনা অপার,
ফল দিলে কষ্টে খায় কিয়দংশ তার !

সরিত সলিল ঢালি গণ্ডুষে বদনে,
অনিচ্ছুক পানে ;
অনুরোধে এখন (ও) সে বাঁচিছে পরাণে !

দুই জনে স্থানে স্থানে খুজিতেছি মোরা,
নাহি শব্দ সাড়া,
রোগিনী-ঔষধ নাহি মিলে বনজোড়া !

ভর্ত্তৃদারিকার পাশে আসি সন্ধ্যাকালে,
এত দুঃখ ভালে
লম্ফ দিয়া ধরে "হা নাথ, হা নাথ" বলে !

তুমি আমি যে সংবাদ দেই প্রতিদিন,
পাষাণ-কঠিন
হৃদয় মোদের তাই, চলিগো অধীন !

কাঞ্চন পল্যাঙ্কোপরে কুসুমশয়ন
করিত শয়ন
তদুপরি যে রমণী, পাশে পতিধন ;

এক রতি শচীন্দ্রের শচীরে সেবিছে,
দুই রতি কাছে
সেবিতাম তারে, হায়, সেদিন গিয়াছে !

তখন কণ্টক রাশি, কঙ্কর, ধুলায়
অচেতন প্রায়,
ঘুমন্তে জাগ্রতে তুল্য স্বপনে জ্বালায় !

তিলকার প্রতি অলকার উক্তি।

শুনগো ভগিনী মোরা অভাগিনী
দুঃখিনী সঙ্গিনী কাননে কাঁদি।
ভর্ত্তৃদারিকার নয়ন আসার
মিশায় সরিতে বিবাদী বিধি ॥
শরদিন্দু মুখ কি বলিব দুখ
নিবিড় নীরদে চির ডুবিল !

সে কাল জলদ বর্ষে অশ্রুনদ
তবু না সে শশী পুন উদিল ॥
শোণিত বিহীন কালিমা বিলীন
অবশ শরীর সদা কাঁপিছে।
পিক-কলস্বর কণ্ঠে অবসর
হেরি অসময় দ্রুত লইছে ॥
পানপয়োধর গিরি যুগবর
কুলিশ প্রহারে যেন পতিত।
চারু রম্ভা উরু এবে বংশতরু
নিতম্ব সে গুরু অতি তাপিত ॥
চিকুর অটবী সীমন্তপদবী
সংরুদ্ধ এখন না আসে শোভা।
সিন্দুরের বিন্দু ভালাকাশে ইন্দু
উদিল না আর সে মনোলোভা ॥
নাথের উদ্দেশে ঘুরি দেশে দেশে
সে নাথ আবাসে হয়তো গেল।
পতি লাগি কাঁদে বনে নানা ছাঁদে
পতিরে কাঁদায়ে বুঝি চলিল ॥
বুঝালে বুঝেনা ঘরে যেতে মানা
দারুন ছলনা দিবেলো বিধি।
প্রাণ দিয়া সতী আত্মদোষে পতি ॥
হারাবে নিয়ে স্বসুখে বাদী ॥
আত্মত্যাগ যায় অভীষ্ট হারায়
না ভাবি উপায় পাগল লোকে।
চল মোরা তারে ল'য়ে যাই ঘরে
নতুবা পরাণে মরিব শোকে ॥
হারা'লে রতন কি মুখে তখন
রিক্ত করে মোরা যাইব ঘরে।
নিমিত্ত ভাগিনী মোরা অভাগিনী
কেন গো হইব ? চল সত্বরে ॥
সুবুদ্ধি রমণী হলো পাগলিনী
মানেনা প্রবোধ অবোধ প্রায়।
কীট দষ্ট হলো সে চারু কমল
মকরন্দ গন্ধ বিলুপ্ত হায় ॥

সুখ স্বর্গধাম অতি মনোরম
তেয়াগি পতিত শোক নরকে।
স্বেচ্ছায় পতন সে পতি-রতন
আসিয়া নগরে পতিত পাকে ॥
দোঁহার মরণ দেখি যে এখন
মোরা তো সঙ্গিনী কিবলি মুখে !
শোক যদি বাড়ে এই ভয়ে, তারে
না দেখায়ে কাঁদি বদন ঢেকে ॥
বিরলে বসিয়া মরমে পশিয়া
অধোমুখী হয়ে বিলাপ করি।
রাজা শৈলেশ্বর কন্যা জামাতার
শোকে বুঝি গেল এ ধরা ছাড়ি ॥
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরী হায়, মরি মরি।
কাঁদিতে কাঁদিতে— আছে কি নাই।
শুকসেন বীর সুবুদ্ধি সুধীর
শোকেতে অধীর কুলে যে ছাই ॥
কি কর্ম্ম করিল সকল মজিল,
রসাতলে হায় রাজ্য ডুবিল।
কেবা কি করিছে কেবা কি বলিছে
দাবানল যেন বনে লাগিল।
কত শত জন লাজের মতন
ভ্রমিছে ছুটিয়া মোদের তরে।
যত গুরুজনে বধিতে পরাণে
ঘুরি যে এখানে মাসেক ধ'রে ॥
হলো ছারখার সুখের সংসার
সদা হাহাকার উঠে গগণে।
নববিরাহিনী বালা অবোধিনী
বধিতে আইল সকল জনে ॥
বীরের রমণী সে আত্মঘাতিনী
অপযশ গাবে জগত ভরে।
কেন চল, চল, বিলম্বে কি ফল,
সকলি বিফল যদি সে মরে ॥
বিরহ সহেনা হেন কোন জনা
আছে বীরকুলে বল ভগিনী।

দৈত্য যুদ্ধে হারি   সে অমরা ছাড়ি
অমর অমরী   পালে মেদিনী ॥
শচীর দুর্গতি   ঘটিল যেমতি
সহিষ্ণুতা সহে   বধিল সব।
সীতা লঙ্কাপুরে   পতিসন্নতরে
রাম নাম ধ্যানে   ছিলা নীরব ॥
স্বামী অন্বেষণে   কে কবে কাননে
পশি মৃত্যুপণে   করেছে স্থির?
চল যাই ঘরে   তারে সঙ্গে করে
নতুবা অমঙ্গল   কি ঘটে স্থির ॥

[অলকার হরষণে স্বচ্ছ অতি   পাত'বশ পড়ে এথি,
প্রতি ভিজ্জায়   চন্দ মেঘে প্রবোধিয়া দেখি।
উক্তি]   নক্ষত্রের কিবা শাড়ি,   মনে অমঙ্গল রটে,
আছে কি না আছে প্রাণপাখী।

[চারুমতীর বিভ্রান্ত উক্তি।   রূপসী ক'লো বসি?
শক্তি উপ-   কি ভয়ে লুকায়ে রলে,   স্বরূপ প্রকাশ লো।
... সখি-   ... অন্তরালে   কি ছলে ... ।
স্বপ্নের উক্তি] ... আশা ... ,   ... ।

আনন্দ-অতীত যুগ   ঢাকিল ... মুখ
অপসারি ধূলরাশি   ... মেল লো।
কুয়াসা কুহকে ভুলে   অরুণ মলিন হ'লে,
দুঃখের জলধি জলে   নিজ জন ডুবে লো।

বসনে ঢাকিলে কায়   সৌন্দর্য্য কভু কি যায়!
কালিমার পাশে জ্যোতি   অধিক উজ্জল লো।
দীপ্তকুম্ভ হেমময়   পঙ্কেতে পতিত রয়,
তুলিলা এখনি মোরা   আনন্দে মাজিব লো।

সুন্দর রূপ-মাধুরী   বহিল অস্থানে পড়ি
আকাশের চাঁদ তুলি   আকাশে বসাব লো।

গন্ধমাল্য সুবাসিত   অতি আদরে গ্রথিত
এখনি সাদরে তুলি   দেবগলে দিব লো।

পদ্মালয়া পদ্মমুখী   কার শাপে অতি দুখী
ধরাতলে নিপতিতা   গড়াগড়ি যাও লো।
সুরেশ্বরী সুখপুরী   ছাড়ি সে অমরাপুরী
ঘুরিতেছ অবিরত   ইন্দ্র পাশে চল লো।

চারুমতি তব পতি   করি মৃগয়া-বিরতি
এত দিনে উপনীত   নিজের আলয়ে লো।
তোমার লাগিয়া সেহ   ছাড়িল বুঝি বা গেহ
নিরুদ্দেশে বনবাসে   উচিত সে নয় লো।

এদিকে মরিবে তুমি   ওদিকে তোমার স্বামী
মা বাপ্তা শ্বশুর শাশুড়ী   বন্ধুজনা লো।
কেন আত্মহত্যা কর   স্ববংশে বিনাশ কর
আপনা বাঁচায়ে রাখ   গুরুজন-প্রাণ লো।

কেন বুদ্ধিহারা হ'লে,   কি ফল বলগো ম'লে?
পাবেনা মরিলে, পাবে   বাঁচিলে সে পতি লো।
সুস্থ হও জল খাও   আগে নিজেরে বাঁচাও
তার পরে চল ঘরে   বরজেরে দিব লো।

জীবিতের সন্মিলন   শুধু তোমার মনন,
মরিলে মিলন বুঝি   হবে প্রেতলোকে লো।
সুশীতল নদীজলে   অবগাহ কুতূহলে
অঙ্গশুচি সম্পাদি সে   পতি পাশে চললো।

কি মূর্ত্তি ধরেছ সখি   তোমারে চাহিয়ে দেখি
হৃদয় আগুনে পুড়ি   ফুটে বাহিরায় লো।
ধৈর্য্য সুরথে চড়ি   আশারে পতাকা করি
উল্লাসে অশ্বের নাদে   নতুবা ঘরে পশলো।

ঘরে যাওয়া সমুচিত   যদি চাও সর্ব্বহিত,
মোদের বচন-যষ্টি   করে ধরি উঠলো।
বিপদে সে বিড়ম্বনা,   কেন বাড়াও যাতনা?
তোমার বিচ্ছেদানলে   জ্বলে তব পতি লো।

মৃগয়ার্থে বনে গেল দৈববশে বিলম্বিল
কি দোষে অশনি যায় তাহার মাথায় লো।
মিলনে বিচ্ছেদ বটে, বিচ্ছেদে মিলন বটে;
এ রীতি জগতিতলে স্বভাবের বশেলো।

বিচ্ছেদ সহিতে নারে, সে কেন প্রণয়ে জড়ে?
কায়ের বিচ্ছেদ শুধু মনে কি তা হয়লো।
মনের বিচ্ছেদ হলে, তারে সে বিচ্ছেদ বলে;
জাননা শশাঙ্ক তব কি পঙ্কে ডুবেছে লো।

প্রণয়িনী যদি তুমি উদার পতিত স্বামী
তুমি তারে বাস ভাল, সে কি দোষী নয়লো।
কেন পতি অন্বেষণে কষ্ট পাও কোন প্রাণে,
একি সখি সতীধর্ম্ম পাত সোহাগিনী লো।

[সসংযে একি, সখি!—কি কহিলে?—বল বল শুনি,
চাঁচকঞ্জার কোথা পে'লে এ সংবাদ?
উক্তি] রাজধানী হ'তে বল কে আসিল, সখি!—
এতদিনে দেবতার হইল প্রসাদ!

দারুণ তামসী নিশি আজি কি পোহা'ল?
ফুটিল কি আশা কলি?
ললাটে সিন্দুর বিন্দু উদিল কি পুন?
শঙ্কাতে তুই আশঙ্কায় কত দুঃখ পালি!

না না, তাও কি সম্ভবে এপোড়া কপালে?
কোথা সেই তত্ত্ববহ?
আলম্ববিহীন প্রাণে বিলম্ব কি সহে?—
কোথায় রাখিয়ে এ'লি ত্বরিতে তা কহ।

কুরুপতি সম যেন মরিতে না হয়
হৃদয় ধারতা মাগে
সে ঔষধ পরসাদ জানুক সে জন,
সেবিব এখনি তাহা এ-দারুণ রোগে।

নতমুখী কেন সখী হইলে তোমরা?—
বুঝে'ছি সে অনুমান!
দয়া ক'রে সঙ্গে যদি, ছলনা করনা;
সখীর কি ধর্ম্ম হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গান?

কিন্তু উপদেশ শিরোধার্য্য সত্য মানি।
যতনে বাঁচাব প্রাণ
নাথেরে হেরিতে, যদি দরশন পাই;
অক্ষমা প্রাণে না হানিব বাণ।

এক সখী কিবা দুই যাও চলি ঘরে:
ল'য়ে পাত্র বারতা
আইয়া পশিবে অই অদূর কাননে;
স্থির ধীর বিশ্রামের প্রতীক্ষায় রোধা।

কদলীর পত্র আন লিখে দিব রেখ
এ তৃণলেখনি দিয়ে
পদ্ম হবে মসী চিত্র চিত্রিয়া দেখাব;
পত্র হ'য়ে সাজ্জনী চলি যাও খেয়ে।

[নেপথ্যে] মানস সরসে শুভ্র শোভিত কমল
নবীবকাশিত চারু ছবি সুবিমল,
সহঃ-নীর প্রবাহিত ছিন্নমূল নিমীলিত
বিশোধিত এবে সেই নীরস সমল।

আকাশে তুলিয়া পুন ডুবালে অতলে,
এই কি দারুণ বিধি লিখেছিলে ভালে!
আকাশের খসি তারা ভ্রমিতেছে দিশাহরা
আলো ছাড়ি পঙ্ক মাঝে হেন দশা কালে!

অচল কোলের জল ফটিক বরণ
অধতে পতিত হলো ত্বরিতগমন;
পঙ্কিল দূষিত কায় নানা দিকে ঘু'রে ধায়;
হাঙ্গর কুম্ভীর সনে সতত মিলন।

প্রশান্ত নীরধিনীরে সুপোত সুন্দর
সুমন্দ ভাসিতেছিল নানা কেলি পর ;
হায়রে কপালে ছিল, সে খেলা ভাঙ্গিয়া গেল !
চকিতে তরঙ্গ উঠি মারিল আছাড় ।

হৃদাকাশে ভাসি ভাসি প্রফুল্ল চাতক
সঙ্গীত-লহরী তুলি মধুর গায়ক
উগারিয়া সুধাচয় মিশা'ত গগনময় !
পলকে কাটিয়া আসি ছাড়িল নাটক !

উষার কুসুমদলে শিশিরের বিন্দু,
উষার আকাশ কোলে কিবা পূর্ণইন্দু,
অদৃষ্ট আঁধার সঙ্গে ঢাকিল মাধুরী সঙ্গে !
শুষিল তা উথলিয়া বাড়বময় সিন্ধু ।

কেনরে কেড়ে নিল সেই বাসনার ধন,
অমূল্য রতন যাহা আমার জীবন ?
কি পাপে বিলুপ্ত তায় অবীর শান্তিদায় !
সহে হীন প্রাণের দুঃসহ দুঃখ ।

পতি মম গম্ভীর, প্রণয়ের বারি,
প্রেমাশ্রিত দেবে নাহি বাঁচে নারী ;
পতি মন, পতি ধন, প্রাণ-হৃদয়ের সার ;
সে শোক বিরহে শান্তিনিদ্রা ত্যজনা ।

অদিনী সে নারী তুমি করে বিসর্জ্জন
শিখরী-শিখরে তুলি দয়াতে ভীষণ !
কোন প্রাণে রেখে কোলে নির্জ্জন আঁধার ঘরে
মৃগয়া পালালে বনে, বিজিত মদন ?

তোমার প্রেয়সী দশা কি আর বলিব !—
না—না---"প্রেয়সী" না—অভাগিনী তব
যে দিন ছলিয়া গেলে ডুবায়ে বিষধর জলে,
দারুণ বিষের তাপে হয়ে গেছে শব !

সর্ব্বনাশা নিরাশার কণ্টকিত কোলে
বিধি হই জর জর ধৈরয ঘুচালে ।
আত্ম দুঃখ বর্ণিব না তব মর্ম্মে দিবে জ্বালা ;
জিজ্ঞাসি কি দোষে দাসী ত্যজিলে অকালে ?

সে কথা পুছিলে কিহে পুছিবে বেদন ?—
অনুযোগ শরে তব বাড়িবে যাতন ?
না, না !—বিপদ কবলে পতিত মৃগয়া ছলে ;
কোন্ সর্ব্বনাশ জানি ঘটেছে কানন ?

আহা ! শুকা'য়ে রেখেছি জীবন-প্রসূনে,
মনের বাসনা বড় দেব ও চরণে ;
জীবিত কি জীবতেশ, না, ঘটেছে সর্ব্বনাশ ?
পূরিবে না সে বাসনা আর এ জীবনে ?

কেশরী কি পাপী-পাশে হইলে নিহত ?
না, না,—এ সব ভাবনা, যাক বা ভাবিত !
দাসীর মিনতি পদে আস হেথা দ্রুতপদে,
পদরেণু দিয়ে অঙ্গে তরাও পতিতে ।

স্রোতস্বতী প্রতিহত শোকের পাষাণে,
অবলা দুর্ব্বলা অতি পদেক গমনে ;
অতি-বল গুণনিধি, দয়া হৃদে থাকে যদি,
তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া বেলা মিশাও এখানে ।

বিরহ-নিদাঘ-তাপে শুখিল জীবন ;
কোথা বলো বলাহক চাতকা-জীবন !
নয়ন গগন-চারী বরষি লাবণ্য বারি
পূর্ণ কর কান্তি-সরঃ তৃষার তর্পণ ।

স্তিমিত নয়ন দুটি বরফ-শীতল ;
খুলিয়া কিরণমালা কিরণ উজল,
আইস নয়ন পাশ মিটাও মনের আশ—
কর করে বিস্ফারিত নয়ন-কমল ।

উষায় কুসুমহাসি ফুটাও অন্তরে,
গাহুক আনন্দে পাখী মধুর লহরে,
তরুণ অরুণ-আভা সর্ব্বজন-মনোলোভা
চরণ লাঞ্ছনে মাখি আইস অদূরে।

আইস বসন্ত মম ব্রততী-জীবন,
সাজাও মঞ্জরীদলে নিকুঞ্জ-কানন,
পোড়া দাসীর হৃদয়,— খেলুক সুখের জয়'
মাধবীলতায় দিয়ে মাধুর্য্য ভূষণ।

যক্ষপতি, ধনপতি, আইস ত্বরিতে,
রূপরত্নরাজ ভরা অলকাপুরীতে,
বিরহ বিপক্ষ আসি, নিঃশেষ করিল পশি,
রক্ষ রক্ষ হেন দশা কুবের থাকিতে!

কম্পিত লেখনী অবশ অবশ-কর,
শব্দকে ঢাকিল আসি নয়নের ঝর,
কি ফল লিখিয়া আর, কি বর্ণিব শোক ভার!—
স্বপন বিরহমাঝে চিরসহচর।

পবন স্বনন শুনি গহ্বরে গভীর,
অথবা তরঙ্গাঘাতে পড়ে যবে তীর,
"এই যে প্রাণেশ এল দুঃখ নিশি পোহাইল।"
তব কণ্ঠস্বরে ভাবি আঁখে শুধে নীর।

শশাঙ্ক আকাশ-অঙ্কে মাখিয়া কিরণ
পাতার বিতান ভেদি চাহিলে কখন,
নিরখি আশ্বস্ত হই, বনদেশে "অই, অই"
জীবিতেশ দাসী ব'লে করিল স্মরণ।

ফুল তরু-শিরে ফুল হেরি বিকসিত,
উল্লাসে অন্তর নাচে অতি উৎফুল্লিত,
মনে ভাবি, নাথ আসি ফুটায়ে মধুর হাসি
দেখা দিলা সবুজ-বসন পরিহিত।

পাপিয়া পাখিটি আসি "পিয়া পিয়া," রবে
সুমধুর কর্ণকুহরে কুহরে যবে,
অলস অন্তরে লয়, জীবিতেশ সদাশয়
"পিয়া, পিয়া," বলি বুঝি ডাকিছেন তবে।

হৈমলতিকায় হেরি তরুকায় ধরা
জড়িত দোলিত রঙ্গে প্রীতিরসভরা,
দারুণ ঈর্ষার জ্বালা অঙ্গ করে ঝালাপালা,
কবে ধরি নখে ছিঁড়ি হয়ে সংজ্ঞাহারা।

পঞ্চভূত নিরমিত এ বপু নশ্বর!—
মাটিতে মিশাল মাটি লুটি ভূমিপর,
নয়ন আসারে বারি দীর্ঘশ্বাসে বায়ু ছাড়ি,
গেল তেজঃ। শূন্য মাত্র এ দেহপঞ্জর।

লেখনী সে মুখহীন অতি থর থর
পদে পদে বিদারিত করে পত্র মোর;
ফুটেনা মুখের কথা, অন্তরে দারুণ ব্যথা!
কিবা ফল আছে নাথ, লিখিয়া বিস্তর।

শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেব সে কাহিনী,
যদি এ তটিনী পুনঃ সাগরবাহিনী;
বলিব বলিব পরে যদি সে আশাটি পূরে!
আইস বসন্ত, বনে তোমার ঘরণী।

* * *

শ্রীমতি …………

ধরলো তিলকে,
করেছে কপোল তব, আবদ্ধ কীলকে,
উঠ, উঠ, যাও, যাও, পত্র নিয়ে নাথে দাও
দ্রুতগতি চলি যাও যেমতি পলকে।

নিশায় প্রবাস ক'র পথে লোকালয়ে;
শুভ কি অশুভ হোক্ আইস ফিরিয়ে;
তোমার আসার আশে অই সে কানন পাশে
কুটীর নিরমি মোরা থাকিব বসিয়ে।

সুন্দ উপসুন্দ ধ'রে অধর মধুর তরে
[বিরহিণীর টানিল যেমতি রমণীরে।
চিন্তারোগ] বিশ্বামিত্র সহ বনে পাঠাইতে রামধনে
দশরথ যেমতি অন্তরে।
মন্থন রজ্জুর মাঝে যেমতি সে দণ্ড সাজে
তাড়নায় ঘুরে নিরন্তর।
চাতক নীরদ হেরি উঠিয়া আকাশ চিরি
ছানা লাগি চিন্তিত অন্তর।
তেমতি অলকা সখী শোক মলিনিত মুখী
নিরখিছে নিনিমেষ আঁখি।
কণ্টকিত তনু তনু সঙ্কুচিত যুগজানু
বরিষা-সলিল-সিক্ত পাখী।
"না" ভাব আভাস আসি রহিল অধরে বসি
ফুটে ফুটে, ফুটেনা সভয়ে।
গিরিবারি চুমি চুমি সুবিপুল শিলাভুমি
লোটায় যেমতি বদ্ধ হয়ে।
নাসিকার পক্ষোদ্গম উড্ডীন সে পাখীসম
পক্ষাঘাতে উঠিল শোয়াস।
চরণ অচল হ'ল বুদ্ধি বল লোপাগেল
বহে শুধু শোকের উচ্ছ্বাস।
লক্ষ মুখে ছুটিল সে, আঁখি দ্বার গেল ক'সে
নীলোৎপল যথা জলহীন।
শোকের প্রবাহ পথে চিন্তার তরঙ্গ ছুটে
ঘটনার আতঙ্কে বিলীন।
চমকি চমকি উঠে ঘরম ললাটে লোটে
গলিত হিমানী যেন ঝরে।
ডানি কর প্রসারিত লইবারে সে লিখিত
নাগ যেন রহে ফণা ধ'রে।
ওদিকে শশাঙ্ক দশা জানিতে প্রবলবাসা
রাজা, রাণী, মন্ত্রীর চরম।
এদিকে চন্দ্রিকা সখী মৃতপ্রায় বনে রাখি
ঘরে গতি-বাজিল মরম।
অগত্যা সে মৃদুগতি অলকা শোকিল মতি
শূন্যমনে চলে গৃহপানে।

তিলকা সে ভগ্নবাহু, হিয়ে দহে বহ্নি "হু হু"
রহে চারু চন্দ্রিকার সনে।
অদূরে কুটীর করে পেয়ে চারু সরোবরে,
বনফুল তীরে থরে থরে।
সলিলে নলিন রাজে গু'নে ভুলি অলি মজে,
কমলাঙ্গে লুটি লুটি পড়ে।
অনিল ভুলিয়া বাসে সতত সে বনে বাসে,
মৃদু মন্দ ঘুরি ঘুরি খেলে।
ভ্রমরে ঠেলিয়া দিয়া সৌরভ তুলিয়া নিয়া
বিলাইয়া দেয় কুতূহলে।
অনিল সৌরভ সুধু মধুপ মধুর মধু
লইছে বাঁটিয়া নিজভাগ।
তবু বাদ নিদারুণ ঘন্ ঘন্ গুন্ গুন্
ফুটিছে এতই অনুরাগ!—
এহেন সরসী কূলে গজিয়া বিপিন-ফুলে
আর ফুল্ল সরসী-সরোজ।
মলিন-নলিন-সমা রামাযুগ মনোরমা
দ্বিধা রতি হারায়ে মনোজ।
বনফল উপজীবী জীর্ণ শীর্ণ স্বর্ণ ছবি
কপোল কীলিত বাম করে।
বিরহ অনলে প'ড়ে নিদ্রা ছাই পু'ড়ে পু'ড়ে;
নেত্রযুগ ঝর ঝর ঝোরে।
প্রতিদিন একি ভাবে কাঁদি নিশিদিন যাপে,
সান্ত্বনিছে সখি সমাগীনা।
অঞ্চলে মুছায় আঁখি শিরে বাম কর রাখি
ডানি করে সখী সে মলিনা।
কর পাত্রে পিয়ে বারি ফল র'ছে সারি সারি
বিফলে আঁচলে সখী আনে।
যাইবারে অনুরোধ তাতেই ঘটে বিরোধ
দুঃখে কোপ বাড়ে দিনে দিনে।
নয়ন নিমেষ হারা তনু যেন মন ছাড়া
নেত্রযুগ সরসীর পানে।
চকিতে চমকি উঠে অর্দ্ধ অঙ্গ ভূমে লুটে
অনিল বহিছে যেন কাণে,—

অলকার আগমন আশালতা ফুল্লধন,
ফল যার পতির বারতা।
হেন মতে বহুদিন বহিয়া জীবন ক্ষীণ
বিলাপেতে জিহ্বার ভঙতা।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

[শ্রীমতী চারুচন্দ্রিকার বিলাপ ও বিধি নিন্দা]

গরল লইয়া বিধি নিরমিল কায়,
কণ্টকে ছানিয়া তায় অগ্নিকণা পূরে।
দ্বাদশ ভানুর তাপ ছানিয়া মস্তক,
কুলিশ গালায়ে কেশ তাহার উপরে।

আগিনেয় গিরি চূরি বনাইল পোড়া
অভাগিনী-হিয়া পাষাণে পাষাণে থরে।
তাপিয়া বারিধি-বারি নিরমিল হায়
দগধ নয়নযুগ,—ঝুরিছে অঝোরে!

[পূর্ব্বাপর তুলনা]

নিকুঞ্জ কাননে প্রফুল্লিত মনে
লতিকা মণ্ডপ সুচারুসুন্দর
সাজাইত সখী সরস-অন্তর
বিলাসবাসনা পূরা'তে মোর।

তুলি বনফুল পদ্মদলকুল
সুগন্ধি কোমল চারু মনোহর
ঢালি রাশি রাশি পল্যঙ্ক উপর
রচিত শয্যা উল্লাস বিভোর।

প্রদোষের অন্তে লয়ে প্রাণকান্তে
বিরলে আসীন সে ফুলশয়নে
মধুর আলাপে প্রমোদ-ভবনে
মজিতাম প্রিয়-প্রণয়-রসে।

মণ্ডপের অঙ্গে ফুলমালা সঙ্গে
তরঙ্গে দুলিত মঞ্জুল মঞ্জরী
কুসুমস্তবক কত সারি সারি
হেলিয়া মলয় অনিল বশে।

তরু শির পরে শর শর স্বরে
ঢালিত মধুর গীতির লহরী
নাচিয়া নাচিয়া পত্র কুল ধারি
দম্পতী-শ্রবণ অবশ করি।

পল্লব মণ্ডিত কোকিল-সঙ্গীত
দর দর ঝরি চারু কণ্ঠ হ'তে
গলিয়া গলিয়া অনিল অঙ্গেতে
পরাণে দিতেক উদাস ছাড়ি।

গগনে চাঁদিমা রুচির প্রতিমা
নয়ন-মোহন রজত ধবল
সুধা ধারা রাশি ঢালিত তরল
পাখালি কোমল যুগল কায়।

ভ্রমর-গুঞ্জর অতি মনোহর
একতানে ঘনে ঘনে দুলে মিলে
ছুটিয়া খেলিত মণ্ডপের কোলে
বরষি পুলক প্রণয়ী-গায়!

কুসুম পরশে হৃদয়-সরসে
আনন্দ-কমল সরসে ফুটিত
রসের মাধুরী তরঙ্গে ছুটিত
তনুতে মাখিত তরল তনু।

শয়নে শরীর ডুবিত রুচির
কুসুমের মালে কৌস্তভ-যুগল
প্রণয়-স্থাপিত অতীব পেশল
আলোক মণ্ডিত রথ চিত্রভানু।

হায়রে তখন মলয় পবন
মৃদুমন্দগতি বহি ধীরে ধীরে,

কুসুম-সৌরভ অঙ্গেতে জড়ে,
সেবিত শীতলি দম্পতী প্রাণ

দয়িত শ্রী অঙ্গ মৃগমদসঙ্গ
চন্দনে চর্ব্বিত মোদিত সুবাসে
মোহিত দাসীরে মনের উল্লাসে
পরশিয়া যবে আনিত ঘ্রাণ।

কুঙ্কুম রঞ্জিত অস্তরোক্ত প্রাত,
চরণ যুগল পরশি পরাশ
হিল্লোলে হিল্লোলে সুমধুর হাসি
কল্লোল তুলিত আনন্দ স্রোতে।

চোঁখে চেয়ে চেয়ে অঞ্চলে জড়ায়ে
বিগলিত হয়ে চলন্ত শরীরে
ফুলদলদল সঞ্চালিয়া ধীরে
অঙ্গ লেপ যেন দিত অমৃতে।

কৌমুদী ধবল আঁধার তরল
অঙ্কিত অঙ্গেতে লীলাকার চায়
অনিলদোদুল্যমালা দোলায়
বিহ্বলিত হেরি সুষমা সেই।

চিকুরের গুচ্ছ চামরের পুচ্ছ
প্রসব মুকুত মস্তক-উপরে
পূর্ণিমাশশীরে জলধর ঘেরে
বাড়িত সুমন্দ শোভন ছায়ি।

পারিজাত বনে শচীপতি সনে
শচীন্দ্র-বিলাস বামা সুরেশ্বরী
মজিত বিলাসে অমৃত উগারি
তেমতি সুখেতে পতির পাশে।

একত্রে সেবিত দোহারে মাখিত,
খেলায়ে অতুল সোহাগে সোহাগে,
গলাইয়া রাগে চারু অনুরাগে,
ডুবাইয়া দিত আনন্দ রসে।

গত সেই দিন দাসী সে মলিন
একাকী বিজনে গড়ায়ে ভূতলে
সেই সে অনিল আইছে হিল্লোলে,
পরাণ নাহিক শীতল হয়।

অতীত স্মরণে বিরহিণী মনে
অনিল সংহতি ঝরিছে গরল,
কণ্টক দারুণ নয় রে তরল।—
ফুটায়ে ফুটায়ে ঝরিছে কায়।

কি ঐশ্বর্য্য হে'রে পুন গর্ব্ব ধ'রে,
কি সুখে গৌরবে, অধর যুগলে
তার ভাব ভঙ্গ সে কৌতুক খু'লে
এখনো চুমিছ এ পোড়া অঙ্গ?

কুম্ কুম্ ফেলি মাখিয়াছি ধূলি.
সুবরণ কান্তি সুধুই অঙ্গার,
বহুমূল্য শাড়ী করি পরিহার,
ধরেছি কটিতে নেতের সঙ্গ।

সুকাঞ্চী, কেয়ূর, বেশর, নূপুর,
চারু মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন,
চিকুর কবরী, বেণী সুশোভন
খেদায়ে দিয়েছি শ্মশানে মরে।

বিরহের শিখা অঙ্গময় লেখা
ধরি সে শরীরে অসিত ভূষণ,
জাঠা জাঠা জটা মস্তক শোভন,
উদাসিনী বেশ রয়েছি ধরে।

নয়ন কোটরে, ভাসে অশ্রুনীরে
হাসিরে ডাবিয়ে দিয়েছি সাগরে,
হিমাচল তলে থু'য়েছি সুখেরে,
লাবণ্য পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই।

কনক অচলে বালার্কের ছলে
শোভিত ললাটে সিন্দুরের বিন্দু,
বিলুপ্ত এখন সে সুষমা সিন্ধু। —
চিন্তার কালিমা কপালে ছাই।

এসব অনিত্য বটে সৃষ্টির এ চিত্রপটে
[প্রার্থনা] সার সুধু প্রিয় যার যাহা।
দুঃখ কিনে সুখ দিয়ে যদি পাই সেই প্রিয়ে
লোকসানে গণি কি হে তাহা !
প্রণয়িনী-প্রাণ তুমি সুখরত্নসারভূমি
তোমার মিলনে কিনা মিলে !
সে সব গিয়েছে যাক্ তাহেও না দুঃখ ভাব,
তোমা বিধি ফিরাইয়া দিলে।
তুমি বীর সুগভীর আহবে সুদৃঢ় বীর
সর্ব্ব শাস্ত্র অধীত তোমার।
গুণরাশি অলঙ্কৃত সৎ অনুষ্ঠানে রত
সত্যব্রত সাধু সদাচার।
সরল অখল হৃদি প্রিয়ম্বদ নিরবধি
চন্দ্রিকার চিত্ত বিমোহন।
চন্দ্রিকার সুধাকর কমলিনী-দিবাকর
গুণাকর হৃদয়রঞ্জন।
হেন গুণ বিভূষিত এবে কেন বিপরীত
আচরণ হেরিছে তোমার ?
বিফল করিলে হায় সদ্‌গুণ-সমবায়
দুঃখ দিয়ে দাসীরে অপার।
কি দোষ তোমার দিব নিদারুণ এ অশিব
ভাগ্যদোষে ঘটিল কপালে।
প্রাণেশ, লাগিয়া মোর বিপিনে বিপিনে ঘোর
ভ্রমিছ জড়িত শোক-জালে।
তটিনী, পুলিন, গিরি, পদব্রজে ঘুরি ঘুরি
খুজিতেছ উন্মাদের প্রায়।
কিম্বা ফল অনুযোগে নাথ মম অনুরাগে
সাঁতার দিয়েছে নিরাশায়।

আমার কষ্টের চেয়ে সমধিক কষ্ট সয়ে
আছ কোন্ বিপদেতে প'ড়ে।
না জানি কেমন করে, বিজনে জীবন ধ'রে,
অথবা হারা'নু চিরতরে !
চন্দ্রিকা মানস পদ্ম চন্দ্রিকা বিলাস-সদ্ম
দয়াগুণে কর পদার্পণ।
চন্দ্রিকার জীবধন চন্দ্রিকামনোমোহন
এ সময় দেহ দরশন।
চন্দ্রিকালতিকা-তরু চন্দ্রিকার ধ্যেয় গুরু
নিরাশ্রিতে বিতর আশ্রয়।
চন্দ্রিকাকমল রবি চন্দ্রিকারমণ ছবি
অবিলম্বে হও হে উদয়।
চন্দ্রিকা নিকুঞ্জ-কালা রূপেতে জগত-আলা
বংশীধ্বনি শুনাও শ্রবণে।
চন্দ্রিকাজীবন শান্তি মনোজ্ঞ-সুন্দর-কান্তি
দগ্ধ কি রে শাপ হুতাশনে।
চন্দ্রিকা প্রণয় বন্ধু চন্দ্রিকাপূর্ণবিধু
রূপ খুলি ছড়াও কিরণ।
চন্দ্রিকাসিন্দুর বিন্দু চন্দ্রিকাপ্রমোদ-সিন্ধু
দাসী তব ছাড়িছে জীবন।
চন্দ্রিকাচিকুর-শোভা শিরোমণি মনোলোভা
চন্দ্রিকার দুঃখ নিবারণ।
চন্দ্রিকার প্রাণমন চন্দ্রিকার আশাধন
ত্বরা কর আশাটি পূরণ।
চন্দ্রিকার দুরদশা দুর্বারবিরহবশা
নিরখিয়া পূরাও বাসন।
এস এস ত্বরা করি বিলম্বে, দিবে সে পাড়ি,
ওষ্ঠাসীন নীরব পরাণ।
মৃত্যুকালে দেহপদ রমণী সুখ-সম্পদ
রামাকুল-ধর্ম্মের তোরণ।
তোমার সংবাদ তরে অলকা ফিরিল ঘরে,
আর নাহি ফিরিল সে হেথা।
কি জানি আছেক ভালে! কত ঘটে কালে কালে
কত আর না জানি সে কথা।

ললাটেতে আছে কি লেখা নাথ সনে হবে দেখা ?—
হেন দিন ভাগ্যে কি উদিবে ?
মর লীলা সাঙ্গ করি ও পদ অন্তরে স্মরি
চিরদাসী অনন্তে ঝাঁপিবে !
শ্রীপদে বিদায় লয়, চন্দ্রিকার প্রাণময়,
মরম বিদীর্ণ দিনে দিনে।
লতিকা সহিতে নারে পরুষ অশনি ধারে
শোকহুতাশন হানে প্রাণে।
দেহ পু'ড়ে মরুস্থল রহে না জীবনজল
দারুণ সন্তাপ-তাপে শোষে।
তাপে তাপে খরতর দেহলতা শুষ্ক খড়,
কি বহ্নি বিরহ বুকে পোষে !
যায় যায়, ধর ধর, আশ্রিতেরে রক্ষা কর,
সম্মিলন-রস-বিতরণে।
চন্দ্রিকা-মরণ শু'নে কেমনে ধরিবে প্রাণে
প্রাণসমা চন্দ্রিকা-বিহনে ?

সপ্তম তরঙ্গ

এই শোভে বিন্ধ্যাগিরি কুচযুগ প্রায়
ভারত সুন্দরী বক্ষে চারু নীলিমায়,
বেগবতী নরমদা— ক্ষীরধারা—সরবদা
[দেবতার নাচিয়া নাচিয়া সুন্দর চলে,
অপ্রসন্নতা তরঙ্গ-মুকুতা-মালিকা দোলে।
বা শুভ-সূচনা]
চারু চন্দনের গন্ধ অঙ্গগন্ধ ধরে,
মেদুর মলয়ানিল নিশ্বাস বিহরে,
ধরি শ্যাম-অঙ্গ-জ্যোতি বসন্ত নিবসে তথি
প্রসূন-পল্লব-ভূষিত-কায়
পিক-অলি-কণ্ঠে মধুর গায়।

শিরশ্চন্দন-কেশে গিরি ধরে ফণী
ব্যোমকেশ-কেশপাশ শোভিত যেমনি।

সুখ দুঃখ ভ্রাতৃদ্বয় সতত একত্রে রয়
গোলাপের গন্ধে কণ্টক সাজে ;
নগ-সুচন্দনে পন্নগ রাজে।

মৃদু-বাসন্ত-বায়ুর লভি আলিঙ্গন
পুষ্পবতী লতা চারু হসিত-বদন,
প্রসবি সৌরভ-সুত দেবতারও বাঞ্ছিত
সানন্দে সাদরে পিতার কোলে
প্রণয় ভঙ্গীতে দিতেছে ঢেলে।

মলয়জ-রসে মিশি কোকিলের "কুহু"
নির্ঝরে নির্য্যাস ধারা যোগায় মুহুমুহু
পাখিদল মিলি গায় ঝঙ্কারে সেতার তায়
বাজায় মধুর মধুপ কুল,
মধু ঢালে প্রেমে আকুল ফুল।

সচল গুল্মের প্রায় মৃগ শত শত
প্রফুল্ল অন্তরে নাচে নানা কেলি-রত
জঙ্গলে জাঙ্গাল করি আঁকিয়াছে সারি সারি
সুচারু সুরেখা বঙ্কিমতায়,
সুন্দর সবুজ ভূধর-গায়।

তরু ডালে পাকি মিষ্ট বিবিধ সুফল,
তরলিত বৃন্ত যার অতি সুকোমল,
বিহঙ্গম চঞ্চুভয়ে মানে মানে মান লয়ে
ত্যজিছে পরাণ পাষাণ গায়
গলিয়া রঞ্জিয়া বরণে তায়।

নিঝর-শীকর লগ্ন পাতায় পাতায়,
মাণিক-নয়নে তারা হাসি হাসি চায়,
নিত্য নব আঁখি খু'লে, আনন্দেতে হে'লে দু'লে,
সলিল-ধারার সুষমা হেরে,
অনিলের কোলে গলিয়া পড়ে।—

এ হেন গিরির পাশে অবশেষে দীনবেশে
উপনীত চন্দ্রিকাব পতি।
পশিয়া গহণ বনে হারাইয়া সঙ্গীগণে
পথহাবা ঘুবে নানা পথি।
বিঘোর বিপদে পড়ি অশেষ বিদেশ ঘুরি
দৈবযোগে হেথা আগমন।
স্বর্ণ গিরি চারু মূর্ত্তি, সুকোমল-ননী ষ্ফূর্ত্তি,
বার-করে বিকৃত বরণ।
অন্তরে চিন্তার জ্বালা, বাহিরে রৌদ্রের জ্বালা
উদরে ক্ষুধার জ্বালা আর।
তিন জ্বালা তিন মুখে শুষিল পরমসুখে
পেযে চারু নবনী আধার।
নাহি রূপ নাহি আলা বদন সুথায়ে কালা
আলাজিভ শুষ্ক বাক-রোধ।
ওষ্ঠদ্বয় ফাটা শান অবনত নাসা খান
শ্বাসে শ্বাসে ঘটায় বিরোধ।
কেশেতে উড়িছে খড়ি কেশগুলি দড়া দড়া
কি বলিব নয়নের কথা!—
চন্দ্রিকার রূপরসে না পাইয়া উপবাসে
শুকায়ে সহিছে ঘোব ব্যথা।
আধাব-অঞ্জন-হারা খঞ্জন-বিহগ-তারা
মরাপ্রায় শয়িত পিঞ্জরে।
বীণাবিনিন্দিত বাণী কর্ণযুগ নাহি শুনি
দুঃখে পশে কেশের ভিতরে।
কোমল পরশ বিনা অঙ্গুলী হ'য়েছে ক্ষীণা
রাগে ছুরি খুলিছে ধারাল।
কোমল শয্যা না পেয়ে মেরুদণ্ড বক্র হ'য়ে
ঘসিয়া তুলিল পৃষ্ঠ ছাল।
বসিল তরুর মূলে সুন্দর ভূধর কোলে
দুর্ব্বল তনু বিষন্ন মন।
দক্ষিণে কিঞ্চিৎ হেলি কম্পিত মস্তক তুলি
পশ্চিমাশা করে দরশন।
হেরি অস্তগত ভানু যোড়া দিয়া ভাঙ্গা জানু
উঠিলা সাহসে ভর করি।

হেরিলা সরসী দূবে জলে টলমল করে
ছুটিলেক তারে লক্ষ্য করি।
অন্তরে নাহিক ভাল কিছুই লাগেনা ভাল,
পরাণ পুড়িলে অঙ্গ ছাব
দূষিত সরসীবারি ফুলতরু তীরে সারি,
সে সরের কিবা সে আদর?
মধুচক্রে মধুহীন মক্ষিকাদংশন বিন
কিবা সুখ ভুঞ্জিবারে ধরে?
কালের গতিতে কায় হলো মহাকাল প্রায়
সারহীন অভ্যাসে বিচরে।
শান্তিহীন যেইজন করে সদা বিচরণ
যথা তথা এক সেই হিয়া।
আঘ্রাণে ক্ষুধা পায় ক্ষুধিত যদি না খায়
স্বকরে সুখাদ্য অন্ন ল'য়া।
তেমতি বাহ্যিক শোভা অন্তরে না দেয় প্রভা
মরমের জ্বালা যত কাল।
সরসীর নীরবাশি ফুটাবে শান্তির হাসি
মনে বাসি ছুটিল সকাল।
আইয়া সুন্দর ঘাটে সুশীতল শিলাপাটে
চুম্বিত চম্বিত নীরাধরে।
নিসর্গ উৎসর্গাসন ভাবুক বাঞ্ছিত ধন
অধিকার করিল আচরে।
শিলা শৈত্য পরশনে জাগিয়া উঠিল বনে
চন্দ্রিকার অঙ্গের পরশ।
অমনি শান্তির আশ ফুটায়ে বিকট হাস
বুকে মারে ধরস্ ধরস্।
আঁধারে সকল ঘেরা ইন্দ্রিয় সকল মরা
পরশ গজিছে শুধু তায়।
হেন কালে আঁখি বলে "এই আমি জাগি ভালে,
কিবা শোভা হিল্লোল-আগায়!"
গাথক-তরঙ্গ-ঠোঁটে অগণ্য শীকর লোটে
ফু'টে ফু'টে উঠিছে নাচিয়া।
শিঞ্জান ভূষণ রাশি— চন্দ্রিকার মুখ-হাসি
স্মৃতিনীরে উঠিল ভাসিয়া।

হেনকালে পিকবধূ   ঢালি দিল "কুহু" মধু
শ্রুতি যুগ জাগিল শুনিয়া।
প্রিয়াকণ্ঠধ্বনি স্রোত   মরমে পশিল দ্রুত
শোক বাড়ে থাকিয়া থাকিয়া।
পুরিল নাসার আশ   পাইয়া ফুলের বাস,
সচেতন দ'হবারে তায়।
রসনা জপিল নাম   সুখসার মধুধাম
বিষ হ'য়ে বিচ্ছেদে জ্বালায়।

অষ্টম তরঙ্গ

মিলন

এবা কি স্বপন দেখিনু আজি।—
লইয়া বাগানে ফুলের সাজী
কুড়াইয়া ফুল   সুগন্ধি বকুল
আনন্দে অতুল   গাঁথিছি মাল
অজ্ঞাতে সঙ্গীত   অতি সুললিত
অধরে গলিত   চাপায়ে গাল।

[তিলকার   আনন্দে লঘুতা লভিল অঙ্গ,
স্বপ্নবৃত্তান্ত]   মনে উথলিল কতই রঙ্গ।
রঙ্গস্রোতে মিশে   গগণের দিশে
সঙ্গে সঙ্গে হেসে   উঠিল কায়
শশধর পাশে   এসে অবশেষে
মালিনীর বেশে   আগত প্রায়।

সুচিক্কণ গাঁথা নিরখি হার
সুধাংশু প্রিয়াবে করিছে ঠার,
চন্দ্রিকা তখন   ডগমগ মন
কর প্রসারণ   করিয়া চায়
রূপগুণাধার   পুরুষের সার
মাগিছে আমার   দিলাম তায়।

চকোরমিথুন পূজিত শশী
পসারি স্বকর চাহিল হাসি,
চন্দ্রিকা শ্রীকরে   সুহাসি অধরে
চারু উপহারে   বিধুরে দিল
পরিয়া গলায়   নবমালিকায়
অতুল শোভায়   সাঁতার দিল।

সুহাসি-প্রসূন ফুটিল অধরে
সুধামধুধারা ঝর ঝর ঝরে
বকুলে লাগিয়া   সুগন্ধ মাখিয়া
গগন ব্যাপিয়া   ধারায় পড়ে
চকর চকোরী   ভকত তাহারি
রসে পেট ভরি   তাণ্ডব করে।

"আনন্দ নির্য্যাস প্রেমরসামৃত
ভুলভ লভিয়া কেন বা বিরত ?"—
চিন্তিয়া মানসে   উল্লাস হরষে
পিনু সেই রসে।   মনের সাধে
ভাগ্যধর পাশে   চকোর নিবসে
বুঝিনু তা শেষে   কি সুখ সাধে !

আমিও চকোরী ছিলাম স্বপনে।
ডুবেছি ডুবেছি আঁধার প্রমাদে।
কিন্তু এ স্বপন   বটে সুস্বপন
করিছে জ্ঞাপন—   "সেদিন আসে।—"
শশাঙ্ক উদিবে   চন্দ্রিকা গলিবে
চকোরী ভখিবে   সুধার রসে !

আকাশেও চাঁদ দেখা দিল ঐ,
সরসীর তীরে চল চল সই,
হৃদি টলমল   আনন্দ কল্লোল
আঁখি ছলছল   প্রেমাশ্রু ঝরে
সুখের সময়   আইল নিশ্চয়
তব প্রাণময়   নিকটে চরে !

বাক্য পরিপাটি দিয়াশলি-কাটি
আঁধার কুটীরে জ্বালিলেক বাতি—
আশার প্রদীপ— তবু ক্ষীণালোক
মুহূর্ত্তের তরে থামিলেক শোক।
"আইবে, আইবে"—আশার বাণী
ভবিষ্যৎ কথা কে জানে গণি?
তবু তার সেই আলেয়ালোক
সুমধুর সাজে ভুলায় লোক।—
অমৃত যেমন পশিল শ্রবণে,
মৃত অঙ্গে প্রাণ লভিয়া তখনে,
উঠিয়া সখীর ধারল গলা,
অন্তরে আলোক শরীরে কালা।
আনন্দের রশ্মি বহুদিন পরে
বল, বল সখি আজি কেন পড়ে।
আয় সখি, চল, গগণ শরীরে
গোটা দুই কথা জিজ্ঞাসি কাতরে।
অই সে কলঙ্কী মৃগেরি তরে
আমার ও) শশাঙ্ক কলঙ্ক ধরে
মৃগেরিলাগি বধিয়া রমণী,—
শশধর, শশাঙ্কসমান গুণী।
ধ'রে নে সখি, ধ'রে নে আমারে।
ভগ্নজানু আমি শোকের মুদ্গরে।
চান্দ্রকাবৈভব হেরিবনে নয়নে,
ধরায় পড়িব অসূয়া-বাণে।
বাহুলতা যোগে কসিয়া বাঁধ,
স্কন্ধেতে হেলিয়া হেরিব চাঁদ।
স'রে গেল নাকি সরোবর ঘাট?
অবশ চরণ, কোথা শিলাপাট?
এই যে সরসী, অতি নিকটে,
তবুও পড়েনা নয়ন-পটে
আঁখির আলোক নিভিয়া গিছে,
বিরহে সকল কাড়িয়া নিছে।
ভস্মতলে ক্ষীণ অগিনি যেমন।
নিভু নিভু হিযে চৈতন্য তেমন।—
শুন্, শুন্ দেব, যামিনী রমন।

বল্ কোথা মোর প্রাণপতি ধন!
তুমি দ্বিজরাজ ওষধি-অধিপ
তত্ত্ব-স্নেহে রাখ জীবন-প্রদীপ।
তোমার সদৃশ সুদর্শন পতি
তোমায় নিরখি ঘটয়ে স্মৃতি,
তাই দরশন বিষাদময়।
নতু কি নারীর সতীত্ব রয়?

দুগ্ধের মাধুর্য্য যথা তাপের সংযোগে
ক্রমে ঘন ঘন ঘন সঙ্গী-নীর-ত্যাগে,
পার্থিব সে কলেবর বিশুদ্ধ তোমার।
[দৈববাণী] শুধু আছে ঘনীভূত সতীত্বের সার।
অচিরে ধরিবে হৃদে হৃদয়-রতন।
এ আশা নিচয় ধ্রুবতারার কিরণ।
তোমার শশাঙ্ক অকলঙ্ক শশধর
নিজনারী-অনুরক্ত প্রেমিক-প্রবর।

[দৈববাণী ফল] বিগত চেতন চন্দ্রিকার মন
শ্রুতির মূলে
বাণী সুললিত দৈব বিগলিত
সুমৃদু বোলে।
মাঘের মুদিরে বারিবিন্দু ধীরে
[শশাঙ্ক দেবের স্বগতোক্তি] ভূমিতে পশে।
সম্বিত হরিত সুখে জাগরিত;
হরিষে হাসে।
দৈবভাষা শু'নে মনে মনে গণে,
প্রেয়সী হেথা;
পালটি চিন্তিল,— কেমনে আইল,
আসি বা কোথা?

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বুঝিলাম মর্ম্ম
পরমানিত ;
পতি বিরহিণী সতী পাগলিনী
বনে আগত।
পতি অন্বেষণে ফিরে বনে বনে
ভাগ্য উদিল ;
বাঁচিনু, বাঁচিল সৌভাগ্য হাসিল,
প্রিয়া মিলিল।
বুজি নেত্রযুগ করি সুখভোগ
খুলিনা আঁখি
খুলিলে প্রিয়ার দুঃখিনী আমার,
কি রূপ দেখি!
বুঝেনা নয়নে বড় বাসা মনে
হেরি বদন।
বাসনা থামেনা, আনন্দ আঁটে না,
ফাটে নয়ন।
কৌতুক তরঙ্গে প্রেয়সীর সঙ্গে
ঢালিব অঙ্গ,
আমি চিনি তাবে সে চিনে না মোরে
এ বড় রঙ্গ।
বিশ্বাস-প্রভব যত মনোভাব
কল্পনা ফল।
জানি বা কেমনে প্রেয়সী এখানে,
বিশ্বাস-কল।
তথাপি আনন্দ চারু মকরন্দ
হৃদয়ে গলে
আশঙ্কা বিরূপ হেরিলে সে রূপ
আনন্দ ঢলে।

একি, একি, একি, সখি!
গাছের পাষাণে একি! একটী মানুষ দেখি!
[illegible] দুরু দুরু কাঁপিছে পরাণ,
কর, সখি, কুটীরে পযাণ!—
[illegible] কৃপাপাত্র মানবে কি ভয়?
[illegible] মতন যেন হেরি নিরাশ্রয়!

শোয়াস বহিছে নাকে, কায়স্পন্দ থেকে থেকে,
নির্নিমেষ নয় তাঁর আঁখি,
বহুক্ষণ মরণের বাকী,
আনন্দের প্রভা খেলে সুমুখমণ্ডলে,
বাহিরে মলিন হেরি, অন্তরে উজ্জলে।

ভাল চেয়ে দেখ সখি, কি সুষমা মুখে দেখি,
এ যে নয় পুরুষ সামান্য ;
লুকি দিয়া হাসিছে লাবণ্য,
পর পুরুষ পরশে নাহি কোন দোষ,
পরম পবিত্র কর্ম্মে, পরম সন্তোষ।

ভাবে শুদ্ধ আত্মামতি ভাবে মলিনিত অতি
বিপ্রজনে রাখ অসময়,
সাধু কর্ম্মে কেন সখি, ভয়?—
করপদ্ম চাপি অই কমলনয়নে,
উঠিয়া বসিলা হে'লে আনত-আননে।

সৌভাগ্য শশাঙ্কালোকে হেরিনু মহাত্মালোকে
উপনীত ক্লান্ত কলেবরে,—
চলুন্ অই দরিদ্র কুটীরে।
পর্ণবিরচিত তল্পে করুন্ আরাম,
বনগব্য বনফলে ক্ষুধার বিরাম।

(স্বগত)

প্রিয়ার কমল-করে নবনী কোমল
[স্পর্শসুখে পরশিয়া দিলা অমৃত-তড়িত
শশাঙ্ক দেবের অঙ্গার প্রতিম অঙ্গে, সম্বৎসর পরে,
উক্তি] সঞ্চারিল আজি আনন্দ-সহিত।

নীরস অঙ্গার আজি পারিজাত তরু,
নিমিষে প্রকট আনন্দ-প্রসূন ;
দেহ-স্বর্গ পুরীশ্বর আমোদিত মন
প্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিতা পুনঃ।

অমৃত প্রলুব্ধ যত অমরা-নিবাসী
মন্দার ধরিয়া মথিল সাগর ;

অমৃত কলস শিরে উঠে ধন্বন্তরি ;—
এই সে কলসী লইছে অন্তর !

শুনিনু শ্রবণে তুলি আনিল কুটীরে,
শ্রবণের শান্তি ঘটেছিল মোর ,
এ নয় কুটীর, ধবি আনিল স্বরগে !—
নাচে রে সে মন আনন্দে বিভোর ।

উন্মিলিব না, এই যে পার্থিব নয়ন
স্বর্গ সুখে তার নাই অধিকার ,
খুলিলে, অমনি নিজ স্বভাবের দোষে,
আছাড়ি ফেলিবে ভূতলে আবার ।

আঁখি, তোর সাধ্য নাই চিনিতে প্রিয়ারে,
প্রতীক্ষা করিয়া থাক কিছু কাল,
পরীক্ষিত সে কাঞ্চন শ্রবণ নিকষে,
সুকণ্ঠ ধ্বনিক রেখা-সম্পাতনে !

প্রিয়া সম্মিলন সুখে চুপে চুপে চুরি ।
বিষভরা কূপে কমল মগন ।
তাতেও ডুবিয়া অলি পান করে মধু,
পরশে না তারে বিষজ্বালাতন ।

না না ! চাহিনা এ হেন সুখ আস্বাদিতে
স্বার্থের পরশে ঘটে অনুতাপ ,—
দুঃখিনী সে চিনে না, ভাবিতে অন্তরে,
অন্তরেতে লাগে বঞ্চনার পাপ ।

হবিতে তঙ্কার তারে দিয়ে পরিচয় ,
মিলন আনন্দ উভয়ে বাটিব
যাও আঁখি বন্ধা তব করিনু শিথিল ,
যা থাকে কপালে, এবার হেরিব।

আহা, কি হেরিনু !—
"গতস্য শোচনং নাস্তি"— এ রোগে ঔষধ,
সম্মিলন সুখ রাখিয়া জাগ্রত ,
খেদার খেদের কথা, জাগে যা অন্তরে ,
অমিয়া লভি ক্ষুধার পীড়িত ?

কি লাগি বিজন বনে বসতি, জানিতে
[প্রকাশ্যে] কুতূহল বড়, বলুন সত্বরে ;
ধন্য আপনারা, রমণীরত্ন-যুগ,
আশ্রয় দিলেন এ দীনজনেরে !

তিলকা। পুরুষ আপনি তাই পাইনু আশ্রয়,
আপনি সামান্য ন'ন বুঝি মহাশয় ।
পতি-অন্বেষণব্রত আমার সখীর,
দেশে দেশে ঘুরি শেষে নির্ম্মিত কুটীর ।
শশাঙ্কসন্নিভ পতি, শশাঙ্ক সে নাম,
বসতি কেদারগিরি, সম্প্রতি আরাম ।
আশার কুহকমন্ত্রে রয়েছে পরাণ,
নিরাশার ছায়াপাতে ঘটিবে নিদান ।

শশাঙ্ক। "শশাঙ্ক-সন্নিভ পতি শশাঙ্ক সে নাম,"
অমানিশা গতে পূর্ণ হবে মনস্কাম ।

তিলকা। অমানিশা কালমান সকলেই জানে,
সখীর দুঃখের শেষ অদৃষ্টের স্থানে ।

শশাঙ্ক। অদৃষ্ট ও দৃষ্ট হয় সময় আসিলে,
লভিয়া সময় কেউ তায় অবহেলে ।

তিলকা। বাঞ্ছিত সুনিধি লভি কেবা অবহেলে ?
শশাঙ্ক। মৃদাবৃত মণি যদি স্বজ্যোতি না খোলে ।

তিলকা। ভাগ্য তো প্রসন্ন নয়, সেও অসময় !
শশাঙ্ক। চিন্তামণি মিলে হৃদে চিন্তা যদি হয় ।

তিলকা। পতি-পোতে সুখভরি জীবন-সাগরে,
নারীজন মহাজন চিন্তায় অন্তরে,—
ঝটিকার পদভরে পশিল কি জলে
অথবা তরঙ্গকোলে এখনো [illegible]

শশাঙ্ক। বানিয়াবধূর পোত [illegible] যদি [illegible]

শশাঙ্কের বাণী মধুর চতুর
[পরিচয়] শুনিয়া তিলকা সতী
চকিতে পরাণে নিরখিয়া চায়
কুঞ্চিয়া সজল আঁখি।
তাহারি বদনে অতীব মলিন
হেরিয়া শশাঙ্ক চায়।
অবাক হইয়া আনন্দ উচ্ছ্বাসে
চন্দ্রিকা নয়নে চায়।
সে ভাব নেহারি বুঝিয়া শশাঙ্ক
চিনিল, চিনিল মোরে,
প্রেমের তরঙ্গে সকম্প পুলক
দর দর অশ্রুধারে
সকরুন ধ্বনি ফুটায়ে অধরে
"প্রিয়ে, প্রিয়ে," উচ্চরবে
লম্ফ দিয়া ধরে প্রিয়ার গলায়;
কাঁদিতে লাগিলা সবে।
জয়, জয়, জয়, দম্পতি মিলন
নিভিল শোকের জ্বালা।
প্রেমের উচ্ছ্বাস নরক বিনাশ
খুলিল স্বর্গ আলা।
ছয় আঁখি ঝরে দর দর দরে
কুটীর ভাঙ্গিয়া যায়।
বুলু বুলু ধ্বনি আনন্দের নদী
তরঙ্গে ছুটিয়া ধায়।
বাহুলতা পাশে বান্ধি পরস্পর
শুধু হাবু ডুব খায়।
গদ্ গদ ভাব সবে না সুকণ্ঠে,
অতীত হিয়ায় ছায়।

নবম তরঙ্গ

জীবন সর্ব্বস্ব!
[মিলনান্তে হরিদ্রায় মাজা সোনার বদন
প্রিয়ালাপ] কনক-চন্দ্রমা খানি
সুধা-মধুরিমা পূরিত মণ্ডল
ভরিতা সুখের খনি।
[শ্রীমতী রাজমুকুট নয় স্মৃতিতে অঙ্কিত
চারু চন্দ্রিকার লাবণ্য ছায়ায় মাখা।
উক্তি] ক্ষীণা মূর্ত্তি হেরি জাগে পূর্ব্বরূপ
পূর্ণ যা হৃদয়ে আঁকা।
ভস্ম তনু হ'তে এই যে আবার
পরাণ স্ফুলিঙ্গ জাগে।
এটুকু রেখেছি কেবল যোগারে
সুপল্লব অনুরাগে।
অঙ্গে উপজিছে করিণীর বল
কে বলে অবলা মোরে।
আঁখি মীন যুগ ভাসিয়া উপরে
আবার উল্লাস ছাড়ে।
তব কমলিনী উঠিল হাসিয়া
উদয় নিরখি নব।
দারুণ শীতান্তে বসন্তের বায়
মন্দে ফুটে পিকরব।
পুলক মুকুলে অঙ্গ বিভূষিত
সঞ্চারে আনন্দ রস।
প্রেমের প্রবাহে নাচিয়া দুলিয়া
হনু অন্তরে অলস।

প্রিয়, জীবন বল্লভ।
কি বলিব সেই দুখের কথা।—
থেকে থেকে জেগে উঠে সে ব্যথা।—
নরক আঁধারে স্বপন-জড়িত
তপত ক্লেশের স্রোতে।
দহিনু মরমে দিবস যামিনী
চাহিয়া তোমার ভিতে।
বিকট দশনে বিরহ দারুণ
চিবায়ে পীড়িল মোরে।
নবীন বয়সে এ ঘোর যাতনা
প্রণয়ে এ ফল ধরে।
হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রীতির আসনে
বসায়ে ছিলাম তোমা।

ত্যজি সে নিকুঞ্জ করিলে পয়াণ
পাতালে ডাবিয়ে আমা।
সে মঞ্জু বিপিন বিরহ দাবাগ্নি
পুড়িয়া করিল ছাই।
কুসুম, পল্লব, লতিকা মুকুল—
সে শোভা কিছুই নাই।
মাধুর্য্য অপাস্ত বৈদগ্ধ্য নিবন্ত
কি দিয়া তুষিব নাথে!
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ঘটায় দারুণ
হরিয়া সকলি সাথে।
সংসার গরল ছুইল প্রণয়ে
সারল্য, চাপল্য, গেল।
বিষাদের ছায়া পড়িল অন্তরে
অন্তর হইল কাল।
কারুণ্য পরশে কাটিল মরম
তারুণ্য প্রস্থান ক'ল।
তবু কেন নাথ আনন্দ অপার
উজায়ে আবার এলো।
আগের জীবন ছিল উষাময়
রঞ্জিত বালার্ক-শোনে।
নবীন-নীরদ সুশীতল-ছায়
ঘিরিয়াছে সে জীবনে।
আগেকার শোভা লোচন-আনন্দী
লাগিতে না হৃদে তত।
দ্বিতীয় বিলয় চন্দ্র পবনী
নয়নে তোষে না যত।
শোক ভানু তাপে প্রণয়-সুফল
সুন্দর সুপক্ব হয়।
পাবক উত্তাপে পায়স মাধুর্য্য
মধুর ঘণত্ব লয়।
আপাত কঠোর বিচ্ছেদ তোমার
তথাপি বাঞ্ছিত নয়।
গৃহে থাক সুখে গৃহ লক্ষ্মী লয়ে
সেবার খেলুক জয়।
রাঙ্গাপদ রজঃ স্থাপিয়া মস্তকে
প্রভাতে তেয়াগি শেজ।

সুবাসিত অন্ন অগণ্য ব্যঞ্জন
জ্বালি আপনি সতেজ।
বাঁধিব সুগন্ধি পায়স পিষ্টক
চারু সুস্বাদু মধুর।
ঘন আটা দুধ, ক্ষীর, নবনীত
লুচি বানাব প্রচুর।
কর্প্পূর বাসিত যমুনার জলে
পূর্ণ স্বর্ণ কুম্ভ ল'য়া।
করাব সিনান মাজিয়া শ্রীঅঙ্গ
মুছাব গামোছা দিয়া।
নব পট্ বাস পরাব স্বকরে
চরণ সম্পুট মাজি।
কর্প্পূর চন্দন মৃগমদরসে
দিব অঙ্গ বাগ রাজী।
অন্ন দিয়া থালে নানা উপচারে
কোটরা ভরিয়া দিব।
মুখরুচি তরে আচার কাসন্দ
থালার কিনারে থু'ব।
বারি পূর্ণ ঝাড়ি ডাঁগর ডাবর
আচমণ তরে দিব।
রতন মণ্ডিত কনকের খাটে
শয্যা কোমল রচিব।
হেলিয়া বসিবে কোমল বালিশে,
সোনার রিকাবে ক'রে।
মশলা পুরিত তাম্বুলের পুরা
দিব নাথের শ্রীকরে।
পদতলে বসি পাদ সংবাহন
করিব একান্ত মনে।
অধর স্ফুরিত সুমধুর বাণী
অমিয়া বর্ষিবে কানে।
কমল নয়ন নিরখি অলস,
পাইয়া আদেশ বাণী।
উঠি ধীরপদে যেয়ে মনোসাধে
প্রসাদে পূরিব প্রাণি।
এ হেন সেবায় সফলিব জীব
মনের বাসনা বলি।
পতি সেবা বটে নারীধর্ম্ম সার
যাই চল গৃহে চলি।

অরণ্যও গৃহ, প্রিয়ে তোমার মিলনে,
কিন্তু পিতৃমাতৃসেবা হয় না এখানে।
কেমনে চলিবে, প্রিয়ে, দুঃখ উঠে প্রাণ ছে'য়ে,
[illegible] চিবিয়া সুখের কোমল বুক,
সুধাবর্ষণ] [illegible] হেরি সুখে ও দুঃখ।

* রসালমুকুলভুক পিককলস্বর,
কমলের মধুপায়ী মধুপ-গুঞ্জর,
মধুর মৃদঙ্গধ্বনি, বাগ্দেবী বীণা ছ'নি
বিধুসুধা মাখি গ'ড়েছিল বিধি
সুমধুর স্বর—অমৃত-উদধি।

নীলকান্তমণি আর নীল উৎপল
দীপ্তিমান্ সিগ্ধজ্যোতি বিশদ বিমল,
হিমাংশুর অংশুরসে ছানিয়া অকুণ্ঠিতে
গড়েছিল বিধি দুইটি নয়ন।
কাঞ্চন পলাশে করি আচ্ছাদন।

বসন্ত রসিক সেই অতনুর ধনু,
ছানিয়া সে জীমূতের নবঘনতনু,
কজ্জলে মাজিয়া চারু গড়ে ছিল যুগল,
শ্যাম আতপত্র নেত্রের উপরে,
স্বেদপঙ্কধারা গলিয়া না পড়ে।

দীপশিখা, শুকচঞ্চু, আর তিলফুল,
এতিন মিশায়ে কৈল নাসিকা অতুল।
কমলে চম্পক থু'য়া তদুপরে চাঁদ দিয়া
শিরীষে মাখনে বনা'ল শ্রীকর,
স্বর্ণধ্বজদণ্ড-মৃণাল উপর।

স্থলকমলের গায়ে ক্ষীরপুলী দিয়া
গঠিল চরণযুগ মুকুর স্থাপিয়া,
মনোহর বন্ধুজীবে মাখিয়া সুপক্কবিম্বে
পাখালি রাতুল বালভানুকরে
নিরমিল তব মোহন অধরে।

হৈমগিরিযুগ মাঝে নবঘনশিরে
বাসব-কার্ম্মুক যথা বিভ্রম প্রচারে,
[illegible]জ্যোতি মণিমালা করিয়া চৌদিক আলা

খেলিত দুলিত কতই মধুর।—
কোথা সে সাধব্য-লাঞ্ছন সিন্দুর?

কোথা সে সীমন্ত শোভা চিকুর পদবী?
কোথা সে মণি কাঞ্চণ মধুর-আরাবী?
কোথা শিঞ্জান রসনা সর্ব্বরমণী-বাসনা?
"কণু রুণু" রুনী রতন নূপুর
ঢালিত শ্রবণে সুখসুধাপুর।

কোথা নীলাম্বরী সাড়ী কুসুমে খচিত,
নৈশ নীলাম্বর শোভা তনুতে অর্পিত?
শতগ্রন্থী ছিন্নবাস করিছে অঙ্গেতে বাস,
পরিবর্ত্ত হেরি, হায়, সুখে দুঃখ,
তব সেই মুখ নয় সেই মুখ?

আহ্লাদে করিয়া বিয়ে গৃহলক্ষ্মী গৃহে নিয়ে
লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়ে জ্বালায় যেবা তারে,
তার সম নরাধম নিঠুর কঠোরতম
নারকি কপালপোড়া কে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?
পরকরগত প্রাণ— শান্তি সুখ ধনমান—
অবলাযোষিত কুলে পীড়ে যে মন্দমতি,
অভিশাপ-জর্জ্জরিত, জীবন থাকিতে মৃত
ভীষণ নরক ঘোরে দেহ নিপাতে গতি।
কোমলপল্লবকরে দহ্যমানান্তরে।
কাতরে ধরিয়া করে করি গো এ মিনতি,—
বুদ্ধি দোষে দৈববশে বর্ষ এক পরবাসে,
অশেষ যাতনা দিনু হও প্রসন্ন সতি।

যুগলমিলন আজি সুরম্য কাননে।
রোহিনীর পাশে শশী বিরাজে গগণে।
রতি যথা পতি বামে, রাধা কুঞ্জে পেয়ে শ্যামে,
[আনন্দ প্রেমরসে দুহুতনু দিয়েছে সাঁতার!
প্রবাহ] মিলন হেরিয়া সখী সুখিনা অপার?

প্রেমের কালিন্দী স্রোত উছলিয়া ধায়।
ফুটিল কুসুম বতভীর গায় গায়।
নবীন মুকুল রাজি সুচারু সবুজ সাজি
দেখা দিল তরুবাজী শাখায় শাখায়।
সুগন্ধ মাখিয়া অঙ্গে মন্দানিল ধায়।

সমাপ্ত।